শতবার্ষিকী সংস্করণ

আচার্য্যের প্রার্থনা

দ্বিতীয় ভাগ

(১৪ই এপ্রিল, ১৮৭৯—২২শে নবেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

কমলকুটীর, দক্ষিণেশ্বর ঘাট, চন্দননগর, বুদ্ধগয়া, গয়া, ডুমরাঁও, ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, মঙ্গলবাড়ী, বিডন স্কোয়ার, বাগবাজার নন্দলাল বসুর বাটী, নৈনীতাল, গঙ্গাতট।

শ্রীমদ্‌-আচার্য্য
ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন

"ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির"
৯৫নং কেশবচন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা
জানুয়ারী, ১৯৪০

এক টাকা

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন শতবার্ষিকী কমিটীর পাব্‌লিকেশন বিভাগের
যুক্ত-সম্পাদক শ্রীমতী মণিকা মহলানবিশ, ডাঃ কালিদাস নাগ
ও শ্রীযুক্ত সতীকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক ৯৫নং কেশব-
চন্দ্র সেন ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত ও ৩নং রমানাথ
মজুমদার ষ্ট্রীট, "নববিধান প্রেস" হইতে
শ্রীপরিতোষ ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

আহ্বান

শ্রান্ত বিভ্রান্ত পথিক, দাঁড়াও। তোমার সম্মুখে কেশবের প্রার্থনা-রূপ মন্দির। ইহার মধ্যে ঈশ্বরের গম্ভীর বর্ত্তমানতা। যোগের ঘণ্টাধ্বনি শ্রুত হইতেছে। ভক্তির অপূর্ব্ব সৌরভ উত্থিত হইতেছে। মন্দিরদ্বার উদ্ঘাটিত হইল। প্রবেশ করিয়া সকল শ্রান্তি দূর কর। মঙ্গল হউক!

ল—

সূচীপত্র

দ্রষ্টব্য :—নৈনীতালের কতকগুলি প্রার্থনার শিরোনাম (Heading) পরিবর্ত্তন করিয়া, স্বর্গীয় গণেশপ্রসাদ ভারতাশ্রমের "দৈনিক প্রার্থনা" ১ম ভাগে পুনর্মুদ্রিত করিয়াছিলেন। যে যে প্রার্থনার শিরোনাম পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে, সূচীপত্রে সেই সেই প্রার্থনার পরিবর্ত্তিত শিরোনামের সঙ্গে বন্ধনীর (Brackets) মধ্যে পূর্ব্ব শিরোনামও দেওয়া গেল।

প্রার্থনা

ইচ্ছার অধীন

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, সোমবার, ২রা বৈশাখ, ১৮০১ শক ;
১৪ই এপ্রিল ১৮৭৯ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, তুমি আমাদিগকে যে ধর্ম্মে দীক্ষিত করিয়াছ, ইহাতে আমরা এক স্থানে দাঁড়াইয়া থাকিতে পারি না। তুমি আমাদিগকে টানিয়া লইয়া যাইতেছ। যে সকল তত্ত্ব তুমি আমাদিগের নিকটে প্রকাশ করিতেছ, আমাদের জীবন তাহা হইতে সহস্র সহস্র যোজন দূরে রহিয়াছে। কত পথ আমাদিগকে চলিতে হইবে। দয়াময়, তুমি দয়া করিয়া একটী যোগী বৈরাগী দল প্রস্তুত কর। যাহার যেরূপ খুসী, তাহাকে আর সেইরূপে চলিতে দিও না; কিন্তু সকলকে তোমার ইচ্ছানুসারে পরিচালিত কর। যে কেবল জ্ঞানে তৃপ্ত থাকে, তোমার ইচ্ছা হয়ত, সে খুব যোগ ধ্যান করিবে; যে কেবল কর্ম্ম করিতে করিতে কঠোরহৃদয় হইয়াছে, হয়ত তোমার ইচ্ছা যে, সে খুব প্রেমিক ভক্ত হইবে; যে চরিত্রকে মলিন করিয়া ফেলিয়াছে, তোমার ইচ্ছা যে, সে খুব পবিত্রচরিত্র হইবে। যখন তুমি আমাদিগকে সংসার হইতে মুক্ত করিয়া আনিয়াছ, তখন কাহাকেও তুমি সহজে ছাড়িবে না। অতএব সকলকে তোমার অধীন কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

প্রমত্ত হইয়া ভালবাসা

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ৩রা বৈশাখ, ১৮০১ শক ;
১৫ই এপ্রিল, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে গতিনাথ, তুমি স্পষ্ট বলিলে, আমি পূর্ব্বের ন্যায় তোমাকে ভালবাসি না। তেমন ব্যস্ত হইয়া তোমার প্রেমমুখ দেখিতে যত্ন করি না। দুষ্টকে তোমার শিষ্ট সন্তান করিয়া লও। এই দেশীয়েরা যেমন মত্ত হইয়া তোমাকে ভালবাসে, আমাকেও সেইরূপে তোমাকে ভালবাসিতে বল দাও। যদি তোমার প্রতি ভালবাসা না বাড়ে, তবে যে আমার নরকে গতি, অধোগতি হইবে। আমি মনে করিয়াছিলাম, তোমার প্রেমে এই দেশকে মাতাইব, আমার সহধর্ম্মিণী এবং সন্তানগণকে বৈরাগ্য-বসন পরাইয়া তোমার নিকটে লইয়া আসিব, সকলে মিলিয়া তোমার পাদপদ্মমধু পান করিব ; সে সকল কিছুই করিতে পারিলাম না, বরং সমস্ত জীবন যে সকল কার্য্যের বিরুদ্ধে উপদেশ দিলাম, আমাদের এখনও সেই কার্য্য এবং বিরোধ রহিয়া গেল। এই জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে তোমার চরণতলে আসিয়াছি, তুমি দয়া করিয়া তোমার ঘরের ভিতর ডাকিয়া লও, একেবারে এই পাপীকে তোমার প্রেমসিন্ধুর ভিতরে ডুবাইয়া রাখ।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

যোগানন্দরস

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বুধবার, ৪ঠা বৈশাখ, ১৮০১ শক ;
১৬ই এপ্রিল, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে যোগেশ্বর, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে যোগানন্দরস পান করিতে শিক্ষা দাও। যাহাদের স্ত্রী পুত্রাদি আছে, তাহারা কিরূপে যোগী

হইবে ? কিন্তু যোগী না হইলে যে, আমাদের নিস্তার নাই। এই দেশ যোগপ্রধান দেশ। যোগ হিন্দুভাব। তোমার সঙ্গে আমরা গূঢ় যোগ সাধন না করিতে পারিলে যে, এই দেশ তোমার ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে না। তুমি আমাদের জন্ম কঠোর সাধন সকল ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছ ; কিন্তু আমরা সাধন ভজনে অলস হইয়া, নিজের স্বার্থ এবং রুচি অনুসারে, তোমার নির্দ্দিষ্ট সাধন করি না। তোমার সাধন সিংহ বাঘের ন্যায় আমাদিগকে ধরিতে আসিতেছে। দয়াময়, তুমি দয়া করিয়া, আমাদিগের মন হইতে সংসার-চিন্তা তাড়াইয়া দাও। আমাদিগকে তোমার প্রেমসিন্ধু মধ্যে নিমগ্ন করিয়া রাখ। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

বিধানের অর্থ পরিত্রাণ

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ৫ই বৈশাখ, ১৮০১ শক ;
১৭ই এপ্রিল, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে পরিত্রাতা পরমেশ্বর, তোমার বিধানের অর্থ পরিত্রাণ, বিধানের লক্ষ্য পরিত্রাণ। জীবের পরিত্রাণের জন্যই তুমি বিশেষ বিশেষ যুগে এক একটী বিধান স্থাপন কর। তোমার বিধান-সংক্রান্ত লোকেরা সময়ে সময়ে সাধক, যোগী, ঋষি, ভক্ত এবং প্রচারক হইল, অথচ পরিত্রাণ পাইল না ; ইহাতে তুমি সন্তুষ্ট হইতে পার না। তোমার ইচ্ছা যে, তোমার লোকেরা পাপ দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া, তোমার মধ্যে ডুবিয়া চিরসুখী হয়। অতএব, হে দুঃখী পাপী পৃথিবীর উদ্ধারকর্ত্তা ঈশ্বর, তুমি দয়া করিয়া, আমাদিগকে আশা এবং বিশ্বাস করিতে দাও যে, তুমি আমাদিগকে পরিত্রাণ করিবার জন্যই এই বিধানভুক্ত করিয়াছ।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

পাদপদ্ম-সেবা

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ৬ই বৈশাখ, ১৮০১ শক ;
১৮ই এপ্রিল, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে প্রভু পরমেশ্বর, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে তোমার সেবাসাগরে মগ্ন করিয়া রাখ। যে তোমাকে সমস্ত প্রাণ দেয় নাই, যে আপনার প্রাণের জন্য আপনি ভাবে, সে কিরূপে তোমার এবং তোমার সন্তানদিগের সেবা করিবে? অতএব তুমি আমাদের প্রাণ হরণ করিয়া, আমাদের সমস্ত জীবন দ্বারা, তোমার কার্য্য সম্পন্ন কর। তোমার ভক্তেরা বলেন, তোমার চরণপদ্ম আছে। ঐ চরণপদ্ম সেবা করিলে, মন কঠোর এবং অসুখী থাকিতে পারে না। তোমার শ্রীপাদপদ্মের ভিতরে থাকিয়া, যাহাতে আমরা তোমার সেবা করিতে করিতে জীবন সার্থক করিতে পারি, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নিত্য নূতন আশা

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শনিবার, ৭ই বৈশাখ, ১৮০১ শক ;
১৯শে এপ্রিল, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে প্রেমময় করুণাসিন্ধু পিতঃ, তুমি দয়া করিয়া আমাদের মনের বিশ্বাস, আশা, নির্ভর বৃদ্ধি করিয়া দাও। অবিশ্রান্ত তোমার প্রেমবৃষ্টি হইতেছে, ভবিষ্যতে তুমি আমাদের প্রতি কত প্রেম প্রকাশ করিবে, তাহা আমরা জানি না। তোমার দিকে তাকাইয়া, যেন আমরা নিত্য নূতন আশা এবং উৎসাহ লাভ করি, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সৌভাগ্য

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, রবিবার, ৮ই বৈশাখ, ১৮০১ শক ;
২০শে এপ্রিল, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধু ঈশ্বর, তুমি আমাদিগকে সুখী কর। এই অন্ধকারময় পৌত্তলিক দেশে, তুমি আমাদিগকে দেখা দিতেছ, ইহা অপেক্ষা আর অধিকতর সৌভাগ্য কি আছে?

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

জ্বলন্ত বিশ্বাস

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, সোমবার, ৯ই বৈশাখ, ১৮০১ শক ;
২১শে এপ্রিল, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে জ্বলন্ত বিশ্বাস এবং প্রগল্ভা ভক্তি দাও। তুমি আছ, জীবন্ত বিশ্বাসের সহিত যেন আমরা এই কথা বলিতে পারি। যে মনের সহিত তোমাকে মানে, সে অগ্নিহোত্রীর ন্যায় অগ্নি লইয়া খেলা করে, সমস্ত দিন রাত অগ্নি ঘোরায়। তুমি বল, আমি আছি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

তনয়ত্বের অধিকারী

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১০ই বৈশাখ, ১৮০১ শক ;
২২শে এপ্রিল, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে মঙ্গলস্বরূপ, তোমাকে ভালবাসিতে আদেশ পাইয়াছি। তোমার পুত্র হইয়া যে তোমাকে ভালবাসে না, সে কুপুত্র। কেবল জন্মদাতা পিতা, এবং সৃষ্ট পুত্রের সম্বন্ধ নহে। তাহা হইলে তোমার পশুগুলিও তোমাকে পিতা বলিয়া ডাকিতে পারিত। তুমি সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল ; তোমার সন্তানগুলি কি কাল আল্‌কাত্‌রার ন্যায় থাকিবে? পিতঃ, তোমার তনয়ত্বের অধিকারী হইলেই যে, প্রত্যহ পুণ্য ও প্রেমবসনে সজ্জিত হইতে হইবে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

সংসারে স্বর্গরাজ্য-স্থাপন

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বুধবার, ১১ই বৈশাখ, ১৮০১ শক ;
২৩শে এপ্রিল, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, যখন তুমি আমাদের গলায় স্ত্রী পুত্রাদি পরিবার বাঁধিয়া দিয়াছ, তখন ইহার মধ্যে অবশ্যই তোমার ভাল মতলব আছে। ভরাডুবি করিবার জন্য, তুমি আমাদিগকে সংসারী কর নাই। স্বামী স্ত্রী উভয়ে সন্তানদিগকে লইয়া হরিভক্ত হইবে, এই তোমার ইচ্ছা। অতএব সংসারে দুঃখ এবং বিষপাত্র থাকিলেও, তোমার ইচ্ছা বলিয়া, আমাদিগকে সংসারে তোমার স্বর্গরাজ্য স্থাপন করিতে বল দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

বৈরাগ্য এবং সাধুসঙ্গ

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ১২ই বৈশাখ, ১৮০১ শক ;
২৪শে এপ্রিল, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে ভক্তবৎসল ঈশ্বর, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে বৈরাগ্য এবং সাধুসঙ্গ এই উভয়ই দান কর। সাধুরা তোমার প্রেরিত, তাঁহাদের সঙ্গে থাকিলে মন অনাসক্ত এবং অসংসারী হইয়া তোমাতে অনুরক্ত হয়।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

পুণ্যময় রূপ

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ১৩ই বৈশাখ, ১৮০১ শক ;
২৫শে এপ্রিল, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, তোমার দয়ার প্রশ্রয় লইয়া, তোমার কোন সাধক আর পাপ করিতে পারিবে না, তুমি এই হুকুম জারি করিয়াছ। তোমার সূর্য্যের ন্যায় মুখ আমাদিগকে কিছুকাল খুব ভালরূপে দেখাও, তাহা হইলে আমরা শুদ্ধ হইব। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

বাণী

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শনিবার, ১৪ই বৈশাখ, ১৮০১ শক ;
২৬শে এপ্রিল, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, তুমি আমাদিগকে তোমার শব্দ শুনিতে শক্তি দাও। জীবদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য তুমি শব্দ প্রেরণ করিয়া থাক। স্বর্গে

চিত্তশুদ্ধির ঘণ্টা বাজিতেছে। চিত্ত শুদ্ধ না হইলে, কেহই সেখানে প্রবেশ করিতে পারিবে না। যাহাদের চিত্ত শুদ্ধ হইবে, তাহারাই ঐ রথে চড়িয়া স্বর্গে চলিয়া যাইবে। ঢং ঢং করিয়া তোমার ভয়ঙ্কর ঘণ্টার ধ্বনি হইতেছে, আমাদের বিষয়ী কালা কাণ ঐ শব্দ শুনে না, এই জন্যই আমরা পাপ ছাড়িয়া পুণ্যধামে যাইতে ব্যস্ত হই না। আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন অগৌণে, জয় পুণ্যময়ের জয়, বলিয়া, তোমার রাজ্যে প্রবেশ করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ঋষি-জীবন

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, রবিবার, ১৫ই বৈশাখ, ১৮০১ শক;
২৭শে এপ্রিল, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, তুমি ক্রমাগত তোমার সাধকদিগকে বাছিয়া লইতেছ। এই অগ্নিক্ষেত্রে মনের মধ্যে আসক্তি, ব্যভিচার, অক্ষমা, বৈরাগী ঋষির কোন বিরুদ্ধ ভাব পোষণ করিয়া, কেহই তিষ্ঠিতে পারিবে না। তুমি দয়া করিয়া, আমাদিগকে এই শতাব্দীর মধ্যে ঋষির জীবন দান কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

অশরীরী যোগী

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, সোমবার, ১৬ই বৈশাখ, ১৮০১ শক;
২৮শে এপ্রিল, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে যোগেশ্বর, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে অশরীরী যোগী, ঋষি, সন্ন্যাসী, বৈরাগী করিয়া লও। শুদ্ধাত্মা হইয়া, যাহাতে আমরা তোমার

অনন্ত আকাশে উড়িতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ কর। যোগের গুরু ভার দিয়া, আমাদিগকে তোমার গভীর অতলস্পর্শ প্রেমসাগরে ডুবাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

গৌরব-মুকুট

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১৭ই বৈশাখ, ১৮০১ শক ;
২৯শে এপ্রিল, ১৮৭৯ খৃঃ)

প্রেমসিন্ধো, দয়া করিয়া তুমি আমাদিগকে তোমার প্রদত্ত গৌরব-মুকুটের উপযুক্ত কর। তোমার রাজহস্তী আমাদিগকে ধরিয়া উজ্জ্বল বৈরাগ্য-সিংহাসনে বসাইয়াছে। আমরা অবিশ্বাসী এবং অসচ্চরিত্র হইয়া, কিরূপে তোমার নির্দ্দিষ্ট আসনে থাকিব? আমাদিগের দ্বারা তোমার পবিত্র প্রচার-কার্য্য সম্পন্ন কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সুধা-বৃষ্টি

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বুধবার, ১৮ই বৈশাখ, ১৮০১ শক ;
৩০শে এপ্রিল, ১৮৭৯ খৃঃ)

প্রেমসিন্ধো, এই ভয়ানক রৌদ্রের উত্তাপে তোমার ছেলে মেয়েরা আধ্যাত্মিকভাবে আমাদিগের নিকট আসিয়া বলিতেছেন, প্রচারকগণ, জল দাও। আর আমরা কঠিন পাথরের মত হইয়া বসিয়া আছি। দেব, তুমি দয়া করিয়া, আমাদিগের ভিতরে পুণ্যসুধা, প্রেমসুধা, শান্তি-সুধা হইয়া, তৃষিত জগতের উপর বর্ষিত হও। চারিদিকে খুব সুধাবৃষ্টি

হউক, খুব প্রবল বেগের সহিত প্রচুর পরিমাণে তোমার প্রেমবৃষ্টি হউক।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সংসার-জয়

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ১৯শে বৈশাখ, ১৮০১ শক ; ১লা মে, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে জগদীশ, আমাদিগকে খাঁটি কর। আমরা প্রেম ও পুণ্যে খাঁটি হইয়াছি কি না, সংসার নিয়ত পরীক্ষা করিতেছে। আমাদিগকে খাঁটি করিবার জন্যই সংসারের এত অত্যাচার। যদি আমরা সংসারের অত্যাচারের প্রতিকূলে দাঁড়াইতে না পারি, তবে সংসারের আশা হইবে কি প্রকারে? সংসার প্রেম পুণ্যের বল বুঝিবে কি প্রকারে? তাই, হে নাথ, তোমার নিকট প্রার্থনা করিতেছি, তুমি আমাদিগকে প্রেমে ও পুণ্যে দৃঢ় কর। আমরা সমুদয় প্রলোভন ও পরীক্ষা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, সংসারকে জয় করি এবং পরাজিত সংসারের উদ্ধারের কারণ হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

শেষরক্ষা

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শনিবার, ২১শে বৈশাখ, ১৮০১ শক ; ৩রা মে, ১৯৭৯ খৃঃ)

হে পরমেশ্বর, আমরা পূর্ব্বে যাহা ছিলাম, তদ্দ্বারা সংসার তোমার ধর্ম্মের বিচার করিবে না। আমাদের জীবন যে অবস্থায় শেষ হইবে,

তাহা লইয়া সংসার বিচার করিবে। যদি আমাদের জীবন প্রেমেতে পুণ্যেতে শান্তিতে শেষ না হয়, তবে যে আমরা তোমার ধর্ম্মে কলঙ্ক আনয়ন করিলাম, তোমার ধর্ম্মের সাক্ষী হইতে পারিলাম না। হে নাথ, এই জন্য কি তুমি আমাদিগকে ডাকিলে যে, আমরা শেষ বয়সে তোমার ধর্ম্মকে কলঙ্কিত করিব? প্রভো, আমাদিগের অপরাধ হইয়াছে, ক্ষমা কর, আর আমরা আমাদিগের অপরাধ চাপিয়া রাখিতে চাই না। তুমি বল দাও, আমাদের মৃত আত্মা সজীব এবং সচেতন হউক; এবং অবশিষ্ট জীবন এরূপে কাটাইয়া যাই যে, জীবনে কত পুণ্য, কত প্রেম এবং শান্তি তোমার ধর্ম্মের আশ্রয়ে সঞ্চিত হইল, তাহার সাক্ষী হইতে পারি। জগদীশ, আমরা কেন নিরাশ হইব? তুমি এখনও তোমার অভিপ্রায় আমাদিগের দ্বারা সিদ্ধ করিয়া লইতে পার। তোমার অভিপ্রায়-সিদ্ধির জন্য অপর কাহাকেও আর তোমায় ডাকিতে না হয়, আমরাই তোমার অভিপ্রায় সিদ্ধ করিয়া যাইতে পারি, তুমি এইরূপ আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

স্বর্গীয় প্রেমের চিন্তা

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, রবিবার, ২২শে বৈশাখ, ১৮০১ শক; ৪ঠা মে, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে করুণাসিন্ধো, আমরা তোমার অনেক করুণা ভোগ করিলাম; কিন্তু আজও যে আমাদের চিন্তা বিশুদ্ধ হইল না। আমরা তোমার উপাসনা করি, এবং তোমার উপাসনাতে সুখ শান্তিও লাভ করি; কিন্তু আমাদের সমুদয় দিনের চিন্তা যে তোমাকে লইয়া হয়, ইহা ত আজও বলিতে পারি না। যদি আমাদিগের চিন্তা বিশুদ্ধ না হইল, আমাদিগের

চিন্তা তোমার প্রেমের অনুরূপ না হইল, তবে বল, কি হইল? আমরা যখন চিন্তা করি, তখন কি চিন্তা করি? আমরা কি, অপরের কিসে পরিত্রাণ হইবে, তাহা চিন্তা করি? যদি আমাদিগের চিন্তা স্বর্গীয় না হয়, তবে পৃথিবীতে স্বর্গ প্রতিষ্ঠিত হইবে কি প্রকারে? অতএব, হে করুণাময়, তুমি আমাদিগের মনকে এমন করিয়া দাও যে, যাহা চিন্তা করিব, তাহা স্বর্গীয় বিশুদ্ধ এবং প্রেমের চিন্তা হইবে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভালর সব ভাল

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০১ শক ;
২০শে মে, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, তুমি কে? তোমার সঙ্গে কি সম্বন্ধ? তুমি কোথায় থাক? তোমার দেশ কোথায়? তুমি কি এই বিশ্ব সৃজন করিলে? কেমন করে? কি উপাদান দিয়ে? কোন্ সময়ে? কে জানে যে, তুমি বিশ্ব সৃজন করিলে? তুমিই না মানুষ সৃজন করিলে? কোথায়? মাতৃগর্ভে, আঁধারে? হাত, পা, আঙ্গুল, নাক, সব অঙ্গগুলি কেমন করে ঠিক জায়গায় বসাইলে? কৈ, একটাও ত ছোট বড় হয় নি! তুমি এ মাপ গজ কোথায় পেলে? আঁধারে মাপ গজ দিয়ে মাপিলে কেমন করে? ওগো, বুঝতেম, যদি তুমি বাহিরে আলোয় বসে মানুষ গড়িতে ও ঠিক আঙ্গুল, নখ, নাক, চোক, মুখগুলি মেপে ওজন করে ঠিক ঠিক জায়গায় বসাইয়া দিতে। এ বুঝিলেও বুঝিতে পারিতাম। তুমি আশ্চর্য্য কারিকর, ভারি তোমার আশ্চর্য্য কারিকরী। কোথাও কিছু নেই, তাই থেকে তুমি এমন মানুষ, এমন বিচিত্র বিশ্ব সৃজন করিলে। কে তোমার

কারিকরী বুঝিবে ? আচ্ছা, মানুষের শরীরই বা গড়িলে, মন তার ভিতরে প্রবেশ করিল কেমন করে ? ও, বুঝেছি। তুমি সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকাণ্ড আগুন হয়ে জ্বল্‌লে, তারি যে স্ফুলিঙ্গগুলি ছট্‌কে পোলো, সেইগুলি জীবাত্মা। জীবাত্মাগুলি তোমার অংশ। জীবাত্মা কে, পরমাত্মা কে ? কেবল কথা, কেবল কথা, কিছু বোঝা গেল না। তোমাকেও যেমন বুঝিতে পারা যায় না, তেমনি তোমা হইতে উৎপন্ন জীবাত্মাকেও বোঝা যায় না। পাগলের ছানা পাগল, তাকে বোঝা যাবে কেমন করে ? না, না বোঝাই ভাল, না বোঝাতেই আমোদ। ও ঈশ্বর, ও জগদীশ্বর, ও দীনবন্ধু, ও পতিতপাবন, কতকগুলি নামের শ্রাদ্ধ করা গেল, যেন তোমায় খুব বোঝা গেল ; ছাই, কিছুই বোঝা হলো না। পণ্ডিতেরা মূর্খ, শাস্ত্রীদের এখানে মাথা কাটা যায়, মোল্লারা পালিয়ে যান। ওগো, তোমায় না বোঝাই বেশ। যে বল্লে, তোমায় বুঝে নাই, সেই বেশ বুঝ্‌লে ; যে বল্লে, তোমায় দেখে নাই, সেই বিলক্ষণ তোমায় দেখ্‌লে ; যে বল্লে, তোমার কথা শুনে নাই, সেই তোমার কথা বেশ শুন্‌লে। ভারি মজা, বোঝাও সুখ, না বোঝাও সুখ ; দেখাতেও সুখ, না দেখাতেও সুখ ; শোনাতেও সুখ, না শোনাতেও সুখ। তুমি যে সুন্দর ঈশ্বর, তোমার সব সুন্দর। কথা বল্লে, আচ্ছা বেশ, না বল্লে, আচ্ছা বেশ ; চড় মারিলে, আচ্ছা বেশ, আদর করিলে, আচ্ছা বেশ , কাছে আসিলে, আচ্ছা বেশ, না আসিলে, আচ্ছা বেশ ; দেখা দিলে, আচ্ছা বেশ, না দেখা দিলে, আচ্ছা বেশ ; বল, তোমার কোন্‌টা মন্দ ? ভালর সব ভাল, সুন্দরের সব সুন্দর। তোমাকে নিয়ে আমরা ত কিছুতেই ঠকিলাম না। নির্গুণ ঈশ্বর, আচ্ছা ; সগুণ ঈশ্বর, আচ্ছা। তুমি আকাশ, আচ্ছা ; তুমি কিছুই নও, আচ্ছা। কিছুই নাই হইলে, তাহাতে কি হইল ! তুমি ঈশ্বর ত। ওগো, কিছু নাই ত ঈশ্বর, তা হলেই হলো। এই কিছু নাই, তাঁরই চরণ আচ্ছা করে ধরিলাম। চরণ

নাই, তাই আচ্ছা। যাঁর চরণ নাই, তাঁকে আচ্ছা করে ধরিলাম। যাবে কোথায় ? তুমি ঈশ্বর রাজা, তা হলেই হলো। না পেয়ে মজা, না দেখে মজা ! আজ প্রার্থনা করিলাম, কথা বলিলে না, তাই ভাল। কিছু দিলে না, তাতে লক্ষ টাকা পেলেম। এত দিলে যে, বাড়ী নিয়ে যেতে পারি না। তোমার সব ভাল। ও ঠাকুর, তোমার সব ভাল। আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমায় না জেনে জানি, তোমায় না দেখে দেখি, তোমায় না শুনে শুনি ; কখন কিছুতেই যেন ফাঁকিতে না পড়ি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

তোমার রাজ্য তুমি রক্ষা কর

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ২৮শে ভাদ্র, ১৮০১ শক ;
১২ই সেপ্টেম্বর, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, তোমার আজ্ঞায় তোমার বন্ধুদল দাঁড়াইল। তোমার যোগ-ধর্ম্ম রক্ষা করিতে হইবে, তোমার ভক্তিসুধার মিষ্টতা রক্ষা করিতে হইবে, সতীর সতীত্ব রক্ষা করিতে হইবে, ইন্দ্রিয়-প্রাবল্য এবং আসুরিক আস্ফালন হইতে ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিতে হইবে ; যেখানে অপবিত্রতার দুর্গন্ধ, সে স্থান হইতে তোমার স্বর্গ বহু দূরে রাখিতে হইবে। যোগীর যোগ, বিশ্বাসীর বিশ্বাস, উপাসকের উপাসনা রক্ষা করিতে হইবে। সতীর সতীত্ব রক্ষা করা চিরকালই বীরপুরুষদিগের ধর্ম্ম। অবিশ্বাসী ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিদিগের আক্রমণ হইতে নারীজাতিকে, লক্ষ্মীদিগকে রক্ষা করিতে হইবে। অবিশ্বাস, নাস্তিকতা, অপ্রেম, অভক্তি, অবৈরাগ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য তোমার আদিষ্ট, তোমার প্রত্যাদিষ্ট সৈন্যদল দাঁড়াইল। জগদীশ্বরবিহীন কার্য্যালয়ে কার্য্য করা, অসাত্ত্বিক আহার ও আচার ব্যব-

হারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে হইবে। সেনাপতি, সমরসজ্জা দাও, বিজয়-নিশান দাও। আয় আয়, সকলে চলিয়া আয়, পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর. দক্ষিণ, সকল দিক্ হইতে চলিয়া আয়। ভারী দল হইল, এবার ধর্ম্মশত্রুগণ নিপাত হইবে। কাম, ক্রোধ, হিংসা-রূপ নরকের অগ্নিতে শত্রুরা পুড়িতেছে; আমাদিগকে সেই অগ্নির উপরে শান্তি-জল ঢালিতে হইবে। হে ঠাকুর, তুমি বলিয়াছ, শত্রুদিগকে ষাট বার, ষাট হাজার বার ক্ষমা করিতে হইবে। যাহারা আমাদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করিবে, তাহাদের ক্ষমা করিব; কিন্তু প্রাণের হরি, যাহারা তোমার ধর্ম্মকে বধ করিতে যায়, যাহারা পৃথিবী হইতে বিশ্বাস ও উপাসনাকে উড়াইয়া দিতে চায়, যাহারা তোমার ছেলে মেয়ে-গুলির গলা কাটে, তাহাদিগের আক্রমণকে কিরূপে ক্ষমা করিব? এস, পাষণ্ডদলন, দর্পহারী পতিতপাবন, তোমার রাজ্যকে তুমি রক্ষা কর। হরিপাদপদ্মে মজিয়াছে যাহাদের মন, কি করিতে পারে তাদের শত্রুগণ?

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

মায়ের সাধ

(শারদীয় উৎসব, দক্ষিণেশ্বরের ঘাট, সায়ংকাল, বুধবার, ১৩ই কার্ত্তিক, ১৮০১ শক; ২৯শে অক্টোবর, ১৮৭৯ খৃঃ)

মা জগজ্জননী, এস, কাছে এস; আর কেন বিলম্ব কর? মা, তোমার প্রেমনদীতে আমাদের ডুবাইয়া দাও। মা, তোমাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিব, আর হাসিব কাঁদিব গাইব নাচিব, আর মনে আনন্দ ধরিবে না। মা, তোমার ছেলেদের সকল পাপের বন্ধন কাটিয়া দাও। আর সংসারে ডুবিব না। জননীর কাছে বসে সকলে মিলে খুব আনন্দের সহিত জননীর পূজা করিব। মা, তুমি ত সুন্দর আছই; কিন্তু তোমার ভক্তেরা যখন

তোমার পূজা করেন, তখন বিশেষরূপে তোমার সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়। মা, তোমার মনের বড় সাধ যে, তুমি জীব তরাইবে ; তোমার সাধ তুমি মিটাও। এসেছ, জননী, আমাদের নিকটে বস, আমাদের মস্তকের উপর তোমার মঙ্গল হস্ত স্থাপন করিয়া আশীর্ব্বাদ কর, যেন চিরকাল, হে করুণাময়ী ঈশ্বরী, আমরা তোমারই থাকি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সত্যের নিশান উড়ুক

(চন্দননগর, লালদীঘির মাঠ, বক্তৃতারম্ভে, শনিবার, ১৬ই কার্ত্তিক, ১৮০১ শক ; ১লা নবেম্বর, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে দীনদয়াল, তোমার দাসের প্রতি তুমি কৃপা কর। তোমার দর্শন-তত্ত্ব প্রচার করিতে অভিলাষ করিয়াছি ; তুমি সেই অভিলাষ পূর্ণ কর। তোমার নামের প্রতি জীবের শ্রদ্ধা ভক্তি বৃদ্ধি কর। তোমার প্রতি সকলের অনুরাগ উদ্দীপন কর। তোমার সত্যের নিশান ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র উড্ডীয়মান হউক, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

শাক্যের বৈরাগ্য

(বুদ্ধগয়া, শনিবার, ৩০শে কার্ত্তিক, ১৮০১ শক ; ১৫ই নবেম্বর, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে প্রেমময় ঈশ্বর, প্রায় পঁচিশ শত বৎসর অতীত হইল, এই বৃক্ষতলে তুমি মহাত্মা শাক্যমুনিকে বৈরাগ্য-যোগ এবং জীবে দয়া শিক্ষা দিয়াছিলে।

তাঁহার জীবনের উচ্চ দৃষ্টান্ত আজ পর্য্যন্ত পৃথিবীর কোটি কোটি লোকের ভক্তি আকর্ষণ করিতেছে। তাঁহার অনাসক্ত বৈরাগী আত্মা আজ আমাদিগকে এই উপদেশ দিতেছে:—"তোমরাও বৈরাগী হও।" তাঁহার জীবন্ত গম্ভীর বাক্যে আমাদিগের শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে। সহস্র সহস্র বৎসরের ব্যবধান চলিয়া গেল। এখন আমরা বুদ্ধদেবের আত্মাকে নিকটে দেখিতেছি। বৈরাগীর বন্ধু, সন্ন্যাসীদিগের মাতা সেই জগজ্জননী তাঁহার পুত্র শাক্যমুনিকে ক্রোড়ে করিয়া এখানে বসিয়া আছেন। হে জননি, আজ তোমার নিকটে বিশেষরূপে বৈরাগ্য ভিক্ষা করিতেছি। যে তুমি শাক্যমুনিকে বৈরাগ্য শিক্ষা দিয়াছিলে, সেই তুমি কৃপা করিয়া, আমাদিগের এই হীন মলিন নীচাসক্ত মনগুলিকে জিতেন্দ্রিয় এবং প্রমত্ত বৈরাগী করিয়া লও। আর যেন আমরা সংসারের মায়ায় ভুলিয়া, হে বৈরাগীদিগের জননি, তোমাকে ভুলিয়া না যাই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

অবতীর্ণ হও

(গয়া, রমণার মাঠ, মঙ্গলবার, ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৮০১ শক ;
১৮ই নবেম্বর, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে সর্ব্বব্যাপী জ্যোতির্ম্ময় তেজস্বী পুরুষ, হে সত্য সনাতন পরব্রহ্ম, হে আদি দেবতা, হে হিন্দুস্থানের দেবতা, তোমার অনুগত বিনীত দাস, তোমার ক্রীত ভৃত্য ভগবল্লীলারস কথা কহিবার জন্য, তোমার মঙ্গল সমাচার বিস্তার করিবার জন্য এখানে দণ্ডায়মান। তুমি তোমার দাসের জিহ্বায় আসিয়া অবতীর্ণ হও। হে তেজোময় পরম পদার্থ, তুমি কৃপা করিয়া, এই দাসের শরীর মনকে সবল কর, যেন তোমার অমৃতময় কথা

বলিয়া, তাহার নিজের এবং দেশের কল্যাণ হয়। হে দেব, তোমার নাম গৌরবান্বিত হউক! তুমিই ধন্য, তুমিই ধন্য! জয় ঈশ্বরের জয়!!

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

বনদেবতা

(ডুমরাঁও, বুধবার, ১১ই অগ্রহায়ণ, ১৮০১ শক ;
২৬শে নবেম্বর, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে বনদেবতা! গভীর বনের মধ্যে তোমাকে দেখিয়া মন স্তম্ভিত হইতেছে, শরীর রোমাঞ্চিত হইতেছে। করুণাসিন্ধু হরি! তুমি বনে বাস করিতে বড় ভালবাস। হে চিরকালের স্নেহময়ী মা! এখানেও তুমি আমাদিগকে গ্রহণ করিবার জন্য ক্রোড় পাতিয়া বসিয়া আছ। মা, এখানে যে তোমাকে পাইব, আমাদের এমন কি আশা ছিল? এস, মা, তোমাকে বুকের ভিতরে বসাইয়া রাখি। বাড়ীতে মাকে দেখিয়াছি, নিজের প্রাণের ভিতরে মাকে দেখিয়াছি, জঙ্গলেও মাকে দেখিলাম। হে মা জগজ্জননী, হে বন উপবনের দেবতা, পূর্ব্বকালের যোগী তপস্বীরা যেমন বনের মধ্যে বসিয়া পুণ্য শান্তি সঞ্চয় করিতেন, আমাদিগকে সেইরূপ নির্জ্জনে বিরলে প্রেমভক্তির সহিত তোমার পাদপদ্ম পূজা করিতে সামর্থ্য দাও। গোপনে গভীর প্রেমভক্তির সহিত তোমার উপাসনা করিয়া যাহাতে আমরা শুদ্ধ এবং সুখী হই, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

পরম আমি

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, রবিবার, ২২শে অগ্রহায়ণ, ১৮০১ শক ; ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭৯ খৃঃ)

হে দয়াসিন্ধো ! হে প্রেমস্বরূপ ! কৃপা করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দাও, আমার আমি কে ? প্রশংসা কার ? জীবাত্মা আমি। আমাকে সকলে প্রশংসা করে ; আমি সমস্ত গৌরব গ্রহণ করি। ভিতরে থাকিয়া তুমি বলিতেছ, 'ওরে চোর ! আমার সমস্ত গৌরব হরণ করিতেছিস্, আমি ভিতরে আছি বলিয়া ?' বাস্তবিক আমি চুরী করিয়াছি! তুমি যে ভিতরে আছ, আমি যেন তাহা ভাবি না। এই দেহখানি আমার, জমীদারী আমার, ক্রিয়াকর্ম্ম আমার, কেবল এইরূপ বলিতেছি। পাঁচ জনে জানে, আমি বই লিখি, বক্তৃতা করি, আমার জ্ঞানে। তোমার নিকটে যেন আমি অঋণী, তোমার ধার যেন কিছুই ধারি না, এইরূপ দেখাই। আমার কল চলে আমার তেলেতে, আমার রথ চলে নিজের ঘোড়াতে। কারও কাছে ধার করিয়া আমি কিছুই করি না, সব হৃদয় থেকে আবিষ্কার করিয়া করি। জগতের সকল লোক বলে—তুমিই বাস্তবিক তোমার সবের কর্ত্তা—এই আমি চাই। কিন্তু, হে পরমাত্মন্ ! এত বই লিখিলাম, প্রশংসা লইতে পারিলাম না, আমার প্রাপ্য কিছুই নাই। সমুদয় উপহার, প্রজারা যাহা কিছু আনিল, সকলই রাজার প্রাপ্য। গ্রাম উপগ্রামে সমস্ত আসিয়া তোমারই শ্রীচরণে পড়িল। কীট পতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেকে আসিয়া বলিল, "সকলই তোমার শক্তিতে, হে প্রভো !" লেখক, পুস্তকরচয়িতা জ্ঞানগর্ভ পুস্তক আনিয়া বলিল, এ সব তোমারই। লেখকের সুখ্যাতি যেন আজ হইতে লুপ্ত হয়। মহাজনের উপর নির্ভর আমার ; আমি সামান্য দোকানদার। আমি কি করিব ? এখন এই ভিক্ষা চাই, ঠাকুর !

এই জীবাত্মা পরমাত্মার কি সম্বন্ধ, আরও খুলিয়া বল। আমি মোহিত হই। আমার পরমাত্মা তুমি। আর তুমি পরমাত্মা, আমি তোমার আত্মা। তোমা ছাড়া আমি চলিতে পারি না। যেখানে যাই, পরম আমি না গেলে, ছোট আমি যাইতে পারি না। পরম আমি না শেখালে, আমি কিছুই শিখিতে পারি না। মানুষের মানুষ, আসল মানুষ, মনের মানুষ তুমি। অথচ মানুষ নও। কেমন করে সোনার ভিতরে লোহা, আলোর ভিতর অন্ধকার, বলের ভিতর দৌর্ব্বল্য বুঝিতে পারিলাম না। কৃপা করিয়া, হে পরমাত্মন্! ইহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দাও। আমরা যেন তোমাকেই পরম আমি বলিয়া বুঝিতে পারি। হে প্রেমময় হরি! তুমি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর, আমাদিগের প্রার্থনা পূর্ণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

একান্ততা

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ১৮ই পৌষ, ১৮০১ শক; ১লা জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃঃ)

হে মাতঃ, একান্ততাকে লোকে গোঁড়ামি বলিয়া থাকে। তোমার যে বিধান ক্রমান্বয়ে সত্য প্রকাশ করিতেছে, তৎপ্রতি সেই একান্ততা আমাদিগকে অর্পণ কর। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ইচ্ছার অনুসরণ

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ১৯শে পৌষ, ১৮০১ শক; ২রা জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃঃ)

প্রভো, আমরা সাধারণ জনগণের মধ্যে মিশিয়া যাইতে যত্ন করিলাম,

তুমি আমাদের সে চেষ্টা পদে পদে বিফল করিলে। হে ঈশ্বর, তোমার যে ইচ্ছা ভজনাদি সকল বিষয়ে আমাদিগকে বিশেষ করিতেছে, সে ইচ্ছার অনুসরণ করিতে তোমার নিকট প্রার্থনা করি। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নবীন অমৃত

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শনিবার, ২০শে পৌষ, ১৮০১ শক ;
৩রা জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃঃ)

হে মাতঃ, তুমি পুরাতন সমুদয়ের পূর্ণতা সাধন করিয়া যে নূতন বিধান করিবে, উহা আমাদিগের চরিত্রে আবির্ভূত হউক। সেই নূতন ভিন্ন ভিন্ন রসের একত্র সম্মিলনে এক মহৎ অদ্ভুত নবীন অমৃত হয়। তদ্দ্বারা তুমি আমাদিগকে প্রমত্ত কর। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

বিধানের রথ

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, রবিবার, ২১শে পৌষ, ১৮০১ শক ;
৪ঠা জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃঃ)

হে মাতঃ, অবমাননা বশতঃ বিধানের রথ মন্দগতি হইয়াছে ; যাহাতে ইহার আশুগামিত্ব হয়, তোমার নিকটে সেই প্রকার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি। হে জননি, তোমার স্তন্য মধ্যে অনন্ত তেজ অবস্থিতি করিতেছে, সেই স্তন্য পান করিয়া যে রক্ত অপূর্ব্ব শক্তিসম্পন্ন হইয়াছে, তন্মধ্যস্থিত দেবগণের বলে বলী হইয়া, যাহাতে আমি সংগ্রাম-ভূমিতে বিচরণ করিতে পারি, তাহাই হউক। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

চক্ষু ও কর্ণ

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, সোমবার, ২২শে পৌষ, ১৮০১ শক ;
৫ই জানুয়ারি ১৮৮০ খৃঃ)

হে প্রভো, চক্ষু ও কর্ণ এ দুই দ্বারা, হয় আমরা নরকের, না হয় স্বর্গের বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকি। তোমার আশীর্ব্বাদে এ দুই যেন আমাদিগের সহায় হয়। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

মাতৃত্ব

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ২৩শে পৌষ, ১৮০১ শক ;
৬ই জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃঃ)

হে মাতঃ, নিকটে বসাইয়া, তোমার স্তননিঃসৃত জ্ঞানাদি আমাদিগকে পান করাইবার জন্য যে এই মাতৃত্ব প্রকাশ করিয়াছ, সেই মাতৃত্ব আমাদের আনন্দ বিস্তার করুক ! শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

উৎসবের দ্বার উদ্‌ঘাটন

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, পঞ্চাশত্তম মাঘোৎসব, সায়ংকাল, বুধবার,
১লা মাঘ, ১৮০১ শক ; ১৪ই জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, তোমার হস্ত-রোপিত ব্রাহ্মসমাজ অর্দ্ধ শতাব্দী অতিক্রম করিতেছে। হে বিঘ্ন-বিনাশন, তুমি কত রাশি রাশি বিঘ্ন হইতে, এই পবিত্র ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিয়াছ। পঞ্চাশ বৎসর ইহাকে রক্ষা করিলে, আরও কত কাল ইহা স্থায়ী হইবে, আশা হইতেছে। ইহার তেজস্বিতা ও কোমলতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। সেইজন্য বিশেষ কৃতজ্ঞতার সহিত

তোমার শ্রীচরণ ধরিতেছি। শত শত শত্রুর মধ্যে তুমি এই পবিত্র সমাজকে দৃঢ়িষ্ঠ করিয়া রাখিয়াছ। তোমার এই ঋণের কি পরিশোধ আছে? এই ধর্ম্মসুধা পান করিয়া সংসারের শোক-যন্ত্রণা ভুলিতেছি। আমাদের প্রতিদিনের অবলম্বন এই ব্রাহ্মধর্ম্ম। বৎসরান্তে আবার সাম্বৎসরিক উৎসব আসিতেছে, মা বলিয়া তোমাকে ডাকি। নূতন অনুরাগের সহিত তোমাকে ডাকিতেছি। আবার সবান্ধবে কত সুধা পান করিব! আবার মলিন কামনা, অবিশুদ্ধ বাসনা দূর করিয়া নির্ম্মল হইব। নূতন বিধির নূতন গান করিব। আমাদের মা বাপ তুমি, পুণ্য শান্তি সকলই তুমি। সকলের মস্তকের উপর শান্তিজল বর্ষণ কর। মা হইয়া আসিয়াছ, পৃথিবীর উদ্ধারের উপায় হইল। তোমার শুভাগমন-বার্ত্তা সকলকে জানাই। সমস্ত সাধু মহাপুরুষদিগকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছ, মা, এবার সকল ধর্ম্ম এক করিবে; বিবাদ বিরোধ রাখিবে না, তোমার শান্তি-ক্রোড়ে তুলিয়া সকলকে শুদ্ধ ও সুখী করিবে। তুমি কৃপা করিয়া বিশ্বব্যাপী পূর্ণবিশ্বাস হস্তে করিয়া আমাদিগের নিকটে এস, তোমার শ্রীচরণে আমাদের এই বিনীত প্রার্থনা। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

মার হাতের জিনিস

(মঙ্গলবাড়ী, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ৯ই মাঘ, ১৮০১ শক;
২২শে জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃঃ)

হে স্নেহময়ী জননি, তোমার হস্ত-রচিত এই মঙ্গলবাড়ী। ইহার ইটগুলি আমার হৃদয়ে তোমার অপূর্ব্ব স্নেহের পরিচয় দিতেছে। আমি এই মাটী গ্রহণ করিতেছি, আর আমার শরীর শুদ্ধ হইতেছে। চক্ষে দেখিলাম, হরি, যাহারা তোমাকে প্রাণ মন অর্পণ করিল, তুমি স্বর্গ হইতে

অবতীর্ণ হইয়া, তাহাদিগকে বাড়ী করিয়া দিলে। তুমি যে বলিয়াছ, যুগে যুগে যাহারা সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়া, আমার চরণে মাথা রাখে, তাহাদের সকল অভাব আমি মোচন করি। এই যুগে ত তুমি তাহা প্রমাণ করিয়া দিলে। এই বাড়ীগুলি ছায়া নহে। ইহা তোমার কীর্ত্তি। ব্রহ্ম একজন আছেন, সকলে জানি; কিন্তু ব্রহ্ম আসিয়া দুঃখী দুঃখিনীর আশ্রয়স্থান নির্ম্মাণ করেন, ইহা সকলে জানে না। ধ্রুবলোক নির্ম্মাণ হইল। সামান্য স্থান ইহা নহে। এ মার হাতের জিনিস। এ বাড়ী যে ছোঁবে, সে পবিত্র হবে। প্রচারক বন্ধুদিকে তুমি সমাদর করিতেছ। যাহাতে তাঁহাদের হরিভক্তি বৃদ্ধি পায়, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর। অবিশ্বাসীদের চক্ষু প্রস্ফুটিত কর। কাল্‌কের জন্য ভাব্‌ছে না যাহারা, তুমি তাহাদের জন্য ভাব। আমরা সকলে ভক্তির সহিত, আশার সহিত বার বার তোমাকে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নব শিশুর জন্ম

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, প্রাতঃকাল, রবিবার, ১২ই মাঘ, ১৮০১ শক ;
২৫শে জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃঃ)

আজ ব্রাহ্মসমাজ-তনয়ের জন্মোৎসব-দিনে দেবদেবী ও সাধুগণ শান্তি ও আশীর্ব্বাদ উচ্চারণ করিতেছেন। তুমি পিতৃরূপে সূর্য্য, মাতৃরূপে চন্দ্রমা। একটা পাপ দগ্ধ করে, অপরটী হৃদয়কে শীতল করে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ব্রহ্মময়

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, সোমবার, ১৩ই মাঘ, ১৮০১ শক ;
২৬শে জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃঃ)

হে পরমেশ্বর, তুমি জ্যোতি, তেজ, বল ও উৎসাহের নিঃস্রব। তোমার সাধক-সকলেতে তোমার স্বরূপ প্রবিষ্ট হইয়া, তাঁহারা সেইরূপ হউন।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

ভক্তির সঞ্চার

(বিডন্‌স্কোয়ার, অপরাহ্ণ, সোমবার, ১৩ই মাঘ, ১৮০১ শক ;
২৬শে জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধো, যোগীর পরমারাধ্য দেবতা, ভক্তের প্রার্থনীয় স্তবনীয় পরমেশ্বর, তোমার ভৃত্য তোমার চরণতলে দণ্ডায়মান হইয়া তোমাকে ডাকিতেছে। তোমার দাসের রসনাতে অবতীর্ণ হও। তোমার পবিত্র স্বরূপ দেখাও। এই কোলাহলপূর্ণ নগরে আসিয়া উপস্থিত হও। অনুগ্রহ করিয়া দাসের প্রাণের মধ্যে ভক্তি সঞ্চার কর, যেন তোমার দাস তোমার কথা বলিয়া, দেশের এবং নিজের কল্যাণ সাধন করিতে পারে। একবার সমক্ষে আসিয়া দেখা দাও। দীনজনের হরি, কাঙ্গালের হরি, তোমার সত্য কথা, অমৃত কথা বলিয়া জন্ম সার্থক করি। জননি, জগজ্জননি, কৃপা করিয়া দাসকে সহায়তা কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

মায়ের আগমন

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১৪ই মাঘ, ১৮০১ শক ;
২৭শে জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃঃ)

এই সকল মৃতকে জীবন দান করতঃ তোমার সত্যত্ব প্রকাশ কর, অন্যথা নিশ্চয় আমরা বঞ্চকগণের মধ্যে পরিগণিত হইব। মাতৃদর্শনে অত্যন্ত উৎসাহান্বিত হইয়া আমরা সকলে মিলিত হইয়াছি। দেবগণ মহাজনগণকে সঙ্গে লইয়া, হে মাতঃ, আমরা গীতিযাত্রা করি। সৎভক্ত-রূপ সিংহবাহনযোগে, হে মাতঃ, তুমি এই দেশে আইস। তাঁহাদিগের হুঙ্কার-গর্জ্জনে চতুর্দ্দিক কম্পিত হউক। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নিত্য উৎসব

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বুধবার, ১৫ই মাঘ, ১৮০১ শক ;
২৮শে জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃঃ)

উৎসবে যদি আমরা পাশবদ্ধ হইয়া থাকি, তবে সেই দৃঢ়বন্ধন, মাতঃ, সেইরূপই থাকুক। প্রাণ, ইন্দ্রিয় এবং তাহাদিগের বিষয়যোগে তুমিই প্রতিভাত হও। যে উৎসব হইয়া গেল, সেই উৎসব আমাদের নিত্য উৎসব হউক। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নিত্য আরোহে অবস্থিত

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ১৬ই মাঘ, ১৮০১ শক ;
২৯শে জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃঃ)

হে জননি, পনর দিন বোধনের জন্য গেল। সৈনিকগণ মহোৎসবের

জন্য প্রস্তুত ও জাগ্রৎ হউক। মৃদঙ্গে কখন স্বরের আরোহ, অবরোহ নাই; তোমার বিধানও, হে প্রভো, সেইরূপ নিত্য আরোহেতেই অবস্থিত।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

বক্ষে ধারণ

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ১৭ই মাঘ, ১৮০১ শক ;
৩০শে জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃঃ)

হে মাতঃ, যোগী যোগ-বলে বলী। যদি অলৌকিক কার্য্য না করি, পৃথিবী কেন বিশ্বাস করিবে? তাই তোমার বিধান নবীন আশ্চর্য্য কার্য্য বিস্তার করুক। যোগাগ্নি দ্বারা পাপাসুরের অধিষ্ঠিত আলয় দগ্ধ করিব, এবং হে সেনাপতি, প্রাণপতি, তোমাকে বক্ষে হনুমানের ন্যায় ধারণ করিয়া তোমার অনুগমন করিব। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

দাসানুদাস

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শনিবার, ১৮ই মাঘ, ১৮০১ শক ;
৩১শে জানুয়ারি, ১৮৮০ খৃঃ)

আমরা মহর্ষিকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। স্বর্গবাসিগণের আত্মীয় বংশ গোপন করিয়া ঘোর অপরাধী হইয়াছি, এবং নীচ হইয়া গিয়াছি. আমার অহঙ্কার উচ্ছেদ করিয়া, আমায় তোমার দাসগণের দাস কর আমাতে তাঁহারা দৃষ্ট হউন, আমি যেন দৃষ্ট না হই।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

বিশ্বাসরূপ মূল্য

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, রবিবার, ১৯শে মাঘ, ১৮০১ শক ;
১লা ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃঃ)

মনের এই অভিলাষ যে, বিশ্বাসরূপ মূল্য দিয়া হৃদয়স্থ স্বর্গীয় আনন্দে মনোহর বিপণিতে মহাজনগণের নিকট হইতে আত্মপোষণ-সামগ্রী এবং ভূষণাদি সমুদয় ক্রয় করিব। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

বিশ্বাসের চাবি

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, সোমবার, ২০শে মাঘ, ১৮০১ শক ;
২রা ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃঃ)

স্বর্গ পেটারায় আবদ্ধ। বিশ্বাসের চাবি বিনা উহা আমাদিগের নিকটে বৃথা। সেই চাবি আমাদিগকে দাও। হে মাতঃ, অবিশ্বাসরূপ ধুস্তূর পান করিয়া লোক সকল সর্ব্বদা অন্ধদৃষ্টি ; আমরা ভূষণাদিতে অলঙ্কৃত, কৃতার্থ ও সুখী, তাহারা আমাদিগকে দরিদ্র দেখে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ভক্তসখা

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ২১শে মাঘ, ১৮০১ শক ;
৩রা ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃঃ)

তুমি ভক্তজনের সখা, ভক্তগণের প্রিয়। তুমি যুগে যুগে অপরাধী বিরোধিগণকে পরাস্ত করিয়া, নিজের লোক সকলকে স্বর্গীয় সম্পদে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছ ; আমাদের সম্বন্ধে তাহা কেন সত্য হইবে না ?

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

কথাতীর্থ-নিবাসী

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বুধবার, ২২শে মাঘ, ১৮০১ শক ;
৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃঃ)

হরির কথাতীর্থ-নিবাসী আমরা। আমাদের হৃদয়ে যখন তোমার অংশ অবতরণ করিয়াছে এবং তোমার পবিত্র নিঃশ্বাস-বায়ু প্রবাহিত হইতেছে, তখন আমরা ক্রোধাদি দুর্গন্ধময় স্থানে কেন যাইব ?

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

গুণগানে অনুরক্ত

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ২৩শে মাঘ, ১৮০১ শক ;
৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃঃ)

হে জননি, বিপদ্‌সমূহ বিদূরিত করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিলে। আমরা তোমার আপনার লোকদের সঙ্গে গুণগানে অনুরক্ত। আমরা কেন হতচেতন লোকদিগের কীর্ত্তিলাভ করিব ? শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

আদেশরূপ অগ্নিকণা

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ২৪শে মাঘ, ১৮০১ শক ;
৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃঃ)

সন্দেহ এবং অবিশ্বাসরূপ উগ্র পিশাচ হইতে যাঁহাদের মস্তক, হৃদয় এবং শোণিত বিমুক্ত হইয়াছে, তাঁহারা সকলে পবিত্র হইয়া, আমাতে প্রবর্ত্তিত আদেশরূপ শুভ অগ্নিকণা-সমূহ উপলব্ধি করুন।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

বিধানের সাক্ষী

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শনিবার, ২৫শে মাঘ, ১৮০১ শক ;
৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃঃ)

তোমার নিঃশ্বাসরূপ ঝঞ্ঝাবায়ুতে যাহাদিগের পাপরাশি উড়িয়া গিয়াছে, নূতন রীতি ও আচরণ দ্বারা প্রাচীন রীতি ও আচরণ বিদূরিত করিয়া, সেই সকল নির্ম্মলচিত্ত ব্যক্তিগণ এই বিধানে সাক্ষী হইবেন।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

কল্পবৃক্ষ

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, সোমবার, ২৭শে মাঘ, ১৮০১ শক ;
৯ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃঃ)

সঙ্কল্পসিদ্ধি বিষয়ে নিশ্চয় তুমি কল্পবৃক্ষ। কিন্তু যাহার কোন সঙ্কল্প নাই, তাহার সম্বন্ধে তুমি ত কল্পবৃক্ষ নও। অতএব বিধান পূর্ণ হয়, এজন্য স্বর্গবাসী মহাজনগণের প্রতি আমার স্পৃহা উদ্দীপন কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

স্বর্গের সেতু

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ২৮শে মাঘ, ১৮০১ শক ;
১০ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃঃ)

হে মাতঃ, যখন বিপাকে সম্পদ, দুঃখে সুখ, অপমানে মান হয়, তখন তুমি স্বর্গ প্রকাশ করিয়া থাক, এবং এই লোককে সেতু কর। সকলে সেই সেতু দিয়া স্বর্গে প্রবেশ করুক। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ত্রিবিধ প্রকাশ

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বুধবার, ২৯শে মাঘ, ১৮০১ শক ;
১১ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃঃ)

তুমি প্রথমতঃ ছিলে "তৎসৎ", তার পর হইলে "সেই তুমি", তার পর হইলে নিজ পুত্রকন্যাগণকে লইয়া "তোমরা"। তুমি উদাসীন নও, তুমি গৃহস্থ। পরিবারযুক্ত আমরা তোমাকে অর্চ্চনা করিব, এই আমরা তোমায় নিবেদন করি। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

প্রেম-দান

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ১লা ফাল্গুন, ১৮০১ শক ;
১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃঃ)

তোমার যে প্রেমের প্রবাহ এই সকল ব্যক্তিতে প্রবিষ্ট হইয়াছে, তাহা প্রেমে প্রমত্ত হইয়া যাহাতে পরের জন্য জলযন্ত্রের ন্যায় নিত্য উদ্গিরণ করিতে চেষ্টা করি, সেইরূপ বিধান কর। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ভক্তসেবা

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ২রা ফাল্গুন, ১৮০১ শক ;
১৩ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃঃ)

হে মাতঃ, শুনিয়াছি, তোমার প্রিয় সন্তানগণের গৃহ ছিল না; তাঁহারা এই দেহে বাস করুন। এই দেহ আমার নয়। বিশুদ্ধভাবে তাঁহাদিগের সেবা বিষয়ে এ ব্যক্তির চিত্ত আনন্দিত হউক। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

আদর্শ সিদ্ধ হউক

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শনিবার, ৩রা ফাল্গুন, ১৮০১ শক ;
১৪ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃঃ)

আজও নিজমূর্ত্তি ধরা হয় নাই। যে আদর্শ প্রকাশ পাইয়াছে, আমি সে আদর্শনিষ্ঠও হই নাই। সাধু মহাজনগণ হইতে প্রবিষ্ট শোণিতেও সিদ্ধ হই নাই। হে জননি, তাই প্রার্থনা করি, সেই আদর্শ সিদ্ধ হউক।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

তন্ময়ত্ব

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, রবিবার, ৪ঠা ফাল্গুন, ১৮০১ শক ;
১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃঃ)

তুমি সমুদয় জগৎ গ্রাস করিলে। মহাজনগণ এবং আমরাও গ্রস্ত হইলাম। তুমিই তাঁহাদিগকে উদ্গিরণ কর। তোমাতে সকলে, সমুদয় বস্তুতে তুমি। নিত্য তুমিই এক। তাই প্রার্থনা করি, এক হরিই চিত্তহারী হউন। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

হরির নিবাস

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ৬ই ফাল্গুন, ১৮০১ শক ;
১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃঃ)

ইহলোকে মত্তসিংহকে সংসারসূত্রে বাঁধিবার যত্ন বৃথা। কারণ, প্রগল্ভা ভক্তি ইহাকে হরির নিবাস করিয়াছে ; ইহার বন্ধন কেন হইবে ?

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নিত্য নূতন বিস্ময়

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বুধবার, ৭ই ফাল্গুন, ১৮০১ শক ;
১৮ই ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃঃ)

যে জ্ঞানে বিস্ময় নাই, তাহা পশ্চাতে রাখিয়া, ভক্তজন নিত্য নূতন বিস্ময় আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। তুমি অন্তরে নূতন নূতন সৌন্দর্য্য প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে বিস্মিত করিয়াছ, আরও বিস্মিত কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

অঙ্গীকৃত দেশ

(মুষাসমাগমে প্রস্তুতি, কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ৮ই ফাল্গুন, ১৮০১ শক, ১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃঃ)

অঙ্গীকৃত দেশ লাভ করিবার জন্য আমরা অভিলাষী। বিবেক-প্রস্তরে খোদিত নববিধি প্রাপ্ত হইয়া, মুষার ন্যায় আমরা, হে জননি, তোমার সহগামী হইয়া যাত্রা করি। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

অঙ্গীকৃতং দেশমবাপ্তুকামাঃ ক্ষুণ্ণং বিবেকোপল এতমুচ্চৈঃ।
নবং বিধিং প্রাপ্য মুষাসদৃক্ষাঃ কুর্ম্মোঽস্ব যাত্রাং সহগামিনস্তে॥

(উপাধ্যায়)

বিশুদ্ধ নীতি

(মুষাসমাগমে প্রস্তুতি, কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ৯ই ফাল্গুন, ১৮০১ শক ; ২০শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃঃ)

হে প্রভো, বিশ্বাসরূপ পর্ব্বতে আরোহণ করিয়া, পবিত্রহৃদয়ে তোমায়

দর্শন করত, তোমার আদেশবাণী শ্রবণ করি, তাহাই হউক। বিশুদ্ধ নীতি আমাদের হৃদয়ের দেবতা হউন। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

আরুহ্য বিশ্বাসশিলোচ্চয়ং বিভো পূতৈশ্চরিত্রৈস্তবদর্শনেন।
আদেশবাণীং শৃণুমস্তদস্তু নীতির্বিশুদ্ধা হৃদয়াধিদেবতা ॥

(উপাধ্যায়)

মুষার সহিত একতা

(মুষাসমাগমে প্রস্তুতি, কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শনিবার, ১০ই ফাল্গুন, ১৮০১ শক; ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃঃ)

অবিশ্বাস এবং কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া, যাঁহার সমুদয় কার্য্য তোমার অধীন ছিল, সেই দাসের অগ্রগণ্য মুষাকে তোমাতে অবলোকন করি। হে জগদীশ, তাঁহার সহিত ভাবে এক হইবার জন্য প্রার্থনা করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

বিশ্বাসহীনত্বমপোহ্য কল্পনাং দাসাগ্রগণ্যং ত্বদধীনকৃত্যম্।
মুষাসমালোক্য চ তস্য ভাবৈরেকত্বমাপ্তুং জগদীশ প্রার্থয়ে ॥

(উপাধ্যায়)

মুষা-সমাগম

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, রবিবার, ১১ই ফাল্গুন, ১৮০১ শক; ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃঃ)

(উপাসনার পূর্ব্বে প্রার্থনা)

প্রভো, আমরা তোমার প্রিয় সন্তান মুষাকে দেখিব, তাঁহার সঙ্গে যোগযুক্ত হইব, এবং তাঁহার জীবনের ভাব হৃদয়ঙ্গম করিব, এই আমাদের

অভিলাষ। হে করুণাময় পিতঃ, তিনি তোমাতেই আছেন, তাঁহাকে আমাদের নিকট প্রকাশ কর। তিনি তোমার চরণতলে বসিয়া কিরূপ কথা কহিতেছেন, তোমার গৌরবের জ্যোতিতে মিশিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহা দেখিতে চাই। হে নিত্য পরমাত্মন্, তুমি এ বিষয়ে আমাদের সহায় হও।

(উপাসনাকালে প্রার্থনা)

হে দয়াসিন্ধো, প্রাচীনকালের ঈশ্বর, বর্ত্তমান সময়ের ঈশ্বর, য়িহুদীর জিহোভা, হিন্দুর ব্রহ্ম, ত্রিকাল এক করিয়া, তুমি এখানে বর্ত্তমান হইয়া রহিয়াছ। হে প্রাচীন ঈশ্বর, হে দয়াময় ব্রহ্মাণ্ডপতি, তোমার ভক্তগণ তোমার নিকট আসিয়া, তোমার সাধু সন্তান মুষাকে খুঁজিতেছে। তাঁহাকে তুমি প্রকাশ কর।

এই যোগ-পর্ব্বতে, এই বিশ্বাস-বিধির উপরে বসিয়া, তিনি তোমার সঙ্গে কথা বলিতেন। শুনিয়াছি, চল্লিশ দিন তিনি এই পর্ব্বতের উপর বসিয়া, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়াছিলেন। তোমার আদেশ ঘোষণা করিয়া, পৃথিবীকে পবিত্র করিয়া, কোথায় তিনি চলিয়া গেলেন? বৃদ্ধ ব্রহ্মপরায়ণ য়িহুদী, কোথায় তুমি রহিলে? কোথায় তোমার আত্মা শরীর ছাড়িয়া চলিয়া গেল? ব্রহ্মভক্ত মুষা, তুমি যে হাতযোড় করিয়া ব্রহ্মস্তব করিতে, কোথায় রহিলে তুমি? যদিও তুমি তোমার পিতার সঙ্গে আছ, তুমি দেখা দিবে না, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎসম্বন্ধে তুমি কথা কহিবে না; কিন্তু তোমাকে আমি মান্য করি, সম্মান করি। আমার পিতার সন্তান তুমি, পিতার ভক্ত, অনুগত দাস তুমি। পিতার ঘরে আছ তুমি। পিতার ঘরে তোমাকে দেখিয়া আমি দেশ কাল ভুলিয়া গেলাম। আজ এই হৃদয়ের মধ্যে, ব্রহ্মের মধ্যে তোমাকে দেখিব। হে ঈশ্বর, সেই য়িহুদী সাধুকে লইয়া তুমি প্রকাশিত হও।

তোমার বক্ষের মধ্যে বৈকুণ্ঠ, জননি, তোমার স্তনে ঝুলিতেছেন সকল সাধু, তোমাতে সংযুক্ত হইয়া সকলে রহিয়াছেন। এই তোমার প্রসারিত ক্রোড়, এইখানে তোমার তেজস্বী অনুগত সেবক মুষা বসিয়া আছেন। তাঁহার তেজে আজ আমাদিগকে তেজস্বী কর। আজ স্নান করিব তাঁহার বিশ্বাসরক্তে, পরিধান করিব তাঁহার বিবেকবস্ত্র, আজ আমি আর তিনি এক হইব। হরি, তোমাকে সাক্ষী করিয়া আমরা একপ্রাণ হই, আমরা প্রত্যেকে য়িহুদী হই, আমরা সেই পর্ব্বতের উপর বসি। শুনিয়াছি, যখন পর্ব্বতের উপর আকাশে মেঘ হইল, বজ্রধ্বনি হইল, বিদ্যুৎ প্রকাশ হইল, মেদিনী থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিল, তখন মুষা জিহোভার গম্ভীর বাণী শ্রবণ করিলেন। আজ আমরাও বিশ্বাস-পর্ব্বতের উপর আসিয়া বসিয়াছি, আমাদিগকেও আজ মুষার বিবেকের আলো এবং মুষার প্রভুভক্তি দেও, তুমি আমাদিগকে কি বলিবে, বল; নিম্নস্থানে অনেক জাতি বসিয়া আছেন, আমরা তাঁহাদিগকে গিয়া তোমার কথা বলিব। আমরা এখানে হাতজোড় করিয়া বসিলাম, এখন জ্বলন্ত আগুন চারিদিকে ছড়াও। তেজোময় ব্রহ্ম, জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম, তোমার বুকের ভিতরে আমরা বসিয়া আছি। সূর্য্যের কোলে সূর্য্যের সন্তানগণ, চারিদিকের মেঘ আমাদিগকে কি করিবে? তোমার পবিত্র তেজ আমাদের মুখে পড়িতেছে, আরও তেজ পড়ুক, হে ব্রহ্মজ্যোতি, আরও এসে মুখের উপর পড়।

পৃথিবী এখানে নাই, এই মুষার বাড়ী, পৃথিবী সকল নীচে পড়িয়া আছে। ঈশ্বর, তোমার বর্ত্তমান হিব্রুজাতির প্রতি তোমার কি আজ্ঞা, কি বিধি, প্রচার কর। মুষা যেমন তোমার আজ্ঞা শুনিয়া ধর্ম্ম করিতেন, আমাদিগকেও তোমার কথা শুনিয়া জীবনপথে অগ্রসর হইতে সামর্থ্য দেও। মুষা, তুমি হরির ভিতর দিয়া কথা কহ। সেই মুষা, সেই ঈশ্বর, আমরা কেহ নহি, আমরা সকলে একখানি মুষা। এই হিন্দুজাতিকে

উদ্ধার করিবার জন্য, হে মুষার আরাধ্য স্তবনীয় ঈশ্বর, তোমার এই নববিধান। এই হিন্দুজাতিকে পাপ অন্ধকাররূপ মিসর দেশ হইতে মুক্ত করিয়া, তোমার আলোকের দেশে লইয়া যাইবে, এই তোমার সঙ্কল্প। পাপ নাস্তিকতা এই দেশের রাজা হইয়াছে; শীঘ্র শীঘ্র আমাদিগকে এই দেশ হইতে, বিপদ্-সমুদ্র পার করাইয়া সেই দেশে লইয়া যাইবে, যেখানে শোক নাই, যেখানে নিত্য শান্তি, যেখানে দুগ্ধ ও সুধার সমুদ্র।

ঈশ্বর, তুমি আমাদিগকে মুষার রক্তে পরিপুষ্ট কর। আমাদের ভিতরে মুষা এখন কি করিতে চান? মুষা তোমাকে দেখিতেন, তোমার কথা শুনিতেন, এবং তোমার কথা শুনিয়া কর্ম্ম করিতেন। তিন যোগে তিনি যোগী ছিলেন, আমরাও তিন যোগে যোগী হইব। "আমি আছি" এই নামে তুমি মুষার নিকট পরিচিত হইয়াছিলে। আমরাও তোমাকে দেখিতে পারি, ধরিতে পারি। ওহে য়িহুদীদিগের রাজা, তুমি এখানে বস; তখন দুই এক জন তোমাকে দেখিত, এখন তুমি সকলের জন্য দর্শনবিধি প্রচার করিলে। আমাদিগের চারিদিকে বেড়া আগুন। কেবল কি দর্শন, হরি? খালি কি তুমি ঝক্‌মক্ করিবে? তোমার সত্তা সপ্রমাণ হইল, এখন যে জন্য আসিয়াছ, তাহা বল। মুষা আপনার বুদ্ধি এবং আপনার উপর নির্ভরকে একেবারে নষ্ট করিয়াছেন, তিনি সকল কর্ম্ম, হে ঈশ্বর, তোমার আজ্ঞা শুনিয়া সম্পন্ন করেন। তোমার আদেশ ভিন্ন তিনি আহার করেন না। আমরা তোমার কথা শুনিয়া সমুদায় কার্য্য করিব।

তুমি কি বলিতেছ? তুমি গভীর ধ্বনিতে বলিতেছ:—

"আমি সেই এক পুরাতন পরাৎপর পরব্রহ্ম, তিন চার হাজার বৎসর পূর্ব্বে য়িহুদীদিগের নেতা হইয়া, সিনাই পর্ব্বতের উপরে মুষাকে দর্শন দিয়াছিলাম, সেই আমি তোমাদিগের ক্রন্দন শুনিয়া বঙ্গদেশে আসিয়াছি।

য়িহুদীদিগের জিহোভা আমি, হিন্দুদিগের রাজা হইব বলিয়া আবার আসিলাম।"

জয় ব্রহ্ম জয়!! তোমার স্তবস্তুতি এবং পূজা করি। তোমার অসহ্য তেজ সহ্য করিতে ক্ষমতা দাও।

"আমাকে সমস্ত পৃথিবী ধারণ করিতে পারে না, আমি প্রকাণ্ড একমাত্র, আমার সমান কেহ নাই, আমি কাহাকেও ভয় করি না।"

জয় ব্রহ্মাণ্ডপতি সর্ব্বশক্তিমান্ দিগ্বিজয়ী! তোমার স্তব করি, তোমাকে ভয় করি।

"আমি হিন্দুজাতিকে পাপ অন্ধকার হইতে বিনির্মুক্ত করিয়া, স্বর্গধামে, আমার বৈকুণ্ঠধামে লইয়া যাইব, যেখানে ভয় নাই, মৃত্যু নাই।"

তাহাই হউক, ভক্তির সহিত বলি, হে প্রভো, তব ইচ্ছা পূর্ণ হউক!

"আমি ব্রাহ্মদলকে পর্ব্বতের উপর ডাকিয়াছি, তোমরা আমার কথা শ্রবণ কর, তোমাদের হস্তে গুরুভার দিলাম, তোমরা আমার সঙ্গে চল, জঙ্গলের মধ্যে ঘোরতর পরীক্ষায় পড়িলেও চঞ্চল হইবে না। আহার-কষ্টে বিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া অশান্ত হইবে না, পরিণামে তোমাদের জয় হইবে, আমি তোমাদিগকে পথ দেখাইব।"

তাহাই হউক, ভক্তিভাজন, স্তবনীয় গুরো, তোমার দল তোমাকে নেতা করুক; তোমার ইঙ্গিতে তোমার দল এই নিবিড় কাননের ভিতর দিয়া চলিয়া যাউক!

"অন্য দেবতার পূজা করিতে পারিবে না, মধ্যবর্ত্তী অবতার গ্রহণ করিবে না, আমি স্বয়ং সকল বিষয়ে পবিত্র উপদেশ দিব; এই বিধিতে মনুষ্য গুরু কিংবা নেতা নাই, মহাতেজ যিনি, তিনি তোমাদের নেতা। আমি হরি হইয়া দেখা দিব, আমি তোমাদের সকল প্রশ্নের উত্তর দিব, অন্য কাহাকেও আমি মধ্যে থাকিতে দিব না। আমিই তোমাদের ঈশ্বর,

আমার কথা তোমাদের শাস্ত্র, আমার কথা তোমাদের পরিশ্রমের পুরস্কার।"

হে ঈশ্বর, তোমার কথা এই বিধানের শাস্ত্র হইবে, তোমার কথা জীবন্ত সত্য, তোমার মুখবিনিঃসৃত বেদকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গণ্য করিব।

"স্ত্রীপুত্র সকলকে লইয়া তোমরা আমার নিকটে আসিবে। সকলের সম্পর্কে আমি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম এবং নূতন নূতন বিধি করিয়া দিব। বিবেক ও বিজ্ঞানশাস্ত্রকে কেহ অগ্রাহ্য করিও না। বিবেকের কথা আমার কথা এবং বিজ্ঞান যাহা বলে, তাহাও আমি বলি। অতএব বিবেক এবং বিজ্ঞান এই উভয়ের বশবর্ত্তী হইয়া চলিবে। বিশেষ বিশেষ সময়ে আমি সকল মীমাংসা করিয়া দিব।"

হে ঈশ্বর, তাহাই হউক, আমরা তোমার বিধি পালন করিব।

"সাবধান, রে মনুষ্যগণ, কে তোরা সাহস করিয়া ব্রহ্মতেজের কাছে বসিস্, তোরা অপবিত্র হস্ না, অন্য দেব দেবীর পূজা করিস্ না, বিবেকের ভিতরে আমি যাহা বলিব, তাহাই করিস্। ওরে অল্পবিশ্বাসী সকল, তোরা কি মনে করিস্ যে, তোরা কপট হইয়া আমাকে ফাঁকি দিবি? নির্ম্মল-চরিত্র হওয়া তোদের প্রধান ধর্ম্ম। য়িহুদীরা যখন আমাকে ছাড়িয়া মিথ্যা দেব দেবীর পূজা আরম্ভ করিয়াছিল, তখন তাহারা কঠোর দণ্ড পাইয়াছিল।"

হে ঈশ্বর, আমি এবং আমরা কাঁপিতে কাঁপিতে তোমার শরণাগত হইলাম। মুষার রাজভক্তি আমাদের শরীর মনকে অধিকার করুক! সর্ব্বাপেক্ষা বড় তোমার বিধি, তোমার রাজাজ্ঞা। তোমার নীতি পালন করিয়া আমরা পবিত্র হইব, সাধু হইব, দুষ্কর্ম্ম করিব না, সর্ব্বান্তঃকরণে তোমার আজ্ঞা পালন করিব।

"যাগ যজ্ঞ অপেক্ষা চিত্তশুদ্ধি শ্রেষ্ঠ। সন্তান বলিদান করিতে প্রস্তুত হইয়াও যে আমার কথা শুনে, সে শ্রেষ্ঠ। আমি যাহা বলি, প্রাণপণ করিয়া যে তাহা পালন করে, সে ধন্য। যে সকলকে ভালবাসে, সকলের সেবায় নিযুক্ত থাকে, সে ধন্য। বৃথা পূজার আড়ম্বর যে করে, তাহার জন্য দণ্ড আছে। যে ব্রাহ্ম হইয়া লুকাইয়া পাপ করে, তাহাকে আমি দণ্ড দিব। যে অন্যায়রূপে টাকা অর্জ্জন করে, অথবা কাহারও প্রতি অন্যায় ব্যবহার করে, তাহাকে আমি শাস্তি দিব। যে সকল পুরুষ কিংবা স্ত্রী আমার কথা না শুনিয়া অন্যের কথা শুনে, তাহাদের জন্য নরকের অন্ধকার এবং কঠোর দণ্ড রহিয়াছে। আমার বিধি পূর্ণ করিয়া পবিত্র-চিত্ত হওয়া ইজরেলবংশীয়দিগের প্রধান ধর্ম্ম।"

হরি, তুমি আমাদিগের সহায় হও, তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগের মনের বিকার ঘুচাও। কুপ্রবৃত্তিকে সতেজ হইতে দিও না। হরি, তোমাকে দেখিতে দেখিতে, তোমার আদেশ পালন করিতে করিতে যেন পবিত্র হই। তোমার শরণাগত লোকেরা যেন কাম, ক্রোধ এবং লোভ প্রভৃতির বশীভূত হইয়া কলঙ্কিত না হয়। হরি, তুমি যেমন শুদ্ধ তেজ, তোমার দলও যেখানে যাইবে, সেখানে যেন পুণ্য পবিত্রতা ছড়াইতে ছড়াইতে যায়।

"প্রত্যেকের বাড়ী আমার নামে উৎসর্গ করিবে। প্রত্যেক বাড়ীর সকল লোকের উপর আমার স্বত্বাধিকার রহিল। আমি যাহা খাইতে দিব, সকলে তাহা খাইবে। স্বামীর ইচ্ছাতে স্ত্রী চলিবে না, সকলেই আমার ইচ্ছার অনুসরণ করিবে। এই সমস্ত জাতি আমার জাতি হইল, এই সমস্ত সংসার আমার সংসার হইল। কেহ কাহাকেও খুসী করিতে চেষ্টা করিবে না। আমি আমার পরিবারকে গ্রহণ করিলাম। এই বংশে যেন আমার নাম রক্ষা পায়।"

হরি, তাহাই হউক, তোমার 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' নামের নিশান এই ভক্তকুলের ভিতরে দুলিতে থাকুক!

"আমার যত ভক্ত আছে, ভক্তির সহিত তাহাদিগকে গ্রহণ করিয়া এই কুল পবিত্র হইবে। স্ত্রীরা স্ত্রীলোক ভক্তদিগকে, পুরুষেরা পুরুষ ভক্তদিগকে বিশেষরূপে আদর করিবে, এবং পুরুষেরা ভক্ত স্ত্রীলোকদিগকে, এবং স্ত্রীরা ভক্ত পুরুষদিগকে ভক্তি করিবে। আমার মুষা, ঈশা, চৈতন্য তোমাদের হইবে। তোমাদের মধ্যে যে কেহ আমার কোন ভক্তকে নিগ্রহ বা অপমান করিবে, সে সমুচিত দণ্ড পাইবে। আমার ভক্তপরিবার লইয়া তোমরা জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ কর। বিশ্বাসপর্ব্বতের উপর হইতে, ঐ দেখ, আমার স্বর্গরাজ্য। ঐ স্বর্গরাজ্যে আমি তোমাদিগকে লইয়া যাইব। তোমাদের দেশ, কুল, স্ত্রী, পুত্র সকলকে আমি ভালবাসি। আমি দেখিয়াছি, তোমরা প্রায় কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত আমার মুখপানে চাহিয়া পড়িয়া আছ। এই পড়িয়া আছ বলিয়া, তোমরা আমার বিশেষ ভালবাসার পাত্র হইলে। আমার আশীর্ব্বাদে যাহারা পড়িয়া আছে, তাহারা চিহ্নিত হইল। তোমরা আর অলস হইয়া বসিয়া থাকিও না, বৈকুণ্ঠধাম সম্মুখে, অল্প বাকি আছে, চলিয়া চল। জ্ঞান দর্শন, প্রেম পুণ্যে শোভিত ঐ স্বর্গরাজ্য। ওখানে যত আমার ভক্ত নৃত্য করিতেছেন। তোমরাও গিয়া সেখানে নৃত্য করিতে পারিবে। আমাকে ভয় কর, আমার নিয়ম পালন কর, শুদ্ধচরিত্র হও, জিতেন্দ্রিয় হও, বিবেকপরায়ণ হও, নাস্তিকতা চূর্ণ কর। যাহারা বলে, নিরাকার ঈশ্বরকে দেখা যায় না, শুনা যায় না, হুঙ্কার করিয়া তাহাদের কথার প্রতিবাদ করিবে। "থাক্‌ব না আর এ পাপরাজ্যে" হুঙ্কার করিয়া এই কথা বলিয়া, এখানকার সমুদয় সুখের আশা ছাড়িয়া ওখানে চল, আমি চির শান্তি দিব; আমিও তোমাদের সঙ্গে আনন্দে নাচিব। তোরা আয়রে মার কাছে আয়। সেই

এক পুরাণ ঈশ্বর আমি রূপান্তর ভাবান্তর হইয়া, কখন জিহোভা, কখন ব্রহ্ম, কখন হরি হইয়া প্রকাশিত হইয়াছি। আমি সেই তোমাদের প্রাণের হরি, তোমাদের দুঃখের আগুন নিবাইতে তোমাদিগকে আমি বুকে লইলাম। তোরা যখন অন্নাভাবে কাতর হইলি, আমি পয়সা দিলাম। তোদের অবিশ্বাসী মনকে আমি বিশ্বাসী করিলাম। আমাকে বিশ্বাস কর, আমি তোদের হরি। আমার প্রেম সহস্র বার পরীক্ষিত হইয়াছে। তোদের কাছে আমার প্রেমের অনেক প্রমাণ দিলাম। দেখ্‌রে বঙ্গবাসী, দেখ্‌রে হিন্দুকুল, স্বর্গের জ্যোতি কত দেখাইলাম, স্বর্গের কথা কত শুনাইলাম। ওরে, তোরা অবিশ্বাস একেবারে চূর্ণ কর। তোদের জন্য, দেখ্, আমি কি করিতেছি; ওরে, তোরা এখনও কি বিশ্বাসের ভূমি পাইলিনে? তোদের হরিকে মান্য কর, কিছুতেই তোরা টল্‌বি না। যদি শত্রুদল পশ্চাতে আসে, তোদের অকল্যাণ করিতে পারিবে না। পৃথিবীর কাহারও সাধ্য নাই, আমার লোকের অকল্যাণ করে। যত লোকে উৎপীড়ন করিতে চায় করুক, কিছুতেই আমার সন্তান, আমার সৈন্যদলের অমঙ্গল করিতে পারিবে না। আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। আমার তেজ দেখিলে মেদিনী টল্‌মল্ করে। আমি যাইতেছি আমার ভক্তদল সঙ্গে লইয়া; তেজস্বী দল আসিতেছে দেখিয়া সাগর শুকাইয়া যাইবে, ভারত উদ্ধার হইবে।"

জগদীশ, তোমার মুখের তেজস্বিনী বাণী আমরা মানিলাম, আমরা সকলে মিলিয়া বলি, নাথ, শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

জননি, সুষা কোথায়? আমরা যে তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছি। তাঁহার মৃত্যুর পর অবধি তিনি এখন আছেন কোথায়? আঙ্গুল দিয়ে বুকের ভিতর দেখাচ্ছ যে। তাঁহাকে দেখিবার জন্য তোমার বুকের ভিতরে যাইব? অন্ধকার যে।

"বিশ্বাসের প্রদীপ নিয়ে যা।"

তেল নাই, সল্‌তা নাই, আগুন নাই।

"দিচ্ছি, বরাবর সোজা চলে যা। একজন স্তব ক'র্‌ছে, দেখ্‌ছিস ? মুখের উপর জ্যোতি পড়েছে। একজন ভৃত্য দেখ্‌ছিস্? একজন ছেলেমানুষের মত বুড়ো দেখ্‌ছিস্? একটি প্রকাণ্ড আলো মুখ সুন্দর করেছে, দেখ্‌ছিস্?"

লোকটি ব'ল্‌ছে, 'যাহা তুমি বল, যাহা তুমি বল'; অটল প্রভুভক্তিতে স্থির হয়ে বসে আছে, অধীর অসহিষ্ণু হয় না। ভারি যোগী হয়ে বসে আছে। ব্রহ্মগত প্রাণ, অন্য কোন ভাবনা নাই, কেবল ঈশ্বরের কাজে জীবন উৎসর্গ করে বসে আছে। জ্ঞান বুদ্ধির অহঙ্কার ফেলে দিয়েছে। ভৃত্যের মত চেহারা, ভৃত্যভাব, নম্রপ্রকৃতি, কেবল বলে, 'তব ইচ্ছা, তব ইচ্ছা।'

মা, মুষা আমাদের প্রাণ কেড়ে নিলেন; এমন হরিদাস আর কোথায় পাব? একটা জাতি উদ্ধার করিবার জন্য তিনি প্রাণ দিলেন। দুঃখী বিনীত মুষা রাজা হইতে চেষ্টা করিলেন না, মধ্যবর্ত্তী অবতার হইলেন না। হায়রে হায়, প্রাণের মুষা, সহস্র যন্ত্রণার ভিতরে তুমি ঈশ্বরের আজ্ঞা পালন করিলে। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কথা কহিবার অনুমতি পাইলাম না, কিন্তু আমার বাপের মধ্য দিয়া তোমার সঙ্গে কথা কহি। ভাইগো, ভাই মুষা, আমরাও তোমার মত একটা জাতিকে অন্ধকার হইতে আলোকের দেশে লইয়া যাইতে আদিষ্ট হইয়াছি। আমাদের বিপদের সময় তোমার বিপদ মনে পড়ে। মুষা, তুমি আশী বৎসর শান্তভাবে ধৈর্য্য ধারণ করে পড়েছিলে, শেষে তোমার জয় হইল। তোমার আর আমাদের সময়ে অনেক সাদৃশ্য। তোমার ও ইজ্‌রেল বংশের পিতা এবং আমাদের পিতা একই। মার অনুগ্রহে তোমাকে আমাদের শ্রদ্ধেয় ভাই বলে গ্রহণ কর্‌ছি,

আমাদের স্ত্রীরা, সন্তানেরাও তোমাকে নেবে। সতেজ, ব্রহ্মপরায়ণ ভৃত্য তুমি, আমাদের প্রাণের ভিতরে এস।

হে ঈশ্বর, দিব্য ছেলেটি দেখালে. একটি চাকর, যে বলে, প্রভু বিনা আর কাহাকেও জানি না। ঐ হরিভক্তের রূপ সকলের মনে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হউক! হরি, মুষাকে তুমি যোগ ও কর্ম্মের বেশ দৃষ্টান্ত তৈয়ার করেছিলে; নির্জ্জনে বসে প্রভুভক্তি, আনুগত্য, বিশ্বাস, উৎসাহ প্রভৃতি কত রং দিয়া ঐ য়িহুদীকে তুমি গড়েছিলে। খাসা ছেলে!! এত বড় তেজস্বী য়িহুদী, যাঁহার প্রভাবে এত বড় জাতি বেঁচে গেল; ইঁহার মহিমা কি আমরা বুঝিতে পারি? হরি, ধন্য তুমি, যে তোমার এমন ছেলেকে তুমি বঙ্গবন্ধু করে দিলে। বেশ করেছ, জননি, আজকে দাদা এসেছেন বাড়ীতে, উঁহাকে নিয়ে আমোদ আহ্লাদ করি; তুমি যে তাঁহাকে পাহাড়ের উপর, পাথরে খোদিয়া, নিয়মগুলি দিয়াছিলে, তাঁহাকে সে সকল কথা জিজ্ঞাসা করি। উঁহার বাড়ীতে এসেছি যখন, শুধু হাতে ফিরে যাব না। হে বিশ্বজননি, তোমার বিধানের হাতে পেন্‌সিল দিয়ে সমুদয় বিধি লিখে দাও, তোমার আজ্ঞা সকল প্রচার করিয়া তোমার এই নূতন দল সাজাইয়া দাও। আমরা নীতিপরায়ণ হইয়া, তোমার নূতন দেশে গিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

এই প্রার্থনার সংক্ষিপ্ত সার :—

"অদ্য তুমি নিজে স্পষ্ট যে সকল আদেশ প্রকাশ করিলে, তাহা বিশ্বাস ও আচরণ দ্বারা জীবনে প্রকাশ করিতে প্রার্থনা করি।"

পরিবর্দ্ধনোন্মুখ জীবন

(কমলকুটীর. প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার ১৩ই ফাল্গুন, ১৮০১ শক ;
২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃঃ)

সাধুসন্তানের—ইহলোকে জন্ম হইবামাত্রই—পরিবর্দ্ধনোন্মুখ জীবন দৃষ্ট হয়। মাতৃপূজা দ্বারা স্তন্যপানের সুবিধা প্রতিষ্ঠিত হউক।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

সাধু-গ্রহণ

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বুধবার, ১৪ই ফাল্গুন, ১৮০১ শক ;
২৫শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃঃ)

আমরা একজন সাধুর বসতিতে বাস করিতে অভিলাষী হইতে পারি না। আমরা নীতিতে নিবিষ্ট হইলাম। এখন অন্য সাধুর গৃহে আমাদিগকে প্রবেশ করিতে শক্তি দাও। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

সাধুসঙ্গে যোগ

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ১৫ই ফাল্গুন, ১৮০১ শক ;
২৬শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃঃ)

সাধুর প্রশংসা, অর্চ্চনা, মান্য এবং সম্ভ্রম দূরে চলিয়া গিয়াছে। এখন আমরা তাঁহাদিগের মুখে তোমার স্তুতি বন্দনা করিব। তাঁহারা আমাদিগের শোণিতে বাস করুন। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

বার্দ্ধক্যে নবীনত্ব

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ১৬ই ফাল্গুন, ১৮০১ শক ;
২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃঃ)

হে মাতঃ, তুমি বৃদ্ধকে শিশু কর, যুবা কর। মুষা অত্যন্ত বৃদ্ধ, অথচ বলবান্ সিংহ। বার্দ্ধক্য নাই, মনুষ্য চির-নবীন, আমাদিগেতে সেইটী যথার্থ হউক। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

আজ্ঞাবহ

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শনিবার, ১৭ই ফাল্গুন, ১৮০১ শক ;
২৮শে ফেব্রুয়ারি, ১৮৮০ খৃঃ)

"হে রাজন্, তুমি যাহা আজ্ঞা কর" এই কথা নিরন্তর যাঁহার মুখে লগ্ন ছিল, তিনিই সেই মুষা। বুদ্ধি পরিহার করিয়া, সকল অবস্থাতে যেন আমরা নিত্য সেইরূপ হই। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

নববিধানের নূতন মানুষ

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, সোমবার, ১৯শে ফাল্গুন, ১৮০১ শক ;
১লা মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃঃ)

সর্ব্বত্রেই পুরাতন, নূতন কেবল এখানে। তোমার নূতন বিধানে আমাদিগকে নূতন মানুষ কর। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

সন্তান বাক্যময়

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল বুধবার, ২১শে ফাল্গুন, ১৮০১ শক ;
৩রা মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃঃ)

সক্রেটিস্ তোমার একটী বাক্য—যাহা রক্ত মাংসাস্থি দ্বারা আবৃত

হইয়া রহিয়াছে। সেই বাক্য, হে মাতঃ, আমাদিগেতে আবির্ভূত হউক। তোমার সন্তানগণ যে বাক্যময়। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

বিকার-রহিত

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ২২শে ফাল্গুন, ১৮০১ শক ;
৪ঠা মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃঃ)

শুদ্ধ, শান্ত, সুখ দুঃখ সমান, তোমার নিদেশদর্শী, সত্যের জন্য সম্যক্ অর্পিতপ্রাণ, নিরন্তর আত্মজ্ঞানপরায়ণ—সেইরূপ হইব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

রূপান্তর

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শনিবার, ২৪শে ফাল্গুন, ১৮০১ শক ;
৬ই মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃঃ)

বিধানরূপ অগ্নি দীপ্যমান, ইহাতে স্বভাবরূপ লৌহ দগ্ধ হইয়া, উপযুক্ত তাড়নায় রূপান্তরিত হউক। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সক্রেটিস্-সমাগম

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, রবিবার, ২৫শে ফাল্গুন, ১৮০১ শক ;
৭ই মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃঃ)

হে স্নেহময়ী জননি, তুমি প্রাচীন গ্রীস্‌দেশ এবং ভারতবর্ষকে একত্র করিয়া হস্তে রাখিয়াছ। তোমার ক্রোড়ে সকল দেশের সাধুরা আছেন।

তন্মধ্যে জগন্মান্য সুপ্রসিদ্ধ এক জন, যিনি আত্মতত্ত্বজ্ঞানে ঝক্ ঝক্ করিতেছেন, আজ আমরা তাঁহাকে অন্বেষণ করিতেছি। ঐ যে তোমার বক্ষে প্রকাণ্ড আত্মতত্ত্বসূর্য্য জ্বলিতেছে, উনি কে? উঁহার নাম, ধাম বলিয়া দাও। বঙ্গদেশের সুশিক্ষিত দল বাহ্যিক সভ্যতা এবং বিলাসের দিকে যাইতেছিল, এমন সময় মহামতি সাধু সক্রেটিস্ ধমক দিয়া বলিলেন. ওরে যুবাদল, সংসারের উজন স্রোতে নৌকা ফিরাইয়া লইয়া আয়। গম্ভীর প্রাচীন মহর্ষি-বাক্য আরোহীদিগকে স্তব্ধ করিল। তাহারা বিলাসের স্রোতে, শরীরপূজা ইন্দ্রিয়সেবার দিকে, জড়ের আরাধনাতে চলিতেছিল, এমন সময় বৃদ্ধ সক্রেটিসের মহাধ্বনি তাহাদিগের কর্ণগোচর হইল। এই ধ্বনি শুনিয়া তাহারা নৌকা ফিরাইয়া দিল, এবং পাইল তুলিয়া দিল, মহাবেগের সহিত যুবকদলের নৌকা চলিল। কোন্ দিকে? যে দিকে নূতন বিধানের নিশান উড়িতেছে।

জগজ্জননি, তুমি গ্রীসের জননী, তুমি তোমার সুপুত্র সক্রেটিস্‌কে ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া আছ। ঐ যে তোমার সাধু পুত্র কি বলিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, "আমি মূর্খ, আমি কিছুই জানি না, ওরে অবোধ মন, আপনাকে আপনি জান।" তিনি আপনার সঙ্গে আপনি কথা কহিতেছেন। তিনি বাহ্যিক বিদ্যার উত্তাপ সহ্য করিতে পারিলেন না, তিনি বাহিরের পুস্তক বাহিরে ফেলিয়া দিলেন। বাহিরে চারিদিকে অসার বস্তু দেখিয়া, তিনি আপনার হৃদয়ের কপাট খুলিলেন। সেই কপাট খুলিয়া তিনি এক বস্তু দেখিলেন, যাহার নাম আত্মা। সেই বস্তু বলিল, "আমি সক্রেটিসের আত্মা, আমাকে তুমি জান। আমার অযোগ্যতা, অসারতা প্রভৃতি তুমি পাঠ কর; আমি আজ হইতে তোমার গ্রন্থ এবং শাস্ত্র হইলাম। সর্ব্বাগ্রে আমাকে তোমার জানা কর্ত্তব্য।" এই কথা সক্রেটিস্ শুনিলেন। "আপনাকে জান, আপনাকে জান", এই কথা তিনি পৃথিবীকে বলিলেন।

সক্রেটিস্ এই আত্মতত্ত্বের অবতার। সক্রেটিসের আত্মার ভিতরে প্রত্যাদেশের আকারে, দৈববাণীর আকারে, ঈশ্বর বিশেষরূপে কথা কহিতেন। ঈশ্বর বলিলেন, "হে সক্রেটিস্, আমি যখন রক্ত মাংস সংযোগ করিয়া তোমাকে গঠন করিলাম, তাহার মধ্যে ব্রহ্মবাণী প্রবিষ্ট করিয়া দিলাম; যাই আমার বাণীরূপ তেজ তোমার রক্ত মাংসের মধ্যে প্রবেশ করিল, তখনই তুমি জন্মিলে। তোমার চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদ বড় হইতে লাগিল, তাহার সঙ্গে সঙ্গে দৈববাণীও প্রস্ফুটিত হইতে লাগিল। তুমি বাল্যকাল হইতে জানিতে পারিয়াছিলে, তুমি এক জন পুরুষ, আবার তোমার ভিতরে আর এক জন কে জাগ্রৎ ভাবে কথা কহিতেছে।"

জগদীশ্বর, সক্রেটিস্‌হৃদয়নিবাসী ঈশ্বর, তুমিই আমাদের ঈশ্বর, তুমিই সক্রেটিসের বুকের ভিতর বসিয়া এত বর্ষ পূর্ব্বে তাঁহার উপদেষ্টা, নেতা ও সহায় হইয়া, সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে কথা কহিতে। পিতঃ, তোমার কথা শুনিয়া সক্রেটিস্ পৃথিবীকে কেমন চমৎকার আত্মতত্ত্বজ্ঞান এবং নীতিশিক্ষা দিলেন! তাঁহার দ্বারা নূতন মনোবিজ্ঞান-শাস্ত্র গঠিত হইল। আগে ছিল অসার পরতত্ত্ব, তাঁহার সময় আত্মতত্ত্বসূর্য্য উদিত হইল। প্রথমে গ্রীস্ সেই সূর্য্য দেখিল, পরে অন্যান্য দেশে সেই সূর্য্য প্রকাশিত হইল। সর্ব্বাগ্রে সক্রেটিসের হৃদয় মধ্যে সেই আত্মতত্ত্বসূর্য্য স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিল; প্রথমে তাঁহারই মনে ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, চিত্তশুদ্ধি, আত্মজ্ঞান প্রভৃতি স্ফূর্ত্তি পাইয়াছিল। হে হরি, তোমার প্রেমসরোবরের ধারে, সক্রেটিসের হৃদয়ের ভিতরে, তুমি আত্মজ্ঞান-বীজ পুতিয়াছিলে; সেই বীজ অঙ্কুরিত হইয়া সক্রেটিসের মনোবিজ্ঞান প্রস্তুত হইল। তিনি এথেন্স নগরের যুবাদিগকে সেই মনোবিজ্ঞান, সেই আত্মতত্ত্ব শিখাইয়া, ভিতরের দিকে কর্ণপাত করিতে শিখাইলেন।

"বিলাস ইন্দ্রিয়-সুখ পরিত্যাগ করিয়া আত্মতত্ত্ব শিক্ষা কর, আপনাকে

আপনি জান” যখন সক্রেটিস্ এইরূপ শিক্ষা দিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার শক্রদল ক্রোধান্ধ হইয়া বলিল, “কে বিলাসের উপর খড়্গহস্ত হইয়াছে? কে উৎসাহী যুবকদলের মাথা ঘুরাইতেছে?” এই বলিয়া শক্ররা তাঁহার প্রাণবধ করিতে উদ্যত হইল। পিতঃ, আশ্চর্য্য তব লীলা! সাধুরক্ত ভিন্ন নাস্তিক পৃথিবী সদ্গতি লাভ করিতে পারে না, এই জন্য তুমি পৃথিবীতে এমন সকল সাধু প্রেরণ কর, যাঁহারা প্রাণের রক্ত দিয়া অসত্যের প্রতিবাদ করেন এবং সত্যের জয় প্রতিষ্ঠিত করেন। সক্রেটিসের আক্রমণকারী শক্রদল তাঁহাকে বলিল, “ওরে পাষণ্ড, তোকে আর এই পৃথিবীতে থাকিয়া যুবক-চিত্ত হরণ করিতে হইবে না, তোর প্রাণদণ্ড হইল, তুই বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ কর।” সক্রেটিস্ অকাতরে এবং অকুণ্ঠিতভাবে সত্যের গৌরব-রক্ষার জন্য শক্রদল-প্রদত্ত বিষ খাইয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। তিনি শক্র-দিগকে বলিলেন না—‘আমি কোন কুকর্ম্ম করি নাই, অকারণে কেন আমাকে প্রাণহত্যারূপ নিদারুণ দণ্ড দিলে?”

মা, তোমার সন্তান কেন কাঁদিতে কাঁদিতে শক্রদিগের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন না? কেন তিনি বলিলেন না, আর আমি কাহার চিত্ত আত্মতত্ত্বের দিকে আকর্ষণ করিব না? তিনি কিছুই বলিলেন না, তাঁহার কপালে বিষণ্ণতার চিহ্ন মাত্র দেখা গেল না। তিনি কিছু মাত্র ভীত হইলেন না। ভয় পাইবেন কেন? সেই বীর তোমার বাণী শুনিয়া অসার শারীরিক জীবনকে তুচ্ছ করিলেন। আহা! তাঁহার প্রাণ একটু কুণ্ঠিত হইল না, তিনি কাহাকেও একটি কঠিন কথা বলিলেন না, তিনি বলিলেন না—“তোদের উপকারী বন্ধুকে তোরা বধ করিলি?” এত যে শক্রদের নির্য্যাতন, তিনি শান্তভাবে তাহা সহ্য করিলেন। ওরে দুরন্ত পৃথিবি, তুই বিলাসে এত মত্ত হলি যে, এমন সাধুকে বিষ খাওয়াইলি, এমন হীরকখণ্ডকে নষ্ট করিলি? আহা, প্রশান্ত-আত্মা সক্রেটিস্ মৃত্যুর সময়েও হাসিলেন

এখনও হাসিতেছেন। তিনি যে পৃথিবীর কল্যাণ করিতে আসিয়াছিলেন। এক বার বলিলেন না, "দোষ করি নাই, কেন বিষ খাইব ?" ঐরূপ ভয়ানক বিষের বাটি চোঁ চোঁ করিয়া পান করিলেন। তুমি দেখিলে, সোণার এথেন্স ছারখার হয়, এই জন্য তুমি সক্রেটিস্‌কে প্রেরণ করিলে। জীবন অপেক্ষা মৃত্যু অধিক শিক্ষা দেয়, এই জন্য শত্রুদিগের হস্তে সক্রেটিসের মৃত্যু হইল।

সক্রেটিস্ বিনীত দুঃখী ছিলেন, তিনি বেদ বেদান্ত কিংবা অন্য কোন শাস্ত্র হইতে আলোক পাইলেন না, এই জন্য মনের দুঃখে বৈরাগী হইয়া বনে গেলেন। সেই বন তাঁহার মন। হে ঈশ্বর, তুমিই সক্রেটিস্‌কে বলিলে—"ওহে সন্তান সক্রেটিস্, তুমি আত্মতত্ত্বের অবতার এবং সাধু নীতিপরায়ণ হইয়া এথেন্স নগরের যুবকদিগের কাছে গিয়া দাঁড়াও।" আত্মতত্ত্ব শিখিলে মানুষ পরলোকের জন্য কত দূর প্রস্তুত হয়, সক্রেটিস্ শান্তভাবে মরিয়া তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। সক্রেটিস্‌কে তাঁহার বন্ধু জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাকে গোর দিব কিরূপে ? তিনি হাসিতে হাসিতে উত্তর দিলেন, "সক্রেটিস্‌কে গোর দিও, ভাই, যদি তাহাকে ধরিতে পার।" সক্রেটিস্ নিশ্চয়রূপে জানিতেন, তাঁহার আত্মা প্রেমধামে আনন্দধামে চলিয়া যাইবে।

যেমন এথেন্স নীচ ইন্দ্রিয়-সেবায় মত্ত ছিল, সেইরূপ কলিকাতাও এখন ইন্দ্রিয়-সুখের পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইতেছে, এবং বিদ্যামদে ও যৌবনের আমোদে মত্ত। এখন যদি সক্রেটিস্ আসিয়া ধমক দেন, তবেই আমরা বাঁচিব। হরি, সক্রেটিসের চরিত্র আমাদিগের চরিত্রে সঞ্চারিত করিয়া এই দেশের কল্যাণ কর। এই দেশের কেহ আপনাকে আপনি ভাবে না, কেহ আত্মচিন্তা করে না, কেহ ছাদের উপর কিংবা বাগানে গিয়া নির্জ্জন চিন্তা করে না। আমাদের পূর্ব্ব পুরুষেরা গভীর আত্মচিন্তায় মগ্ন

হইতেন ; কিন্তু এখন এই দেশে কেবল স্বেচ্ছাচার এবং ইন্দ্রিয়সুখ। হে পবিত্র ঈশ্বর, এই স্বেচ্ছাচারস্রোত বন্ধ করিয়া দাও। আমাদিগকে ঐ বৈরাগী, আত্মতত্ত্বজ্ঞ ভক্ত মহাত্মার অনুগামী কর। আমরা আত্মার বাণী শুনিতে শুনিতে দেবতত্ত্ব শিখিব। আত্মতত্ত্ব যাঁর, সর্ব্বতত্ত্ব তাঁর. স্বর্গতত্ত্ব তাঁর, দেবতত্ত্ব তাঁর। সমুদয় জ্ঞানদুগ্ধের সার সক্রেটিসের বক্ষে ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে। এস এস, সক্রেটিস্, এস এস, সারতত্ত্ব, "আপনাকে আপনি জান"—"Know Thyself" এই তোমার নাম। হরি মুষাকে বলিয়াছিলেন, "আমি আছি" এই আমার নাম ; তেমনি, সক্রেটিস্, তুমি বলিতেছ, "আপনাকে জান"—"Know Thyself" এই তোমার নাম। আমরা বাহ্যিক সভ্যতা, বিলাস, বদ্মায়েসি ও নানাপ্রকার পাপ জানিয়াছি, তোমাকে জানি নাই। "সক্রেটিস্" নাম মিথ্যা, তোমার নাম "আত্মতত্ত্ব", "শ্রীযুক্ত আপনাকে জান" ; এস, তোমাকে প্রাণের ভিতর আলিঙ্গন করি। এই মূর্খ আত্মতত্ত্ববিহীনদের বাড়ীতে যদি এলে, চিরকাল এখানে থেক, সকল অবস্থাতে যেন আমাদের আত্মতত্ত্ব প্রবল থাকে।

বিশ্বজননি, সক্রেটিসের মা, তোমাকে আমাদের ভিতরে পেয়ে, তোমার ভিতরে সকল সাধুকে পাইলাম। 'ওরে মন, ঘর ছেড়ে বাহিরে যাস্ নে, "আপনাতে আপনি থেক, যেও না মন কারও ঘরে" ; সমস্ত এক আত্মতত্ত্বের ভিতরে পাইব। বর্ত্তমান বিশেষ বিধান আশ্চর্য্য তত্ত্ব প্রকাশ করিল। এক জায়গায় বসে সমস্ত দেখিতেছি। বর্ত্তমান বিধানের নাম সত্যসাগর। রূপের সাগরে ডুবিলাম। দেখাও, মা, আরও স্বর্গের শোভা দেখাও। তোমার সাধু সকলকে রত্নমালা করিয়া গলায় রাখিব। আহা! সত্যের জন্য সক্রেটিস্ অনায়াসে প্রাণটা দিলেন !! এস, এস, সাধু ভ্রাতঃ, আমাদের বাড়ী এস ; বঙ্গদেশ তোমার দেশ, কলিকাতা তোমার এথেন্স নগর, এবার কেহ তোমাকে বিষ খাওয়াবে না। সক্রেটিসের মা, সক্রে-

টিসের পিতা, এস, তুমি সক্রেটিস্‌কে কোলে করিয়া এস। আশীর্ব্বাদ কর, সক্রেটিসের মত আমরাও যেন সুমতি, জিতেন্দ্রিয় এবং আত্মজ্ঞ হই। আত্মতত্ত্ব-সুধা পান করিয়া আমরা যেন শুদ্ধ এবং সুখী হই, হে জগজ্জননি, তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

এই প্রার্থনার সার:—"'আপনাকে জান' এই যাহার যথার্থ নাম, তিনি তোমার অঙ্গে বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার সঙ্গে অভিন্নতা প্রাপ্ত হই।"

চিন্ময়রাজ্য

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ২৭শে ফাল্গুন, ১৮০১ শক ;
৯ই মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃঃ)

জড়রূপ গরল পানে মৃত্যু, চৈতন্য দ্বারা উজ্জীবন ; চিৎ যেখানে সম্রাট, বিবেক যেখানে মন্ত্রী, সেইখানে আমাকে লইয়া যাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নির্ব্বাণ-রাজ্য

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ২৯শে ফাল্গুন, ১৮০১ শক ;
১১ই মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃঃ)

হে গুরো, তুমি কৃপা করিয়া মুষা সক্রেটিসের অর্থ পরিষ্কার করিয়া দিতেছ। তোমার যাত্রীরা—ইন্দ্রিয়রূপ মিসর দেশ হইতে, আত্মতত্ত্বরূপ গ্রীস রাজ্যে চলিয়া গেলেন। সেই দেশ হইতে আবার তাঁহারা নির্ব্বাণরূপ বুদ্ধগয়াতে চলিলেন। বৈরাগ্যের অবতার বুদ্ধ গম্ভীরভাবে মহাতেজ প্রকাশ

করিয়া, পৃথিবীর অধিকাংশ জয় করিয়াছেন। ভবকাণ্ডারী, যাত্রীদিগকে এই নির্ব্বাণরাজ্যে লইয়া যাও। সেই রাজ্যে আসক্তির প্রদীপ, বিদ্যা-মদের প্রদীপ, অহঙ্কারের প্রদীপ সমস্ত নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। বুদ্ধ নিবৃত্তি অথবা বৈরাগ্যের অবতার। উঁহার নির্ব্বাণ ইন্দ্রিয়রূপ জোঁকের মুখে চূণ-স্বরূপ।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

শাক্যের বৈরাগ্য-বিধি

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ৩০শে ফাল্গুন, ১৮০১ শক, ১২ই মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃঃ)

হে নির্ব্বিকার পুণ্যময় সখা, শাক্যের ন্যায় আমাদিগকে অনাসক্ত কর। শাক্য বলিলেন, "আমি মায়াবদ্ধ হইব না"। তিনি নিবৃত্তির জল ঢালিয়া, প্রবৃত্তির আগুন নির্ব্বাণ করিলেন। তিনি কামনার মূলে কুড়াল মারিলেন। তিনি সংসারাসক্তির প্রতিবাদকারী প্রকাণ্ড বীর। তাঁহার বৈরাগ্য-বিধি দেশ দেশান্তরে প্রচারিত এবং প্রতিষ্ঠিত। কত শত স্ত্রী পুরুষ তাঁহার বৈরাগ্য-বিধি গ্রহণ করিয়া, সংসার স্পর্শ করিতে চায় না।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

শাক্যের ধর্ম্ম

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শনিবার, ১লা চৈত্র, ১৮০১ শক; ১৩ই মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃঃ)

হে পিতঃ, দুঃখে বৈরাগ্যে শাক্যের ধর্ম্ম আরম্ভ হইল। দুঃখীর প্রতি দয়াতে তাঁহার ধর্ম্ম শেষ হইল। দুঃখ দূর করিবার জন্য তিনি দয়ার

অবতার। নিকৃষ্টতম প্রাণী পিপীলিকাও যেন কষ্ট না পায়, তিনি এই বিধি প্রচার করেন, এবং নিজের জীবনে এরূপ ভাব প্রকাশ করেন। আমাদের মধ্যে যে নির্দ্দয়, সে বৈরাগী হইলেও শাক্যের শত্রু। শাক্যের বৈরাগ্য অহিংসা ও দয়া মিশ্রিত। হরি, সেই বৈরাগ্য আমাদিগকে দাও।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

আবির্ভূত হও

(নন্দলাল বসুর বাটী, বাগবাজার, শনিবার, ১লা চৈত্র, ১৮০১ শক ; ১৩ই মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃঃ)

হে ব্রহ্মাণ্ডপতি, হে সচ্চিদানন্দ, তোমার এই বিনীত দাস দেশস্থ ভাই বন্ধুদিগের সেবা করিবার জন্য এখানে উপস্থিত হইল। একবার এই সময়ে, হে হরি, কৃপা করিয়া তোমার দাসের রসনাতে আবির্ভূত হও। তোমার আবির্ভাব ভিন্ন গতি নাই। চিরকালের ঈশ্বর তুমি, তুমি এই আকাশে বর্ত্তমান আছ। একবার কৃপা করিয়া, তোমার এই ভৃত্যের নিকট প্রকাশিত হও। প্রকাশিত হইয়া, হে হরি, তুমি তোমার সন্তান-দিগের নিকট এমন সত্যের জ্যোতি বিস্তার কর, যাহাতে দেশের অন্ধকার দূর হয় এবং এমন ভক্তিস্রোত প্রবাহিত কর যে, সেই ভক্তিতে পুনরায় এই বঙ্গদেশ প্লাবিত হয়। হে সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বর, তুমি অন্তরে বাহিরে বর্ত্তমান, ভূলোক দ্যুলোক তোমার পদতলে। তুমি ভূমা মহান্, তোমার দয়ার উপর নির্ভর করিয়া, তোমার দাস কয়েকটী কথা বলিতে প্রবৃত্ত হইতেছে, আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার দাসের কথাগুলি সফল হয়। তোমার নিকট এই বিনীত প্রার্থনা। শান্তিঃ শান্তিঃ! শান্তিঃ!

শাক্য-সমাগম

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, রবিবার, ২রা চৈত্র, ১৮০১ শক ;
১৪ই মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃঃ)

হে প্রাচীন পরমাত্মন্, যুগের উপরে আরোহণ করিয়া তুমি অপর যুগে চলিয়া যাইতেছ। তোমার এক চরণ এক যুগের উপর, আর এক চরণ অপর যুগের উপর। তোমার এক হস্ত বুদ্ধের মস্তকের উপর, আর এক হস্ত এই আড়াই হাজার বৎসর পর আমাদিগের মস্তকের উপর। তোমার পদতলস্থ শাক্যকে এই ভবভয়ে ভীত, পাপভয়ে ভীত নরনারী-দিগের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে বল।

পিতঃ. শাক্যমুনি কোথায়? ঐ তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি তোমার ক্রোড়ে। ব্রহ্ম-ক্রোড় আকাশ হইতে আকাশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। সেই ক্রোড়ে আমা-দিগের প্রিয়, ভক্তিভাজন, বৈরাগ্যের অবতার শাক্য বসিয়া আছেন। শাক্যদেবের চিদাত্মাকে আজ আমাদিগের প্রাণের মধ্যে প্রবিষ্ট করি। তাঁহার স্বভাব চরিত্রকে আমরা হৃদয়ে গ্রহণ করি। তাঁহার গভীর আত্মার প্রাদুর্ভাবে আমরা গুরুতর হইলাম। আমাদিগের প্রাণের মধ্যে শাক্যপ্রাণ, আমাদের রক্তের মধ্যে শাক্যরক্ত, আমাদের ভাবের মধ্যে শাক্যভাব। আমরা শাক্যগত হইলাম, শাক্য বাঙ্গালী হইলেন। সকলের বক্ষে শাক্য-মুনির আত্মা। আড়াই হাজার বৎসর উড়িতে উড়িতে শাক্য-পাখী আসিয়া আমাদিগের হৃদয়বৃক্ষের উপর বসিলেন। সংসারজয়ী মহাপুরুষ শাক্য আমাদিগের হৃদয়কে অধিকার করুন!

হে ঈশ্বর, ফেরোর যন্ত্রণায় যেমন তোমার মুষা মিসর ছাড়িয়া সশিষ্য নূতন দেশে চলিয়া গেলেন, সেইরূপ হিন্দুদিগের উৎপীড়নে মহামুনি শাক্য-দেব সশিষ্য দেশান্তরে চলিয়া গেলেন। যদিও বুদ্ধ হিন্দু ছিলেন, কিন্তু

হিন্দুস্থান তাঁহার হইল না। হিন্দুগণ তাঁহার শিষ্য প্রশিষ্যদিগকে হিন্দুস্থান হইতে তাড়াইয়া দিল। পৌত্তলিক হিন্দুস্থান তাঁহাকে মানিল না; কিন্তু তাঁহার উচ্চ দৃষ্টান্তে উন্নত হইয়া তাঁহার শিষ্যগণ ভয়ানক বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া বিদেশে চলিয়া গেলেন। বিদেশে তাঁহার নামে কত শত মন্দির স্থাপিত হইল। প্রভো, তোমার অপার লীলা কে বুঝিবে? বৈরাগ্যের বিরুদ্ধে, বুদ্ধের বিরুদ্ধে কোটি কোটি লোক দণ্ডায়মান হইল; কিন্তু বীরপুরুষ বুদ্ধ তেজের সহিত বলিলেন, "আমি বেদ ব্রাহ্মণ মানি না, জাতি-ভেদ মানি না।" বুদ্ধের আন্দোলনে হিন্দুস্থান টল্‌মল্‌ করিতে লাগিল। গৌতমের ধর্ম্ম ভেদাভেদ বিনাশ করিয়া সমস্ত একাকার নিরাকার করিল। সে কি গৌতমের প্রতাপ? না, তাহা ব্রহ্মের মহিমা। ব্রাহ্মণ চণ্ডালের ভেদ রহিল না। এক নূতন জাতি, বৌদ্ধ জাতি, চিন্তার জাতি, সমাধির জাতি, নূতন ইজরেল্‌ প্রস্তুত হইল। শাক্যের জয় হইল। নূতন সমাজ তিনি স্থাপন করিলেন।

হে ঈশ্বর, তুমি যখনই নূতন বিধান স্থাপন কর, তখনই তোমার মনোনীতদিগকে পুরাতন হইতে বাহির কর। শাক্যদেবের নূতন বিধান নূতন সেনাপতি লইয়া প্রবলবেগে চলিয়া গেল। তিনি চিন্তা এবং ধ্যানের বলে অভিমান উড়াইয়া দিলেন; অথচ তিনি বলিলেন, মনুষ্যের কাছে মাথা হেঁট করিব না, ব্রাহ্মণের অজ্ঞাত, বেদের অতীত পরা বিদ্যা শিখিব। বুদ্ধ, নিজের বুদ্ধি-প্রভাবে নিমীলিতনয়নে যে রাজ্য দেখা যায়, সেই রাজ্যে চলিয়া গেলেন। তিনি এক বৌদ্ধ জাতি, জ্ঞানীর জাতি, বৈরাগীর জাতি গঠন করিলেন।

এক দিকে তিনি বেদ বেদান্ত এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিত অস্বীকার করিলেন, আর এক দিকে, দীননাথ, তুমি তাঁহাকে দুঃখের এমন আকার দেখাইলে যে, তিনি জীবের প্রতি দয়ার্দ্র হইয়া পৃথিবীকে দুঃখ হইতে মুক্ত করিতে

প্রতিজ্ঞা করিলেন। মনুষ্যের রোগ, জরা, মৃত্যু দেখিয়া তিনি বলিলেন—“আর জীবের দুঃখ সহ্য করিতে পারি না; যাহাতে এ সকল দুঃখ নিবারণ হয়, তজ্জন্য আমি প্রাণ দিব, আমি মৃত্যুঞ্জয়কে দেখিব, আমি দুঃখ, কষ্ট, রোগ ও মৃত্যু নিবারণের মন্ত্র অন্তরে সাধন করিব।” এক দিকে পুরোহিত এবং পুরাতন শাস্ত্রের গর্ব্ব চূর্ণ করিয়া, মনুষ্যের একজাতিত্ব প্রমাণ করিয়া উদারতা শিক্ষা দিলেন, অন্য দিকে কিসে জীবের দুঃখ যায়, এই চিন্তা করিয়া এক নূতন বুদ্ধির পথ, নূতন জ্ঞান, নূতন চৈতন্যের পথ প্রকাশ করিলেন। নির্ব্বাণ, সমাধিযোগে ডুবিতে ডুবিতে তিনি দেখিলেন, এক স্থানে এমন অবস্থা আছে, যেখানে দুঃখ নাই। সেই অবস্থা নির্ব্বাণের অবস্থা, সেই পথ নির্ব্বাণের পথ। তিনি দেখিলেন, জীবের মনে বাসনার আগুন, ইচ্ছার আগুন, প্রবৃত্তির আগুন ইত্যাদি নানাপ্রকার আগুন জ্বলিতেছে; শান্তি-জল ঢালিয়া এ সকল অগ্নি নির্ব্বাণ করিলেই জীবের দুঃখ দূর হয়। এ সকল অগ্নি নির্ব্বাণ করিয়া নিশ্চিন্ত বৈরাগী না হইলে, জীবের দুঃখ দূর হয় না। যখন বুদ্ধ সাধন দ্বারা এই সত্য লাভ করিলেন, তখন তিনি আপনাকে আপনি বলিলেন—“ধন্য আমার মন, ধন্য আমার মন! নির্ব্বাণ-সুখ সম্ভোগ কর।” যাহাতে জগৎ তরিবে, মানুষের গতি হইবে, যিনি সেই নির্ব্বাণ-পথ আবিষ্কার করিলেন, আমরা আজ তাঁহার কাছে ভিখারী হইয়া, দাস হইয়া আসিয়াছি।

হে ঈশ্বর, ঐ তিনি তোমার বক্ষের মধ্যে চক্ষু নিমীলন করিয়া, দুই সহস্রাধিক বৎসর সমাধিযোগে মগ্ন রহিয়াছেন; ক্রমশঃ তাঁহার সমাধি গভীরতর হইয়া আসিয়াছে। তিনি ধনের অহঙ্কার, মানের অহঙ্কার, বিদ্যার অহঙ্কার এবং সকল প্রকার জ্বালা নির্ব্বাণ করিয়াছিলেন। তোমার ঐ পুত্রের হাতে সকল জ্বালার ঔষধ আছে। সহস্র যন্ত্রণায় কাতর হইয়া উঁহার নিকটে আসিলে, উনি ফুঁ দিয়া জল ঢালিয়া সকল অগ্নি, সকল জ্বালা

নির্ব্বাণ করেন। যদিও তিনি মুখে বলিলেন না, কিন্তু তাঁহার জীবন বলিতেছে—"আয় আয় দুঃখদগ্ধ জীব, আয় আয় শোকভারে ভগ্ন জীব, আমার কাছে আয়; যাহাতে তোদের দুঃখ জ্বালা নির্ব্বাণ হইবে, আমি সেই মহৌষধ পাইয়াছি, তোদের সেই মহৌষধ দিব, আর তোদের সকল জ্বালা নিবৃত্ত হবে, আমি নির্ব্বাণ-জলে সকলকে শীতল করিব।" এই নির্ব্বাণ কথাটী আড়াই হাজার বৎসর চলিয়া আসিতেছে। বুদ্ধ বলিলেন—"আমি জীবের দুঃখ জুড়াইয়া দিব।" তিনি বলিলেন না, "আমি ধর্ম্ম দিব, পুণ্য দিব।" কিন্তু তিনি বলিলেন, "তোরা কাঁদিতেছিস্, তোদের অশ্রু মুছাইয়া দিব।" মহামতি শাক্যমুনি দুঃখ-নিবৃত্তির অবতার। বিষয়বাসনা এবং সুখ-বিলাস সমুদয় দুঃখের হেতু, এই জন্য তিনি সুখবিলাসের স্থান ছাড়িয়া গাছতলায় গিয়া বসিলেন।

শাক্য, সর্ব্বত্যাগী হইয়া তুমি কি দেখিলে? তুমি কি পাইলে? বৈরাগ্যমন্ত্রের গুরু, কি তুমি অনুভব করিলে? বল, হে শাক্য, কি সাধনে তুমি বৈরাগ্যরত্ন পাইলে? তোমার যে এত বড় রাজ্য ছিল, অনায়াসে তুমি তাহা পরিত্যাগ করিলে!! কিরূপে তোমার মনে এত তেজ হইল? বিশ্বজননী যখন তোমাকে সৃজন করিলেন, তখন তোমার প্রাণের ভিতরে এমন কি বিশেষ পদার্থ প্রবিষ্ট করিয়া দিয়াছিলেন, যাহাতে তুমি সকল বৈরাগীদিগের উপরে উচ্চ সিংহাসন লাভ করিলে? পৃথিবীর দুঃখ জ্বালা নির্ব্বাণ করিবার জন্য তুমি কি অপূর্ব্ব স্বর্গীয় পদার্থ সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিলে? তুমি জননীর নিকট কি গূঢ় মন্ত্র শিখিয়া আসিয়াছিলে? তোমার কোন ইচ্ছা বা প্রবৃত্তি ছিল না, তুমি সমস্ত প্রবৃত্তির আগুন নির্ব্বাণ করিয়াছিলে, তুমি কিছুই কামনা করিতে না। তোমার শিষ্য দরিদ্র বৈরাগীগুলি ভিক্ষা চাহিতেও পারে না। হে শাক্য, হে বৈরাগ্যের অবতার, হে হরিসন্তান, বল, তোমার জীবন-বৃত্তান্ত বল, তোমার প্রাণের ভিতরে

নির্ব্বিকার হরি কি অপূর্ব্ব চিত্তরঞ্জন সামগ্রী রাখিয়া দিয়াছিলেন। তুমি কিরূপে সকল দুঃখ জ্বালা নির্ব্বাণ করিলে? তোমার পথাবলম্বীরা বৈরাগী। তাহারা কল্য কি আহার করিবে, জানে না, ভিক্ষাও করিতে পারে না। এমন দুঃখ দরিদ্রতার ধর্ম্ম তুমি প্রচার করিলে, অথচ বড় বড় রাজা সকল তোমার শিষ্য প্রশিষ্যের পদানত হইল। বৈরাগ্যের নিকট রাজার মস্তক অবনত, বৈরাগীর কাছে সম্রাট বশীভূত। শাক্যমুনি, পৃথিবীর নৃপতিরা তোমাকে রক্ষা করিল না; কিন্তু তোমাকে এবং তোমার বন্ধুদিগকে বাঁচাইলেন হরি। তুমি বৈরাগ্যধামে মহাধনী ছিলে। বৈরাগ্যধন, নির্ব্বাণ-রত্ন পাইবার জন্য, তুমি রাজত্ব স্ত্রী পুত্রাদি সর্ব্বস্ব ছাড়িলে। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা সত্যের জন্য সকলই ছাড়েন! পৃথিবীর অসারতা বুঝিয়া, সংসার ছাড়িয়া তুমি বৃক্ষতলে গিয়া বসিলে; স্বর্গের ঈশ্বর দেখিলেন, তুমি সত্যের জন্য সকলই ছাড়িতে পার। এই জন্য স্বর্গ হইতে তোমার মস্তকের উপর পুষ্পবৃষ্টি হইল, ধর্ম্মরাজ্যে কাঁসর ঘণ্টা বাজিল, তোমার স্বর্গের পিতা তোমাকে গভীর ধ্যান সমাধিতে মগ্ন করিলেন। তোমার উচ্চ বৈরাগ্য এবং গভীর ধ্যানের কথা শুনিয়া পৃথিবীর বড় বড় রাজারা বলিল, "আমরা ঐ ধর্ম্ম গ্রহণ করিব।" কোথায় তিব্বত, কোথায় চিন দেশ, কোথায় ব্রহ্মরাজ্য, এ সকল স্থান তোমার ধর্ম্ম গ্রহণ করিল। হে গৌতম, তুমি এখনও চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বসিয়া আছ; তুমি পৃথিবীতে বৈরাগ্যের পথ, নির্ব্বাণের পথ, জীবে দয়া দেখাইয়াছ। তুমি জীবে দয়ার অবতার। তুমিই বলিলে—"একটি পোকাও মারিও না, জীব-হিংসা করিও না।" তোমারই জীবনে সকল দুঃখনিবৃত্তির উপায় ঘনীভূত হইয়াছিল। তোমার দয়ার্দ্র হৃদয় কাহারও দুঃখ সহ্য করিতে পারিত না। পাপী কষ্ট পাইলে তোমার কষ্ট হইত। দুঃখের অবস্থা তোমার সহ্য হইত না, তুমি সর্ব্বত্র দুঃখ নির্ব্বাণ করিতে চেষ্টা করিতে। তোমার আত্মা বলেন, "কাহাকেও

দুঃখ দিও না, কারও দুঃখে উদাসীন থাকিও না।” সে নিষ্ঠুর-হৃদয়, যে এই নির্ব্বাণমন্ত্রবিরোধী। সে শাক্যের শত্রু, যে কোন জীবকে কষ্ট দেয়।

হে দয়াময় ঈশ্বর, আমরা তোমার শাক্যের অত্যন্ত বিরোধী, জীবের দুঃখ দেখিয়া আমাদের দুঃখ হয় না। আমরা বলি, পৃথিবীর দুঃখের আগুন জ্বলুক, কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা প্রভৃতি জীবের মনে জ্বলুক, তাহাতে আমাদের কি? নাথ, এই নিষ্ঠুরতা অপরাধের জন্য আমাদিগকে দণ্ড দাও। আমাদিগকে যথার্থ বৈরাগ্য এবং দয়া শিক্ষা দাও। গুরো, তোমার আশীর্ব্বাদে আমরা তোমার আলোক দেখে নূতন দেশে যাইব। পুরাতন পুস্তকের মৃত জ্ঞানের মধ্যে থাকিব না। পুস্তকের রজ্জুতে বদ্ধ হইব না, যেখানে তুমি নূতন রাজ্য বিস্তার করিতেছ, সেখানে যাইব। পুরাতন মৃত পুস্তকের বিদ্যাভিমানী হইয়া আমাদিগের বুদ্ধি খুলিল না। এই বিদ্যাভিমানের পদতলে পড়িয়া প্রাণের প্রাণ ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ দৈববাণী শুনিতে পাই না। বাহ্যিক কল্পিত বেদ অন্তরে প্রত্যাদেশস্রোত বন্ধ করিতেছে। এইজন্য বুদ্ধ মাথা তুলিলেন। বুদ্ধের আত্মা শত শত বৎসর পর এখনও বলিতেছেন, “ওরে, এখনও আমি আছি; আমি বাহিরের বেদ বেদান্ত মানি না, আমি নূতন বিধান স্থাপন করিয়াছি। আবার তোরা বাহিরের বিদ্যামদে মত্ত হইয়াছিস্। আবার আমার উপরে নির্য্যাতন?” এইরূপে তাঁহার গম্ভীর আত্মা বিদ্যামদরূপ অসুর বিনাশ করিতেছে। বুদ্ধদেব উঠিতেছেন, আমরাও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে উঠি। উঠিয়া, জননি, যেখানে জড়ের প্রভুত্ব নাই, জ্ঞান, পৌরোহিত্যের অভিমান নাই, তোমার আজ্ঞানুসারে সেখানে শাক্যের নির্ব্বাণমন্ত্র সাধন করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হইব। মা, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাও, তোমার শ্রীচরণে আমাদের এই বিনীত প্রার্থনা।

বিশ্বজননি, তোমার যোগীকে তুমি কোলে করিয়া আমাদের নিকট

বসিয়া আছ। তোমার যোগী আমাদের সঙ্গে কথা কহিলেন না, উনি কেবল উঁহার গভীর যোগ সমাধির অবস্থা দেখাইলেন। কি চমৎকার মূর্ত্তি! উঁহার প্রশান্ত মুখ দেখিয়া পৃথিবী শুদ্ধ হয়। দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা, পাপ একেবারে তিনি পরিত্যাগ করিয়াছেন। শুদ্ধ তনু তাঁহার। জননি, কবে আমরা ঐরূপ বৈরাগ্যে শুদ্ধ হইব? জননি, তোমার এই দুরন্ত সংসারী সন্তানদিগকে উঁহার ন্যায় নির্ব্বিকার করিয়া লও। মা, তুমিত বৈরাগ্য দ্বারা উঁহাকে জিতেন্দ্রিয় করিয়া দিয়াছ, আমাদিগেরও কিছু উপায় কর। উঁহার ন্যায় শান্তমূর্ত্তি বৈরাগী না হইলে, আমাদের দুঃখ-নিবৃত্তি হইবে না। তুমি আশীর্ব্বাদ কর, উঁহার গায়ের পবিত্র বৈরাগ্য-বাতাস আমাদের গায়ে লাগুক। উঁহার যে ভয়ানক কঠোর বৈরাগ্যব্রত, এখানে ফাঁকি দিবার সম্ভাবনা নাই। যে দুঃখীর মত সর্ব্বত্যাগী হইয়া গাছতলায় বসে না, সে বুদ্ধের রাজ্যে যাইতে পারে না। বুদ্ধের নিকট যাইতে হইলে সংসার কাপড় ছাড়িতে হয়। পুরাতন ইন্দ্রিয়-তনু ছাড়িয়া, নূতন ভাগবতী তনু গ্রহণ করিয়া, তাঁহার নিকটে গমন করিতে হয়। হে জননি, শাক্যের বৈরাগ্যস্মরণার্থ, শাক্যের ভাব উদ্বোধনার্থ, যেখানে তোমার পবিত্র শাক্য সাধন করিয়াছিলেন, সেইস্থান হইতে আমরা এই বৃক্ষখণ্ড এবং প্রস্তর-খোদিত শাক্যমূর্ত্তিগুলি আনিয়া রাখিয়াছি। বুদ্ধ শাক্য গয়াতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, আমাদিগের মনের মধ্যে কোথায় প্রকৃত গয়া আছে, তুমি আজ দয়া করিয়া আমাদিগকে দেখাইয়া দেও। একদিন তুমি, জননি, আমাদিগকে সেই বাহিরের গয়াতে লইয়া গিয়াছিলে, আজ তুমি দয়া করিয়া আমাদের অন্তরে যথার্থ গয়া এবং প্রকৃত বৈরাগ্যবৃক্ষ দেখাও। সেই শাক্যের ভাব প্রকাশ কর, যাহার চক্ষে ধ্যান, যাহার সমস্ত শরীরে সমাধির লক্ষণ। তিনি যাকে দেখেন, তাকে বলেন, "শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ, নির্ব্বাণ নির্ব্বাণ নির্ব্বাণ।" এবার শাক্যের প্রভাবে সকল দুষ্কর্ম্মের

প্রবৃত্তি নির্ব্বাণ হইবে। হে পবিত্র ঈশ্বর, তুমি দয়া করিয়া আমাদের দেহ হইতে বিলাসরূপ পরিচ্ছদ কাড়িয়া লও।

হে আত্মন্, হে মন, ফকীর হও, গাছতলায় বস। আজ প্রিয়তম শাক্যমুনির উৎসব হইতেছে, আজ ভালরূপে বৈরাগ্যব্রত গ্রহণ কর, আজ রাজবেশ ছাড়িয়া ফকীরের কাপড় পর। ক্ষণকাল ঐ বৈরাগ্য-বৃক্ষতলে বস। মন, বসিয়াছ? ডাকি শাক্যমুনিকে? এস এস, শাক্যদেব, শীঘ্র এস, এই মনের ভিতর আবির্ভূত হও। মনের ভিতর শান্তি আসিতেছে, আর মনের মধ্যে কোন অসঙ্গত কামনা নাই, আর ইন্দ্রিয়াসক্তি নাই। ঢের কুপ্রবৃত্তি জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, স্বর্গ হইতে জননী জল ঢালিয়া সে সমস্ত নির্ব্বাণ করিলেন। মার আজ্ঞাতে স্বর্গ হইতে ঝুপ্‌ঝাপ করিয়া বৃষ্টি আসিল। অনাসক্তির বৃষ্টি, বৈরাগ্যের বৃষ্টি, নির্ব্বাণ-বৃষ্টি। আজ হইতে আমরা নির্ব্বাণপন্থী হইলাম।

মা, নির্ব্বাণরাজ্য আসিতেছে। তোমার সুপুত্র শাক্যসিংহকে পাঠাইয়াছ; তোমার শাক্য নির্ব্বাণের অবতার। যে শাক্যকে গ্রহণ করে, তাহার কাম ক্রোধ প্রভৃতি সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণা নির্ব্বাণ হয়। যে কাম ক্রোধে অধীর হয়, যে সংসারাসক্তিতে অস্থির হয়, যে বিষয়লালসায় চঞ্চল হয়, সে শাক্যের শত্রু। হে ঈশ্বর, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে শাক্যের বন্ধু এবং শাক্যকে আমাদের বন্ধু করিয়া দেও। এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা সকল প্রকার সংসারজ্বালা, পাপের জ্বালা নির্ব্বাণ করিতে পারি। হে নিষ্কলঙ্ক পুণ্যময় ঈশ্বর, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগের বৈরাগ্যবিহীন মস্তকের উপরে তোমার শ্রীচরণ স্থাপন কর; ঐ চরণ-স্পর্শে আমরা সকল লালসা ছাড়িয়া, সকল দুঃখের আগুন নির্ব্বাণ করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হইব, এই আশা করিয়া, ভাই ভগ্নী সকলে মিলিত হইয়া, ভক্তির সহিত আমরা তোমাকে বার বার প্রণাম করি। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

শাক্যবিরোধী ভাব

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, সোমবার, ৩রা চৈত্র, ১৮০১ শক ;
১৫ই মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃঃ)

হে নির্ব্বাণ-সমুদ্র ঈশ্বর, আমাদের ইচ্ছা বাসনা ও কাম ক্রোধাদির উত্তেজনা আমাদিগকে চঞ্চল করে। যোগ, সমাধি ও নির্ব্বাণে ঐ চাঞ্চল্য শান্তি হয়। কামনা শান্তির বিরোধী। শাক্যের শিষ্যেরা ভিক্ষাও চাহিতে পারেন না, যদি কেহ অনুগ্রহ করিয়া অযাচিত অন্ন দান করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের জীবন রক্ষা হয়। আমাদিগের প্রচারকদিগের পরিবারও দানে চলে, ইহা শাক্যের ভাব। নির্দ্দিষ্ট অর্থপ্রত্যাশা শাক্য-বিরোধী। আমাদিগের মনে যেন কোন কামনা এবং কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনা না থাকে, প্রভো, এই আশীর্ব্বাদ কর। তুমি নির্ব্বাণ, তোমাতে আমাদিগকে নিমগ্ন কর। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

বিশেষ গূঢ় মন্ত্র

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ৪ঠা চৈত্র, ১৮০১ শক ;
১৬ই মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, তোমার সাধুরা কোন্ কোন্ গূঢ় পথ দিয়া তোমার নিকট গিয়াছেন ? প্রত্যেকের হৃদয়ের ভিতরে এক একটী বিশেষ গূঢ় মন্ত্র ছিল। শাক্যের বুকের ভিতর নির্ব্বাণ রাখিয়াছিলে। তিনি ধর্ম্ম অধর্ম্ম, বেদ বেদান্ত সমস্ত উড়াইয়া দিলেন। অবশেষে আমি পর্য্যন্ত উড়াইয়া দিলেন। 'আমি যখন উড়িয়া গেল, তখন শান্তি, নির্ভাবনা আসিল। এই নির্ভাবনা বা নির্ব্বাণ-জলে স্নান না করিলে, স্বর্গীয় সাধুদিগের নিকট দীক্ষিত

হওয়া যায় না। অতএব, হে দয়াময়, আমাদিগকে এই জলে অভিষিক্ত কর। অস্তি নাস্তি, সুখ দুঃখ, ধর্ম্ম অধর্ম্ম ইত্যাদি সমুদয় ক্লেশের মূল শোধন করিয়া, বুদ্ধত্ব লাভ করত, তোমার কৃপায় তোমার নিকটবর্ত্তী হইব। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

চরিত্র দ্বারা মিলন

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বুধবার, ৫ই চৈত্র, ১৮০১ শক ;
১৭ই মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, ঘোর সন্ন্যাসীর কাছে কি ঘোর সংসারী যাইতে পারে? শাক্য ঘোর সন্ন্যাসী, আমরা সংসারী হইয়া কেবল তাঁহার প্রশংসা করিয়া কি তাঁহার কাছে যাইতে পারি? সাধুকে কেবল "প্রভু, প্রভু" বলিলে হয় না; কিন্তু চরিত্র দ্বারা সাধুর সঙ্গে মিলন চাই। ভক্তি নয়, কিন্তু চরিত্রের মিলনই সাধুর প্রতি সম্ভ্রম। বৈরাগ্যবৃক্ষতলে বসিয়া আত্মাভিমান, কুবাসনা, লোভ প্রভৃতি নির্ব্বাণ না করিলে, কিরূপে আমরা শাক্যের বন্ধু হইব? এমন নির্ব্বাণের দৃষ্টান্ত পাইয়া, আর কেন আমরা বাসনার জ্বলন্ত আগুনে জ্বলিব? পাপ আসক্তির আগুনে পুড়িয়া ব্রাহ্মসমাজ খাক্ হইতেছে। হে হরি, তুমি নির্ব্বাণ-জল ঢাল। নির্ব্বাণ-সাধনের জন্য মনকে বিষয়শূন্য কর। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

যোগে মগ্ন

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ৬ই চৈত্র, ১৮০১ শক ;
১৮ই মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃঃ)

তোমার আজ্ঞায় যাত্রা আরম্ভ করিয়া প্রথম আত্মতত্ত্ব, তদনন্তর নির্ব্বাণ

লাভ করিলাম। আজ সত্যস্বরূপ, তোমাতে এই আত্মা যোগে প্রবিষ্ট হউক। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ব্রহ্মকে ধারণ

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ৭ই চৈত্র, ১৮০১ শক ;
১৯শে মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃঃ)

পূর্ব্বগামী ঋষিগণের সঙ্গে এক হইয়া, অসার অবস্থা নির্ব্বাণ করত, আত্মযোগে, সচ্চিদানন্দ, তোমায় ধারণ করিতে অভিলাষ করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ঋষিভাব

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শনিবার, ৮ই চৈত্র, ১৮০১ শক ;
২০শে মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃঃ)

যাঁহাদিগেতে নিবৃত্তি, নিয়ম, যোগ ও আত্মতত্ত্বে সমুদায় একত্র মিলিত হইয়াছে, তোমাতে নিমগ্ন তাঁহাদিগের ন্যায় আমাদিগকে কর।

ঋষি-সমাগম

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, রবিবার, ৯ই চৈত্র, ১৮০১ শক ;
২১শে মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃঃ)

হে দয়াময় প্রাচীন ব্রহ্ম, হে অনাদ্যনন্ত দেবতা, হে পিতঃ, কৃপা করিয়া অদ্যকার উৎসব মধ্যে প্রকাশিত হও। দয়া করিয়া এই উৎসব সফল কর।

এক পর্ব্বতের উপরে উঠিয়া তোমার প্রিয় মুষা তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া, তোমার বিধি গ্রহণ করিলেন, আর এক পর্ব্বতশিখরের উপর তোমার প্রিয় ঋষিগণ তোমার যোগ ধ্যানে নিযুক্ত। তাঁহারা আশ্রম নির্ম্মাণ করিয়া নির্জ্জন পর্ব্বতের উপর বসিয়া আছেন। তোমার অনুগত মুষা তোমার মুখের কথা শুনিবার জন্য বারংবার পর্ব্বতের উপর উঠিতেন, এবং তোমার মুখের আদেশ শ্রবণ করিয়া ইজ্‌রেল বংশকে তোমার নির্দ্দিষ্ট দেশে লইয়া গেলেন; কিন্তু ঋষিগণ তাঁহার ন্যায় নহেন, ঋষিরা নেতা হইয়া লোককে চালাইবার চেষ্টা করিলেন না, তাঁহাদিগের আশ্রমে ধর্ম্ম-প্রচারের আড়ম্বর নাই। তাঁহারা একা একা গভীর যোগ ধ্যানে নিমগ্ন। কেহ গাছতলায়, কেহ ঝোপের ভিতরে বসিয়া ব্রহ্মচিন্তা করিতেছেন। সংসারাশ্রমের কার্য্য শেষ করিয়া, কত যোগী জীবনের সন্ধ্যাকালে, হে হরি, তোমাকে তাঁহাদিগের সমস্ত জীবন মন সমর্পণ করিয়া, নিশ্চিন্তমনে তোমার ভজন সাধন করিতেছেন।

য়িহুদী মুষার এক পাহাড়, ঋষিদিগের আর এক পাহাড়। এক পাহাড়ের উপরে, হে হরি, তুমি তোমার প্রিয় য়িহুদী সন্তানকে বিধি দিলে, আর এক পাহাড়ের উপরে তুমি ঋষিদিগকে যোগ শিক্ষা দিলে। এক বিধানে বিধি দিতেছ, আর এক বিধানে প্রকৃত যোগ-ধর্ম্মতত্ত্ব প্রকাশ করিতেছ। ওখানে ধর্ম্মযাত্রার আরম্ভের সময় ভয়ানক উদ্যম উৎসাহ, তন্মধ্যে তোমার আদেশ, এখানে যোগঋষি সকল জীবনের সায়ংকালে, যখন প্রাণসূর্য্য অস্তমিতপ্রায়, তোমার ধ্যানে নিযুক্ত। ওখানে তুমি কর্ম্মী দেব হইয়া তোমার বিশ্বাসীদিগকে কর্ম্মে নিযুক্ত করিতেছ, এখানে যোগেশ্বর হইয়া যোগীদিগকে গভীর যোগে মগ্ন করিতেছ। ঐ পর্ব্বতে কত নিয়ম, কত হুকুম; এই পর্ব্বতে নিয়মের পরিসমাপ্তি ধ্যানেতে। ওখানে মুষা সহস্র সহস্র লোককে সঙ্গে লইয়া

চলিতেছেন, এখানে কেহ কোথাও নাই, কেবল এক এক নির্জ্জন পর্ব্বতে এক এক যোগী "একমেবাদ্বিতীয়ম্" "একমেবাদ্বিতীয়ম্" এই বেদবাক্য উচ্চারণ করিতেছেন। এক পাহাড়ে ইহা উচ্চারিত হইতেছে, আর এক পাহাড়ে ইহা প্রতিধ্বনিত হইতেছে। উচ্চারণ করিলেন যোগী, শুনিলেন যোগেশ্বর। যোগী যাহা বলেন, তাহা বায়ু শুনে, গাছ শুনে, আর পাহাড় শুনে।

হে হরি, তোমার প্রিয় ঋষিদিগের আশ্রম কেমন পবিত্র মনোহর স্থান। তোমার স্বর্গের ঐশ্বর্য্য দেখাইয়া তোমার সুপণ্ডিত ঋষিদিগের মন মোহিত করিয়া রাখিয়াছ; তাঁহারা তোমার কাছে এত ধন রত্ন পাইয়াছেন যে, তাঁহারা আর সকল ধন তুচ্ছ করিয়াছেন। শুনিলাম, যেখানে তোমার যোগিগণ বসিতেন, সেই স্থানের চারিদিক ব্রহ্মতেজে আলোকিত হইত। তাঁহারা এমনই জিতেন্দ্রিয়, ধ্যানশীল এবং ব্রহ্মপরায়ণ ছিলেন যে, তাঁহাদিগের নিঃশ্বাসে সমস্ত পাপরাশি ভস্ম হইত এবং সমুদায় বাধা বিপত্তি চলিয়া যাইত। তাঁহারা এমনই গম্ভীরভাবে ব্রহ্মসহবাস সম্ভোগ করিতেন যে, বাহিরে জড়জগৎ আছে কি না, তাঁহারা জানিতেন না। গভীর নির্জ্জন বৃক্ষতলে বসিয়া তাঁহারা ব্রহ্মসহবাস সম্ভোগ করিতেন। একটি গাছ, আর দুইটি সুন্দর পক্ষী, তৃতীয় পক্ষী কিংবা চতুর্থ পক্ষী ছিল না। তন্মধ্যে একটি পাখী তুমি, হে হরি, এবং আর একটি পাখী যোগী। একটি খাওয়াচ্ছেন, আর একটী খাচ্ছে; একটি দেখাচ্ছেন, আর একটি দেখ্‌ছে। একটী ব্রহ্ম, আর একটি ব্রাহ্ম; একটি শিব, আর একটি জীব। একটি প্রাণের প্রাণ, আর একটি প্রাণ; একটি চক্ষুর চক্ষু, আর একটি চক্ষু; একটি শ্রোত্রের শ্রোত্র, আর একটি শ্রোত্র। পক্ষীতে পক্ষীতে বড় প্রণয়। প্রাচীনকালে হিমালয়ের উপরে আর কিছু ছিল না। কেবল এই দুই পক্ষীর প্রণয়লীলা হইল। ছোট পাখী আশ্রিত হইয়া বড় পাখীকে মানিতেছে।

এই দয়া কর, হরি, এই দুই পাখীর মত যেন সাধন করিতে পারি। এই দেহের মধ্যে দুইটি পাখী একত্র হইয়া থাকিবে। এই দুই পাখীর মিলনই যোগ, এই সমাধি, এই ব্রহ্মদর্শন। জীবাত্মা পক্ষী পরমাত্মা পক্ষীর সঙ্গে সম্মিলিত হইলেই যোগ হয়। জননি, দেহের মধ্যে পাখী দেখাও। পাখী না দেখিয়া অত্যন্ত দুর্দ্দশা হইয়াছে। জীবাত্মা পরমাত্মা পরস্পরের সখা, এইটি উটিকে ভালবাসেন, উটি এইটিকে ভালবাসেন। গাছের উপরে পাখীর মজা। দুই পাখীর সৌহার্দ্দ। এক পাখীতে যোগ হয় না।

হে পরম পিতঃ, এই যোগতত্ত্ব শিখিবার জন্য আমরা এই ঋষিদিগের যোগপর্ব্বতে আসিয়াছি। এই পর্ব্বতের এক এক শিখরে বসিয়া এক এক যোগী, এক এক মুনি ধ্যান করিতেছেন। ইঁহাদের কাহারও মনে আর সংসারের মান সম্ভ্রম পাইবার ইচ্ছা নাই। মানুষকে দেখাইবার জন্য ইঁহারা কোন প্রকার ধর্ম্মাড়ম্বর করেন না। লোকের স্তুতি নিন্দার প্রতি ইঁহাদিগের কিছু মাত্র দৃষ্টি নাই। হে করুণাসিন্ধো, ইঁহাদিগের অন্তর্দ্দৃষ্টি এমনি উজ্জ্বল যে, ইঁহারা প্রত্যক্ষরূপে তোমাকে এবং তোমার নিরাকার স্বর্গরাজ্য দেখিতে পান। এই যে গুপ্ত ব্রহ্ম লইয়া অজ্ঞাতবাসে থাকা, এবং গোপনে সাধন করা, এই যোগীর ভাব। লোক দেখান ভাব তাঁহাদের একটুও ছিল না। এই যে ইঁহারা শান্তমনে তোমার ধ্যান করিতেছিলেন, ইঁহারা জানিতেন না যে, আজ চারি হাজার বৎসর পরে আমরা ইঁহাদিগের প্রশংসা করিব এবং ইঁহাদিগের ভাব গ্রহণ করিব।

হে আত্মবিস্মৃত ঋষিগণ, তোমাদিগের ধ্যান খাঁটি, আমাদিগের সাধন ভজন যোগ ধ্যান অসার এবং অসত্যমিশ্রিত। তোমরা একেবারে বাহিরের সমস্ত ছাড়িয়া একমাত্র ঈশ্বরকেই সার করিলে। গোপন হইল তোমাদের সাধনক্ষেত্র। মানুষের চক্ষু কর্ণ যেখানে যায় না, সেখানে তোমাদের সাধন ভজন। আর্য্য ঋষিগণ, তোমরা লজ্জা দিলে আমাদের। তোমরা নিঃস্বার্থ

যোগী ছিলে। তোমাদিগের মাথার উপরে কত বৎসর চলিয়া গেল, দাড়ি চুল পেকে গেল, তবু তোমরা যেখানে ছিলে, সেইখানেই পড়ে রহিলে। একাগ্রতার সহিত একেবারে মগ্ন রহিলে। সম্ভ্রান্ত যোগিকুল, কিরূপে পাইলে যোগধন? একা একা ব'সে এত সুখ পেলে? ঋষি, বল, তুমি গোপনে কি দেখ, কি ভাব, কি খাও? তোমার চোখ খুল্‌তে ইচ্ছা হয় না? তোমার মা বাপ তোমার নিকটে আসিলেও, তুমি চোখ খোল না কেন? ওহে ঋষি, তুমি সংসারকে একেবারে অগ্রাহ্য করেছ? এত বড় সুন্দর ব্রহ্মাণ্ড তোমার দেখ্‌তে ইচ্ছা হয় না? তুমি অন্ধ নহ, কালা নহ, অথচ ইচ্ছা ক'রে অন্ধ কালা হয়েছ। তুমি ভিতরে এমন রূপ দেখেছ, এমন কথা শুনেছ যে, বাহিরের রূপ, শব্দ আর তোমার দেখিতে শুনিতে ইচ্ছা হয় না। যাজ্ঞবল্ক্য, তোমার স্ত্রী মৈত্রেয়ীকেও তুমি ভুলাইয়া ঐ অমৃতরাজ্যে লইয়া গেলে। তুমি আপন ভার্য্যাসহ ধর্ম্মচর্চ্চা কর, যোগপথে যাও? তোমার সুখের ইচ্ছা নাই? তুমি সংসারের অতীত হয়েছ? কি ধন পেয়ে তুমি এত উচ্চ হ'লে? স্বর্গেতে তুমি স্ত্রীকে টানিয়া লইয়া গিয়া বসিয়াছ? যোগস্থলে ভার্য্যা, অসাধ্য সাধন করিলে। আমাদের গালে চুণ কালী দিলে, লজ্জা দিলে। তোমার স্ত্রী মানুষ, আমাদের স্ত্রীও মানুষ; কিন্তু তোমার মতন অমন স্বামী পাবেন কে? তোমার স্ত্রী বলিলেন, "যাহাতে আমি অমর না হই, তাহা লইয়া আমি কি করিব?" তোমারই শান্তিকুটীর, তোমার কুটীর বড় পরিষ্কার, তোমার আশ্রম দেখিতে বেশ। ভগবান্ বসে আছেন এখানে। কোথায় আমাদের আর্য্য ঋষি যোগী সকল? কোথায় সেই যোগিনী সকল? অশরীরী চিদাত্মা সকল পরমাত্মাতে ভুলিয়া আছেন। তাঁহারা আর্য্যস্থান হিন্দুস্থানের মাথার মুকুট হইয়া ধ্যানমগ্ন হইয়া আছেন। তাঁহাদের বংশে জন্মিয়া আমরা এমন নীচ হইয়াছি!

হে জগদীশ, তোমার বেদব্যাস, তোমার যাজ্ঞবল্ক্য কোথায়? সেই সকল ঋষিদিগের তেজে এই সকল দেশ বেঁচে আছে। হরি হে, তাঁহারা সমুদয় ছেড়ে চক্ষু বুজে যোগাসনে বসিতেন। তোমার ভারত ঋষিদিগের বাসস্থান ব'লে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা নিরাকার আকাশকে জড়িয়ে ধরিতেন, তাঁহারা খাঁটি জ্ঞান পদার্থ ধারণ করিতেন, বস্তু পূজা করিতেন, অন্ধকার শূন্য ভাবিতেন না, নিরাকার পরমাত্মাকে পুত্র বিত্ত হইতেও ভালবাসিতেন। তুমি তাঁহাদের কাছে সত্যম্ ছিলে। মুষাকে যেমন তুমি পর্ব্বতের উপরে বলিলে, "আমার নাম আমি আছি", ঋষিদিগের নিকটেও তুমি "অহমস্মি" বলিয়া সত্যংরূপে প্রকাশিত হইয়াছ। তাঁহারা পুতুল মানিতেন না, তাঁহারা যথার্থ নিরাকার ব্রহ্মবাদী ছিলেন। তাঁহারা সত্যপরায়ণ হইয়া সচ্চিদানন্দের পূজা করিতেন। সত্য তুমি, চিৎ তুমি, আর আনন্দ তুমি। তোমার যোগীরা যোগানন্দরস পান করেন। কিবা খান! একটু দুগ্ধ, দুটো ফল! অরণ্যবাসী তাঁহারা, মাধবী লতা, পঞ্চবটী এবং সমস্ত প্রকৃতি তাঁহাদের বন্ধু। মধুর প্রকৃতি আসিয়া ঋষিদিগের বাড়ীতে হাস্‌ছেন। প্রকৃতির গাম্ভীর্য্য, প্রকৃতির মাধুর্য্য তাঁহাদিগকে মুগ্ধ করিত। ঋষি খারাপ স্থানে থাকেন না, যেখানে প্রকৃতি প্রাণ পরিতোষ করে, সেখানে ঋষির আশ্রম। প্রকৃতি সংসারাসক্ত বিকৃত মনুষ্যের চিকিৎসক। ঋষি প্রকৃতির সুখে সুখী। ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মানন্দরসপান ঋষির জীবন, বাহিরেও ঋষি সুখের রাজ্য দেখেন। সবুজ গাছগুলি, সুন্দর ফুলগুলি, সুমিষ্ট ফলগুলি এবং সুন্দর পাখীগুলি দেখিয়া ঋষি প্রকৃতির সঙ্গে এক হইয়া বলেন, "আনন্দং ব্রহ্ম।" ঋষি আনন্দে সৃষ্ট হইলেন, আনন্দে জীবিত হইলেন, আনন্দে বিলীন হইলেন। ব্রহ্ম বস্তু তাঁহারা স্পর্শ করিতেন। ব্রহ্মের প্রাদুর্ভাব, ব্রহ্মের বিকাশ, ব্রহ্মের নিঃশ্বাস মধ্যে তাঁহারা বাস করিতেন। ঋষিগণ, আমরা নিম্নদেশ হইতে তোমাদের পাহাড়ে এসেছি,

তোমাদের আশ্রমের বাতাস লেগে যেন পবিত্র হই। মা যোগেশ্বরি, তুমি দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমাকে প্রাণ ভরিয়া সচ্চিদানন্দ বলিয়া ডাকি। আমাদিগকে যোগী কর, সংসারের নীচ সুখ পড়িয়া থাক্।

হে আর্য্যদিগের ভূমা প্রকাণ্ড ঈশ্বর, তোমাকে যেন ছোট মনে না করি। তোমাকে ভাবিলে যোগী ঋষির শরীর রোমাঞ্চিত হয়। য়িহুদীর জিহোভা বড় ভয়ানক। বজ্রধ্বনিতে বিদ্যুতের মধ্যে প্রকাশিত জিহোভা অতি বৃহৎ। মানুষ তাঁহার কাছে যাইতে পারে না। অল্পবিশ্বাসীদিগকে তুমি বল, তোরা দূরে থাক, এ অতি শুদ্ধ স্থান, যেখানে আমি আবির্ভূত। ঋষিদিগের অভিধানে ব্রহ্মের নাম আকাশ। যেমন আটল্যাণ্টিক মহাসাগরে একটি সর্ষপ, তেমনি তোমার মধ্যে আমি যে কোথায় আছি, আমাকে খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ঋষির প্রকাণ্ড ব্রহ্মের ভিতরে ছোট ছোট বাঙ্গালী কোথায় উড়ে গেল। জগদীশ, তুমি পুরাণের ছোট দেবতা নহ। যোগী ছোট পরিমিত বস্তু ভালবাসিতেন না, বড় না হইলে উঁহাদের প্রাণ তুষ্ট হইত না। ব্রহ্ম, ব্রহ্ম, ব্রহ্ম বলিতে বলিতে আকাশে ঢেউ চলে গেল। পাঁচ হাজার বৎসর পূর্ব্বে এই ব্রহ্মনাম উচ্চারিত হইত। সেই নাম আমরা উচ্চারণ করিতেছি। হে পরব্রহ্ম, আবার ভারতবর্ষে তোমাকে আসিতে হইবে। ঋষিদিগের আশ্রমে তোমার কত আদর হইত। তোমাকে ধারণ করিয়া ঋষিরা কত আহ্লাদ করিতেন।

হে হরি, আর একবার তুমি বঙ্গবাসী বঙ্গবাসিনীদের বুকের ভিতরে এস। সেই ভারত, সেই গঙ্গা রহিয়াছে, গঙ্গার ধারে কলিকাতায় তোমার কতকগুলি সাধক তোমাকে ডাকিতেছে; এবার ব্রহ্মনামের মর্য্যাদা দেখাও, ব্রহ্ম-নামের নিশান একবার উড়াও। তুমি একমেবাদ্বিতীয়মের নিশান আবার উড়াইতেছ। কিছুদিন এই দেশে লীলা কর, আবার আশ্রম স্থাপন হইবে। আবার ঋষিকন্যারা হরিণ এবং ফুল পত্র লইয়া আমোদ করুক।

ঋষি-পত্নীরা তোমার বনমোহিনী মূর্ত্তি দেখুন! নরনারী পাহাড়ে গমন করুন, সেখানে প্রকৃতির শোভার মধ্যে তোমাকে দর্শন করুন! তুমি রূপবিহীন, অথচ তোমার ঋষিরা তোমাকে করতলন্যস্ত আমলকবৎ প্রত্যক্ষ করিতেন। আবার চারিহাজার বৎসর পরে সেই পরব্রহ্মের ঢেউ লাগ্‌ছে। সচ্চিদানন্দ হরি, তুমি এসে আমাদিগের হৃদয় অধিকার কর, যে যাহা বলে বলুক, আমরা কাহারও কথা শুনিব না।

তোমার বঙ্গদেশ পুতুল পূজা ক'রে কদাকার হ'ল। এই দেশ তোমার দেশ, ব্রহ্মদেশ হউক। হিন্দুস্থান ব্রহ্মের স্থান, এইত তোমার বাড়ী। যোগধর্ম্মের দোল্‌না এই হিন্দুস্থান। আবার যোগানন্দে আমাদিগকে মাতাও। একবার দাঁড়াও, আমরা যোগের ভাব ধারণ করি, আর যেন বিয়োগের কষ্ট না পাইতে হয়। তোমার সঙ্গে যোগদান করি। এই তুমি, এই আমি। এই আমার ভিতরে তুমি, এই তোমার ভিতরে আমি। এই জলের ভিতরে পাত্র, এই পাত্রের ভিতরে জল। যোগ হচ্ছে হচ্ছে, খানিক তুমি, খানিক আমি। এইরূপে ঘিয়েতে ময়দা ঠেস্‌তে ঠেস্‌তে জীব ব্রহ্মবান্ হয়। ঘরে ব্রহ্ম, সংসারে ব্রহ্ম, টাকাতে ব্রহ্ম। যোগিগণ সহ তেজের রথে চড়ে ব্রহ্ম আস্‌ছেন। আস্‌ছেন ব্রহ্ম ভারতকে আবার যোগে মগ্ন করিবার জন্য ; আবার সত্যেতে আনন্দেতে ভারতকে মগ্ন করিবার জন্য। আনন্দসমুদ্রে যোগের উচ্ছ্বাস, সাগর উথলিত। যাহারা যোগী ছিল না, তাহারাও যোগী হইল। যোগেশ্বর, এই যোগসিন্ধুতে আমাদিগকে নিমগ্ন কর। বিয়োগ ভাল লাগে না। হরি, প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম, আবার তুমি যোগীদিগকে লইয়া, যোগেশ্বর-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত হও। হে দীননাথ, আশীর্ব্বাদ কর, যেন যোগানন্দে মত্ত হইয়া, এই নববিধানে আশ্রিত থাকিয়া, শুদ্ধ এবং সুখী হইতে পারি। •

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

পূর্ব্বোক্ত প্রার্থনার সার :—"যাঁহারা সচ্চিৎপরায়ণ, যাঁহাদিগের আনন্দ হইতে উদ্ভব, আনন্দেতে বাস, এবং আনন্দেই মগ্নভাব, নিরন্তর তাঁহাদিগের যোগ যাচ্ঞা করি।"

যোগ জাতীয় ভাব

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, সোমবার, ১০ই চৈত্র, ১৮০১ শক ;
২২শে মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃঃ)

যোগ আমাদের জাতীয় ভাব, ইহা কখন বিজাতীয় ভাব সংমিশ্রণে দূর করা সমুচিত নহে। অতএব, বিভো, এই যোগ দ্বারা আমাদিগকে এ বিধানে বিশেষ কর। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

করতলন্যস্ত আমলকবৎ

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১১ই চৈত্র, ১৮০১ শক ;
২৩শে মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃঃ)

করতলন্যস্ত বদরিকার ন্যায়, চিন্ময় ব্রহ্মকে ধারণ করিয়া, যোগিগণের যোগ সংস্থাপন জন্য, প্রানন্দ নাম উদ্ধার করিব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

অন্তরে বৈদিক, বাহিরে পৌরাণিক

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বুধবার, ১২ই চৈত্র, ১৮০১ শক ;
২৪শে মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃঃ)

হে মাতঃ, আমরা অন্তরে বৈদিক, বাহিরে পৌরাণিক হইব। যোগে মহাত্মা সকল আমাদিগের জীবিকা হউন। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

তুমিই নেতা

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ১৩ই চৈত্র, ১৮০১ শক ;
২৫শে মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃঃ)

তুমিই আমাদিগের নেতা, আর কেহ আমাদিগের নেতা নাই। তুমি শিষ্যগণ কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইয়া নিজ ভৃত্যগণকে পরিপালন এবং ধর্ম্ম উপদেশ দানপূর্ব্বক বিহার কর। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

তিরোভাব এবং আবির্ভাব

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ১৪ই চৈত্র, ১৮০১ শক ;
২৬শে মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃঃ)

একের স্বর্গারোহণ, অন্যের পৃথিবীতে অবতরণ, এই দুইই আজ আমাদিগেতে মিলিত হইয়াছে। আমরা প্রেম ও শুদ্ধতা উভয়ই লাভ করিব। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ভাগবতী তনু

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শনিবার, ১৫ই চৈত্র, ১৮০১ শক ;
২৭শে মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃঃ)

যে তনুতে দিব্যধামবাসিগণ বাস করেন এবং যে মনুষ্যকে তাঁহারা জাগ্রত করিয়া তুলেন, সেই তনু এবং সেই মনুষ্যকে, প্রভো, আমাদিগের মধ্য হইতে উত্থাপন কর। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

চক্ষুষ্মান্ কর

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, রবিবার, ১৬ই চৈত্র, ১৮০১ শক ;
২৮শে মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃঃ)

প্রকাশের সময়ে স্বরূপ আধিক্য প্রাপ্ত হয়, তদনন্তর উহার অল্পতা সমুপস্থিত হয়। তোমার এই প্রকাশের সময়ে আমাদিগকে চক্ষুষ্মান্ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

সাধনের অভাবে দুর্গতি

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, সোমবার, ১৭ই চৈত্র, ১৮০১ শক ,
২৯শে মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃঃ)

শাসনের অনুগমন, আত্মচিন্তা, বাসনানিবৃত্তি এবং যোগে সংযুক্ত যদি না হই, তাহা হইলে, হে নাথ, সেই সকল গুণসম্পন্ন যাঁহারা, তাঁহাদিগের অবমাননাজনিত দুর্গতি আমাদিগের হইবে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

বিধান এবং সাধু-সমাগমের গৌরব

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ১৮ই চৈত্র, ১৮০১ শক ;
৩০শে মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃঃ)

অহো ! সমাগত আশ্চর্য্য ধর্ম্ম লাভ করিয়া তাহার গৌরব বুঝি না। তোমার স্বর্গীয় সন্তানগণের সমাগমের গৌরবও বুঝি না। আমাদিগের ভিতরে এ দুয়ের উপযুক্ততা উদ্ভাবিত কর। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

বিধানের লীলা

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বুধবার, ১৯শে চৈত্র, ১৮০১ শক ;
৩১শে মার্চ্চ, ১৮৮০ খৃঃ)

তোমার বিধান সমুদয় বস্তুতে, বন্ধুনিচয়ে, স্ত্রী পুত্র দাসাদিতে এবং ঘটনা ও ক্রিয়া-সমূহে তোমাকে প্রকাশিত করিয়া যে তোমার প্রেমের অবতারণা করিয়াছে, সেইটী আমাদিগকে, হে প্রভো, বুঝাইয়া দাও।
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

মা এবং তাঁর পরিবার

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ২০শে চৈত্র, ১৮০১ শক ;
১লা এপ্রিল, ১৮৮০ খৃঃ)

মা, তুমি এবং যাহারা তোমার, তাঁহাদিগের সঙ্গে বিয়োগজনিত ক্লেশ অপনয়ন করিয়া, যোগ নিষ্পন্ন কর। এই যোগেতে বিপদাস্পদ সমুদয় বিষয় নির্ব্বাণ কর। এবং এইরূপে তুমি আমাদিগের হৃদয়ে অবিভক্ত হও।
শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

যোগে সমুদয়ের নিবৃত্তি

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ২১শে চৈত্র, ১৮০১ শক ;
২রা এপ্রিল, ১৮৮০ খৃঃ)

এ সংসারে বহু বিঘ্ন। সে সমুদয়ের মূল তোমা হইতে স্বতন্ত্রতা। হে নাথ, তোমার সঙ্গে যোগে একপ্রাণ করিয়া, উহার নিবৃত্তি সাধন কর, এই তোমার নিকট প্রার্থনা। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সম্যক্ নির্ব্বাণ

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শনিবার, ২২শে চৈত্র, ১৮০১ শক ;
৩রা এপ্রিল, ১৮৮০ খৃঃ)

সুষুপ্তাবস্থায় পাপের নিবৃত্তি হয়। আবার জাগ্রৎ হইলে পুনরায় পাপের সঞ্চার হইয়া থাকে, এরূপ নির্ব্বাণ প্রার্থনা করি না। ইহা নির্ব্বাণ নয়। যে জলে সমস্ত নির্ব্বাণ হয়, তাহাই কৃপা করিয়া বিধান কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

জড়তা-বিনাশ

(কমলকুটীর. প্রাতঃকাল, রবিবার, ২৩শে চৈত্র, ১৮০১ শক ;
৪ঠা এপ্রিল, ১৮৮০ খৃঃ)

দেবতা শয়ান আছেন, এইরূপ মনে করিয়া, হে দেব, শয্যাগত হইয়া আমরা তোমার ভজনা করিব না। জাগ্রৎ পরমেশ্বর, তোমায় চিরজাগরূক হইয়া দেখিতে দেখিতে জড়তা পরাজয় করিব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

স্তন্যপায়ী শিশু

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, সোমবার, ২৪শে চৈত্র, ১৮০১ শক ;
৫ই এপ্রিল, ১৮৮০ খৃঃ)

আমরা তোমার স্তন্যপায়ী শিশু। আমরা লোকের মত-ঘটিত অপবাদ তৃণসম মনে করিয়া থাকি। তোমার স্তনাগ্রে মুখ সংলগ্ন রাখিয়া, আমরা সকলের হইতে স্বতন্ত্র হইয়া ধর্ম্মাচরণ করিব। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

মাতৃরূপে অবতরণ

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার, ২৫শে চৈত্র, ১৮০১ শক ;
৬ই এপ্রিল, ১৮৮০ খৃঃ)

নিরাকার ব্রহ্ম সেইরূপেই যখন মাতৃরূপ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন, তখন সুখে দুঃখে, ভয়ে অভয়ে, অভয় মাতৃনাম উচ্চারণ করিব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

চরিত্র সত্যের অনুরূপ

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বুধবার, ২৬শে চৈত্র, ১৮০১ শক ;
৭ই এপ্রিল, ১৮৮০ খৃঃ)

হে মাতঃ, চরিত্র সত্যের অনুরূপ হইলে, সত্য-প্রচারে উহা সাক্ষীর ন্যায় অনুকূল হয়। মলিন করে এ বিধান যেন বিতরণ না করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

প্রকৃত যোগী

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ২৭শে চৈত্র, ১৮০১ শক ;
৮ই এপ্রিল, ১৮৮০ খৃঃ)

যে ব্যক্তি গৃহ হইতে পলায়ন করে, সে কাপুরুষ। অতি দুঃখজনক গৃহে সুখস্বরূপ তোমাতে পরম নিবৃত্তি লাভ করিয়া, যিনি নিতান্ত শান্তচিত্ত হইয়াছেন, তিনিই যোগী। আমরাও নিত্য সেইরূপ হইব, ইহাই আমাদিগের আশা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ঋষিত্বের হেতু

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ২৮শে চৈত্র, ১৮০১ শক ;
৯ই এপ্রিল, ১৮৮০ খৃঃ)

না ভক্তি, না যোগ, না পূজনাদি, না ধ্যান, না নাম-গ্রহণ, কিছুই, হে মাতঃ, ঋষিত্বের হেতু নয়। সেই ভক্তি-আদিতে পুণ্যাগ্নিরূপ আত্মা উজ্জ্বল তেজ বিস্তার করুক। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

পরিত্রাণপ্রদ শাস্ত্র

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শনিবার, ২৯শে চৈত্র, ১৮০১ শক ;
১০ই এপ্রিল, ১৮৮০ খৃঃ)

ভক্তগণ পরীক্ষায় পরীক্ষিত হইয়াছেন, মহাক্লেশকর সাধনে সিদ্ধ হইয়াছেন, বিবিধ সুশাসনে সুশাসিত হইয়াছেন ; পরিত্রাণপ্রদ শাস্ত্র তুমি। তোমায় নমস্কার করি। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

ভক্ত এবং ভগবান্

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, রবিবার, ৩০শে চৈত্র, ১৮০১ শক ;
১১ই এপ্রিল, ১৮৮০ খৃঃ)

তোমার সন্তানগণের সম্মান বাড়াইতে গিয়া, তোমার অপমান হয়, আবার তোমার সম্মান করিতে গিয়া, তাঁহারা অনাদৃত হন। এই বিষম সঙ্কট স্থলে চিরসম্পর্ক সিদ্ধ ও নিরাপদ হউক।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

যোগিজনোচিত পদবী

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, সোমবার, ১লা বৈশাখ, ১৮০২ শক ;
১২ই এপ্রিল, ১৮৮০ খৃঃ)

বিশেষ হইবার জন্য আমরা এক স্থানে আনীত হইয়াছি। প্রচারক, উপাসক, বক্তা এ সকল আখ্যা তুচ্ছ, ইহা আমরা অভিলাষ করি না ; আকাঙ্ক্ষা করি, যোগিজনোচিত সমুন্নত পদবী। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

প্রশংসার উপযুক্ত

(কমলকুটীর. প্রাতঃকাল, মঙ্গলবার ২রা বৈশাখ, ১৮০২ শক ;
১৩ই এপ্রিল, ১৮৮০ খৃঃ)

হে মাতঃ, আমাদিগের উপযুক্ততা নাই, অথচ বিধানের সঙ্গে যোগ হওয়াতে, তাহার গুণে লোকের নিকট হইতে প্রশংসা লাভ করাইয়া, তুমি আমাদিগকে লজ্জিত করিতেছ। তুমি আমাদিগকে সেই প্রশংসার উপযুক্ত কর। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

হিমালয়ের তুল্য মহৎ

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বুধবার, ৩রা বৈশাখ, ১৮০২ শক ;
১৪ই এপ্রিল, ১৮৮০ খৃঃ)

এ বিধান হিমালয়ের তুল্য মহৎ ও গুরুতর। তুমি আমাদিগকে এই বিধান ধারণ করিবার জন্য আহ্বান করিয়াছ ; আমাদিগকে ইহার উপযুক্ত কর। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

বুদ্ধি-কল্পিত ঈশ্বর

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, বৃহস্পতিবার, ৪ঠা বৈশাখ, ১৮০২ শক ;
১৫ই এপ্রিল, ১৮৮০ খৃঃ)

বাহিরে পুতুল পরিত্যাগ করিয়া, বুদ্ধি-কল্পিত ঈশ্বরের অর্চ্চনা করিয়া থাকি। হে নাথ, তুমি আপনি স্বয়ং আমাদিগকে এই দোষ হইতে মুক্ত কর। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

দ্বৈত এবং অদ্বৈত

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শুক্রবার, ৫ই বৈশাখ, ১৮০২ শক ;
১৬ই এপ্রিল, ১৮৮০ খৃঃ)

হে দেব, আত্মার অতিরিক্ত একজন বন্ধু এবং আত্মার শক্তি তোমার নিকটে প্রার্থনা করি। দ্বৈত এবং অদ্বৈত এইরূপে উহাতে একতা প্রাপ্ত হইয়া আমরা কৃতার্থ হইব। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

বৈকুণ্ঠধাম নিকটে

(নৈনীতাল) *

হে পর্ব্বতবাসিনী পরমেশ্বরি, আমরা কোথায়, বন্ধু বান্ধব কোথায়? এ দেশ হইতে কলিকাতা কত দূরে? পর্ব্বতে আসিয়াছি। প্রবৃত্তি আর

---

* নৈনীতালের এই প্রার্থনাগুলি ১৮০২ শকের ধর্ম্মতত্ত্ব হইতে সংগৃহীত। পরে পরে পনরটী প্রার্থনা আছে। কোনটীতে তারিখ নাই। আচার্য্যদেব ৫ই বৈশাখ, ১৮০২ শক (১৬ই এপ্রিল, ১৮৮০ খৃঃ) নৈনীতাল গমন করেন; এবং ৯ই আষাঢ়, ১৮০২

রুচি কলিকাতার আঁস্তাকুড় হইতে আমাদের চুলের ঝুঁটি ধরিয়া টানিতে টানিতে এত দূর আনিয়াছে। গাড়ীতে চড়িয়া হঠাৎ শরীর আসিল, কিন্তু মন আসিল না। হে হরি, দীন মনকে ডাক, গরিব আত্মাকে ডাক, সে এখানে আসিলে কাজ হইবে। সে ঋষিদের বিষয় জানে, বিজ্ঞানশাস্ত্র জানে। শরীরটা খাব খাব করে, কাপড় চায়। শরীর লইয়া কিছুই হইবে না। তেমন কত পাহাড়ী আছে, তাহারা কি ঋষিভাব পায়? দয়াময়, তুমি দয়া করিয়া দুঃখী আত্মাকে ডাক। ও মন, আয়, আয়, শীঘ্র আয়, চলিয়া আয়। হে আত্মন্, শীঘ্র আয়, পর্ব্বতের উপরে আয়, এখান হইতে বৈকুণ্ঠধাম অতি নিকটে। আমি দেখিয়াছি, পর্ব্বতচূড়া হইতে বৈকুণ্ঠ অধিক দূর নহে, এখানে হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাওয়া যায়। এ স্থানে পর্ব্বতের উপরে পর্ব্বতেশ্বরীর চরণসুধা কল্‌কল্ শব্দে প্রবাহিত হইতেছে, ইহা পান করিয়া শীতল হবি, আর তৃষ্ণা দূর করিবি। আর আমরা অনেক দূরে ও উপরে আসিয়াছি, এখান হইতে কলিকাতা নীচে ও দূরে। কে বা ভাবে, কলিকাতার রাস্তা কেমন, বাড়ী কেমন ও বন্ধু বান্ধব কি করিতেছেন। হে প্রভো, আত্মাগুলিকে এখানকার বৃক্ষে ঝুলাইয়া রাখ। আত্মাকে পর্ব্বত উপরে লইয়া যাও। এখানকার পর্ব্বতকে নিঙ্গড়াইয়া যোগরস বাহির করিব, ঋষিদিগের সহিত মিলিব। এই পর্ব্বতে মহাদেব থাকেন, মহাদেবের সন্তান আমরা, মহাদেবের পুত্র আমরা, সুন্দর হইব। যোগ করিয়া কাল দেহকে সুন্দর করিব। স্বামী স্ত্রীতে সাধন ধ্যান যোগ করিব, আত্মায় আত্মায় মিলিয়া পরমাত্মায় ডুবিব। কলিকাতায়

শক (২২শে জুন, ১৮৮০ খৃঃ) প্রত্যাবর্ত্তন করেন। এই সময়ের মধ্যে ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক (২৫শে মে, ১৮৮০ খৃঃ) হইতে ৩রা আষাঢ়, ১৮০২ শক (১৬ই জুন, ১৮৮০ খৃঃ) পর্য্যন্ত প্রার্থনা আছে। সুতরাং এই পনরটী প্রার্থনা তাহার পূর্ব্বেকার, অর্থাৎ ৫ই বৈশাখের পর হই:তে ১২ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত এই সময়ের মধ্যের প্রার্থনা।

যাইয়া যোগেশ্বরের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিব ; তাহারা বুঝিবে, আমরা যোগেশ্বরের পুত্র কন্যা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

অটল বিশ্বাস

(নৈনীতাল)

হে দীনবন্ধো, হে দয়াময়, তোমার সিংহাসনতলে বসিয়া এই প্রার্থনা করি, তুমি শ্রবণ কর। বিশ্বাসীর বিশ্বাস কেমন? অচল অটল। পৃথিবীর ঘটনার সঙ্গে বিশ্বাসের বিশেষ যোগ আছে। যখন যেমন ঘটনা হয়, সেই প্রকারে বিশ্বাস থাকে। যদি দুঃখ ও ভয় আসে, অল্পবিশ্বাসীর বিশ্বাস অমনি চলিয়া যায় ; কিন্তু যথার্থ বিশ্বাসীর সম্পদেও বিশ্বাস, বিপদেও বিশ্বাস। তিনি বিশ্বাসচক্ষে দেখেন এবং যত পরীক্ষা দুঃখ বিপদ আসে, তত তিনি বলেন, আমার বিশ্বাসরথের চক্র উন্নতির দিকে যাইতেছে। কেমন করিয়া ঘটনাস্রোত আসে ও কোথায় চলিয়া যায় ; কিন্তু যথার্থ বিশ্বাসী ভক্ত যিনি, তিনি অটল হইয়া থাকেন। প্রাণ ছাড়িব, তবু বিশ্বাস ছাড়িব না। তোমার সত্য পাইয়াছি, তাহার এক চুল কমিবে না। যদি পর্ব্বত চূর্ণ হইয়া যায়, যদি ব্রহ্মাণ্ড উল্টাইয়া যায়, তবু বিশ্বাস ঠিক সোজা থাকিবে। হে হরি, তুমি সহায় থাকিলে, আমাদের বিপদের মেঘে কিছু করিতে পারিবে না। এই পর্ব্বতের ন্যায় অটল বিশ্বাসী কর। পৃথিবীতে বাতাস হইবে, ঝড় উঠিবে, পর্ব্বতকে কিছু করিতে পারিবে না ; কিন্তু ছোট ছোট বৃক্ষ ভাঙ্গিয়া যাইবে। পৃথিবী আমাদের উৎপীড়ন করিবে না, কে বলিল ? কিন্তু মুখের বাতাসে ফুঁ দিয়া সকল উড়াইয়া দিব। আমরা পৃথিবীর সামান্য বিশ্বাসী নহি। কারণ আমরা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি,

ছুঁইয়াছি, ধরিয়াছি। তুমি আশীর্ব্বাদ কর, তোমার চরণতলে পড়িয়া বিশ্বাসী হইয়া, পবিত্র সুখে সুখী হইব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

পর্ব্বতে আসিয়াও এই প্রকার

(নৈনীতাল)

হে দীননাথ, দয়াময়, তোমার দাসের এই বিনীত প্রার্থনা শ্রবণ কর। আমরা আর্য্যকুলোদ্ভব, আমাদের কর্ত্তব্য অনেক, দায়িত্ব অনন্ত। আমাদের কপালে বড় বড় করিয়া ঋষিদের নাম লেখা রহিয়াছে। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা এই হিমালয়ে কত সাধন, যোগ ও হোম করিয়াছেন। আমরা এখানে আসিয়া কি করিতেছি? শীতে মরি, আর কতকগুল গায়ে কাপড় দিয়া কেবল মার মার করি। আমরা নীচ, আমাদের শূকরের ন্যায় কেবল বিষ্ঠা-ভোজনপ্রবৃত্তি। ভবে আসিয়া কি করিলাম? আর্য্যকুলের নাম ডুবাইলাম। এ পর্ব্বতে আসিয়াও এই প্রকার? হে দয়াময়, আমরা নীচ ক্ষুদ্র কীট, তুমি কীটকে স্পর্শ কর। পর্ব্বতের নীচে যত পশু থাকে; কিন্তু পর্ব্বতের মাথার উপর আমরা রহিয়াছি, যেথান হইতে লাফ দিলে স্বর্গে যাওয়া যায়। আমাদের প্রবৃত্তি গলায় দড়ি দিয়া টানিতেছে। এখানে যোগের ভিতরে মন দোকান করে ও নানা প্রকার ভাব চিন্তা করে। মন, উঠ উঠ, সময় হইয়াছে। দয়াময়, কীটকে স্পর্শ কর। তুমি স্পর্শ করিলে হিমালয় টলাইতে পারি। এমন যোগ করিব, সমস্ত হিন্দুস্থান বলিবে, চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ হইয়াছিল, আবার সেই প্রকার হইতেছে। হে প্রভো, তোমার পর্ব্বত সকল শূন্য হইয়া রহিয়াছে। এই অপাত্রগণ দ্বারা আবার তুমি ঋষি

যোগী কর। যোগের অগ্নি জ্বালিয়া সমস্ত শরীর ও মনের শীতলতা দূর করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

প্রকৃতি স্বর্গের দ্বার

(নৈনীতাল)

হে দয়াময় দীনবন্ধো, তুমি প্রকৃতিকে আমাদের স্বভাবের সঙ্গে যোগ করিয়া দাও। প্রকৃতিকে তুমি এত সুন্দর কেন করিলে? প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের সঙ্গে যোগ আছে। জ্ঞান জ্ঞানকে বাধা দেয়, বুদ্ধিকে বুদ্ধি রুগ্ন করে। প্রকৃতি স্বর্গের দ্বার। এই দ্বার দিয়া স্বর্গের ভাব দেখা যায়। মেঘ দিয়া স্বর্গ দেখা যায়, পর্ব্বত দিয়া যোগের পর্ব্বত দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীর একটী পুষ্প দিয়া স্বর্গের কত পুষ্প দেখা যায়। যে একবার বলে, "প্রকৃতি জড় ও কথা বলে না", তাহার নিকট প্রকৃতি জড় হইল; কিন্তু প্রকৃতি ভক্ত ঋষির সহিত কথা বলে। পর্ব্বত বলে, "আমার ভিতর যোগ-পর্ব্বত দেখ, আমার মত অচল হও, আমার মধ্যে এস, নির্জ্জনে যোগ কর।" সরোবর বলে, "আমার উপর দিয়া ভাসিয়া যাও।" বৃক্ষ বলে, "আমার শাখায় বসিয়া হরিচিন্তা কর, তাঁর গুণ গান কর।" এমন সুন্দর প্রকৃতি দেখিয়া, যোগী ঋষি মোহিত হইয়া পরমার্থ-রসে ডুবিতেন। হে করুণাসিন্ধো, তোমার যোগী ঋষি সন্তানেরা বলিলেন যে, "হে প্রভো, জড়রাজ্য আমাদের নিকটে সুন্দর কর, আর সে সর্ব্বদা হাসিতে থাকুক।" তুমি তাহাই করিলে। হে কৃপাসিন্ধো, তোমার প্রকৃতিকে আমাদের নিকট খুলিয়া দাও, আমরা উহার মধ্যে মাতাকে দেখি। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সাক্ষাৎ হরগৌরী

(নৈনীতাল)

হে দয়াময় দীনবন্ধো, আমরা পর্ব্বতে আসিয়া যোগী বৈরাগী, না, সংসারী ? পর্ব্বতের গোলমাল কোলাহল ও সংসার ছেলে স্ত্রী টাকা নানা প্রকার চিন্তা, ইহার মধ্যে যোগ ধ্যান হয় না। পর্ব্বতের উপরে নির্লিপ্ত সন্ন্যাসী হইয়া নির্জ্জনে যোগ করিতে হয়। যেন বিবাহ হয় নাই, স্ত্রী নাই, ছেলে পিলে হয় নাই, এই ভাবে যোগ করিতে হয়। তাহা না হইয়া পর্ব্বতের উপর কোলাহল, যেন হাট বাজার বসিয়াছে। মায়া, রোগ, টাকা কড়ির ভাবনা ও জঞ্জাল এই সমস্ত লইয়া যোগরাজ্যে কিরূপে যাইব ? কিন্তু তুমি বলিতেছ, সমস্ত সংসার ও জঞ্জাল লইয়া যোগ কর। নববিধান যোগরাজ্যে প্রবেশ করিতে বলিতেছে। মহাদেবের হুকুমে আমাদের মস্তক অবনত হইল, যাহা প্রভুর আদেশ, তাহা করিতেই হইবে। তাঁহার ইচ্ছা এই, নতুবা কেনই বা নববিধানের পরেই পর্ব্বতের উপরে আসিলাম ? কি জন্য তিনি এই কয় জন সাধককে পর্ব্বতের উপর আনিলেন ? এত লোক জন, সন্তান ও স্ত্রী প্রভৃতিকে কেন আনিলেন ? রোগ শোক নানা প্রকার চিন্তা করিয়া কি করিব ? এই সমস্ত লইয়া যোগশিখরে আরোহণ করি। এই পর্ব্বতে হর পার্ব্বতী নিজের সন্তান লইয়া যোগ করিয়াছিলেন। পৌরাণিক বলিয়া আমরা উহা তত ভাবি না। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই নৈনীতালে, প্রভো, সাক্ষাৎ হর গৌরী লইয়া একটী কীর্ত্তি দেখাও। বিশেষ সময়ে নববিধানে স্বামী স্ত্রী দুই জনে যোগ করুন। প্রত্যেক স্বামী স্ত্রী লইয়া হর গৌরী হউন। সন্তান থাক্, সমস্ত সংসার লইয়া ইহার ভিতরে থাকিয়া, নিশ্চিন্ত নির্লিপ্ত বৈরাগী সন্ন্যাসী হইয়া, যোগরাজ্যে প্রবেশ করিব। দয়াময়, তোমার চরণ দাও ও সদয় হও। •

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

অবিশ্বাসের তুফান

(নৈনীতাল)

হে দয়াময় জগদীশ্বর, মনুষ্যের ভাব অনেক প্রকার। নিরাশ হইব, বলিলেই নিরাশ হয় ; আশা করিব, ভাবিলেই আশা করে। হাতে সোণা রহিয়াছে, কিন্তু দূর দূর বলিয়া, মাটী জ্ঞানে তাহাকে ফেলিয়া দেয়, আবার মাটী হাতে করিয়া ভাবে সোণা। হে হরি, মানুষের ভাব কিছু বুঝা যায় না। বিধানের গাড়ী গড় গড় করিয়া যাইতেছে, সে বলে কিছুই নয় ; ব্রাহ্মধর্ম্ম, বিধান, এ আবার কি ? চারিদিকে উন্নতি হইতেছে দেখিয়াও, যদি পাঁচ জন লোক ক্রমাগত বলে, "ও সকল কিছুই নহে, সকলই মিথ্যা", তবে তাহাদের নিকটে সে সকল কিছুই নহে। একজন বুদ্ধিমান্ নাস্তিক যুক্তি দ্বারা ঈশ্বরের অস্তিত্ব উড়াইয়া দিয়া বলে যে, ঈশ্বর নাই. ব্রাহ্মধর্ম্ম নাই, নববিধান নাই ; তাহা হইলে তাহার অবিশ্বাসে, যাহা কিছু দেখিবে, সকলই উড়াইয়া দিবে। হে দীনবন্ধু হরি, আমাদের জীবনতরী অবিশ্বাসের তুফানের নিকটে পড়িয়াছে। আমরা শীঘ্র শীঘ্র এইবার তরী ফিরাইয়া লই। কি জানি, মানুষের এক রাত্রের মধ্যে সমস্ত বিশ্বাস চলিয়া যাইতে পারে। কত লোকে গর্ত্তের মধ্যে থাকিয়া দেখে, স্বর্গ আসিতেছে, নব-বিধান সুন্দর রূপ ধারণ করিয়া মনুষ্যসমাজের মধ্যে অবতীর্ণ হইতেছে ; কিন্তু যাহারা অবিশ্বাসী, তাহারা স্বর্গ আসিতেছে দেখিয়াও বলিতেছে, "নরকের অন্ধকার ভিন্ন আমরা আর কিছুই দেখিতেছি না।" হে হরি, এমন কথা তাহাদিগকে আর বলিতে দিও না। হে দয়াময়, আমরা কত সময় কত কথা বলি, কত অবিশ্বাস করি, আমাদিগকে তুমি রক্ষা কর। আমাদের ভিতরে কুটিল বুদ্ধি ও অবিশ্বাস আসিতে দিও না। আমরা খুব বিশ্বাসী হইব। এই পর্ব্বতের মত আমাদের বিশ্বাস যেন অটল ও স্থির

হয়। যদি পৃথিবী উল্‌টিয়া যায়, তবুও আমরা অবিশ্বাসী হইব না। হে দয়ার সাগর, আশীর্ব্বাদ কর, যেন সদা সর্ব্বক্ষণ আমরা তোমার শ্রীচরণ আমাদের চতুর্দ্দিকে বিশ্বাসনয়নে দেখি। দেখিব, যেন জগন্মাতা ভগবতী আসিয়া, নিজ সন্তানদিগকে রক্ষা করিতেছেন। যদি কেহ উল্টা বুঝাইতে আসে, বুঝিব না, কেবল সোজা দেখিব। কেবল শ্রীহরির পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া থাকিব ও চারিদিকে হরি দেখিব। শত্রুমুখে হরি দেখিব, মিত্রমুখে হরি দেখিব। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নৈকট্য-সাধন

(নৈনীতাল)

হে দয়াময় দীনবন্ধো, তুমি মানুষ নহ, কিন্তু তোমাকে মানুষের মতন করিয়া ভাবিতে হইবে। তুমি একজন পুরাতন সূক্ষ্ম পুরুষরূপে আছ, জানিয়া নিশ্চিন্ত হইলে হইবে না। তুমি অতি নিকটে আছ; যেমন পিতা ও পুত্রের, মাতা ও সন্তানের সম্বন্ধ। তোমার স্নেহ পিতা অপেক্ষা লক্ষ লক্ষ গুণে অধিক, মাতা অপেক্ষা তোমার ভালবাসা অনন্ত। তোমাকে নিকটে দেখিয়া, তোমার পাদপদ্ম পূজা করাই জীবের কার্য্য। শিশু যেমন মাতাকে যত নিকটে দেখে ও নিকটে যায়, ততই মাতাকে আলিঙ্গন করিতে ও মাতার ক্রোড়ে বসিবার জন্য ব্যস্ত হয়, তেমনি, হে জগজ্জননি, তোমার সাধু পুত্রগণ তোমার ক্রোড়ে থাকিতে ভালবাসেন। হে কৃপাসিন্ধো, কৃপা করিয়া আমাদিগকে এমন ভক্তি ও বিশ্বাস দাও যে, তোমাকে খুব নিকটে দেখিতে পারি। এখন দূর হইতে হরি হরি বলিয়া চীৎকার করিলে চলিবে না। তোমাকে শিশু ভাবিয়া ভালবাসিব, তোমাকে বৃদ্ধ জানিয়া ভক্তি করিব, মাতা জানিয়া তোমার চরণ পূজা করিব। হে দয়াময়ি, এমন ভক্তি ও বিশ্বাস আমাদিগকে দাও। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

দুঃখের আবশ্যকতা

(নৈনীতাল)

হে দীনবন্ধো, হে দয়াময়, আমাদিগকে যদি তুমি দুঃখী কর, তাহা হইলে তোমার ধর্ম্ম কেহ লইবে না। আমাদের সন্তানেরা খাইতে পায় না, স্ত্রীর মুখে দুঃখের কালী, দুঃখের ক্রন্দন আমাদের সংসারে সারা দিন উঠিতেছে ; তাহা হইলে পৃথিবীর লোকে বলিবে যে, ইহারা বড় ধ্যান করে, ধর্ম্ম করে, তাই ইহাদের এত দুঃখ ও এমন দুঃখ। আবার আমরা যদি অনেক বিলাসসুখের উপরে বসিয়া থাকি, অনেক টাকা কড়ি যত্ন করিয়া সিন্ধুকের মধ্যে রাখি, কিছু দুঃখ না লইয়া মজা করিয়া শরীরের সেবা করি, তাহা হইলে লোকে বলিবে যে, ইহাদের কাছে ধর্ম্ম নাই। এখানে আসিয়াও যদি টাকা উপায় করা হয়, তবে ত সংসারে থাকিলেই হয়। দেখ, জগদীশ্বর, বৈরাগী না হইলে কেহ তোমাকে কখন পায় নাই। হিন্দুধর্ম্মে তোমার কত সন্তান সর্ব্বত্যাগী হইয়া সংসার ছাড়িয়া গিয়াছিলেন, কত লোক তাঁহাদিগকে নেতা করিয়া তাঁহাদের পথ ধরিয়াছিল। হে দয়াময়, দুঃখী না হইলে তোমাকে কেহ পায় না। দেখ, আমরা কেমন করিয়া তোমাকে চাহিতেছি। এক দিকে সুখ সম্পদ ধন স্ত্রী পুত্র, আর এক দিকে জননীর কৃপা পাইবার জন্য ধ্যান ধারণা সাধন ভজন। আমরা তোমার আদেশে এ দুয়ের একটীও ছাড়িতে পারি না। এখন যাহাতে সংসারে বৈরাগ্য প্রবিষ্ট হইয়া, আমরা সংসারে থাকিয়াও অসংসারী হইতে পারি, এরূপ আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

বিধান কবে পূর্ণ হইবে

(নৈনীতাল)

হে দীনবন্ধো, দয়াময়, ভক্তের মন উত্তপ্ত জলের ন্যায়। এ অবস্থা ক্ষিপ্তের অবস্থা। মনের ভিতরে কত হুট্ পাট্ করিতেছে। সরোবরের ধারে বাড়ী, গাছ, পর্ব্বত, মানুষ, পশু প্রভৃতি যত আছে, সমস্ত বস্তুর ছায়া সরোবরে পড়ে। সরোবর বলিতে পারে না যে, আমি ছায়া লইব না। সেইরূপ ভক্তচিত্তসরোবরের ধারে কত ঋষি-গৃহ, কত যোগী ও সাধু দৌড়াদৌড়ি করিয়া খেলা করিতেছেন। মনের ভিতরে কত আন্দোলন হইতেছে। এ সকল কবে বলিব। সমুদ্রের ন্যায় কার্য্য পড়িয়া আছে, বিধান চৌদ্দ আনা পড়িয়া রহিয়াছে। দয়াময়, তোমার বিধান কবে পূর্ণ হইবে? খোল বাজাইতে সমস্ত রাত্রি গেল, যাত্রা আরম্ভ কবে হইবে? বিধানের গাড়ী কবে চলিবে? কবে সব যাত্রী লইয়া তোমার রাজ্যে যাইব? হে হরি, তুমি কয় বৎসর হইতে এন্‌জিন্ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছ। ক্রমাগত সেই এন্‌জিন্ ফোঁস্ ফাঁস্ করিতেছে। জল আগুনে পূর্ণ করিয়া রাখিয়াছ। কবে তোমার বিধানের এন্‌জিন্ দ্রুতবেগে যাত্রীদিগের সমুদয় গাড়ী টানিয়া লইয়া যাইবে? কবে তোমার ঈশা মুষা এবং যোগী ঋষিদিগকে সাজাইয়া হিন্দুসমাজে বসাইব? হে দয়াময়, আমাদের কয়জনকে একখানা জমাট কর, তোমার অভ্রান্ত সত্য বলি। সকলেই প্রচার করে; কিন্তু বিধান পূর্ণ করে কে? যদি আগে প্রতিমা খাড়া না হইল, তবে কি প্রচার করিবে? আগে নবদুর্গাকে খাড়া করিয়া, তাঁহার নিকটে সকল নর নারীকে লইয়া আসিতে হইবে, পরে দেশ জমজমাট হইবে। হে প্রভো, আমার মনঃসাগরে কত আন্দোলন, কত ঢেউ উঠিতেছে। কবে, হরি, তোমার কথা বলিয়া প্রাণ জুড়াইব? কবে বিধানের মত-সকল কার্য্যে

পরিণত করিব ? কবে সকলে তাহা দেখিয়া, অবাক্ হইয়া, হাঁ করিয়া থাকিবে ? কত দেব দেবী আসিবেন, কত যোগী ঋষি আসিবেন। হে প্রভো, তুমি আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার কার্য্য করিয়া, আমরা সুখী হই এবং দেশকে সুখী করি। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

বিধানের মত লোক

(নৈনীতাল)

হে দয়াময়, দীননাথ, সাধনের সময় আসিয়াছে, কেমন করিয়া ধ্যান করিতে হয়, জানি না। আমরা বিধানের মতন লোক হই নাই; তুমি বল, আমরা কেমন করিয়া স্থির হইয়া ধ্যান করিব। আমরা ঠিক না হইলে, তুমি সাধন ভজন গ্রাহ্য করিবে না। একটু অন্যথা হইলে, তুমি আমাদের অর্চ্চনা লইবে না। তুমি যেমন জীবন্ত জাগ্রৎ, তেমনি আমাদের কথা ও কার্য্য করিতে হইবে। আমাদের চরিত্র পবিত্র করিতে হইবে, কাম ক্রোধাদি রিপুদের দলন করিতে হইবে। আমাদের ভিতরে কোন লোক যদি ঠিক পূর্ব্বের মত থাকে, এবং মুখে বলে, বিধান মানে ও মতে চলে, তাহা হইলে চলিবে না; জীবন ও চরিত্র দেখাইতে হইবে। পৃথিবীর লোকে চরিত্র ও লক্ষণ দেখিবে, মত দেখিবে না। আমাদের যাহারা বিচার করিবে, তাহারা নিশ্চয় বলিবে, ইহাদের পূর্ব্বের মত স্বভাব রহিয়াছে; যেমন রাগ ছিল ও লোভ ছিল, ঠিক তেমনি আছে; তবে আর বিধানের মত লোক কৈ হইল? হে দেব, তুমি আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা শুদ্ধচরিত্র হইয়া যোগ ও ধ্যান করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

স্থানের সদ্ব্যবহার

(নৈনীতাল)

হে দয়াময় পিতঃ, পৃথিবীতে অনেক উৎকৃষ্ট স্থান আছে। সে সকল উৎকৃষ্ট লোকের জন্য। উদ্যান ও নদী, পর্ব্বত ও বৃক্ষতল তাঁহাদেরই জন্য। তোমার ভক্ত সন্ন্যাসী তোমার জন্য, তোমার পূজা করিবার জন্য, স্থান অন্বেষণ করেন। তুমি তৎক্ষণাৎ ইঙ্গিত করিয়া বল, তোমার জন্য এই স্থান। তিনি গিয়া যাই সেই স্থানে বসেন, তাঁর কত ভাব খুলিয়া যায়, কত আনন্দ উচ্ছ্বসিত হয়। তিনি সেখানে আশ্রম প্রস্তুত করেন। গিরিধারী পরমেশ্বরই তাঁহার পবিত্র সন্তানদের জন্য এই সকল করেন। সন্তান আসিবার পূর্ব্বে যেমন মাতার স্তনে দুগ্ধ হয়, তেমনি যোগী ঋষিগণ আসিবার পূর্ব্বে তুমি সুন্দর সুন্দর নির্জ্জন স্থান সকল করিয়া রাখিয়া দিয়াছ। ভক্তের জন্য উদ্যান, যোগীর জন্য পর্ব্বত রাখিয়াছ। হরি, আমরা এখানে কেন? নীচে অনেক স্থান আছে। আমরা এখানে আসিয়া অনধিকার চর্চ্চা, গোলমাল, চীৎকার ও কুবাসনা পূর্ণ করিতেছি। প্রকৃতি যেন ধমক দিয়া বলিতেছে, তোমরা এখানে আসিয়া যদি এমন কর, তবে দূর হও। হে দয়াময়, আমাদের এমন বুদ্ধি ভক্তি দাও, যেন এখানে যে কয় দিন থাকি, সদ্ব্যবহার করিতে পারি; যোগীদের সঙ্গে বসিয়া প্রাণে প্রাণে মিশিয়া যোগ করি। এ স্থানের উপযুক্ত হইয়া সুখী হই, এই তোমার নিকটে প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

দিব্য চক্ষু

(নৈনীতাল)

হে দীননাথ, দয়াসিন্ধো, চক্ষু অন্য প্রকার চাই। দিব্য দর্শন হইলে তবে দেখিতে পাইব, পড়িতে পারিব, বুঝিতে পারিব। দুইটী চর্ম্মচক্ষু লইয়া কি করিব? এই পাহাড়ে কি দেখিব, কতকগুলি কাল পাথর রাশি করা রহিয়াছে, কতকগুলি বৃক্ষ ও বন রহিয়াছে, ইহাতে অনেক ইংরাজের বসতি? যোগী ঋষি নাই? হে হরি, আমাদেরও দুইটা চক্ষু আছে, তাঁহাদেরও দুইটা করিয়া চক্ষু ছিল, আমরাও মানুষ, তাঁহারাও মানুষ। এই পর্ব্বতে তুমি নৃত্য করিতেছ, প্রত্যক্ষ করিয়া, তাঁহারা সোণার পর্ব্বত দেখিতেন, আমাদের নিকটে ইহা পিতল। তোমার ভক্তের নিকটে গোলাপ ফুল কেমন শোভা প্রকাশ করে। হে হরি, পাহাড়ের সম্মুখে বসিয়া, সোণার পাহাড় ভাবিয়া ভাবিয়া, চক্ষু মুখ সিট্‌কাইয়া সাধন করিলে, একবার ভাল দেখাইতে পারে, কিন্তু সে ত হাড়ী মুচীও করে। কল্পনা তোমায় আনিয়া দেয় ও লইয়া যায়, সাধু সন্তানের নিকট ত তেমন নহে। তিনি চক্ষু খুলিবামাত্র দেখেন যে, সোণার পর্ব্বতের মধ্যে হরি নৃত্য করিতেছেন ও যত মৃত যোগী ঋষি তাঁহার সঙ্গে নাচিতেছেন। আমাদেরও এমনি করিয়া দেখা চাই। হে হরি, বল, তোমার হিন্দু সন্তানেরা কেন বলেন যে, এই পর্ব্বত কৈলাস, পাণ্ডবেরা এই পর্ব্বত দিয়া স্বর্গে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা কেন নিম্ন ভূমিকে স্বর্গ বলেন না? সেখানে ত ভাল ভাল উদ্যান আছে, সুন্দর সুন্দর গৃহ ও মন্দির আছে। অবশ্য ইহার গূঢ় অর্থ আছে। আমরা কাল, আমাদের কাল চক্ষু কেবল কুদর্শন করে। এমন চক্ষু উৎপাটিত করিয়া, যদি, হে প্রভো, তুমি আমাদিগকে সাধু-নয়ন দাও, তবে যে দিকে চাহিব, কেবল হরিময় দেখিব;

পর্ব্বতকে দেখিব, যোগের স্বর্গময় পর্ব্বত। হে হরি, আশীর্ব্বাদ কর, তোমার অনুগত ভৃত্য ও সুসন্তান হইয়া, যেন দিব্য চক্ষে নিয়ত দিব্য বস্তু দর্শন করি। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সমাহিত চিত্ত

(নৈনীতাল)

হে দয়াময় দীনবন্ধো, ধর্ম্মের পুরস্কার শান্তি। পুণ্য যাহা, শান্তি তাহা। পুণ্য হইলে শান্তি হয়, শান্তি হইলে পুণ্য হয়। তোমার ভক্তগণের চিত্ত-সরোবর স্থির। তাঁহারা পৃথিবীতে নানা প্রকারে উৎপীড়িত হইয়া, তোমার শান্তিসাগরে ঝাঁপ দেন। ঝাঁপ দিবা মাত্র সকলই স্থির ও শান্ত হয়। হে হরি, তুমি অতি স্থির শান্ত গম্ভীর। তোমার ভক্তের চিত্ত পর্ব্বতের ন্যায় শান্ত, গম্ভীর ও অটল। ঝড় বৃষ্টি তাঁহাদের কিছু করিতে পারে না। দেখ, দয়াল, আমাদের চিত্ত অশান্ত অস্থির, মনের ভিতরে কত ঢেউ, কত আন্দোলন সর্ব্বদা হইতেছে। মনের ভিতরে কত ঘর বাড়ী প্রস্তুত করি ও ভাঙ্গি। হে দয়াময়, দয়া করিয়া তুমি এমন অবস্থা আনয়ন কর যে, আমরা শান্তচিত্ত হইয়া, প্রবৃত্তি ও বাসনার আন্দোলন একেবারে ছাড়িয়া, শান্তি ও পুণ্য-গুণে ভূষিত হইয়া তোমার ভিতরে ডুবিয়া থাকি। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

একখানা জমাট দল

(নৈনীতাল)

হে দয়াময় ঈশ্বর, মনে ভাবা ও হৃদয়ে ভালবাসা দুই এক নহে, এ দুই ভাব স্বতন্ত্র। আমি মনে মনে বুঝিয়াছি, কিন্তু হৃদয়ের সহিত ভালবাসা

কৈ ? মনে বুঝা, আর হৃদয়ে ভালবাসা, ইহার মাঝে এক প্রকাণ্ড সমুদ্র ব্যবধান রহিয়াছে। আমরা মাকে ভালবাসি, কিন্তু এক মাতার সন্তান, আমাদের মার পেটের ভাই বলিয়া ভাইর প্রতি ভালবাসা কোথায় ? হরি, আমরা ভাই বলি মুখে, কিন্তু ভিতরে টান নাই। পৃথিবীর এক মার পেটের ভাই বলিয়া একটা টান হয়, অথচ পৃথিবার ভাইয়ের সঙ্গে এক কড়া কড়ি লইয়া মানুষে বিবাদ করে। কিন্তু আমরা যে জগজ্জননীর সন্তান, আমরা আদর্শ পরিবার, আমাদের যে অনেক টান চাই। আমরা পঁচিশ জন ভাই পঁচিশ রকম, হাজার জন স্ত্রীলোক হাজার রকম। কাহার মুখ কাল, কাহার মুখ সুন্দর, কাহার চক্ষু ভাল, কাহার ভাল নহে ; চেহারা কার্য্য কথা কিছু মিলে না। কেহ যোগী, কেহ সংসারী, কেহ রাগী, কেহ শান্ত ; এ প্রকার হইলে, কেমন করিয়া আমরা নববিধানের লোক হইব। আমাদের যে পনর জনে একখানা হইতে হইবে। যাহারা দেখিবে, তাহারা বলিবে, ইহারা পঞ্চাশটী পরিবার একখানা জমাট দল। ইহারা সকলেই সুন্দর, সকলেরই মুখে হরিপাদপদ্মের রং প্রতিবিম্বিত, সকলেই এক রকম ভোলানাথ। ইহাদের কার্য্য, চাল চলন ও আহার সব এক রকম। হে দয়াময়, আমরা অলৌকিক দেখাইব। যাহা কখন পৃথিবীতে হয় নাই, এমন ভালবাসা ও মিলন তুমি করিয়া দেও, যে একটা সৎকীর্ত্তি সংস্থাপন করিতে পারি। শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

আত্মানুসন্ধান

(নৈনীতাল)

হে দয়াময় হরি, স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া ভাবিতে দাও, আমরা কোথায় ছিলাম, কোথায় যাইতেছি। আমাদের রথের গতি রোধ করিয়া দাও,

ভাবিয়া দেখি, এত দিন কোথায় ছিলাম, এখন কোথায় আসিয়াছি, কোথায় বা যাইতেছি। পূর্ব্বের অপেক্ষা এখন কি হরির পূর্ণ আবির্ভাব দেখিতেছি? আগে যেন অন্ধকার অন্ধকার বোধ হইত, এখন আর তেমন নাই? এখন কি ভ্রাতাদের খুব ভালবাসি, না দেখিয়া থাকিতে পারি না? পূর্ব্বে ছাড়িয়া থাকিতে পারিতাম, এখন পারি না? পরিবারদের স্বর্গের পথে লইয়া যাইতেছি? এখন কি খুব ধর্ম্ম ও নীতিপরায়ণ হইয়াছি? নীতির বড় ব্যাপ্তি, জীবনকে উহা বড় দংশন করে। হে দয়াময়, আমাদের শান্ত ও গম্ভীর হইয়া আত্মানুসন্ধানে প্রবৃত্ত কর। এখন পৃথিবীর লোক আমাদের দিকে তাকাইয়া বলিবে, ইহারা যোগ করে। এ সময় আমাদের যোগের সময়। আমাদের অনেক বয়স হইল। এখন ইহা উহা ভাবিয়া, কেবল উত্তেজনায় পড়িয়া চলিয়া গেলে হইবে না। যদি স্থির হইয়া ভাবিয়া দেখা যায়, হয়ত দেখিতে পাইব, জীবনতরীখানা পিছনে পড়িয়াছে, গাড়ীখানা হটিয়া গিয়াছে, যেমন কুপ্রবৃত্তি, যেমন অবিশ্বাস, তেমনি রহিয়াছে। অগ্রে দুই মিনিট ধ্যান করিতাম, এখন তাহাই করি। পূর্ব্বে যিনি ভাইকে ভালবাসিতেন, এখন তাঁর তেমন ভালবাসা নাই। হে হরি, তুমি এই সকল দেখিয়া ধমক দিতেছ। মানুষ তোমার দয়া ও প্রশ্রয় দেওয়া দেখে, কিন্তু তোমার সূক্ষ্ম বিচার ভাবে না। হে জননি! তুমি সহায় হইয়া আমাদিগকে ভাল কর, যেন ভক্ত যোগী হইয়া তোমার পদতলে থাকি। *

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

* ধর্ম্মতত্ত্বে দেখা যায়, নৈনীতালের উপরোক্ত ১৫টা প্রার্থনা ব্রাহ্মিকা-লিখিত। পরের প্রার্থনাগুলি মোহিনী দেবী লিখিত, সুতরাং এই প্রার্থনাগুলিও মোহিনীদেবীর লিখিত, মনে হয়।

উচ্চলোকে বিচরণ *

(নৈনীতাল, মঙ্গলবার, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক ;
২৫শে মে, ১৮৮০ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, বাড়ীর দেবতা, তুমি এখানে পর্ব্বতের দেবতা ; সেই কমল কুটীরের ঈশ্বর, এখানে তুমি হিমাচলের ঈশ্বর। তোমার খেলা সংসারে কিয়ৎ পরিমাণে দেখিলাম, ইচ্ছা আছে, হিমাচলের মাথার উপর তুমি কেমন করিয়া খেলা করিয়া বেড়াও, দেখি। দেবদেব মহাদেব-মূর্ত্তি এখানে কিরূপ আছে, হরি, তাহা প্রচ্ছন্ন রাখিও না, তোমার যোগাভিলাষী সন্তানের নিকট তাহা প্রকাশ কর। পর্ব্বত কেন আমা-দিগকে শিক্ষা দিবে না ? আমরা ফুলের কাছে শিক্ষা পাই, বৃক্ষের কাছে শিক্ষা পাইয়া থাকি। পর্ব্বতের নিকট কেন শিক্ষা পাইব না ? এখানে যে আমরা কেবল বেড়াইতে আসিয়াছি, তাহা নহে, কেবল যে উপাসনা করিতে আসিয়াছি, তাহাও নহে ; কিন্তু গিরিপতি প্রকাণ্ড মহান্ দেবতা কেমন করিয়া এখানে বসিয়া আছেন, দেখিতে হইবে। হে হরি, আমাদিগকে এ পাহাড়ের ভাবের ভিতর প্রবেশ করিতে দাও। পাহাড়ের সঙ্গে প্রকৃতি যেমন মিলিত হইয়াছে, জলের সঙ্গে, আকাশের সঙ্গে যেমন পাহাড় মিশে, সেইরূপ আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে পাহাড়ের মিল করিয়া দাও। এই সকল পর্ব্বতের মত আমরা হইয়া যাই। ইহারা যেমন হাজার হাজার বৎসর বসিয়া আছে, সেইরূপ হই। অসারতা, জড় জীবন দূর করিয়া দাও। আমরা কি জন্য এখানে আসিলাম ? কেন এখানে আসিলাম ? তখনই আসা সফল হইবে, যখন দেখিব, নরনারীগণ

* পূর্ব্বপ্রদত্ত নৈনীতালের ১৫টী প্রার্থনা ব্যতীত ১৩ই, ১৪ই এবং ১৫ই জ্যৈষ্ঠের (১৮০২ শক) প্রার্থনাও ১৮০৩ শকের বৈশাখের ধর্ম্মতত্ত্বে আছে।

পাহাড়ের কাছে বসিয়া প্রত্যাদেশ গ্রহণ করিতেছেন। ছোট বড় যিনি যেমন, তেমনই প্রত্যাদেশ গ্রহণ করুন। এখানে কেবলই বজ্রধ্বনি, পর্ব্বতের উপর তোমার খেলা বড় রকম, এখানে ছোট খাট কিছু নাই, সমস্ত বড় ব্যাপার, সমুদয় ভূমার ব্যাপার। এ ত আর বাঙ্গালীর রাজ্য নহে, সেখানে সব ছোট ছোট। এ পাহাড়ী দেশ। এখানে তুমি হাতে করে ব্রহ্মাণ্ড লুফ্‌ছ! বৃষ্টি নিয়ে খেলা করিতেছ, পর্ব্বত নিয়ে খেলা করিতেছ। হে প্রভো, পর্ব্বতকে খুলিয়া দাও, উহার ভিতরে তুমি বসিয়া আছ, দেখি। হে গিরিরাজ, হে পর্ব্বতের রাজা, এখানকার খেলা কিছু কিছু দেখাও। এখানে একটু সন্ন্যাসী হইতে হয়। বিশেষ জিতেন্দ্রিয় হইতে হয়। মহাদেবের মত, ভোলানাথের মত হইতে হয়। এখানে কেবল যোগী ঋষি বেড়াচ্চেন। এদিক হইতে ওদিক কত, তার সংখ্যা নাই। আমরা সব মুচী হাড়ি, ঐ সব জ্যোতির্ম্ময় মূর্ত্তি দেখিলে কেমন হয়। তুমি আমাদিগকে এই উচ্চ স্থানে উচ্চ ভাব দাও। কি করিলাম ভবে আসিয়া, পাহাড়ে আসিয়া কি করিলাম, কেবল এলাম, আর গেলাম। কাণ মলে দাও, খুব শাস্তি দাও, কেন তোমার রাজ্যে দুষ্কর্ম্ম করিলাম। এখানে প্রকাণ্ড পাহাড় তোমার বসিবার আসন। এ কি আমরা কলিকাতা পাইয়াছি? এখানে পাহাড়ের মত মন হইতে হইবে। তোমার ভিতরে যেন বাতাস হইয়া মিশিয়া যাই। বৈরাগ্যের ভিতর বৈরাগ্য হউক। গাম্ভীর্য্যের ভিতর গাম্ভীর্য্য হউক। নীচে আকর্ষণ করিতেছে, কিন্তু মন উপরে উঠিতেছে। এখানকার গতি ঊর্দ্ধে! দাও, প্রভো, ঊর্দ্ধে গতি করিয়া দাও। দিন কতক মহাদেবের কাছে বসি, গিরিরাজের কাছে থাকি। হাট বাজার দোকান আর মনে আসে না। আত্মা উড়িয়া যাও, শরীর পড়িয়া থাক, তুমি ঐ পর্ব্বতরাজের কাছে উড়িয়া যাও; যাও, উহার সঙ্গে চলে যাও, আমিও যেন তোমাকে আর দেখিতে না পাই,

হলেই বা তুমি আমার মন। মন-পাখি, যাও উড়ে, ঢের ঊর্দ্ধে যেতে হবে। ধ্রুবলোক, প্রহ্লাদলোক, শিবলোক সমস্ত লোকে যাও। আর পিঞ্জরে বদ্ধ থাকিও না, বেড়াও তুমি। আমিও বাঁচি, তুমিও বাঁচ। চলে যাও, পাখি, আরও উড়িয়া যাও, আমার প্রিয় মন-পাখি, মহাদেব তোমাকে ডেকে নিন্। ব্রহ্মলোকে গিয়ে দীক্ষিত হও। এখানে ত একবার দীক্ষিত হয়েছ। নূতন রাজ্যে ভাই ভগিনী পাইয়াছ, সেখানে গিয়া বাস কর। খুব মেতে যাও। এখানে এসে কি হইবে? ঢোল কাঁশি বাজিতেছে, হাট বাজার ধূলো খেলা এ সব দেখিয়া কি হইবে? চলে যাও পাহাড় হইতে পাহাড়ে, উচ্চ হইতে উচ্চে চলে যাও। যেন দেখি, ব্রহ্মের বুকের ভিতর ব্রাহ্ম, ব্রহ্ম-আকাশে ব্রাহ্ম-পাখী উড়িতেছে। মন, নীচে থাকিস্ না, পারিস্ত পরিবার নিয়ে উড়ে যা। যোগবলে ছোট বড় সব নিয়ে উড়িয়া যা। মন-চিড়িয়া, চল, এ দিকে আর আসিস্ না। শিকারী বাহির হইয়াছে, ব্যাধ ফিরিতেছে, মেরে ফেলিবে, গুলি করিবে; চল, মন, চিদাকাশে উড়ে যা। না হইলে এখানে আসা মিথ্যা। জগদীশ, যদি মনুষ্যশ্রেণী মধ্যে আমাদের নাম লিখাইয়া থাক, তবে এই কর, শেষ জীবন মনের ভিতর ক্রমাগত উড়িতে থাকিব। যেখানে ইন্দ্রিয় নাই, হাট বাজার নাই, কালকের ভাবনা নাই, যেখানে ঋষির রাজ্য, বৈরাগ্যের রাজ্য, সন্ন্যাসীর রাজ্য, তাহার ভিতর অর্দ্ধ হস্ত স্থান এই কাঙ্গাল দুঃখী সন্তানকে দাও। তোমার সন্ন্যাসী যোগী ভৃত্য হইয়া থাকি, দীনবন্ধো, দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

শুভক্ষণে নৌকা ছাড়া

(নৈনীতাল, বুধবার, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক ;
২৬শে মে, ১৮৮০ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, দয়ার সাগর, স্বর্গের রথ আসিবে, ইহাই আমরা ভাবি ; কখনও আসিয়াছিল কি না, ইহা ভাবি না। স্বর্গ হইতে রথ আসিবে, আমরা তাহাতে যাইব, ইহাই ভাবি ; কিন্তু, পিতঃ, যেমন নিরপেক্ষ ও কুসংস্কারশূন্য হইয়া মনে করি, তাহা একদিন নিশ্চিত আসিবে, তেমনই আমরা কি ভাবি যে, কোন দিন ইহা আসিয়াছিল কি না ? যদি মনকে জিজ্ঞাসা করি, মন উত্তর দিবে যে, ভগবান্ অনেকার তাঁহার স্বর্গের পবিত্র রথ পাঠাইয়াছিলেন, যখন আমরা মনে করিলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারিতাম, ফকিরী লইয়া সন্ন্যাসী হইতে পারিতাম। এমন শুভক্ষণ আসিয়াছিল, যখন মনে করিলে হাত বাড়াইয়া স্বর্গ পাইতাম। কিন্তু অনুকূল বায়ু চলিয়া গেল, তখন পাপের নেশা ছাড়িতে পারিলাম না, সেয়ানা যাত্রীরা পাল ভরে নৌকায় চড়িয়া চলিয়া গেল, আর কুঁড়েরা পড়িয়া রহিল, আমরা শুভক্ষণ ছাড়িয়া দিলাম। যদি প্রথম হইতে তোমার উপর বিশ্বাস থাকিত, তুমি যা বলিতে করিতাম, কখনও এখানে পড়িয়া থাকিতাম না ; কিন্তু সুধাসাগরে ডুবিতাম। এমন অনুকূল বায়ু উঠিয়াছিল, নৌকা কোথায় চলিয়া যাইত। তখন আমরা কেবল ভাবিয়াছি, কেমন করে রাগ একেবারে ছাড়িব, কেমন করে টাকার ভাবনা ছাড়িব ; যদি ঈশ্বর বলেন, রাতারাতি স্বর্গে যেতে, তা কেমন করে পারিব ? হে হরি, আমরা তোমার মতের উপর মত চালাইলাম, আপনার মতে চলিতে গেলাম, তাই হতভাগারা, হতভাগিনীরা পড়িয়া রহিলাম। অনুকূল বাতাস আর হয় না, যাত্রীরা একে একে ঘাটে ঘুমাইয়া পড়িল। তুমি যখন বলিলে, "আয়

লইয়া যাই", আমরা তখন মুখ ফিরাইলাম। তখন ভক্তিস্রোত উঠিয়াছিল, যোগ ও চরিত্র-শুদ্ধির বায়ু বহিয়াছিল, তখন নৌকা ছাড়িয়া দিলে কত দূর চলিয়া যাইত। তখন কোলে করিতে আসিয়াছিলে, আদর করে ডাকিতে আসিয়াছিলে, তখন যদি মা বলে কোলে যেতাম, কত সুধা খেতাম। শুভক্ষণ চলে গেল, ব্রাহ্মগুলা নির্ব্বোধ, সে সময় কিছু করিল না, এখন কাঁদচে, "কেন বা ভক্তির সময় মাতি নাই, বৈরাগ্যের সময় মাতি নাই।" পিতঃ, শুভক্ষণ ছিল, লই নাই; এখন তোমার চরণ ধরিয়া নিবেদন করি, আবার শুভক্ষণ আসুক। এবার পর্ব্বতে আসা কি একটা শুভক্ষণ নহে? পার্থিব জীবন সম্বন্ধে যেমন আমরা বিশ্বাস করি, তেমনই মনের বিষয়েও কি করিব না? এখন হয় ত পরসেবা নাই, বিশ্বাস নাই, কেউ কাহাকে দয়া করিবে না, কেবল অপ্রেম, এখন আর মন ভাল হইবার যো নাই, এখন কাল শনি উপস্থিত। কিন্তু এর ভিতরেও মঙ্গল আছে। একটা খারাপ দশা পড়েছে, কিন্তু কে হৃদয়ের পাঁজি ভাল করে দেখে? আমরা বেশ করে দেখি, শুভক্ষণ কি? ঠিক করে দেখি না, আজ স্বর্গারোহণের পক্ষে শুভক্ষণ, না, অশুভক্ষণ। যদি অবিশ্বাসী হই, এ ভয়ানক অশুভক্ষণ। এমন হইতেও পারে, হিংসা, লোভ, রাগ, স্বার্থপরতা বাড়িবে, মন খারাপ হইয়া যাইবে, তবে এখানে না আসা ভাল ছিল; কিন্তু যদি শুভক্ষণ হয়, তবে এ যোগী ঋষির স্থান ঠিক মিলে গেল, এ স্থানে যোগেশ্বর প্রাণেশ্বরের সহিত প্রাণ মিলিয়া যাইবে। হরি, যদি শুভক্ষণ হয়, তুমি বলে দাও। আমরা জানি না, কবে শুভক্ষণ, কবে পূর্ণিমা, কবে সুপ্রভাত। কোন্ দিন অকাল, তাহাও জানিতে দাও। যদি অশুভক্ষণ হয়, তবে যদি কেবলই তোমাকে বলি, "ঠাকুর, নিয়ে চল, ঠাকুর, দরজা খোল, দয়া কর" তাতে কিছুই হয় না; আবার যদি শুভক্ষণ হয়, একদিন তোমার পায়ে পড়িলে, অমনি, যোগেশ্বর, তুমি দেখা দাও। পিতঃ, আমরা কি অশুভ-

ক্ষণে বাড়ী ছাড়িয়াছি! ঈশা মুষাকে দেখিলাম না, যোগী হইলাম না, বরং আরও বিষয়ী হয়ে যাব। আমরা কি অশুভক্ষণে বাড়ী ছাড়িয়াছি? না, ঠিক শুভক্ষণে ছাড়িয়াছি। দেবলোক নরলোকের সহিত মিলিল, প্রাণের সঙ্গে ব্রহ্ম মিলিলেন, সর্ব্বাঙ্গ হইতে আসক্তি পাপ সব গেল। জানিতে দাও যে, শুভক্ষণে সব মিলিয়া গিয়াছে; আর পিতঃ, যাদের শুভক্ষণ হয় নাই, তাদের বুঝিতে দাও, এবার যখন শুভক্ষণ আসিবে, নৌকা ছাড়িতে হইবে। পিতঃ, মুক্তিদাতা, দয়া করিয়া এই শুভক্ষণে একেবারে যোগভক্তির ভিতর গিয়া মিলিতে দাও। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

কুবেরের ধন

(নৈনীতাল, বৃহস্পতিবার, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক;
২৭শে মে, ১৮৮০ খৃঃ)

হে দয়াময়, হে মুক্তিদাতা, পৃথিবীতে দুঃখীর আশা যেমন ধনী, সংসারীর আশা তেমনি সাধক। এ সংসারে ধনী যদি না থাকিত, দুঃখী কিরূপে বাঁচিত, কে তাদের টাকা দিত, কে বস্ত্র দিত, কে অন্ন দিত? দয়ালু ধনী যদি না থাকিত, কে দুঃখীর সেবা করিত? কাঙ্গাল কি কাহাকেও সুখী করিতে পারে? যত গরিব কাঙ্গাল, তারা ধনীর নিকট চীৎকার করিয়া বলে, "রোগ বড়, ঔষধ নাই; ক্ষুধা বড়, অন্ন নাই; শীত বড়, বস্ত্র নাই।" ধনীর নিকট খবর যায়, কাঙ্গালকে জল, অন্ন, বস্ত্র, ঔষধ যেন দেয়। পিতঃ, তুমি ভৌতিক জগতে কত কি সৃজন করিয়াছ, যাহার উপমা আমরা ধর্ম্ম-জগতে ঠিক পাই। পাপী অবিশ্বাসী সব কাঁদিতেছে, "সাধক, পুণ্য দাও, জ্ঞান দাও, ধর্ম্ম দাও।" পৃথিবীর অল্পবিশ্বাসী পাপীরা, যারা কিছুতেই বাঁচিতেছে না,

সংসারের পাপরৌদ্রে উত্তপ্ত হইয়া ছুটিতেছে, বলিতেছে,"সাধক, যোগী, ভক্ত, কোথায় আছ, পথ দেখাও, জ্ঞান দিয়া, সাধুতা দিয়া, বাঁচাও।" হে ঈশ্বর, আমরা হাজার কেন আমাদিগকে প্রচারক নামের গৌরবের অনুপযুক্ত মনে করি না, তবু আমরা মনে করি যে, হাজার হাজার লোক আমাদের নিকট জ্ঞান ভক্তি পুণ্য চাহিতেছে। আমরা সিদ্ধ নই বটে, কিন্তু তারা আমাদিগকে সাধক মনে করে। তারা জানে, যাহাতে রাগ, লোভ, অধর্ম্ম দমন হয়, একজন লোক ক্রমাগত কুড়ি বৎসর এই চেষ্টা করিতেছে। এজন্য পৃথিবীর লোকেরা আমাদের উপর আশা করে আছে, বলিতেছে, "তোমরা ঠাকুর-বাড়ীর প্রসাদ খেলে, কাঙ্গালেরা দরজায় বসে, কিছু দাও; সংসারের শীত রৌদ্রে ভয়ানক কষ্ট পাইতেছে, সাধকেরা দাও, হিন্দুস্থানের কাঙ্গালদের দাও।" তারা পথে পথে বেড়াচ্চে, হে পিতঃ, আমরা পাষাণ দিয়া ত হৃদয় বাঁধি নাই, ইহা শুনিয়া আমরা কি চুপ করিয়া থাকিতে পারি? কিন্তু যদি আমাদের চরিত্র তেজস্বী হয়, পুণ্যবান্ হয়, উপাসনা সরস হয়, মনে ফকিরী হয়, তবে ত দিতে পারি। আমরা কি পাষাণ হইব? এই যে লক্ষ লক্ষ লোক কষ্ট পাইতেছে, একবারও তোমাকে দেখিতে পাইল না, ক্রোধ, লোভ, কাম, নানা বিকারে তাদের আচ্ছন্ন করিয়াছে। অধর্ম্মে, বিষয়ে, কুসংস্কারে হিন্দুস্থান কাঙ্গাল হয়েছে; এখন, পরমেশ্বর, আমরা কি করিব? তুমি ভার দিয়াছ, আমাদিগকে খুব সাধন করিতে, কেন না এই সময়ে ঢের কাঙ্গাল আমাদের নিকট আসিবে; কিন্তু আমরা তার উপযুক্ত নই, সে জন্য, বুঝি, আমাদিগকে পাহাড়ে পাঠাইলে? বলিলে, তোদের কিছু নাই, কুবেরের কাছে যা, মণি মুক্তা ধন রত্ন লইয়া আয়, তার পর কাঙ্গালদের দে। খুব পুণ্যবান্ হব, জোরের সহিত বলিতে পারিব, এখনও পাপ নিকটে আসিতে পারে? এখনও সংসারের দাস হইব? যদি কুবেরের অংশীদার হই, তা হলে বলিতে পারিব। কাঙ্গালদের

কি বলিব যে, কুড়ি বৎসর সাধন করিলাম, একটু একটু বৈরাগ্য, একটু একটু ভক্তি হয়েছে বটে, কিন্তু এখনও রিপু দমন হইল না, পাপ গেল না, কু-অভ্যাস দূর হইল না, স্বভাব-দোষ একেবারে ত্যাগ করিতে পারিলাম না? এ যদি বলি, সব পাপী কাঙ্গাল—যারা হরিনাম জানে না, যোগ জানে না—কাঁদিয়া উঠিবে। তারা আমাদের উপর আশা করে আছে, হিমালয় হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত সব কাঙ্গালীরা বসে আছে, বলিতেছে, "ব্রাহ্মেরা, তোমরা বড় ধনী, আমাদিগকে খাওয়াও; তোমরা নববিধান পেয়েছ, কত ধন রত্ন পেয়েছ, অনেক হরিনাম সাধন করেছ, আমাদের ধন রত্ন দাও। অনাথ আমরা, আমাদিগকে খাওয়াও। পর্ব্বত থেকে কি নিয়ে এলে, আমাদিগকে দাও। ঈশার বাড়ী থেকে, মুষার কাছ থেকে, সক্রেটিস্ ও গৌতমের নিকট হইতে কি এনেছ, দাও।" হে পরমেশ্বর, তুমিই কি এ রকম করে কাঙ্গালীদের দিয়ে রাস্তা সাজিয়েছ, এ কাল লোকটাকে জব্দ করিবে বলিয়া? আমাদের মনে খুব উৎসাহ হবে বলিয়া, বুঝি, এ রকম করিয়াছ? মন, উঠ, কুবেরের বাড়ী চল, আমাদের এত কাঙ্গালী বিদায় করিতে হইবে। কি করিব, অনেক ধন রত্ন আনিতে হইবে। দেখ, মা, আমরা যদি এখন সংসারী পাপী হয়ে বসে থাকি, তা হলে আমরাও গেলাম, এই কাঙ্গালীরাও গেল। মা, তুমি যে এই কয়টা লোককে সাধক-শ্রেণীভুক্ত করেছ, এরা কি করে? কাঙ্গালদের কি দেবে? তুমি বলিতেছ, "তোদের কুড়ি বৎসর খাওয়ালাম, তোদের কাঙ্গালীদের অনেক দিতে হবে। তোদের ঈশার মত পবিত্রচরিত্র হতে হবে, তোরা এখন রাগ করিতে পার্‌বি না, লোভ করিতে পার্‌বি না, তোদের লক্ষ বার ক্ষমা করিতে হইবে, তোরা যা, কাঙ্গালীদিগকে এই সব দেখাগে; পুণ্যবস্ত্র, শুদ্ধ চরিত্র, মিষ্ট উপাসনা, গভীর যোগ, এ সব ওদের দেখাতে যা। এত দূর এলি, এখন যোগী ঋষিদের নিকট হইতে যা

পেয়েছিস্, নিয়ে যা।" দয়াময়, আজ আমাদের বড় দায়িত্ব। তুমি দয়া করে এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন কুবেরের বাড়ী থেকে অনেক ধন রত্ন সঞ্চয় করিয়া, আপনারা ধনী হইয়া, ঐ কাঙ্গালদের খাওয়াতে পারি। দীননাথ, তোমার শ্রীচরণে পড়িয়া এই নিবেদন করি, তুমি আজ আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর। [মো] শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ভক্তগণ কবে মিষ্ট হইবেন

(নৈনীতাল, শুক্রবার, ১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক ;
২৮শে মে, ১৮৮০ খৃঃ)

হে দয়াময়, হে মুক্তিদাতা, হরিনাম মিষ্ট নাম, সাধুনামকেও তুমি কৃপা করিয়া মিষ্ট কর। সর্ব্বাগ্রে তুমি স্তবনীয়, পূজনীয়। তোমাকে পূজা, নমস্কার সর্ব্বাগ্রে করিব। সর্ব্বস্রষ্টা তুমি, তোমার নিকট সর্ব্বাগ্রে পাপীর মস্তক নত হইবে; কেবল নত হইবে না, কিন্তু আমাদের আত্মার পক্ষে মিষ্ট আস্বাদন তুমি হইবে, যার আস্বাদনে আর সব তিক্ত বোধ হইবে। যখন তোমার কাছে বসিব, মনে হইবে, যেন সুধাপান করিতেছি; চক্ষু তোমার রূপরস পান করিবে, কর্ণ তোমার বাণীরস পান করিবে, হৃদয় তোমার সহবাসে অমৃতসাগরমধ্যে ডুবিবে; আত্মার মুখ নাই, কিন্তু ঠিক বুঝিব, আত্মা তোমার রূপরস পান করিয়া মুগ্ধ হইতেছে; তাহা হইলেই, হে ঈশ্বর, তুমি আমাদের প্রিয় হইলে, নতুবা প্রিয় হইতে পারিলে না। তুমি যদি প্রেমের বস্তু, আনন্দময় হরি হইলে, তবে জগজ্জনের কর্ত্তব্য, তোমাকে প্রিয় বলিয়া জ্ঞান করে। ঠিক যেমন মিষ্ট সমীরণ আসিতেছে, সুন্দর নদী সম্মুখে, সুমিষ্ট স্বরে পাখী গান করিতেছে, এ সব ভাবুকের নিকট প্রিয়, সেইরূপ তুমি হবে। এ যদি না হইলে, তবে তুমি প্রিয় হইলে না। আমরা

পূজা করিলাম, তোমাকে ডাকিলাম ; কিন্তু একটী বাকি রহিল, তোমাকে মিষ্ট ভেবে সুখী হইলাম না। তোমার পূজা করিলাম, কিন্তু সংসারে গিয়া দেখি, তোমার চেয়ে অনেক মিষ্ট সামগ্রী আছে ; স্ত্রী পুত্র পরিবার, টাকা কড়ি সব বেশ মিষ্ট, কিন্তু হরি আমার মিষ্ট হইলেন না। আমার হরির রূপ দূর থেকে দেখে, কৈ মোহিত হইলাম ? হরির কাছ থেকে সংবাদ এয়েচে শুনে, কৈ প্রাণ গলে গেল ? হরির নিকট হইতে সাধুরা এয়েচেন, তাঁদের দেখে কৈ প্রাণ মিষ্ট রসে অভিষিক্ত হইল ? সে ব্রাহ্ম মূর্খ, যে কেবল উপাসনা করে, কঠোর বৈরাগ্য করে, কিন্তু হরিকে নিয়ে তার প্রাণ সুখী হইল না। তবে কি তুমি আকাশের ন্যায় শূন্য পদার্থ, না, পাথর ? হরিনাম মিষ্ট জিনিস। কিন্তু তুমি মিষ্ট কৈ হইলে ? সুধা কৈ হইলে ? যত মিষ্ট, সমুদয় ঘনীভূত হরির নামেতে, যে দিন ইহা বুঝিব, সে দিন যথার্থ তোমায় পাইব। আর এটা যখন বুঝিব, তখন তার সঙ্গে আরও একটা ভাব আসিবে। ঈশা আসিবেন, মুষা আসিবেন, যোগী ভক্ত সকলে আসিবেন। প্রথমে ছিল ঈশ্বর-সাধন, তার পর হ'ল হরিনামসাধন ; তেমনি এখন আছে সাধু-সাধন, ইহার পরে হবে সাধুনামসাধন। একটী একটী সাধু, বীণার একটী একটী তারের মত মিষ্ট হবে, চিনির মত মিষ্ট হবে। তোমার ছেলেদের নাম পিতার নামের জন্য প্রিয় হবে। কিন্তু, হরি, আমরা যখন তোমাকেই মিষ্ট বলি না, তখন তোমার সাধুদের নাম আমাদের নিকট কিরূপে মিষ্ট হবে ? আমাদের নিকট সাধু আর সুধা, সুধা আর সাধু এক কেন হইল না ? আমার প্রাণ তৃষিত মৃগের ন্যায় কেবল স্বর্গের সুধা ও মিষ্ট রস পৃথিবীতে অন্বেষণ করিতেছে। হরি, আমার নিকট স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, সংসারের বন্ধু, এ সব মিষ্ট হইল ; কেবল, হরি, তুমি আর তোমার সাধুরা মিষ্ট হইতে বাকি রহিলে ? আমরা তোমার ও তোমার ভক্তগণের সমাদর করি বটে, খাতির করি বটে, কিন্তু যখন

তুমি অসীম সুধার্ণব হইবে ও তাঁহারা ছোট ছোট সুধার সরোবর হইবেন, তখনই স্বর্গ পাইব। জীবন এমনি মত্ত হইবে যে, নামেতে সুধা পাইব। যত যোগী ঋষি ও ভক্তগণ আমাদের প্রিয় হইবেন। আমার মধু তুমি হও; হরি, তোমার পাদপদ্ম আমার নিকট মধুর ভাণ্ডার হউক, আর তোমার সাধুগণ মধুর বিন্দু হউন। আমরা সুধামাখা হরিনাম করি, আর তোমার ভক্তদের নামও বলি, আর মত্ত হই। অনেক মধু আছে, কিন্তু আমরা দেখিতে পাই না। দেব, আমরা যেন কেবল উপাসনা করিয়া নিশ্চিন্ত না হই; কিন্তু হরিনাম এবং সমুদয় সাধুগণের নামকে মধুর ন্যায় করিয়া পরিতৃপ্ত হই। হরি, তুমি দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নূতন করে আঁক

(নৈনীতাল, শনিবার, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক;
২৯শে মে, ১৮৮০ খৃঃ)

হে দয়াসিন্ধো, হে প্রেমস্বরূপ, তোমার হাত অত্যন্ত সুন্দর এবং সুনিপুণ। কত লোক পৃথিবীতে ছবি আঁকিয়াছে এবং আঁকিবে, তাহার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর তোমাকে বলি; সহজ ভাষায় বলিতে গেলে, তুমি একজন ছবিওয়ালা লোক। ঢের ছবি আঁকিয়াছ, ঢের ছবি আঁকিবে, সে সকল ছবির শোভা ভক্তজন-মনোলোভা। আবার যিনি আঁকেন, তিনি সমুদয় সৌন্দর্য্যের ঘনীভূত আধার। মনে যদি ভাব না থাকে, তুলিতে কেহ আঁকিতে পারে না। ভাবের ভাবুক তুমি, যখনই তুলি ধর, আপনি ভাবের তরঙ্গ উঠে। এক চন্দ্রে কত লাবণ্যের প্রকাশ করিয়াছ, একটী একটী ফুলে কত শোভা করিয়াছ, সমুদ্রের তরঙ্গের উপর সূর্য্যের

কিরণ ঢেলে দিয়ে কি সৌন্দর্য্য দেখাও, পাহাড়ের মাথার উপর গাছগুলি দিয়ে কি শোভা প্রকাশ করিলে, আকাশের উপর অগণ্য গ্রহ নক্ষত্র দিয়ে কত শোভা করিলে, পাখীর শরীরে কত রঙ্ ফলালে; এ সব তুমি না করিলে, চিত্রকর বলে কেউ তোমাকে মানিত না, ভালবাসিত না। ভাবের ভাবুক তুমি, তোমার ভাবরস তুলি দিয়ে নির্গত হয়। সবই তোমার ভাবের খেলা, ঐ হাত দিয়ে যা করিতেছ, সবই ছবি। যারা ছবি আঁকে, আঁকিবে বলিয়া আঁকে, কত চেষ্টা করে, কত পরিশ্রম করে; কিন্তু, হরি আমার, যা আঁকিতেছ, সবই ছবি। আকাশ, জীব, জন্তু, গাছ, সব ছবি; তার পর সব ছবি দেখে মানুষের ছবি দেখ্‌তে যাই, একেবারে মোহিত ও হতবুদ্ধি হইয়া যাই। মুখ যেমন, তাতে আবার তেমনি ভাব দিলে। কেমন যোগীর ছবি ঐখানি, কেমন তেজস্বী ঐখানি, কেমন ভক্ত প্রেমিকের ছবি ঐখানি। আবার যাঁদের ছবিতে বৈকুণ্ঠধাম সাজান রয়েছে, ঐ সব ছবিতে যত সুখের রঙ্, সুধার রঙ্, পুণ্যের রঙ্ সব কেমন ফলিয়াছে। এক একখানি আত্মা কত সুন্দর। এ সব ছবি যে দেখেছে, সে কি কথায় বলিতে পারে? তোমার মূর্ত্তি, তোমার সৌন্দর্য্য এই ছবিগুলিতে ঢেলেছ। যিনি জড়েতে, জীবেতে, মানুষেতে, দেবতাতে এত সুন্দর ছবি করিলেন, না জানি, তিনি কত সুন্দর! চিত্রকর পরমেশ্বর, ভাবের ভাবুক মহাদেব, তোমাকে কেন ভাবি না? তুমি আমার প্রাণকে সুন্দর কেন কর, আমার ভ্রাতার প্রাণকে সুন্দর কেন কর, আর ঐ বড় বড় মহাত্মাদের ছবি অত সুন্দর কেন কর? তুমি যা কর, তাই সুন্দর, তোমার সৌন্দর্য্যময় হাতে যা আঁক, তাই সুন্দর। রোজই আঁকৃছ, একটাও খারাপ হইল না। পৃথিবীতে মধ্যে মধ্যে শিল্প-প্রদর্শন হয়, যারা ভাল ভাল ছবি আঁকে, পারিতোষিক পায়; হরি, তোমাকে কেউ পারিতোষিক দেয় না। কে বোঝে তোমার ছবি, কে তোমার মহিমা

বাড়াতে পারে? একখানা ঈশার এক ক্ষমার মূল্য কে দিতে পারে? তোমার সুনীল আকাশের চন্দ্রের দাম কে দিতে পারে? ও রঙ্ ফলালে কে? লোকে বলে, মহাত্মারা জন্মগ্রহণ করেছেন। কিন্তু তা তো নয়, তুমি বিরলে বসে একখানি ছবি আঁকিলে, আঁকিয়া পৃথিবীতে ফেলিয়া দিলে, আর ঈশার জন্ম হইল। গোপনে বসিয়া শ্রীচৈতন্যের মূর্ত্তি আঁকিলে, আঁকিয়া ফেলিয়া দিলে, ছবিখানা বাতাসে উড়াইয়া নবদ্বীপে ফেলিল। লোকে বলিল, মহাত্মা জন্মিলেন। তুমি কেবলই ছবি আঁকিতেছ, রোজ সকালে বাগানে বাগানে, পাড়ায় পাড়ায় বেড়াইয়া ফুল, ফল, গাছে সমুদয় রঙ্ ফলাইয়া বেড়াও। তোমার ঈশা, মুষা, চৈতন্য, সক্রেটিস্, গৌতম, ইঁহাদের মুখে প্রেম পুণ্যের দুধে আল্‌তা রঙ্ তুমি দাও, না? এ সব ছবি তুমিই কর, ওহে কবি! তোমার হাতের ছবি অতি সুন্দর হয়। যদি প্রাণ ভাবুক হয়, তোমার বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে অনেক নূতন সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়। হে প্রাণেশ্বর, আঁক আঁক, আরও ছবি আঁক। একটী কথা রাখিবে কি? আমাকে আর আমার বন্ধুদিগকে আঁক, নূতন করে আঁক। যোগের, ভক্তির, পুণ্যের রঙ্ দিয়ে আঁক। যেন সকলেই দেখিলে বলিতে পারে যে, এ শতাব্দীতেও পরমেশ্বর নূতন নূতন সুন্দর ছবি আঁকিতেছেন, জননি, দয়া করিয়া তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

আকাশের মত কর

(নৈনীতাল, রবিবার, ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক ;
৩০শে মে, ১৮৮০ খৃঃ)

হে দয়ার সাগর, সর্ব্বাধিপতি পরাৎপর মহাদেব, গম্ভীর এই সকল

পর্ব্বত, আরও গম্ভীর প্রকাণ্ড আকাশ, আরও গম্ভীর তুমি মহাদেব। ছোটকে বড় কর, ক্ষুদ্রকে মহৎ কর, চিরকাল করেছ। হে পিতঃ, এবারও কর। পৃথিবীর কতকগুলি ছোট কীট আস্তে আস্তে পর্ব্বতের উপর এসেছে। ছোট ভাব এখানে নাই, নীচ হওয়া, হীন হওয়া এখানে নাই। এ মহত্ত্বের স্থান। বড় বড় অভিপ্রায়, প্রশস্ত আশা, সুদীর্ঘ রুচি কামনা, এই সকল এখানে থাকিতে পারে। নীচতা ক্ষুদ্রতা সেখানে, যেখানে আমরা ছিলাম। উচ্চতা ও মহত্ত্ব এখানে। হে দেবদেব, তোমার সিংহাসনের এক দিকে মহত্ত্ব, আর এক দিকে পরাক্রম, সম্মুখে অনন্ততা, পশ্চাতে অনন্ততা। তোমার মাথার উপর লেখা অনাদি অনন্ত। আমরা চিরকাল ছোট ছোট বিষয় লইয়া আছি, মনে কেবল ক্ষুদ্র চিন্তা; আমি যে সংসারের কীট এখানে আসিয়াছি। আমি কি জানি না যে, আমি ভূমা পরমেশ্বরের দাস হইয়াছি, মহতের, অনন্তের আশ্রয় লইয়াছি, আমাকে কি ক্ষুদ্র সময় অধিকার করিবে? আমি এই ক্ষুদ্র জীবনে সুখ হইল, কি দুঃখ হইল, তাই ভাবিব? অনন্তের রক্ত আমার বুকের ভিতর, আমি ভাবিব, অনন্তের রাজ্য কবে বিস্তৃত হইবে? মহাদেবের ধ্যানে সকলে কবে মগ্ন হইবে? কীটের মত ভাবনা এখনও কি আমার থাকিবে? কেবল এর মন্দ করিব, ওর মন্দ করিব, কি খাব, কি পরিব, এ সব নীচ ভাবনা চলে যাক্। মহাদেবের পদতলে মন বসুক। হৃদয় খুব প্রশস্ত হউক। মস্তক উন্নত হউক। ধর্ম্মরাজ্য আসিল কি না, পৃথিবীর গতি হইল কি না, এ সব ভাবিব। নতুবা আমার কাপড়খানি ভাল হইল কি না, আমার একটু অপবিত্র সুখ হইল কি না, এ সব কি হরির তনয়ের ভাবনা? হিমালয় আমাদিগকে বলিতেছে, "নীচগণ, তোদের মন বড় হউক, নতুবা মহাদেবের কাছে যাইতে দিব না। যদি পার্থিব বিষয়-চিন্তা করিতে হয়, নীচে যাও।" হে পরমেশ্বর, তোমাকে

উপনিষদ্ আকাশ নাম দিয়াছে। ঠিক বৃহৎ আকাশ, হাত নাই, পা নাই, শরীর নাই, এজন্য তোমাকে আকাশ বলে। হে আকাশ, আমাদিগকে আকাশের মত কর, ডোবাকে সমুদ্র কর; মহৎ, আমাদিগকে মহৎ কর। একটী ছোট বাটিতে একটুখানি জল আছে, তাকে নদীর ন্যায় কর, তাহা হইলে সমুদ্রের দিকে যাইবই যাইব। হিমালয় এই করে যে, মানুষের যোগ ভক্তির নদী নামাইয়া দেয়; শত সহস্র বৎসর চলুক, সমুদ্র খুঁজিয়া লইবেই। মিশেছে গঙ্গা সাগরে, পড়েছে নদী সমুদ্রে—এই হইল যোগ। হিমালয়ে মন যোগী হয়ে শেষে নদী হয়ে চলে চলে ব্রহ্মেতে মিশে গেল। আর নীচ চিন্তা ভাল লাগে না, মহৎ হইব, ফকীর হইব, তোমার সেবা করিব, চক্ষের জলে চরণ ধৌত করিব। তোমার কাছে চিরবন্দী হইব। হে আকাশ, সন্তানকে গ্রাস কর, আমাদের বাস নিম্নভূমি নয়। আকাশের সৃষ্টি যোগী ঋষির জন্য। আকাশে যোগী যোগ, এবং ভক্ত ভক্তি সাধন করিতেছেন। হরি, মনকে আকাশের মত করে তোমার ভিতরে যাইব। যে বিশ্বাসী হয়, তোমাকে আকাশ মনে করিয়াও বস্তু বোধ করে; আর যে অল্প বিশ্বাসী হয়, সে আকাশ মনে করে ভাবে শূন্য। আকাশে ব্যাপ্ত মহাদেব, তাই দেখিব। মন, সংসারের লোভ মোহ চিত্তবিকার চিরকাল কি ভাল লাগিবে? সব ফেলে দাও, আকাশে উঠ। জীবন আকাশের ভিতর আকাশ হইয়া গেল, শরীর মন চক্ষু সব পবিত্র সূক্ষ্ম হয়ে গেল। পরস্পরকে দেখিব, স্বচ্ছ কাচের মত হইয়া গিয়াছি, আকাশের মত হইয়া গিয়াছি, পাপের মোটা শরীর আর নাই। জ্ঞানের ভিতর জ্ঞান, আনন্দের ভিতর আনন্দ, সত্যের ভিতর সত্য, পুণ্যের ভিতর পুণ্য হইয়া গিয়াছে। এ বড় শক্ত সাধন। জগদীশ্বর, আমি বড় নীচ, সংসারের সহস্র শৃঙ্খলে বদ্ধ, মায়ার রজ্জুতে বদ্ধ, আমি কি এ সাধন করিতে পারিব? কিন্তু, মহাদেব, তবু তুমি ডাকিতেছ, বলিতেছ, ওঠ্, এবার শূন্যে নিরবলম্ব হয়ে বসিতে

হইবে, আমার হাত ধর্ এই আকাশে বোস্। তখন স্থির হয়ে বসে গম্ভীর জমাট্ দেখিলাম পূর্ণানন্দ, পূর্ণজ্ঞান, পূর্ণশক্তি আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, দেখিলাম। হে আকাশ-স্বরূপ, আশীর্ব্বাদ কর, তোমার ভিতর বসি ; বিজ্ঞান এই শিক্ষা দিয়াছে যে, চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ সকলকে আকাশ ধরিয়া রহিয়াছে। যে হরির হস্ত জড়রাশিকে ধরিয়া আছে, সেই হরি আমাদিগকে ধরিয়া আকাশে রাখিলেন—কি শোভা ! আমাদের আত্মাকে তুলিবে, কোথায় চলে যাব, সপ্ত লোকের অতীত হয়ে চলে যাব। হে হরি, তোমার এই সন্তানগুলির হৃদয় যেন দিন দিন উচ্চতর হয়, এই তোমার চরণে প্রার্থনা। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

তিনখানি সুর এক

(নৈনীতাল, সোমবার, ১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক ;
৩১শে মে, ১৮৮০ খৃঃ)

হে জ্যোতির্ম্ময়, হে দয়াময়, সাধকের পুস্তক না হইলে চলে না। ধর্ম্ম-গ্রন্থ বিনা বিশ্বাসীর কিরূপে চলিবে ? কি পড়িবে, কি ভাবিবে, যাই মানুষ জিজ্ঞাসা করে, অমনি তুমি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডকে একখানি পুস্তক করিয়া তাহার সম্মুখে ধর। হে জগদীশ্বর, বই আছে, প্রকৃতি-পুস্তক সাধকের খুব পাঠ করা উচিত। যে প্রকৃতির সঙ্গে বিরোধ রাখে, সে আপনাকে বিকৃতিতে ফেলে, সুতরাং প্রকৃতির প্রাণ যে তুমি, তোমাকে জানিতে পারে না ; যার প্রাণের সুর প্রকৃতির সঙ্গে মিলে না, ব্রহ্মের সঙ্গেও তার মিলে না। বীর রস, করুণ রস যাহা কিছু আছে, তোমার প্রকৃতি তাহার পরিচয় দেয়। প্রকৃতি-পুস্তকের এক অংশে তোমার গৌরব, এক অংশে

দয়া এবং এক অংশে সৌন্দর্য্য লেখা আছে। সেই পুস্তক যোগীরা পড়িতেছেন, পড়িতে পড়িতে ভাবে মত্ত হইয়া, ধ্যানে মগ্ন হইয়া গেলেন। প্রকৃতি, তুমি, আর যোগী, তিন জনে মিলে গেলে। আহা, ঈশ্বর, যোগীর মনোবাঞ্ছা যুগে যুগে পূর্ণ করিলে; কাঙ্গালের মনোবাঞ্ছা কবে পূর্ণ করিবে? প্রকাণ্ড ধর্ম্মপুস্তক পড়িয়া রহিয়াছে, কবে পড়িব? যোগী যখন প্রকৃতির কাছে যান, প্রকৃতি বলেন, "যোগী, আগে আমার সঙ্গে সুর মেলাও, তা না হলে ব্রহ্মকে পাইবে না। চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বজ্রধ্বনি, বিদ্যুৎ, সমুদ্র, বাগান, পশু, পক্ষী, এ সমুদয় লইয়া আমি বসিয়া আছি, একখানি সুর মিলাইয়া বসিয়া আছি; তুমি আমার নিকট বসিয়া এই সুরে লয় হইয়া যাও, তবে ব্রহ্মদর্শন পাইবে। এ মধ্যবর্ত্তী অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মের নিকট যাইতে পাইবে না।" আদি মহাপুরুষ, বসিয়া আছ, মধ্যে এই সৃষ্টি, ইহাকে অতিক্রম করিয়া তোমার নিকট কেহ যাইতে পারে না। কুবাসনা এসে আমার একটা তার ছিঁড়িয়া দিল, রাগ এসে একটা তার টানিয়া দিল, লোভ একটা তার আল্‌গা করিল, তাই বাজাতে গেলাম, প্রকৃতি-নারদের বীণার সঙ্গে মিলিল না, কাঁদিতে কাঁদিতে ফিরিয়া আসিলাম। এই যে মধ্যবর্ত্তী প্রকৃতি, ইহার সহিত মিল না করিলে, মহেশ্বর, তোমাকে কেহ জানিতে পারে না। আমার মন, প্রকৃতি, আর তুমি, তিনখানি সুর এক করিয়া দাও। আমার জ্ঞান প্রেম, প্রকৃতির জ্ঞান প্রেম, এবং তোমার জ্ঞান প্রেম মিলিয়া যাইবে। তুমি প্রকৃতিতে বোস, প্রকৃতিতে তোমার প্রকাশ দেখি। অপ্রকাশ ঈশ্বর, স্বপ্রকাশ প্রকৃতি, আর আমার মন, তিনে এক হবে। মেঘে তোমার মহিমার ধ্বনি করিতেছে, আর আমার মন সংসার সংসার করিতেছে, ভাঙ্গা শব্দ হইতেছে। যে প্রকৃতির সঙ্গে সুর না মেলায়, সে বিকৃত হয়ে যায়। টাকা কড়ির দৌরাত্ম্যে গোলমালে আমি রাগ করিতেছি, আর প্রকৃতি শান্ত, এজন্য মানুষ পারে

না; এখন বুঝিতে পারিতেছি, যোগীরা কেন যোগ-পর্ব্বতে আরোহণ করিতেন। প্রকাণ্ড আকাশে সূর্য্য, চন্দ্র, সুশীতল বায়ু, এ সমুদায় যোগীর মনকে প্রকৃতির ভিতরে লইয়া যায়, তিনি ডুবিয়া যান। এজন্য বুঝি, যোগীরা উষা, নদ, নদী, পর্ব্বত ইত্যাদির মহিমা গান করিতেন। এখনকার লোকে এ সুরে শিক্ষা পায় না, সভ্যতার সঙ্গে সুর মিলাইতে যায়, প্রকৃতি রাগ করে' ঠাকুর ঘরের দরজা বন্ধ করে দেন। হে পিতঃ, ক্ষমতা দাও, তোমার প্রকৃতিকে তুষ্ট করি, বিকৃতিতে মানুষ তোমাকে পায় না। হে পিতঃ, দয়া কর, প্রকৃতির বিরোধী হইতে দিও না, প্রকৃতিকে বন্ধু করিতে দাও, চক্ষু মুদিয়া প্রকৃতিকে দেখি, দেখিতে দেখিতে মন উদাসীন হবে, ভাবের উপর ভাব আসিয়া শেষে ব্রহ্মসমুদ্রে লয় হইয়া যাইব। হে প্রকৃতির নাথ, তোমার প্রকৃতিকে তুষ্ট করিয়া, তাহার সঙ্গে বন্ধুতা করিয়া, যেন তোমার ঘরে গিয়ে কৃতার্থ হইতে পারি, এই তোমার চরণে প্রার্থনা। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

দয়া পরম ধর্ম্ম *

(নৈনীতাল, বুধবার, ২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক;
২রা জুন, ১৮৮০ খৃঃ)

হে মঙ্গলসমুদ্র, যদি দয়া করিয়া আমাদের প্রার্থনীয় হইলে, তবে যাতে এ জীবনে দয়ালু হতে পারি, তুমি কৃপা করে এমন বিধান কর। পিতঃ,

---

* দৈনিক প্রার্থনা অষ্টম ভাগে "২রা এপ্রিল, বুধবার, ১৮৮২ খৃঃ" তারিখ দেওয়া ছিল। এই প্রার্থনার পরই ৩রা জুনের (১৮৮০ খৃঃ) "যোগী পরিবার" প্রার্থনা আছে। ১৮৮২খৃঃ, ২রা এপ্রিল 'বুধবার' হয় না, ১৮৮০ খৃঃ, ২রা জুনই 'বুধবার' হয়। সুতরাং এই

দয়া শব্দের অর্থ যে ভারী। এ কথা ছোট, কিন্তু একটু ভাব্‌লে বুঝিতে পারি যে, দয়া অর্থ পরিত্রাণ। তোমাকে যদি কেবল পবিত্র বা সর্ব্ব-শক্তিমান্ ভাব্‌তাম, তা হলে তুমি পরিত্রাতা নও, এটাও ভাব্‌তে পারতাম। কিন্তু যাই ভাবিলাম, তোমার দয়া উথলে পড়ল, অমনি পরিত্রাতা নাম ধর্‌লে। তুমি আমাদিগকে খেতে দেবে কেন? তুমি যে দয়ালু। আমি যে শত বার পাপ করেছি, তার পর কেন তুমি আমার বাড়ীতে আস্‌বে? তুমি যে দয়ালু। তুমি নিরাকার হয়ে নববিধানে সাকার অপেক্ষাও উজ্জ্বলরূপে দেখা দিলে কেন? তুমি যে দয়ালু। হে পিতঃ, তোমার যদি এই দয়া-ধর্ম্মটি অতি সামান্য পরিমাণেও আমাদের এই পাথরের হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়, তা হলে দয়ার কল চল্‌বে। একটু দয়ার কল চল্‌লে, সকল কর্ত্তব্য সাধন হবে। যাকে যা দেবার, করবার, সব হবে; পৃথিবীর সকল দুঃখ মোচন হবে, নববিধান প্রচার হবে; শান্তিরাজ্য স্বর্গ থেকে এসে পৃথিবীতে স্থাপিত হবে। আমরা ভাবি, কেন পরের দুঃখের কথা ভাব্‌ব? কেন দয়া কর্‌ব? কেহ দয়া কচ্চে না, তা কেন আর জিজ্ঞাসা কর্‌ব? আমরা কেবল যোগ এবং ধ্যান কর্‌ব। বিনীত নিবেদন, পিতঃ, দয়ালু কর। এই যে উপস্থিত বিপদ্, বন্ধুর কঠিন রোগ, যার জন্য প্রাণ ভাবিত; আমরা যদি দয়ালু হই, কখনও এ সময় মন শান্ত রাখিতে পারিব না,—যতক্ষণ না তাঁর প্রাণ-রক্ষার জন্য চেষ্টা করিব, সেবা করিব। যে দয়া তোমার হৃদয় থেকে এসে আমাদিগকে পরিত্রাণ কর্‌বে, সেই দয়ার দিকে আমরা তাকিয়ে আছি। সেই দয়ার জন্য কেন দীন দুঃখীরা আমাদের নিকট প্রত্যাশা কর্‌বে না? কোমল-হৃদয় হওয়া চাই, নতুবা তোমার

প্রার্থনার তারিখ ২রা জুন, ১৮৮০ খৃঃ, বুধবার হইবে। আর আচার্য্যদেব এই সময়ে নৈনীতাল ছিলেন, সুতরাং এই প্রার্থনা নৈনীতালের প্রার্থনা। ১৮৮২ খৃঃ, ২রা এপ্রিল, রবিবার তারিখের "অস্থিরতার মধ্যে অচল" আর একটী প্রার্থনা আছে।

দয়া পাব কেমন করে? হে ঈশ্বর, দয়াধর্ম্ম বড় ধর্ম্ম। দয়াই ধর্ম্মের মুল; দুঃখীদের দুঃখের জন্য আমাদিগকে খুব কাঁদাও। আমাদের মনে দুঃখ নাই পৃথিবীর জন্য। আমাদের দয়া নাই। দয়া না থাকলে, শত শত লোকের দুঃখের কথা শুনলেও, আমরা চুপ করে থাকব। দয়াময়, তোমার নববিধানে যদি সকল বিষয়ে সুশিক্ষা লাভ করিতে হবে, তবে দয়া শিক্ষা দাও। মা, তোমার কাছে হাত যোড় করে নিবেদন করি, দয়া করে আশীর্ব্বাদ কর, হৃদয় যেন দয়ারসে কোমল হয় এবং প্রাণ যেন পরদুঃখে কাতর হয়ে, দয়াব্রত চিরকাল সাধন করিতে পারে। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

আদর্শ যোগী পরিবার *

(নৈনীতাল, বৃহস্পতিবার, ২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক;
৩রা জুন, ১৮৮০ খৃঃ)

হে পরম পিতঃ, হে দীননাথ, যোগের এই সুন্দর ছবি যেন সত্য হয়। মনুষ্যের পৃথিবীতে আসা যে জন্য, তাহা যেন বিফল না হয়। জীবনের সর্ব্বোচ্চ অবস্থা সকল কাজে পরিণত কর, যেন কল্পনাতে তাহা থাকিয়া

---

* দৈনিক প্রার্থনা অষ্টম ভাগে ("যোগী পরিবার" শীর্ষক) এই প্রার্থনা আছে। তাহাতে তারিখ কেবল ৩রা জুন লিখিত, খৃষ্টাব্দের উল্লেখ নাই। ইহাতে পর্ব্বত কৈলাস প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ ও তাহার ভাবের দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায়, ইহা হিমালয়ের প্রার্থনা। সুতরাং এই প্রার্থনা যে ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কেন না আচার্য্যদেব ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে জুন মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত নৈনীতালে ছিলেন। ১৮৮২ খৃঃ ৩রা জুনের পরে তিনি দার্জ্জিলিং যান এবং ১৮৮৩ খৃঃ জুন মাসে সিমলায় ছিলেন বটে, কিন্তু সে সময়কার ৩রা জুনের পৃথক প্রার্থনা আছে।

না যায়। হে ঈশ্বর, নর নারী যখন সপরিবারে মিলিত হইয়া, পর্ব্বতোপরি তোমার সুন্দর মূর্ত্তি দেখিবে, মন প্রাণ তোমাকে সঁপিয়া দিবে, তখনই এখানে আসা সার্থক হইবে। নিম্নভূমিতে তোমার দাস দাসী হইয়া তাহারা তোমার কার্য্য করিবে, তোমার সেবা করিবে, আর উচ্চভূমিতে যোগে মগ্ন হইয়া তোমার ভিতর প্রবেশ করিবে, ইহা যখন হইবে, তখনই জীবন সফল হইবে। আদর্শ পরিবার কল্পনা করিলাম, এই জন্য যে, ঐ আদর্শ জীবনে পরিণত করিতে পারিব। মন প্রাণ জয় করিয়া, সপরিবারে সবান্ধবে এই পর্ব্বতে অধিবাস করিব, ইহা অপেক্ষা উচ্চতর অবস্থা আর কি হইতে পারে? একটী সুখের পরিবার হইবে, দশটী সুখের পরিবার হইবে, এ সমুদয় কল্পনা মনের ভিতর সর্ব্বদা আন্দোলিত হইতেছে। কবে ছবি সত্য হইবে, কল্পনা জীবন-ভূমিতে স্থান পাইবে, ছবির ভিতর প্রাণ প্রবেশ করিবে? প্রথমে মনোমধ্যে সর্ব্বোচ্চ আদর্শ কল্পনা করিলাম, দেখিলাম, বৈকুণ্ঠধামে নর নারী ভক্তি এবং যোগে পূর্ণ হইয়া ঋষি যোগী-দিগের দ্বারা বেষ্টিত হইয়া, ব্রহ্মজ্যোতি মধ্যে ব্রহ্মনাম গান করিতেছে। নীচ সংসার পরাজয় করিয়া, সকলে অতি উচ্চভাবে সমাধির অবস্থায় জীবন কাটাইতেছে। দেখিয়া মন নৃত্য করিতে লাগিল, বলিল, ঐ কৈলাসকে জীবনে আনিব; ঐ পবিত্র মনোহর আশ্রম, ঐ প্রেমধাম, ঐ স্বর্গধাম, ঐ ঋষিসভা, ঐ পরলোকরাজ্য জীবনে আনিব। পরমেশ্বর, তুমি সত্য। তবে এ কল্পনাও সত্য। তুমি বলিতেছ, এই আদর্শের ন্যায় হও, আমি প্রত্যেকের মানসপটে ছবি আঁকিয়া দিয়াছি; এইরূপে জীবনকে গঠিত কর। বন্ধু বান্ধব পরিবার লইয়া নূতন ধর্ম্মবিধান পূর্ণ কর। মাথার উপর নববিধানের নিশান উড়িতেছে, নীচে ব্রহ্মসাধক-মণ্ডলী। আর কেন নিদ্রায় অচেতন থাকিব? আমাদের প্রভু ত মৃতপুতুল নন। আমরা উঠিয়া দাঁড়াই, ভেরী বাজুক, স্বর্গ পৃথিবীতে আসুক, দেবলোক নরলোকে

আসুক। হায়! ব্রাহ্ম চিরকাল ছবি দেখিয়া কাটাইল; কত কাল আর কল্পনাশয্যায় শয়ন করিয়া স্বপ্ন দেখিবে? পিতঃ, বল, পাহাড়ে আছ ত? এখানে বন্ধু বান্ধব পরিবার লইয়া হরিনাম গান করিবার স্থান আছে? তবে বল, সত্য সাধন করি। তুমি বিরাট মূর্ত্তি ধরিয়া পর্ব্বতের উপর দাঁড়াও। জাগাও সকলকে, স্বামী স্ত্রী সকলকে জাগাও। বল, সকলে মিলিয়া, হিমালয়শিখরে বসিয়া, ব্রহ্মনাম গান করিয়া, নববিধান পূর্ণ করি। হে মহাদেব, তুমি সর্ব্বোচ্চ কৈলাসে বস, আর আমরা সকলে সপরিবারে এক একটী ছোট পাহাড়ে বসি! হে বিশ্বেশ্বর, তুমি কৃপা করিয়া সকলকে তোমার পদতলে বসাও। বজ্রধ্বনিতে কথা কও। পৃথিবী জাগুক। জয় জীবন্ত দেবতার জয়! আমরা কেবল জড়ের মত ঘুমাইতেছি, জীবন্ত পরমেশ্বর, এ ভাবে থাকিতে দিও না। সকলকে ডাক, যেন জীবন্ত যোগ সাধন করিয়া, আমরা জীবনকে সার্থক করিতে পারি। তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

প্রকৃতির নাম সামঞ্জস্য

(নৈনীতাল, শুক্রবার, ২৩শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক;
৪ঠা জুন, ১৮৮০ খৃঃ)

হে দয়াসিন্ধো, হে প্রেমস্বরূপ, হে স্বর্গীয় পিতা মাতা, আমাকে প্রকৃতির অনুগত কর। তোমার প্রকৃতি প্রেম, প্রকৃতি বিরোধ নয়। প্রকৃতি মিলাইয়া দেয়, অমিলন করে না। প্রকৃতির নাম সামঞ্জস্য, বিবাদ নয়। হে প্রেমস্বরূপ, ধার্ম্মিকেরা তোমার অনেক গুণের কথা বলিয়াছেন, এবং প্রশংসা করিয়াছেন; আমি তোমার এই একটী গুণ দেখি যে,

বিরোধ যেখানে, সেখানে তুমি মিলন। তুমি আপাততঃ বিরুদ্ধ বস্তুর মিলন কর। তুমি শান্তি-সংস্থাপক, মিলনের প্রতিষ্ঠাকারী। পরব্রহ্ম, বাঘ এবং মেষকে তুমিই এক ঘাটে জল খাওয়াইতে পার। কাল সাদা দুই রং লইয়াই ছবি করিতে পার। তোমাকে মিলনের প্রতিষ্ঠাকারী বলি কেন? প্রকৃতিতে কি কেবল সাদা রং, না, সবুজ রং? সমাজে কি কেবল পুরুষ? প্রকৃতিতে কি কেবল নারী? যাঁর রাজ্যে সমুদ্র, তাঁর রাজ্যেই দাবানল; যাঁর রাজ্যে পর্ব্বত, তাঁর রাজ্যেই নদী। যাঁর রাজ্যে পুরুষ, তাঁর রাজ্যেই স্ত্রী। তোমার রাজ্যে প্রকৃতিই শান্তির ব্যাপার। আমরা যদি সংসার কি মন প্রস্তুত করি, হয় ত সব গোলমাল করি। হয় ত কেবল জ্ঞান, না হয় ত কেবল প্রেম করি। হয় ত গরম, না হয় ত ঠাণ্ডা করিব। প্রকৃতি বলিতেছে, "খালি প্রেম, খালি জ্ঞান? পুরুষ কেবল পুরুষেরই মত? মেয়ে কেবল মেয়েরই মত? আমার স্বামী যিনি ব্রহ্মাণ্ডপতি, রাজাধিরাজ, তিনি কি করেন? তাঁর রাজ্যে সকল বস্তু আছে, কিন্তু ঐ দেখ, বাঘ আর মেষ এক ঘাটে জল পান করিতেছে। তাঁর রাজ্য মিলনের রাজ্য।" দেখিতে পাই, মুসলমান, হিন্দু, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টানের ধর্ম্ম, মেয়ে পুরুষ, বালকের ভাব সব এক দিকেই চলে। জননি, আমি প্রার্থনা করিতেছি, প্রকৃতি চাই, বিকৃতি চাই না; মিলন চাই, সন্ধি চাই। আমি চাই, যে কয়জন লোক নববিধানের আশ্রয়ে আছেন, তাঁরা যোগী প্রেমিক পুরুষ নারী বালক সব হইবেন। সূর্য্য, চন্দ্র, পাখী, জলের মাছ, বজ্রধ্বনি, সুমিষ্টকণ্ঠ পাখীর গান, সমুদ্র-আস্ফালনের তর্জ্জন গর্জ্জন, ছোট ছোট পাতার মৃদু শব্দ, এ কিছুরই সঙ্গে বিরোধ থাকিবে না। বৃদ্ধ প্রাচীন যোগী, এবং ঘোর সংসারের ভিতর থাকিয়া যে কাজ করিতেছে, পরিবারের সেবা করিতেছে, দুইজনের সঙ্গেই বন্ধুতা থাকিবে। লক্ষ লক্ষ পুস্তক পাঠ করিতেছে, প্রত্যহ বিদ্যা ও জ্ঞানের সাধন করিতেছে, তাহার

সঙ্গেও বিরোধ হইবে না, আবার যে সব বই ছেড়ে দিয়ে কেবলই ভাবের ভাবুক হইয়া থাকে, তদ্গত হইয়া থাকে, তাহার সঙ্গেও বন্ধুতা রাখিতে হইবে। এ সমুদয়ই প্রকৃতির মধ্যে জানিয়া, কাহারও সঙ্গে বিরোধ রাখিব না। কিন্তু সকলকেই বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিব। জ্ঞানী, প্রেমিক, কর্ম্মী, যোগী চারিজনই আমার ভাই। আমার সঙ্গে কাহারও বিবাদ থাকিবে না। পাহাড়ের উপর যোগী, আর সংসারের সওদাগর দুইই আমার বন্ধু। গ্রীসের পুরাতন পণ্ডিত, আর আজ যিনি বিজ্ঞানবিদ্ জন্মাইলেন, এ দুই আমার বন্ধু। আমি প্রবল ঝড়কেও ভাই বলিব, আর শান্ত স্থির সময়কেও বন্ধু বলিব। কেন না, প্রিয় পরমেশ্বর, আমি ত তোমারই। আমি যদি তোমার হইলাম, তাহা হইলে তোমার প্রকৃতির ভিতর আমার শত্রু কেহ নহে। সব আমার পিতার হস্তের কাজ। আমি এক অসাধারণ উদার প্রেমের ভিতর গিয়া পড়িয়াছি। ভূলোক, দ্যুলোক, শক্তি, কোমলতা, জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম, প্রেম, সব আমার বুকের ভিতর। ইহা যদি না হইল, তবে আমি নববিধানের ভিতর নহি। তুমি সেনাপতি, আমরা তোমার অধীন সেনা, আমরা কি তোমার কথা শুনিব না? তোমার এই হুকুম, "সকলকে ভালবাস. দৃষ্টান্ত দেখাও—শান্তি কুশল, উদার প্রেম কাকে বলে।" পিতঃ, আমি কেবল বুদ্ধির উদারতা চাই না, চরিত্রের উদারতা চাই, আর পরীক্ষিত হইতে চাই। যোগী, ভক্ত, কর্ম্মী, জ্ঞানী যাহাকে ভালবাসিতে বলিবে, তাহাকেই মস্তকে রাখিয়া নৃত্য করিব। সব তোমার রত্ন। তোমার প্রকৃতি উহাদের ভিতর অংশ অংশ হইয়া আছে, কিন্তু আমরা যেন প্রকৃতিকে অংশ না করি। যদি তাই করিব, তবে নববিধানের ভিতর কেন এলাম? তুমি আমাদিগকে বলিতেছ, "কি আমার সেনা হয়ে শত্রুর শিবিরে প্রবেশ করিস্? আমার আজ্ঞা এই, তোরা পৃথিবীতে শান্তি মিলনের রাজ্য স্থাপন করিবি।" জয় জগদীশ জয়! তোমার

প্রকৃতিরাজ্যের সব গ্রহণ করিব। দেখিয়াছি, প্রকৃতি যখন বীণা বাজান, সব সুর মিলাইয়া থাকেন। বিধানের ভক্তের প্রাণ মোহিত করেন। হায়, কবে এমন ভাগ্য হইবে যে, সকল সুর লইয়া একখানি সুর করিব, সকল ধর্ম্ম লইয়া একখানি ধর্ম্ম করিব। পুরুষ, স্ত্রী, ছেলে, বুড়ো সব হইব। আমাদের বেদ বেদান্ত শাস্ত্র এই যে, সামঞ্জস্য হইবে। প্রকৃতির নিকট মনের দ্বার খুলে দেব। বাহিরের আকাশ, ভিতরের আকাশ এক হইল। চীন, আমেরিকা, প্রাচীন কাল, আধুনিক কাল, আমার প্রাণের ভিতর সকলের মিল। হে মনোহর ঈশ্বর, তোমাকে বড় সুন্দর মনে হয়, যখন তোমার ঐ শান্তিসংস্থাপক গুণটী মনে হয়। তুমি সব সুর মিলাইয়া এক কর। তাই নববিধানের লোকেরা তোমাকে ধন্যবাদ দিতেছে। এস, মা, আমরা কাতর অন্তরে ভিক্ষা চাহিতেছি। পৃথিবী সাম্প্রদায়িকতাতে গেল। সব সামঞ্জস্য করে দাও। বুকের ভিতর জগৎ আন। প্রকৃতির সুর, আর আমাদের সুর এক কর। হে দয়াময়, দয়া কর, প্রাণ যেন প্রকৃতির সঙ্গে খুব মিলে যায় এবং তোমার সৃষ্টির সকলকে খুব ভালবেসে যেন জীবন শেষ করিতে পারি, তুমি দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

ভক্তের সমস্ত ভার বহন *

(নৈনীতাল, শনিবার, ২৪শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক ;

৫ই জুন, ১৮৮০ খৃঃ)

হে পরমপিতঃ, হে সন্তানবৎসল, প্রেম তোমার, পুণ্য তোমার, ইহা

---

* "আদর্শ যোগী পরিবার" প্রার্থনার ফুটনোট দ্রষ্টব্য। দৈনিক প্রার্থনা অষ্টম

আমরা অনেকে মানি; কিন্তু বুদ্ধি তোমার, জ্ঞান তোমার, ইহা আমরা মানি না। তুমি খুব দয়াময়, আশ্চর্য্য প্রেমের আকর, মনুষ্যকে খুব ভালবাস; যদি কেউ ভারি পাপ করে, তাহাকেও তুমি ক্রোড়ে লও, ইহা আমরা বিশ্বাস করি। তুমি দয়াতে মত্ত হইয়াছ, পুণ্যেতে উজ্জ্বল হইয়াছ, ইহা কে না মানে? কিন্তু একটী কথা মনে লাগে, সাধারণ সাধকেরা একটী কথা মানে না। লোকের মনে হয়, যেন তোমার জ্ঞান বুদ্ধিতে ত্রুটি আছে। মুখে এ কথা বলে না বটে, কিন্তু মনে এ রকম সংস্কার আছে; যদি বিশ্বাস করিতাম, তোমার এমন বুদ্ধি আছে, যাহাতে তুমি আমাদের সংসার খুব ভালরূপে চালাইতে পার, তাহা হইলে আমরা সর্ব্বস্ব দিয়া তোমাকে বিশ্বাস করিতাম। আমরা জানি যে, তোমার দয়া আছে, কিন্তু তুমি সংসার চালাইতে পার না। মানুষ নিজের বুদ্ধিতে তোমার চেয়ে ভাল করে সংসার চালাইতে পারে। তুমি যদি ভার লও, হয় ত অনেক বিষয় সুবিধা হবে না, হয় ত জ্ঞান উপার্জ্জনের পক্ষে বাধা পড়িবে; স্ত্রী পরিবারের অসুখ হইল, কত রকম বিশৃঙ্খলা ঘটিল, সকলকে হয় ত একটু একটু দুঃখ দেবে, এই সব ভাবনা আছে। এজন্য মানুষ সমস্ত ভার তোমাকে দিতে কুণ্ঠিত হয়; ভয় হইল, বুদ্ধির ধাঁধাঁ লেগে গেল, বলিল যে, "তাঁহার দয়া আছে বটে, কিন্তু বুদ্ধি নাই, তিনি সংসারের সঙ্গে ধর্ম্ম মিলিয়ে

ভাগে "যোগী পরিবার" (৩রা জুন) প্রার্থনার পরই "বিষয়বুদ্ধির ঈশ্বর" (৫ই জুন) প্রার্থনাটী আছে। আবার এই প্রার্থনাটী বিস্তৃতভাবে "ঈশ্বর জ্ঞানবান্ বুদ্ধিমান্", (২১শে জ্যৈষ্ঠ) শিরোনামে দৈনিক প্রার্থনা দ্বিতীয় ভাগে আছে। তারিখ ৫ই জুন হইলে ২৪শে জ্যৈষ্ঠ হয় এবং ২১শে জ্যৈষ্ঠ হইতে ২রা জুন হয়। ৩রা জুনের পরে আছে বলিয়া ৫ই জুনই ঠিক মনে হয়। সুতরাং এই প্রার্থনাটী নৈনীতালের ১৮৮০ খৃষ্টাব্দের প্রার্থনা। দুইটা হেডিংএর বদলে স্বর্গীয় গণেশপ্রসাদ তৎপ্রকাশিত "দৈনিক প্রার্থনা" (ভারতাশ্রম, ১ম ভাগ) পুস্তকে "ভক্তের সমস্ত ভার বহন" হেডিং দিয়াছেন।

চালাতে পারেন না।” এজন্য তাহারা সংসারের ভার অপনারা লয়, কেবল ধর্ম্মের ভার তোমাকে দেয়। পিতঃ, এইখানটা নববিধানের সঙ্গে একটু গোল বাধে। আমরা পৃথিবীর নিকট এই বলি যে, সব ভার হরিকে দিয়াছি,-কিন্তু সংসারের ভার আপনারা লইয়াছি। এ মতে যে পৃথিবীর সর্ব্বনাশ হবে। কেন, পিতঃ, আমি স্বীকার করিব না, তুমি বুদ্ধিমান্? আমাকে মূর্খ জানিয়া, তোমাকে সুপণ্ডিত ও বুদ্ধিমান্ জানাই ঠিক। আমার চেয়ে কি তুমি সংসারের ভার ভাল করে চালাতে জান না? আমার উচিত, তোমাকে প্রেমে অনন্ত, জ্ঞানে অনন্ত, বুদ্ধিতে অনন্ত বলিয়া জানি। যুগে যুগে তুমি কি ভক্তদিগকে কখনও কাহাকে মজাইয়াছ? হরি, মনে হয়, তোমার হাতে বড় বড় রাজ্যের ভার দিলেও সুচারুরূপে চলিত। তোমার মত রাজনীতিজ্ঞ কে আছে? আমরা যদি সমস্ত ভার তোমাকে দিতে পারি, তুমি বিশ লক্ষ লোকের ভার অনায়াসে চালাইতে পার। কিন্তু তোমার ইচ্ছায় চলিতে হইবে। তুমি যদি অন্ধকার কণ্টক-বনের ভিতর দিয়া যাইতে বল, তাও যাইতে হইবে। পিতঃ, তোমার বুদ্ধির উপর যদি একান্তমনে নির্ভর করিতে পারি, মঙ্গল ভিন্ন আর কিছু হইবে না। কিন্তু রাত্রিকে দিন মনে করিতে হইবে, যখন তুমি বলিবে। কষ্ট পেয়ে গেলে তার পর সুধা পাব। হরি, আমি কেমন করে তোমার চেয়ে আমাকে পণ্ডিত মনে করি? এই বিশ্বাসেই আমরা সকলে গেলাম। হে দর্পহারী, দর্প চূর্ণ কর। তুমি যেখান দিয়ে নিয়ে যাবে, সেখান দিয়ে যাব। হে কৃপাসিন্ধো, জ্ঞান বুদ্ধি সব তোমার হাতে ছাড়িয়া দি, দিয়া তোমার হাত ধরিয়া মঙ্গল ও কল্যাণের পথে চলিয়া যাই, এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

আধ্যাত্মিক রাজ্য

(নৈনীতাল, রবিবার, ২৫শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক ;
৬ই জুন, ১৮৮০ খৃঃ)

হে পিতঃ, হে দীনজনপালক, তুমি যখন কৃপা করিয়া আমাদিগকে এ দেশের লোক করিয়াছ. তখন ইহার ভিতরেও আমাদিগকে তোমার নিগূঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে। অন্য দেশে জন্ম দিলে না কেন ? এ সময়ে জন্ম দিলে কেন ? ভাবুক যে, সে ইহার ভিতর হইতেও নিগূঢ় ভাব লইবে। অন্য দেশে পাহাড়ের এত আদর নাই। এ দেশেই আর্য্য জাতির মধ্যে ঐ ভাবটী বিশেষরূপে ছিল। কত ঋষিরা প্রাচীনকালে পর্ব্বতে তোমার আরাধনা করিতেন। হে পিতঃ, যদি আর্য্যকুলে আমাদের জন্ম দিলে, তবে সে কুলের গৌরব রাখিতে দাও। তুমি কিছুই অকারণ কর না। যখন আর্য্যকুলে আমাদের জন্ম দিলে, তখন ইহার ভিতর তোমার অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে। আমরা এ ঘটনাকে অগ্রাহ্য করিব না, আমরা আর্য্যজাতীয় লোক. অতএব আমাদের কার্য্য ভাব তাঁহাদের মত হইবে। এ দেশের লোক ভাবুক ও আধ্যাত্মিক। চিরকাল এ দেশে ঐ ভাব প্রবল হইয়া আসিয়াছে। আমাদের দেশের লোকদিগের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা জড় ছাড়িয়া চৈতন্য গ্রহণ করেন। তবে কেন আমরা বলিব, নিরাকার বুঝিতে পারি না। এ দেশের ঋষিরা এক হুঙ্কারে সংসার তাড়াইতেন। তখন ভিতরে সত্যের রাজ্য, পুণ্যের রাজ্য, ভক্তির রাজ্য, যোগের রাজ্য খুলিয়া যাইত। মাকড়সা যেমন শূন্যে জাল করে, সেইরূপ আমাদের পূর্ব্বপুরুষ আর্য্যজাতি আকাশে বাড়ী করিতেন, এবং সেখানে বিশ্বাসনির্ম্মিত অতি সূক্ষ্ম জালে বসিয়া থাকিতেন। এখনকার লোকেরা বিদেশীয় ভাব পাইয়া, জড়াসক্ত হইয়া কেন বলে যে, আমরা কেবল জড়ই দেখি, নিরাকার দেখিতে পাই না। কেন এ দেশে এ কথা উঠিল ? বড়

দুঃখ হয়। পরম পিতার সিংহাসন, সাধুগণ, ধর্ম্ম, প্রেম, বিশ্বাস এ সমুদয় আধ্যাত্মিক। আমরা খুব জড়িয়ে এগুলোকে ধরে থাকিব। বুঝিতে পারিব যে, ব্রহ্মপদার্থ খুব জাপ্‌টে ধরা যায়। আর জড় পৃথিবীকে ধরিলে ধোঁয়ার মত, কর্পূরের মত উড়ে যায়। সাধুদের শরীর বা বাহিক লক্ষণ ধরা যায় না, কিন্তু তাঁহাদের চরিত্র ও সদ্‌গুণ ধরা যাইবে। পিতঃ, এজন্য তোমার কাছে ভিক্ষা চাহিতেছি। দেশের গৌরব কেন চলিয়া যাইতেছে? আমরা কেবল জড় দেখি, জড় ধরি, এ রকম কেন হইল? কাঙ্গাল হয়ে ভিক্ষা চাই, পূর্ব্বের গৌরব এনে দাও। "আধ্যাত্মিক রাজ্যই যথার্থ, জড় কিছু নয়", এ কথা সকলে বলিতেছে, আবার যেন শুনিতে পাই। আর আমরা যে কয়জন লোক নববিধানের মন্ত্রে প্রথমে দীক্ষিত হইয়াছি, আমাদের আগে ও কথা বলিতে দাও। আমরা যেন বলি যে, বুকের ভিতর ব্রহ্মপদার্থের গুরুত্ব অনুভব করিতেছি; হরিকে যখন ভজনা করি, মনে হয়, সত্য সাধনা করিতেছি, কিন্তু জড় ধোঁয়ার তুল্য। হে পিতঃ, আমাদিগের নিকট জড় অপেক্ষা আধ্যাত্মিক রাজ্য বড় হউক। পুণ্য দাও, প্রেম দাও, তাই নিয়ে বসে থাকি। প্রাণ জমাট হউক। সব চেয়ে সত্য তুমি হও। তার পর তোমার ভিতর যে রাজ্য আছে, তাহা সত্য হউক। হে পিতঃ, আমরা যেন জাতীয় ধর্ম্ম রাখি। যাহা দেখা যায় না, তাই দেখিব; যা শুনা যায় না, তাই শুনিব। অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী সন্তানগণ পিতার শ্রীচরণ ধরিয়া এই মিনতি করিতেছে, হে পিতঃ, হে করুণাসিন্ধো, তুমি যদি জড় রাজ্য হইতে তুলিয়া পাহাড়ের উপর আনিলে—যেখানে চারিদিকে অনন্ত আকাশ বিস্তৃত—তবে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আকাশের উপর পূর্ণব্রহ্মকে খুব সৎরূপে দেখিয়া, সত্য সাধন করিয়া, খুব শুদ্ধ এবং সুখী হইতে পারি, তুমি দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

গিরিশিখরে হৃদয়ের উচ্ছ্বাস

(আয়ার পাটা)

(নৈনীতাল, সোমবার, ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক ;
৭ই জুন, ১৮৮০ খৃঃ)

হে পূর্ণদয়া, অদ্য তোমার হিমালয় মনকে কেমন অপূর্ব্বভাবে আচ্ছন্ন করিতেছে। আমাকে দেখিবামাত্র তুমি আজ বলিতেছ, এত নিকটে যে আসিয়াছ? ঠাকুর, তোমারই প্রসাদে তোমার এত কাছে আসিয়া বসিয়াছি। হৃদয়ের প্রভো, তব প্রেমের অতুল প্রভাব দেখিয়া ইচ্ছা হইতেছে, একান্তমনে তোমার পাদপদ্ম জড়াইয়া ধরি। অদ্য হিমালয় আমার পরম বন্ধু হইল, খুব উপকার করিল। হে হরি, তোমার হিমালয় কত যোগীকে ব্রহ্মদর্শনরূপ সুখ দিয়াছে। আজ আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র লোকদিগকেও ব্রহ্মজ্যোতি দেখাইতেছে। তোমার এত দয়া, তবে কেন মানুষ কাঁদে? তব সুন্দর শ্রীচরণ বুকের উপর রাখিয়াছ, তবে কেন মানুষ দুঃখ পায়? হে হরি, ফকীর হইয়া, তোমার চরণে প্রাণ উৎসর্গ না করিলে, আর চলে না। হিমালয়, তোমার মনে কি এই ছিল? এই কাঙ্গাল পথিক তোমাকে দেখিবার জন্য এখানে আসিয়াছিল, আর তুমি কি না, তাহার প্রাণটী চুরি করিয়া, গিরিরাজের চরণে রাখিতেছ! হে সুন্দর হরি, তোমার শিক্ষা না পাইলে, হিমালয় কখনই এরূপ করিতে পারে না। গত রাত্রিতে চুপী চুপী আসিয়া, তুমি তোমার হিমালয়কে বলিয়াছিলে,—"প্রিয় হিমালয়, প্রেমের জাল পাতিয়া রাখিও। কয়েক জন জন্মদুঃখী কাল এখানে আসিবে। আমি তাহাদের জন্য কি করিয়াছি, তারা কিছুই জানে না। আসিয়া উপাসনা করিবে। তাহারা যেমন উপাসনায় বসিবে, হিমালয়, তুমি সেই সময় চারিদিকে মধুরস্বরে আমার নাম গাইও, তাহারা মুগ্ধ হইয়া পড়িবে। যখন চক্ষু বন্ধ করিয়া ধ্যান

করিবে, সেই অবসরে চারিদিক হইতে প্রেমের জালে তাহাদিগকে জড়াইবে। তাহাদের সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া, তাহাদের মন ফকীর না করিয়া ছাড়িও না। তাহারা এখানে সহজে আসিতে চায় না, কাল তাহাদের একেবারে মাথা খাইয়া দিবে। আমিও তেমন সুযোগ সর্ব্বদা পাই না। যে সকল স্থানে ফাঁদ পাতি, সেখানে তাহারা আসে না, ধরা ছোঁয়া দেয় না, কেবলই পলাইয়া বেড়ায়। এই বার এখানে ধরা পড়িতেই হইবে। হিমালয়, তুমি এবার কিছুতেই ছাড়িও না, খুব দৃঢ়রূপে ধরিবে। আমার ঘরের ভিতরে তাহাদিগকে বাঁধিয়া রাখিয়া দিবে। প্রেমামৃতপানে যখন মোহিত হইয়া যাইবে, সেই সময় প্রেমশৃঙ্খলে সকলকে বাঁধিয়া ফেলিবে।" এই কথা বলিয়া তুমি হিমালয়কে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছ। হে হরি, তুমি কেমন সুচতুর! তোমার কি সুন্দর কৌশল! প্রাণেশ্বর, এইরূপে তুমি পাপীকে বাঁচাও। আমাদিগকে পূর্ব্বে কেন খবর দিলে না? পাছে আমরা সাবধান হই, এবং ধরা না দি, এই জন্য তুমি আমাদিগকে, বুঝি, আগে জানিতে দেও নাই। বিরলে বসিয়া, তুমি সমুদয় রাত্রি গিরিতরু সাজাইয়া, ভক্ত-মনকে ধরিবার জন্য চমৎকার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছ। হে হরি, অতি চমৎকার ফাঁদ পাতিয়াছ। সুন্দর হরি, যথার্থই কি ফকীর না করিয়া, সর্ব্বস্বান্ত না করিয়া ছাড়িবে না? আজ সপরিবারে কেন এখানে আসিলাম? এরূপ মতি কেন হইল? এই বৈরাগ্য-পর্ব্বতে স্ত্রী পুত্র পরিবার লইয়া আসিয়াছি কেন? সংসার এখানে কেন? সমুদয় সংসারটী হস্তগত করিবে, এই বুঝি, তোমার অভিপ্রায়? একটুও আমার হাতে থাকিতে দিবে না? আমার সমুদয় তুমি চাও? একেবারে বৈরাগী পরিবার করিতে চাও না কি? হরি হে, মন কেমন উদাস হইতেছে, প্রেমে আচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে। হে ঈশ্বর, তোমার বাড়ী এত কাছে? গাছের উপরে ঝুলিতেছে, ও কি? বৈরাগ্য-বস্ত্র

পরিতে হইবে না কি? স্বর্ণ-শৃঙ্খল কেন? উপরে আবার লেখা 'প্রেম'। বাঁধিবে না কি? আর ও সোণার কলসীতে কি? সুধা? খাওয়াইবে? পরিবেশন করিতেছেন উঁহারা কে? ওগো, তোমরা কে? দাঁড়াও, দাঁড়াও। উচ্চ পাহাড় হইতে কলসী করিয়া সুধা আনিতেছ, তোমরা কে? দেখিতে অত্যন্ত সুন্দর, উঁহারা কে? একজন বীণা বাজাইয়া বেড়াইতেছেন। একজন গম্ভীরপ্রকৃতি, ধ্যানে নিমগ্ন। একদল ভক্ত গাছের তলায় বসিয়া হরিগুণ কীর্ত্তন করিতেছেন। আর কতকগুলি কেবল সুধা বহন করিয়া আনিতেছেন। ও ভাই, তোমরা কে? বল। আমাদের সঙ্গে কথা কবে না? কোথা থেকে এলে? কলসী রাখ। কাছে বসিয়া একটু আলাপ কর। দেখ্‌তে তো বেশ। মন মোহিত হইয়া যায়। কোন্ দেশ হইতে আসিলে, বল। নাম ধাম বলিবে না? ঈশ্বর কি তোমাদিগকে বারণ করিয়াছেন? সকলে ভাল আছ তো? আমাদিগকে দেখিতে আসিয়াছ? আমাদের সঙ্গে তোমাদের কি সম্পর্ক? ভাই ভগিনী হও, দাদা দিদি হও? আমাদের আগে তোমরা বৈকুণ্ঠে গিয়াছ? আমাদের ন্যায় এই পৃথিবীতে তোমরা এক সময়ে ছিলে? চক্‌চক্ করিতেছে, ও কি পরিয়াছ? দেখ্‌তে বেশ হয়েছে। পুণ্যের বসন বুঝি? তোমরা ভাই অত্যন্ত সুন্দর ও প্রিয়দর্শন। আমরা কি রকম? তোমরা সকলে জ্যোতির্ম্ময়। এ পৃথিবীর নরনারীদিগকে কিরূপ মনে হয়? তোমাদের ত শরীর নাই। তোমাদের ত মানুষের ন্যায় আকৃতি নহে। কেবল চিন্ময় পদার্থ দেখিতেছি। তোমাদের হাত পা চক্ষু কর্ণ কিছুই নাই। প্রেম বৈরাগ্য শান্তি তোমাদের অঙ্গ। কত রকম ধর্ম্মভাব। কি সুন্দর প্রেম-নয়ন! কত রঙ্গের বৈরাগ্য-বস্ত্র! বা! ভাগ্যে আজ এখানে আসিয়াছিলাম, তাই তো এই চমৎকার মনোহর দৃশ্য দেখিতে পাইলাম। তোমরা সকলে ঘুরে আস্‌ছ কেন? বা! একেবারে

ঘিরে ফেল্লে! উঃ, কত লোক, কত আত্মা! এত নিকটে কেন? হাতে কি? নূতন কাপড়। কাপড় দিবে? দাও দাও। তোমার আজ্ঞাতে, হে হরি, তোমার সাধকগণ আমাদিগকে নূতন কাপড় দিতেছেন। কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিলাম। দয়াসিন্ধো, ইঁহাদের সঙ্গে পরিচিত করিয়া দাও। সেই ঈশা মুষা শ্রীচৈতন্য প্রভৃতি সমুদয় সিদ্ধপুরুষ এসেছেন। আর বুঝি বাকী নাই। গিরিশ, তোমার এই কাল কাল ছেলেদের সঙ্গে অদ্য হিমালয়ের উপর ঐ গৌরাঙ্গ সিদ্ধপুরুষগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন কর। হে জগদীশ্বর, তুমি জান, আমরা সংসারে থাকিতে ইচ্ছা করি। মন চায় না যে, এখানে আসি। ভাবি, কি হবে এসে? আজ কেমন মন হইল, এখানে সকলে মিলিয়া বেড়াইতে আসিলাম। হে মহাদেব, একেবারে তোমার কৈলাসে, তোমার শৈলসিংহাসনের সমক্ষে আসিয়া পড়িয়াছি। এখানে সকলেই তোমার পূজা করিতেছে। দলবদ্ধ হইয়া ঐ গাছগুলি ঝঙ্কার করিতেছে। আমরা তবে নিস্তব্ধ হয়ে বসে থাকি। ওহে গাছ, তবে তোমরাই পূজা কর। ভাল মজা পেয়েছ। এখানে লোকালয় নাই, নির্জ্জনে খুব ব্রহ্মসঙ্গীত করিতেছ। তোমরা আগে মহাদেবের নাম গান করিবে বলিতেছ? আচ্ছা, তাই কর। তোমরা আমাদের বড় ভাই। গান ধর, খুব চড়া সুরে গাও। "জয় ব্রহ্ম জয়" "জয় ব্রহ্ম জয়" গাও। এই জন্য লোকে বলে, পাহাড়ে উঠিলে মন পাগল হইয়া যায়। গাছ, বাতাস, সূর্য্যকিরণ সকল বস্তুই মানুষের প্রাণকে একেবারে পাগল করিয়া দেয়। কেহ এখানে শুন্‌তেও আসে না, বিরক্তও করে না, সুতরাং দিন রাত এরা এই রকম আমোদ করে। হিমালয় কেমন গম্ভীর ভাবে ধ্যান করিতেছে! হে হিমালয়, কথা কও, একটী কথা কও, দশ পনর হাজার বৎসর ধ্যান করিতেছ। এখনও ধ্যান শেষ হইল না? যদি ধ্যান শিখিতে হয়, তোমার কাছে শিক্ষা করা উচিত।

হে গিরীন্দ্র, পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ, তুমি চিরকাল হিন্দুজাতিকে ধ্যানের উচ্চতম দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছ। আজ আমাদিগকে ব্রহ্মধ্যান শিখাও। বাতাস এমনি প্রবল ধ্বনিতে ব্রহ্মযশ ঘোষণা করিতেছে যে, আমাদের কর্ণ স্তব্ধ হইতেছে। এই লম্বা লম্বা গাছ, ঠিক যেন একতারা। সোজা হইয়া সব দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, আর বাতাস ঝঙ্কার করিয়া ঐ একতারা বাজাইতেছে। কত রকম সুর খেলাচ্চে! পবন, বাজাও তবে, ক্ষণকাল শুনি। হে হরি, আমাদিগকে কি বাজনা শুনাইয়া ফকীর করিবে? এত দিন যা হয়েছে, সে সমুদয় কি তোমার মনোনীত হইল না? চাও কি, ঠাকুর? বৈরাগ্যের কাপড় কি এখনই পরিতে হইবে? কমণ্ডলু নিয়ে কি এখনই দাঁড়াতে হবে? কি চাও, ঠাকুর? প্রাণ চাও? একেবারে উন্মত্ত সন্ন্যাসী করিবে? এত বাড়াবাড়ি! জয়, হিমালয়! বর্ত্তমান শতাব্দীতে সভ্যতা লেখা পড়ার ভিতরে যোগী হওয়া। জয়, মহাদেব! জয় জয়! আজ আমাদের ভাব হরির খুব পছন্দ হইয়াছে। আর কেন মন বিলম্ব কর? উদাসী ফকীর হও। শুষ্ক ফকীরি চাই না, কোন কালে চাই নাই। হে হৃদয়বিহারী, মনের ভিতরে আনন্দের ফকীরি দাও। হিমালয় সাক্ষী হইবে। এ সকল শোভা দেখিয়া মন কি সংসারে ফিরিতে পারে? কে যেতে চায়? ওহে হিমালয়, মানুষের সর্ব্বনাশ কর কেন? গরিবের সন্তান বেড়াইতে আসিল। খবর নাই, বলা নাই, অমনি তাহার প্রাণটী চুরী করিয়া লইলে। সমস্ত আসক্তিগুলি কচ্ কচ্ করিয়া কাটিলে। কর্ম্মটাকেও মন্দ বলিতে পারি না। হিমালয় প্রভুর কার্য্য করিতেছে। তোমার নাম মন-ভোলান হিমালয়। প্রাচীন বলিয়া তোমাকে শ্রদ্ধা করি। পূর্ব্বপুরুষ আর্য্য ঋষিদের পরিচিত বলিয়া ভালবাসি। দেশস্থ সকলকে ভালবাসিতে বলিব। তাহাদের এখানে আসিতে বলিব। কিন্তু এ আবার সকলের ভাগ্যে হইয়া উঠে না। কেমন লগ্ন বুঝে ফাঁদে পা পড়ে যায়।

হে সুন্দর হরি, আত্মা তোমার চরণ আলিঙ্গন করিতে চায়। যদি ফকীর করিলে, ভাল করে তবে আলাপ করা যাউক। নববিধানের ফকীরি বড় সুন্দর ফকীরি। পরিবার ভাই বন্ধু সকলে মিলিয়া হীরার গহনা পরিলাম। সাজালে ভাল, দয়াময়, দুঃখ যন্ত্রণার ফকীরি ভাল লাগে না। সেটা কাঁদছে কেবল। তার ছিন্ন বস্ত্র, উপবাসই সার। সে বড় দুঃখী। এসেছি তোমার কাছে। তোমাকে ধরিয়াছি। তুমি আমাকে ফাঁদে ধর্‌লে। আর আমি? যাই তুমি আমাকে ধরেছ, আর ধাঁ করে গিয়ে আমিও তোমাকে ধরে ফেলেছি। হরি ধরেন ভক্ত, আর ভক্ত ধরেন হরি। হরি, তুমি কি লুকোচুরী খেল্‌ছ? ঐ ও পাহাড় থেকে তুমি উঁকি মারিতেছ। যাই গেলাম ধর্‌তে, আর অমনি পালিয়ে গেলে। লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়ে, শেষে ধাঁ করে তোমার শ্রীচরণ ধরিয়া ফেলিলাম। হে হিন্দুস্থানবাসিগণ! দেখ দেখ, আমরা আজ কোথায় উঠিয়াছি। ভাই ভগ্নীগণ, দেখ, তোমাদের ভাই ভগ্নী এখন কোথায় রহিয়াছে। নববিধানের নিশান দেখ্‌ছ? আমাদের কথা শুন্‌তে পাচ্চ? মহাদেব এখানে বসে আছেন, দেখ্‌তে পাচ্চ? সংসারে আর অত মাতিস্‌ না, ভাই, শীঘ্র চলে আয়। কর্ম্ম আরম্ভ হয়েছে। নামকীর্ত্তন হচ্চে। হিন্দুস্থান আর বসে কেন? আয়। দুঃখী দীন ভাইবন্ধু, আর কাঁদিস্‌ না, আর হাহাকার করিস্‌ না, শীঘ্র চলে আয়। বসে রইলি যে? হে হরি, ওরা শুন্‌ছে না, কি করিব? দলে দলে মিলিয়া বিষ খাচ্চে। স্বামী স্ত্রীকে, পিতা ছেলেদের বিষ খাওয়াচ্চে। মা, তোমার প্রিয় মুখ ওরা দেখ্‌ছে না, তোমার সত্য ধর্ম্ম ওরা নিচ্চে না। তোমার মিষ্ট নাম-সুধা এত বল্‌চি, তবু খাচ্চে না। কেবল কষ্ট পাচ্চে। ওদের দুঃখ দেখে জন্মভূমি ভারত কেবল কাঁদচে। ওদের হাত ধরে টেনে তোল। জননি, এই হিমালয়ের উপর আন। এখানে আসিয়া কৈলাসের শোভা দেখিয়া সকলে কৃতার্থ

হউক। এখন আর ইহা বলিয়া আমাদের ক্রন্দন করিতে হয় না,—প্রাণের হরি কৈ? আমাদের পরিত্রাতা কৈ? তুমি তখনই বল, এই যে, আমি এত কাছে। বাস্তবিক তুমি এত কাছে যে, দেখিবার জন্য আর চেষ্টা করিতে হয় না, কেবল চরণতলে গড়াগড়ি দিলেই হইল। হরি হে, যেখানেই থাকি না কেন, তোমার পাদপদ্ম যেন সর্ব্বদা হৃদয়মাঝে এইরূপে দেখিতে পাই। দেখ, হরি, আর এক কথা। তোমার যোগেশ্বররূপ বড় গম্ভীর। কিন্তু গম্ভীরের ভিতর আবার কোমল ভাব আছে। তাই বুঝি, লোকে কল্পনা করিয়া বলে, আধখানা পুরুষ, আধখানা স্ত্রী। চারি বেদ তোমার গুণ বর্ণনা করিতেছে। "হে ভূমা মহান্, জয় ব্রহ্ম পরাৎপর, জয় ব্রহ্ম সারাৎসার" এই বলিয়া হিমালয় তোমার মহিমা প্রচার করিতেছে। অটল ও অচল, অনাদি ও অনন্ত, তেজোময় পুরুষ তুমি। ঋষি মুনিদিগের স্তবনীয় যোগেশ্বর তুমি, নিস্তব্ধ এবং গম্ভীর যোগমূর্ত্তি—হে দেব-দেব মহাদেব, তোমাতে আবার স্ত্রী-প্রকৃতি আছে। কোমল তোমার হৃদয়, সহাস্য তোমার বদন। তুমি সর্ব্বদাই হাসিতেছ। ভক্তগণকে প্রেমমূর্ত্তি দেখাইয়া বিমোহিত করিতেছ। মা, তুমি গহনা পরিতে ভালবাস। তোমার ঐশ্বর্য্যই তোমার গহনা। সেই অলঙ্কারে সদা ভূষিতা তুমি। তুমি পর্ব্বতদেবী পার্ব্বতী। তুমি হাস্যবদনা ভুবনমোহিনী। তোমার মুখে পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার ন্যায় সুমিষ্ট হাসি সদা বিকশিত। সুন্দর সুকোমল তোমার চরণ। তোমার প্রেমরঞ্জিত বস্ত্র অত্যন্ত উৎকৃষ্ট। যখন জননী-রূপে কাছে বস, তখন ভক্ত সন্তানের প্রাণ তোমার রূপগুণ ধারণ করিতে পারে না। ভক্ত তখন বলেন, গেলাম, গো মা। এ স্বর্গীয় রূপ প্রাণের ভিতরে আর ধরিতে পারি না। মা, তোমার একটী গহনার সৌন্দর্য্য দেখে প্রাণ যে কেঁদে উঠে। তোমার মুখের হাসি দেখিলে আর যে চক্ষে জল ধরে না। অনন্তকাল দেখিলেও তোমার সৌন্দর্য্য দেখা শেষ হয় না।

তুমি পর্ব্বতের রাজা, তুমি পর্ব্বতের রাণী; তুমি মহাতেজ, তুমি ভক্ত-হৃদয়বিলাসিনী। কাছে বসে ভক্তের সঙ্গে যখন সুমধুরস্বরে কথা কও, তখন ভক্তের প্রাণে দুঃখের লেশমাত্রও থাকে না, এবং প্রেমানন্দে হৃদয় ভাসিতে থাকে। তিনি তখন দুঃখ বিপদ ভুলিয়া যান। জয় যোগধর্ম্মের জয়! জয় যোগী ঋষিদের জয়! জয় হরপার্ব্বতীর জয়! হে প্রেমময় পিতঃ, হে স্নেহময়ী জননি, তোমার এই যুগল ভাবে আমাদিগকে চিরমুগ্ধ কর, তোমার নিকটে আমাদের এই বিনীত প্রার্থনা। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সব নূতন হইয়া আসিবে

(নৈনীতাল, মঙ্গলবার, ২৭শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক ;
৮ই জুন, ১৮৮০ খৃঃ)

হে দীনজনপরিত্রাতা, হে মুক্তিদাতা, সেই রজ্জু রাখিতে হইবে, সেই বন্ধন রাখিতে হইবে, কিন্তু নূতন রজ্জু, নূতন বন্ধন চাই। তুমি আমাদিগকে যে দিন হইতে ব্রাহ্মসমাজে আনিয়াছ, বলিয়াছ, সংসার ছাড়িও না, সংসারে থাকিয়া ধর্ম্ম পালন কর। কিন্তু তোমার আদেশ এই, সেই পার্থিব অপবিত্র মায়ার রজ্জু থাকিতে দিব না। তুমি এই চাও, প্রত্যেক মানুষ ফকীর হবে। ফকীর কি, ঠাকুর? তুমি ঐ বন্ধনরজ্জু বদলাইতে বলিতেছ। বলিতেছ, মায়ার রজ্জু ছিঁড়িয়া, স্বর্গীয় সত্যের সোণার শৃঙ্খল দিয়া বাঁধ। কথাটা শুনিতে সহজ, কিন্তু ইহার ভিতর শক্ত আছে কোন জায়গায়। বিবেকের অস্ত্র দিয়া যখন কাটি, ভিতরে বড় লাগে। বাসনার রজ্জুগুলি আমাদের প্রাণের সঙ্গে যোড়া লাগিয়া গিয়াছে। সেগুলি কাটিতে হইলে, বুক অবধি ছিঁড়িয়া আসে। তুমি বলিলে, বন্ধন থাক, কিন্তু পুরাতন

দড়িগুলি কাটিয়া ফেলিয়া, নূতন বন্ধন দ্বারা বাঁধ। পিতঃ, পুরাতন বাসনা কাটা বড় কষ্ট। নূতন মায়া হইত যদি, সহজ হইত। ধন মান স্ত্রী পুত্র পরিবার, এ সকলের সঙ্গে মায়া-রজ্জু দ্বারা কত কালের বন্ধন রহিয়াছে। যত টানি, মনে হয়, বুক ছিঁড়ে গেল। বাসনার শিরগুলি এমনি করে প্রাণের সঙ্গে বাঁধা যে, একটু হাত দিলেই যদি প্রাণটা টন্ টন্ করে উঠে, কি হবে হরি? কিন্তু তুমি যে বলে দিয়েছ, স্ত্রী পুত্র ধন সম্পদ সকলের বন্ধন একবার কাটিতেই হবে। তুমি মায়া বাসনা কখনই থাকিতে দেবে না। তোমার সূক্ষ্ম আজ্ঞা এই। এ যে ফকীর হওয়া বড় দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু কি করি। একবার মায়া ছাড়িতেই হবে। আত্মীয়, বন্ধু, মা, বাপ, পুত্র, ভাই, ভগিনী, সঞ্চিত ধন, যিনি হউন, সকলকে একবার বলিতে হইবে, যাও, বেরিয়ে যাও। বাসনার শরীর, তুই বাহির হইয়া যা। সংসারের পোকা, পৃথিবীর দাস, নীচ পামর, বেরিয়ে যা। যত নষ্টের গোড়া এই শরীর। তাই ইঁহার উপর তোমার এত চোট্। বলিতেছ, "ওর উপর মায়া রাখিতে পারিবি না।" আপনার লোক, বাড়ী, এই শরীর, ইহা কি ছাড়িতে পারি? কিন্তু তুমি বজ্রধ্বনিতে বলিতেছ, সব কেটে ফেল, মেরে ফেল। বড় নিষ্ঠুর আজ্ঞা। হে ঠাকুর, ভয় করে, পারবো না বুঝি। কিন্তু প্রেমের রাজ্যে যাইবার ঐ এক উপায় আছে। নরবলি না হলে, তুমি সন্তুষ্ট হবে না। এই মায়ার শরীরে স্ত্রী, পুত্র, ভাই, ভগিনী, ধন, সম্পদ একবার সবগুলি কাটিতে হইবে। তার পর আবার সব নূতন হইয়া আসিবে। স্ত্রী আসিয়াই বলিবেন, হরিনাম করিয়াছ ত? ধ্যানে মগ্ন হইতে পার ত? ছেলেরা আসিয়া বলিবে, এখনও তুমি অভক্ত রয়েছ? এখনও তোমার ভক্তি হয় না? জগদীশ্বর, চমৎকার সংসার হইল। সকলের চোকে মুখে নাকে কেবল হরি। সেই সংসার বজায় রহিল; কিন্তু সে বাড়ী, সে স্ত্রী, সে পরিবার নাই। এক মিনিটে সব

বদ্‌লাইয়া গেল। আগে সকলে শত্রু হয়েছিল, এখন মিত্র হয়ে গেল। তারা আমাকে হরিনাম শেখাবে, বৈরাগ্য শেখাবে। আপনার লোকে জোর করে ধার্ম্মিক করিবে। হরি যার সংসার শুদ্ধ করেন, তার সংসার বিষের সংসার নহে। কিন্তু যেখানে হাড়কাঠখানা বসান আছে, নরবলি হয়, ঐ জায়গাটা ভয়ানক। বড় ভয় করে, হরি, ঐ জায়গাটা পার করে দাও। একবার ত কষ্ট নিতেই হবে। তার পর সব ভাল হবে। ঐ জায়গাটায় সকলে কাঁদচে। ভাই, ভগ্নী, মাতা, পিতা, ভিতরের বাসনা সব কাঁদচে। তারপর যাই কান্না থামিল, স্ত্রী পুত্র পরিবার, ভাই ভগ্নী, ভিতরের রক্ত সকলে হাসে। হে কৃপাসিন্ধো, কৃপা করিয়া আমাদের ভিতরের বাসনাগুলি বৈরাগ্য-অস্ত্রে কেটে ফেল এবং নববিধানের ভিতর সকলের সহিত নূতন পবিত্র সম্বন্ধ স্থাপন কর, এই তোমার চরণে প্রার্থনা। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিশ্বময় বিস্তৃত

(নৈনীতাল, বুধবার ২৮শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক ;
৯ই জুন, ১৮৮০ খৃঃ)

হে পরম পিতঃ, হে দীনবন্ধো, তুমি সঞ্চিত ধন, কি বিস্তৃত ধন, তা মানুষের জানা নিতান্ত আবশ্যক। এক জায়গায় তুমি সঞ্চিত ধন হইয়া রহিয়াছ। ব্রহ্ম, তুমি কি ঘনীভূত হয়ে রয়েছ? যুগে যুগে সকলে বৈকুণ্ঠে তোমাকে অন্বেষণ করিল। হে পিতঃ, এক স্থানে তুমি আছ, আকাশে, মেঘের উপর, খুব উচ্চ স্থানে তুমি থাক, এই ত দেখি, মানুষ কল্পনা করে। পৃথিবীতে তুমি থাক না, তোমার একটী সূক্ষ্ম মন্দির আছে, সে পর্ব্বতের

উপর। কিন্তু আমাদের তুমি অন্য রকম শিখাইয়াছ। তুমি এক জায়গায় নাই। তুমি কোম্পানির কাগজের মত সিন্দুকে তোলা নয়; কিন্তু তুমি বিস্তৃত ধন। ঘরের ভিতর, মনের ভিতর, বইএর ভিতর, মানুষের জীবনে, আকাশে, পাতালে, জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে, তুমি সর্ব্বত্র বিদ্যমান, হরি। এই ত তুমি ছড়ান রয়েছ। তবে অল্পবিশ্বাসী যে, সেই কেবল তোমাকে এক জায়গায় মুটো করে রাখে। বিশ্বাসী যে, সে বলে, আমার ঠাকুর চারি দিকে ছড়ান। ইহাই ঠিক। প্রাচীন কালের লোকের বিশ্বাস, তুমি কোথায় সেই উপরে পাহাড়ের উপর আছ; কিন্তু বর্ত্তমান বিধানের বিশ্বাস তা নয়। হে ঠাকুর, তুমি অমূল্য রত্ন; কিন্তু কেমন? কোন রাজা যেমন রাস্তায় মোহর ছড়ায়, আর যেমন নদী উথলিয়া উঠিলে জল সকলের বাড়ীর নিকটে যায়, আর যেমন আকাশের সূর্য্যের কিরণ দুঃখী ধনী সকল লোকের বাড়ীতে যায়, যেমন ঝুপ ঝাপ করিয়া রাস্তায় বৃষ্টি পড়িলে সকল জায়গায় পড়ে, সেরূপ তুমি। তুমি যে এক স্থানে বদ্ধ, তা নয়। আমাদের উচিত, এই রকম ঈশ্বরকে মানা। এই ঘরে বসেছি, ঘরময় ব্রহ্মরত্ন, পাহাড়ময় ব্রহ্মরত্ন ছাপাছাপি। আমরা জানিতাম, দেবদুর্ল্লভ ব্রহ্মরত্ন এক স্থানে বদ্ধ। এখন দেখিতেছি, তুমি দুঃখীদের জন্য সকল স্থানে ছড়ান আছ। মোহর রাস্তায় ছড়ান। কাঙ্গাল আর থাকবে না। পথের পথিক যেখান দিয়ে যাক্, কোঁচড় ভরে মোহর অনায়াসে নিতে পারে। এ বড় সুখের বিশ্বাস। এ বিশ্বাস পাপ যে, তুমি একটা বাড়ীতে বদ্ধ রয়েছ। সকল স্থানে মোহর। গঙ্গার উপর, সমুদ্রের জলে মাণিক মুক্তা ভাস্‌ছে। তুমি ছড়ান মুক্তা; তুমি মুক্তার মালা হয়ে এক জায়গায় রহিলে না কেন? সেটা প্রাচীন মত, দুঃখীর মত। সুখী বিশ্বাসীর মত তা নয়। এখন যেখানে আকাশ ধরিতে যাই, যেন দেখি, মুটোভরা মুক্তা, প্রাণেশ্বর, দয়া করে এই আশীর্ব্বাদ কর।

নতুবা দেবালয়ের ভিতর, একটা মতের ভিতর, কি বইএর ভিতর তুমি থাকিলে হবে কেন? তুমি মুক্ত হয়ে, তবে জীবনকে মুক্ত করিবে। তুমি, বিশ্বরাজ, ছড়ান রয়েছ। বিস্তৃত বিশ্বপতি, হে আমার হৃদয়ের হীরক মুক্তা, তুমি সকল স্থানে ছড়ান, বিস্তৃত হয়ে রয়েছ। করুণাসিন্ধো, এই ভাবে সকল স্থানে যেন তোমাকে উপলব্ধি করিতে পারি, এই তোমার শ্রীচরণে প্রার্থনা। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

দায়িত্বের গুরুভার

(নৈনীতাল, বৃহস্পতিবার, ২৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক ;
১০ই জুন, ১৮৮০ খৃঃ)

হে দয়াসিন্ধো, হে পতিতপাবন, কি ভয়ানক দায়িত্ব আমাদের স্কন্ধে! আমরা গোপনে যা শুনিয়াছিলাম, এখন ভেরী বাজাইয়া তা রাস্তায় বলিতেছি। অন্ধকারে যা দেখেছি, বজ্রধ্বনিতে তা পথে পথে, ঘরের ছাদে চীৎকার করিয়া বলিতেছি। লজ্জা ভয় গেল, বলে ফেলিলাম, কেন বলে ফেলিলাম, তা জানি না। ছেড়ে দিয়াছি, মনের কথা, আর ফিরাইতে পারি না। বিধানের ঘোড়া দৌড়ে গিয়াছে, আর রাশ মানচে না। আর আমাদের কথা শুনে ফিরিবে না। দৌড়িল কথা, দৌড়িল বিধান। এখন ভারি দায়িত্ব আমাদের স্কন্ধে। তখন চাপাচাপী দিয়ে অল্প বলিতাম, এখন সব বলিতেছি। এখন সমুদয় প্রাণ নববিধানের চরণে বিক্রীত হইল। এখন আর চাপাচাপী চলে না। হে প্রেমসিন্ধো, বলিয়াও ফেলিলাম, শুনিয়াও মানুষ ছাড়িল। দলে দলে লোক ফিরিয়া গেল। লোক ত আর সঙ্গে আসিতে পারিল না। যে সব কথা তোমার অনুরোধে প্রচার

হইল, তাতে অনেকে ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করিল। হরি, কি করিলে তুমি হিন্দুস্থানে? এ সব ভয়ানক কথা বাহির করিয়া, তুমি কি করিলে? আমাদের দল সূক্ষ্ম হইল। হে পরম পিতঃ, মতের মহত্ত্ব ও উচ্চতা দেখিয়া পৃথিবীর লোক একে একে সরিতে লাগিল। ক'জনই বা থাকিবে? কিছু বলিতে পারি না। এ অবস্থায় আমরা কি করিব? লোকে যে চলে গেল, ইহার জন্য কি আমরা দায়ী? না। যদি চলে না যাইত, তার জন্য দায়ী হইতাম। যদি ফাঁকি দিয়ে, যদি যদি বলে চেপে কথা বলিতাম, অনুমানের সুরে কথা বলিতাম, তোমার ধর্ম্ম বাদসাদ দিয়ে চালাইতাম, ঢের লোক রাখিতে পারিতাম; কিন্তু তা করিব না। ও বিষ পান করিতে চাই না। লোকের মন যুগিয়ে কথা বলা, যেন কখনও আমাদের ব্রত না হয়। চিরকাল ঐ বিষ খেয়ে আমাদের সর্ব্বনাশ হয়েছে। উপাসনার সময় কেঁদে অনুমানে দুই একটী প্রার্থনা করে ঢের লোক রেখে ছিলাম। অনুমানের সময় তোমার দল ভারী ছিল, বিশ্বাসের সময় পাতলা হইল। অনেকে সরে গেল, কেবল এ দেশে নয়, অন্য দেশেও। ক্ষতি নাই, তোমারও ক্ষতি নাই, আমাদেরও ক্ষতি নাই। তবু মত্ত হস্তীর ন্যায় চলিব, সিংহের ন্যায় চলিব। পিতঃ, আমাদিগকে দায়িত্ব বুঝিয়ে দাও। দায়িত্ব কি? নরম সুরে বলিব না, অনুমান করে বলিব না। যেন লোকে শোনে যে, চীৎকার করে বল্‌চি, তাতে থাকে থাক্, যায় যাক্ লোক। তোমার কথা বলে বলে ঢের লোক সরে পড়েছে। এখন ছাঁকা পড়েছে, বাছা পড়েছে। হরি, এখন এই কর, যে কটা ছেলে মেয়ে রয়েছে, তাদের মন যেন যথার্থ যোগধর্ম্ম শিক্ষা করে। তাদের নিকট ব্রহ্মদর্শন যেন সত্য হয়। তারা যেন বিবেকের আদেশ শুনিতে পায়; বিশ্বাস যেন স্থির হয়। এদের দায়িত্ব ঢের। অন্য লোকে, যারা ছেড়ে গিয়াছে, যখন বলিবে, "দেখ, চরিত্রের শুদ্ধতা, প্রেমের উদারতা, বিনয়ের

কোমলতা, বিশ্বাসের তেজ, ক্ষমার মধুরতা, আশা, উৎসাহ কৈ ?" পিতঃ, ব্রাহ্মসমাজ এখন ঘনীভূত হয়ে, এই ছোট পরিবারের মত হয়েছে। ইহারা যাতে যোগী, বিশ্বাসী, বৈরাগী হয়, হে পিতঃ, তোমার কুপুত্রদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

ঘন প্রেমের মেঘ

(নৈনীতাল, শুক্রবার, ৩০শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক ;
১১ই জুন, ১৮৮০ খৃঃ)

হে দয়াসিন্ধো, হে উদ্ধারকর্ত্তা, নিম্নভূমি বঙ্গদেশে বসিয়া, আকাশের উপর মেঘ চলিত, দেখিতাম। ক্ষুদ্র মন বিজ্ঞান জানে না, মনে করিত, কোথায় মেঘ, আর কোথায় আমি। পরমেশ্বর, কুসংস্কার ঘুচাইলে, বিজ্ঞানের আলোক দেখাইলে, মেঘের ভিতর আনিলে। এই আমাদের পূজার ঘরে ঘন মেঘ ক্রমাগত আসিতেছে, এ যেন নীচের লোক কত উচ্চে দেখিতেছে। পরমেশ্বর, এমন আমাদের সৌভাগ্য যে, মেঘ এসে আমাদিগকে আলিঙ্গন করিতেছে। নিম্নভূমিতে যারা বাস করে, তারা কি কখনও মনে করিতে পারে যে, মেঘের নিকট বসিবে ? মেঘ আসিয়া সমুদায় ঢাকিল। মেঘ-সাগরে, মেঘ-রাজ্যে বসে আছি। পরমেশ্বর, তোমার প্রেম ঘনীভূত হইয়া মেঘ হইল। আবার আরও ঘন হয়ে, বৃষ্টি হয়ে, পৃথিবী শীতল করিবে। তপ্ত নিম্নভূমি তৃষ্ণায় কাতর হয়ে চীৎকার করিতেছে। সন্তপ্ত পৃথিবী, তোমার পরমবন্ধু এই মেঘ। হে পরমবন্ধো, তোমার মেঘ পৃথিবীর উপকারী, সমস্ত পৃথিবীকে শীতল করে, এমন বন্ধু। যে জলে পৃথিবী শীতল হবে, সেই জল মেঘ বুকে করে রেখেছে। অতি

উচ্চ, অতি সূক্ষ্ম পদার্থ, এই না সেই মেঘ, যা বৃষ্টি হয়ে পৃথিবীর ক্ষেত্রকে উর্ব্বর করে, যা আমাদের অন্নের কারণ? আহা! আমাদের বন্ধু হরি, আমাদের মাথার উপর আকাশে ছিলেন। ইনি আমাদের বন্ধু। ওহে অন্নদাতা মেঘ, বৃষ্টির কারণ মেঘ, খুব শীতল কর, উর্ব্বর কর। ঈশ্বরের করুণায় অসম্ভব সম্ভব হইল। আগে উপরের দিকে তাকাইতাম, একটী মেঘ উড়িয়া যাইত; সেখানে আসিব, ইহা কি মনে হইত? কিন্তু আমরা ছয় সাত হাজার ফীট উচ্চে উঠিলাম, যেখানে মেঘ বাস করে, সেখানে এলাম। ধর্ম্মের রাজ্যে অসম্ভব সম্ভব হইবে না কেন? কলিকাতার মানুষ আজ মেঘ ধরিল, বুকে রাখিল, চুম্বন করিল। তবে আমরা এক দিন এমনি করে স্বর্গে গিয়ে ত হাত দিতে পারিব। ধর্ম্মজগতের সে মেঘ, সে জল কোথায়? আমাদের মন প্রেম ভক্তি বিনা ছট্‌ফট্ করে। কবে সে জল আসিবে? সে বৃষ্টি পড়িবে? চিত্তাকাশে ঘন মেঘ বেড়াইতেছে। মন, তোমার শরীর যেমন মেঘ ধরিল, তুমি কেন ধর্ম্মাকাশের মেঘ ধর না? নিরাশ আর হইব না। হে জগজ্জননি, বিশ্বাস থাকিলে সব হয়। বিশ্বাস করিয়া বিশ্বাসের পর্ব্বতে যখন চড়িব, এমন উচ্চে উঠিব যে, প্রেমের বলে, যোগের বলে দেখিব যে, তোমার প্রেমের মেঘ প্রাণটাকে ঘিরে ফেলেছে। প্রাণেশ্বরের প্রেম-বারিদ ঘন, ঘোরাল, ঘোর; ঘেরিল, প্রাণ স্নিগ্ধ হয়ে গেল। এই প্রেম-মেঘ যখন ভক্তহৃদয়ে পড়িবে, ঘন হয়ে বৃষ্টি হবে। যাই বৃষ্টি হবে, নীচে পড়িবে; আবার আমি যদি ভাল হই, আমার ভিতর দিয়ে সেই মেঘ গড়িয়ে পড়িবে। অমৃতধারা নীচে পড়ে কত ভাই ভাল হবে। হরি, আশ্চর্য্য দেখালে পাহাড়ে এনে। চিরদুঃখী মানুষ, কাঙ্গাল, তার মনে কি এত আশা হয়? হাতে মেঘ পেয়েও এমন সন্দেহ হয়? তোমার প্রেমের মেঘ যখন ঘিরে দাঁড়ায়, তখন পাপী মানুষ বলে, হায়! হায়! আমি হতভাগ্য, আমার কি এমন সৌভাগ্য হবে? আমাকে

কি জননী এত দয়া করিবেন ? অল্পবিশ্বাসে এই মনে হয়। হাত বাড়িয়ে মেঘ ধরেছি, এখন হাত বাড়িয়ে নববিধান স্বর্গ ধরিব। জল পোরা মেঘ, অমৃত পোরা মেঘ, প্রাণ শীতল হবে। পৃথিবী অভিষিক্ত হবে, শীতল হবে। হরি, ভৌতিক জগতে যার দৃষ্টান্ত দেখালে, ধর্ম্মরাজ্যে তা ঠিক করে দাও। তোমার ঘন প্রেমের মধ্যে বসিব। তোমার ঘন প্রেমের মধ্যে নির্লিপ্ত বৈরাগী, তোমার যোগী বসিল। আর কিছু চাই না, দেব, কেবল চাই, তোমার ঘন প্রেমের মেঘের ভিতর বসিতে। উত্তপ্ত প্রাণ শীতল কর। বারি বর্ষণ কর, সেই বারিতে প্রাণের মরুভূমি উর্ব্বরা হয়ে কত ফুল ফুটিবে। প্রেমের মেঘ ঘনীভূত করে দাও, তার ভিতর তোমার সন্তানকে বসাইয়া শীতল কর। হে প্রেমসিন্ধো, তব শ্রীপাদপদ্মে এই প্রার্থনা। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

বিশ্বাসীর আস্তিকতা

(নৈনীতাল, রবিবার, ৩২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০২ শক ;
১৩ই জুন, ১৮৮০ খৃঃ)

হে দীনশরণ, হে পরিত্রাণকর্ত্তা, তুমি বল, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি কি না। তোমার মুখে শুনিতে চাই যে, আমি তোমার বিশ্বাসী পুত্রদের মধ্যে একজন কি না। পরমেশ্বর, বিধানের অভিধানে দুই শব্দ আছে। নাস্তিক এবং আস্তিক। এই দুই কথার মধ্যে যে ভাব আছে, তাহা আর কোন শব্দ দ্বারা নির্ণয় হয় না। হয় আস্তিক, না হয় নাস্তিক মানুষ হইবেই হইবে। হে পিতঃ, আমরা আস্তিক, কি নাস্তিকদলে, বলে দেবে কি ? যদি বল, এখন এ কথা কেন ? বহু দিন গত হইয়াছে,

আজ কেন নাস্তিক আস্তিকের কথা ? ভাবিয়া দেখিলাম, আস্তিক হইবার ঢের অর্থ। তুমি যদি আছ, তবে পরিত্রাণ তুমি করিবে, দুঃখ মোচন তুমি করিবে, উন্নতির পথে তুমি লইয়া যাইবে। হে পিতঃ, বিধানের মতে তোমাকে বিশ্বাস করা, তোমাকে সর্ব্বস্ব মনে করা। এ পথে সদ্গুরু তুমি, আমরা তোমার শিষ্য, মধ্যে আর কিছু নাই। সুতরাং সত্য শিখিতে, দুঃখ দূর করিতে, আর কাহারও কাছে যাইতে পারি না। তুমি গুরু হইলে, মনে সন্দেহ হইলে স্পষ্ট বুঝাইয়া দিবে। আর যদি তুমি কথা না কহিবে, হাজার বার জিজ্ঞাসা করিলেও যদি উত্তর না দিবে, তবে তুমি গুরু নও। আমি যদি তোমাকে বার বার বলি যে, জগদীশ্বর, আমার মনে এক সংশয় উপস্থিত হইয়াছে, হে গুরো, উত্তর দাও, বুঝিয়ে দাও, মুক্তির পথ দেখাও ; দুই বৎসর যদি এমনি করে বলি, আর তুমি উত্তর না দাও, কিরূপে তোমায় গুরু বলিব ? আমি বুঝিতে পারি না, তোমার কথা না শুনিয়া লোকে কিরূপে তোমাকে গুরু বলে, এবং বিশ্বাস করে ? আমাদের কি পৃথিবীতে গুরু আছে ? একটা কি অভ্রান্ত বেদ আছে যে, মত ঠিক করিয়া লইব ? অন্যধর্ম্মাবলম্বীদিগের এ সব আছে। আমাদের বাহ্যিক লক্ষণে কিছুই নাই ; অবতার নাই, মধ্যবর্ত্তী নাই, গুরু অবধি নাই। অন্ধকার অকূল সাগরে ভাসিতেছি, কি ধরিব, জানি না। অন্য লোকে বিপদের সময় গুরুকে ধরিল, প্রেরিত মহাপুরুষকে ধরিল। কিন্তু আমরা যখন ভয়ানক বিপদে পড়িয়াছি, মনে ভারি সংশয় হইয়াছে, কে সৎপরামর্শ দিবে ? এ অবস্থায় ভারি আস্তিক হইতে হইবে। কেবল আছ, তাহা নহে ; কি আছ ? মাটি, না, পাথর ? সর্ব্বস্ব হইয়া আছ। আমরা তোমার কাছে যথার্থই পরামর্শ চাব, আর পাব। যদি না পায়, ব্রাহ্ম দুই চারি দিন বই কখনই তোমার কাছে থাকিতে পারিবে না। হয় বাপ, নয় মা, নয় রক্ষক, নয় বন্ধু, নয় ভক্তবৎসল অধমতারণ হয়ে

দেখা দেবেই দেবে। যাই বলিব, "ঠাকুর, আছ", অমনি গায়ে, ঠাকুর, কাঁটা দিয়া উঠিবে। পিতঃ, আমরা নাস্তিকের আস্তিকতা চাই না। তুমি আছ আমাদের বাড়ীতে, তবে অনেক কথা বলা হলো, অনেক কথা শুনা হলো, অনেক দেখা হলো। আমার দুঃখ হলে তুমি চক্ষের জল মুছাইয়া দাও, ভুল হইলে বুঝাইয়া দাও, বন্ধু হইয়া আমার সহিত একত্র শয়ন কর, আমার খাওয়া হইল কি না দেখ, এ সব "তুমি আছ" ইহার সঙ্গে বাঁধিতে হইবে। কেবল শীতল ভাবে "তুমি আছ" বলিলে হইবে না। অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা যেমন একটা একটা ঠিক করিয়াছে, তেমনি আমরা বাহিরের কিছুতে ঠিক করিব না; কিন্তু আমাদেরও একখানি অভ্রান্ত পুস্তক চাই, এক জন আত্মীয় চাই, একজন গুরু চাই; এই ভাবে এস, এই ভাবে আমরা তোমাকে বরণ করি। আমরা যেন বলিতে পারি, এক জন আমাদিগকে সৎপরামর্শ দিয়া থাকেন। আমরা যখন কিছু বুঝিতে পারিব না, তখন ডাকিব, "হরি হে, নিজ হস্তের নিদর্শন দিয়া বুঝাইয়া দাও।" যখন তোমার শিষ্য যোড়হাত করিয়া ডাকিবে, বলিবে, "ঠাকুর, তোমার শিষ্যের কথায় কি প্রমাণিত হবে না? তুমি কি জানিয়ে দিতে পার না যে, তোমার শিষ্য ঠিক বলিতেছে?" বলিবামাত্র লোকের চিত্তাকাশে বিদ্যুৎ বজ্রধ্বনি হইবে, আর অমনি লোকে বলিবে, "হাঁ, হরি আছেন।" বল না, তুমি আছ, নতুবা ঘুমাইয়া থাকিলে হইবে না। লোকে বলে, "একটা ঈশ্বর আছেন, কথা কন না, উত্তর দেন না, আপনারা বুদ্ধি করে কাজ করিতে হয়, ঠাকুর কিছুই বলেন না।" তাই কি তুমি? তুমি জগদ্বিখ্যাত "জিহোবা", তোমার কি শক্তি নাই, পরাক্রম নাই? তুমি যে আছ, প্রমাণ দিয়া বুঝাইতে হইবে। প্রাণের হরি, দয়া করিয়া বিশ্বাস দাও। বিশ্বাস কি ধন, বুঝিলাম না। স্পষ্ট, অভ্রান্ত, নিশ্চিত সত্য আমরা তোমার কাছে পাইয়া, তবে জগৎকে বুঝাইতে পারিব; নতুবা হরি

নিদ্রিত, আমরা নিদ্রিত, হিন্দুস্থান নিদ্রিত। নববিধানের ভেরী বাজাও, সকলে ধড়মড় করিয়া উঠিবে। আগে আমরা উঠিব ; অতএব, হরি, কথা কও। অনুগ্রহ করিয়া ভক্তদের সঙ্গে কথা বলে প্রাণ বাঁচাও, এই তোমার চরণে প্রার্থনা। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

জীবনের হিসাব

(নৈনীতাল, সোমবার, ১লা আষাঢ়, ১৮০২ শক ;
১৪ই জুন, ১৮৮০ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, হে দয়ার সাগর, ঘরে ফিরিবার সময় পরীক্ষার সময়, আপনাদের সঞ্চিত ধন গণনা করিবার সময়। হে পিতঃ, দেখিতে দাও যে, আমরা কিছু সঞ্চয় করিয়াছি, কি কি লইয়া যাইতেছি, অভাব পূরণ হইল, সদ্‌গুণ বৃদ্ধি হইল, দোষ কমিল, নূতন ব্রত গ্রহণ করিলাম। উড়িতেছিল, ভাসিতেছিল যে জীবন, তাহা স্থির হইল। হে পিতঃ, দয়া করে এ সময় হিসাব দেখাইয়া দাও, ভাল করে বিবেক আলো ধরে মনের ভিতর গিয়া হিসাব দেখি। কি প্রাপ্য ছিল কি দেয় ছিল, যা প্রাপ্য ছিল নিলাম, দেয় ছিল দিলাম, সমুদয়ে কত জমা রহিল। যোগের হিসাব কিরূপ, ভক্তির হিসাব কিরূপ, চিত্তশুদ্ধির হিসাব কিরূপ, জ্ঞান উপার্জ্জনের হিসাব কিরূপ। কত শিখিলাম, কত ধার্ম্মিক হইলাম, ঠাকুর, দেখিয়ে দাও। ফিরিয়া যাইবার সময়, যদি দেখি, কিছু হয় নাই, যেমন আসিয়াছিলাম, তেমনি ফিরিলাম, তাহা হইলে ইহার প্রায়শ্চিত্ত কিসে হইবে? এ দুদিনে কিছু আদায় করে লই, হিসাব ঠিক করে লই, জীবন স্থাপন করে লই। আত্মাতে যোগ, হৃদয়ে প্রেম এবং ইচ্ছাতে পবিত্রতা দাও।

ব্রহ্মের দূত হইলাম, ঈশ্বরের প্রেরিত প্রচারক হইলাম। এমন নীতি শিখিব যে, প্রলোভনের মধ্যে ঠিক থাকিব। কপট সাধক গোলমালে দিন কাটায়, যথার্থ সাধক তা পারে না। আমাদের দয়া করে এত দিন যা দেখালে, তাহাতে কিছু স্থায়ী ফল হওয়া কর্ত্তব্য। কি আমরা পেলাম? বৈরাগ্য অধিক হইয়াছে কি না, পরিবারের প্রতি যথার্থ খাঁটি ধর্ম্মভাব হইয়াছে কি না, বিবেক কি অধিক নির্ম্মল হইয়াছে, এবং তাহার আদেশ পালন করি কি? যোগ, ঋষিভাব অধিক কি হইয়াছে? হে পরমেশ্বর, আর কি বলিব, এ কয় দিনে যেন খুব ফল হয়, তাহাই কর। কল্পতরু হইতে অনেক ফল লইয়া নাচিতে নাচিতে, হাসিতে হাসিতে ঘরে ফিরিয়া যাইব। ভাই ভগিনীরা প্রতীক্ষা করিতেছে। তুমি যাহাকে দাও, সেই পায়। "তুমি যারে কর হে সুখী. সেই সুখী হয়।" হে দয়াসিন্ধো, কৃপা করে মনের মধ্যে সঞ্চিত ধনগুলি দেখিতে দাও, তাহা লইয়া খুব কৃতজ্ঞ হই। হে পিতঃ, সাধনের ফল হৃদয় ভরিয়া দিয়া, তোমার কুসন্তান-গুলিকে সুসন্তান কর, এই তোমার চরণে প্রার্থনা। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

হিমালয়ের মহত্ত্ব-স্মরণ *

(নৈনীতাল, মঙ্গলবার, ২রা আষাঢ়, ১৮০২ শক;
১৫ই জুন, ১৮৮০ খৃঃ)

হে পরম পিতঃ, তুমি আমাদের বন্ধু হইলে, তোমার সৃষ্টি আমাদের বন্ধু হউক। দয়াসিন্ধো, তুমি আমাদের প্রিয় হইলে, তোমার হাতে

* দৈনিক প্রার্থনা দ্বিতীয় ভাগে "হিমালয়ের সৌন্দর্য্য" নামে এই প্রার্থনায় ১৫ই জুন, ১৮৮২ খৃঃ আছে; কিন্তু ১৮৮২ না হইয়া ১৮৮০ হইবে। ১৮৮২ খৃঃ জুন মাসে আচার্য্যদেব দার্জ্জিলিং ছিলেন। ১৫ই জুন, ১৮৮২ "সত্যযুগের আগমন" প্রার্থনা আছে।

গড়ান সমস্ত বস্তু আমাদের প্রিয় হউক। অধার্ম্মিক মলিন পৃথিবীতে থাকি, দেখি মন্দ, ধরি মন্দ, শুনি মন্দ, চারিদিকে কেবল মন্দই দেখি। তাই বলি, পৃথিবী কেবল প্রলোভনের স্থান। ইহাকে কখন অসুর, কখন দানব বলি ; পৃথিবীকে ভাল বলি না, ঘৃণা করি। আর না হয় ত কল্পনার রাজ্য উপরে রাখিয়া দিয়া থাকি। এতে ভাল হওয়া যায় না। আমার যেটুকু, মন্দ মানিলাম ; তোমার যেটুকু, কেন মন্দ বলিব ? আমার জীবন মন্দ, আমি খারাপ বলে তোমাকেও মন্দ বলিব ? কেন তোমার পৃথিবীকে মন্দ বলিব, যে পৃথিবীতে পাহাড় আছে। যাহার মাথা এত উপরে স্বর্গের দিকে চলিয়া গিয়াছে, যোগের ভাব গাম্ভীর্য্য যাহাতে আছে, তাহা কি কখন মন্দ হইতে পারে ? মাকে যদি ভালবাসি, তাঁর হাতের সমস্ত জিনিস ভালবাসিব ; আর যে যে বস্তু খুব মহৎ, তাহাদের খুব শ্রদ্ধা ভক্তি দিব। পরমেশ্বর, আমি যদি হিমালয়কে ভাল না বাসি, তাহা হইলে তোমার মর্য্যাদা রাখিলাম না। আস্তিকের মত চলা হল না। সেই যে প্রলোভনের কথা ছেলে বেলা হতে জপ করিয়াছি, তাই পৃথিবীকে খারাপ মনে করি। তুমি যখন নানা রঙ্ দিয়ে চিত্র বিচিত্র করে পৃথিবীকে অনুরঞ্জিত করিয়াছ, তখন আমি কি খারাপ বলিতে পারি ? এই হিমালয়-রঞ্জিত জগতের মস্তক হিমালয়, তুমি তাহার শিরোভূষণ, তাহা হইলে তুমি জগতের মাথার মুকুট হইলে। পৃথিবী কেমন সুন্দর হইল, যখন সুবর্ণ তুমি পৃথিবীর মুকুট হইলে। কবিগণ তোমার বর্ণনা করুক, ভাবুকগণ তোমার ভাবে মগ্ন হউক। বাড়ী যাবার সময় তোমার কাছে বিনীত নম্রভাবে এই বলি, তোমার সৃষ্টিকে প্রিয় কর ; আর পৃথিবীতে সব চেয়ে উৎকৃষ্ট ও মহৎ হিমালয়—যার গম্ভীর অটল মূর্ত্তি যুগে যুগে প্রশংসিত হইয়াছে, তাহাকে যেন খুব শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি, এতে কুফল হবে না। হিমালয়-স্মরণে কৈলাসভবন-স্মরণ, কৈলাস-ভবন-স্মরণে তোমাকে স্মরণ,

হিমালয়-স্মরণে যোগিঋষিভাব-স্মরণ। এখান হইতে চলিয়া যাইবার সময়, হিমালয়ের সহিত শরীরের বিচ্ছেদ হউক; কিন্তু যেন প্রেমের বিচ্ছেদ না হয়। ইঁহাকে ভক্তি ভালবাসা দিব, ইঁহার ভিতরে যত যোগী ঋষি তপস্বী আছেন, সকলকে প্রাণের ভিতর রাখিব। হে পিতঃ, তোমার হিমালয়কে প্রাণের ভিতরে অনুরাগে প্রতিষ্ঠিত কর, এই তোমার শ্রীচরণ ধরে প্রার্থনা করিতেছি। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

চিরগৌরবান্বিত হিমালয়

(নৈনীতাল. বুধবার, ৩রা আষাঢ়, ১৮০২ শক ;
১৬ই জুন, ১৮৮০ খৃঃ)

হে পিতঃ, হে প্রেমময়, মানুষের নিয়ম, সে এক স্থানে থাকে না। আজ এখানে, কাল ওখানে, তার পর দিবস আর এক জায়গায়; কিন্তু প্রথা আছে যে, লোকে তীর্থ যাত্রা করে ফিরে যাওয়ার সময়, তীর্থস্থানের চিহ্ন যত্ন করে লয়ে যায়। এ সামান্য তীর্থ নয়—ভগবদ্ভক্ত জনের বহু কালের আদরের তীর্থ। এখানে বসে মহর্ষি যোগিগণ তোমার গুণগান করিতেন। এ স্থানে হরিভক্তদের পদচিহ্ন আজও জ্বল্ জ্বল্ কচ্চে। হিমালয় কাঁদে, বলে, "কোথায় গেল আমার সেই শুদ্ধচরিত্র সাধু যোগী ঋষিগণ, কে আর এখন আমাকে তেমন করে আদর করে? বঙ্গভূমিতে কত বিদ্যা সভ্যতা বাড়িয়াছে, কিন্তু আমার আদর কেউ করে না, সুশিক্ষিত হিন্দু আর আমার কাছে আসে না। আমার গৌরব কেন গেল? আমার মাথার মুকুট কেন খসে গেল?" হিমালয় এই বলিয়া কাঁদিতেছে। হরি, এখানে কেউ আসে না, এ বড় দুঃখের বিষয়। এমন পবিত্র স্থান! পিতঃ,

আমরা এয়েছি বলে, হিমালয়ের গৌরব কি হইল? যেখানে এসেছি, কাল পায়ের দাগ পড়েছে। শোকার্ত্ত তাপিত ক'জন পথিক এয়েছিল, দুঃখী কলঙ্কিত ক'টী পরিবার এখানে এসে বসেছিল, তার কি চিহ্ন থাকিবে? হে পার্ব্বতি, বড় আশা আছে, যদি একদিনও তোমাকে ডেকে থাকি, সে কীর্ত্তি থাকিবে। যদি একদিন যথার্থ ভক্তির সহিত নববিধানের নিশান লয়ে হরিনাম গান করে থাকি, সে কীর্ত্তি পার্ব্বতীর পদতলে থাকিবে। যদি আমরা এক দিনও তোমার পদতলে পড়ে যোগধ্যান করে থাকি, সে কীর্ত্তি রহিল। কি কীর্ত্তি? না, সংসারে থাকিয়াও যোগ ধ্যান করা যায়। যদি এক দিন, হে জ্যোতির্ম্ময়, আদি অনাদি পুরুষ, তোমাকে ডেকে থাকি, যদি এক দিন তোমার স্বর্গবাসী সাধুগণের আত্মার সহবাস করিয়া থাকি, সে কীর্ত্তি রহিল। কি কীর্ত্তি? যে উপস্থিত শতাব্দীর লোক এরাও একদিন হিমালয়ে এসে যোগ করিতে পারিয়াছে। হিমালয় যোগসাধনের স্থান। এখনও কিছুমাত্র জ্যোতিহীন হয় নাই। এখনও তেজস্বী রহিয়াছে। হে হরি, ইহা সাক্ষাৎ দেখিতেছি, অনুভব করিতেছি, গল্পের কথা নয়। ফিরিয়া গিয়া বলিব, হিমালয় মরে নাই। যদিও পুরাতন কালে যেমন মর্য্যাদা পাইতেন, এখন তেমন পাইতেছেন না, যদিও ভারতের যুবকদল ইহার খুব অপমান করিয়াছে, তবুও ইহার তেজ কমে নাই। তুমি যে মুকুট হিমালয়কে পরাইয়াছ, তা কখনও খুলে পড়িবে না। এ যে প্রকৃতির মুকুট। মানুষ নাই বা আসিল। তাই হিমালয়কে বলি তীর্থস্থান। অপমানিত অথচ তেজস্বী। আহা, হরি, নির্জ্জনে পাহাড়ের উপর বসিয়া আছ, দেখিতে আসিলাম; দেখিলাম, আমার হরি পাহাড়ের উপর নাচিতে ভালবাসেন. ঋষিকন্যা ঋষিপুত্রদের লইয়া পাহাড়ের উপর রহিয়াছেন। এ যথার্থ কথা, আমরা কয়টী গরিব পরিবার কিছু কি পাইলাম না? তীর্থ হইতে যাইবার সময় কিছু চিহ্ন

লয়ে যেতে চাই। তুমি পার্ব্বতী, হিমালয়ের দেবতা, দয়া করে আমাদের হৃদয়ে যোগভক্তি ঢালিয়া দাও। তোমার হিমালয়ের উপর হইতে যেমন জল পড়ে, হিমালয়কে আদেশ কর, তেমনি করে আমাদের হৃদয়ে যোগভক্তি ঢেলে দিতে। যোগেশ্বরের বসিবার উচ্চ আসন, এ মনে করে, হিমালয়কে যেন বুকে করে রাখিতে পারি। নির্ম্মল হইয়া, প্রেমানন্দে মগ্ন হইয়া, ঋষি-ভাব লইয়া সংসারে ফিরিলাম, এ যেন সকলে দেখিতে পায়। আমরা হিমালয়কে বিস্মৃত হইব না, যে হিমালয় দয়া করে আমাদিগকে স্থান দিলেন, তাড়াইয়া দিলেন না; বলিলেন, এস বাছা, যদিও তোমরা অধার্ম্মিক, তবুও আমাকে আদর করিবার ইচ্ছা আছে, এস। তিনি খাদ্য ফল, সুস্নিগ্ধ বায়ু দিয়া আমাদিগকে স্নিগ্ধ করিলেন, আমরা তাঁহাকে মনে রাখিব, মনের মধ্যে সেই যোগরাজ্যের ভিতর পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়াই। পাহাড়ের শোভা নয়ন দেখিল, কেবলই হরপার্ব্বতীর শোভা দেখিলাম। এখন, হে গিরিরাজ, তোমার শ্রীচরণে আমাদের এই প্রার্থনা যে, খুব বিনয়ী শুদ্ধচরিত্র হয়ে, সেই কার্য্যক্ষেত্রে ফিরে যাই, যেখানে সকলে আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছে। হে দীনবন্ধো, হে করুণা-সিন্ধো, এখানে যে উপকার হয়েছে, তা যেন স্থায়ী হয়, মা, তুমি দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

অধ্যাত্মদৃষ্টি *

(ঈশাসমাগমে প্রস্তুতি, কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শনিবার,
২৪শে শ্রবণ ১৮০২ শক; ৭ই আগষ্ট, ১৮৮০ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, পবিত্র ঈশ্বর! তোমার সন্তান ঈশা যেখানে আছেন, সেইখানে থাকুন; তিনি স্বর্গেতে উচ্চ স্থানে পবিত্রতার মুকুট পরিয়া উচ্চ ভক্ত এবং বিশ্বাসীদের সঙ্গে বিরাজ করিতেছেন। তিনি কেন আমাদের নিকট আসিবেন? আমরা ক্ষুদ্র সংসারের কীট, আমরা তাঁহার নিকটে যাইব, অর্থাৎ কি না, আমরা তাঁহার চরিত্রের উচ্চতা, তাঁহার বৈরাগ্য, তাঁহার শুদ্ধতা লাভ করিব। হে দয়াময়, বলিয়া দাও, ঈশার জীবনে আর কি আছে, যাহা যাত্রিকেরা প্রাপ্ত হইতে পারে।

ঈশার নাম করিলে কোন আকার তো স্মরণ হয় না, কিন্তু যেন আমরা আকাশে উড়িতে আরম্ভ করি। বিশ্বাস লইয়া তিনি পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন. বিশ্বাসের জগতে তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন। বিশ্বাসের আকাশে তিনি উড়িতেন। বিশ্বাস আহার করিতেন, বিশ্বাস পান করিতেন, তাঁহার দেহ কেবল খোসার ন্যায় উপলক্ষ মাত্র ছিল। তুমি তাঁহাকে বিশ্বাসের চক্ষু দিয়া, এই অবিশ্বাসের স্থান পৃথিবীতে পাঠাইয়া দিলে, তাঁহাকে বিশ্বাসের কর্ণ দিলে; তিনি এখানে আসিয়া, অন্যে যাহা দেখিতে পায় না, তাহা দেখিলেন, অন্যে যাহা শুনিতে পায় না, তাহা

---

* ১৮ই শ্রাবণ, ১৮০২ শক (১লা আগষ্ট, ১৮৮০ খৃঃ) রবিবার হইতে সাতদিন কমলকুটীরে ঈশাসমাগমের জন্য প্রাস্তুতিক উপাসনা হয়। প্রথম দিনে 'ঈশাতে অবতীর্ণ বিবেক', দ্বিতীয় দিনে 'ঈশার বৈরাগ্য', তৃতীয় দিনে 'ক্ষমা', চতুর্থ দিনে 'বালকপ্রকৃতি' পঞ্চম দিনে 'চিত্তনৈর্ম্মল্য', ষষ্ঠ দিনে 'পরের পাপভারে শোকিত্ব', সপ্তম দিনে 'অধ্যাত্ম-দৃষ্টি' প্রার্থনা হয়। সপ্তম দিনের এই প্রার্থনাই লিপিবদ্ধ আছে। (আঃ, কেঃ)

শুনিলেন। গ্যালিলী দেশে হ্রদের তটে পর্ব্বত উপরে যখন তিনি ভ্রমণ করিতেন, তাঁহার চক্ষু বিশ্বাসজগতের শোভা দেখিত, তাঁহার কর্ণ বিশ্বাসের সমাচার শুনিত। তিনি জন কতক বিশ্বাসী লইয়া আপনার রাজ্য পৃথিবীতে স্থাপন করিয়া গেলেন।

স্বর্গের রাজা তুমি। তিনি পৃথিবীতে তোমার প্রতিনিধি ছিলেন। তিনি দীন হইয়াও রাজা কেন? না, তিনি বিশ্বাসী। পদ্মফুলের দিকে চক্ষু মেলিয়া, তাহার ভিতর সলিমানের পরিচ্ছদ অপেক্ষা তিনি যে উজ্জ্বল পরিচ্ছদ দেখিয়াছিলেন, তাহা কি? তাহা পবিত্রতার উৎকৃষ্ট বস্ত্র। ঈশা আত্ম-স্বরূপ ছিলেন। তিনি কেবল আত্মাই দেখিতেন, সকল বস্তুতে তোমাকে দেখিতেন। দেখিয়া প্রকৃতির মধ্যস্থলে, নিগূঢ়স্থলে উপনীত হইতেন। তাঁহার গৃহ ছিল না; তাঁহার গৃহের প্রয়োজন কি? বিশ্বাস-রাজ্য, আত্মার রাজ্যই তাঁহার গৃহ। তিনি গোলাপের দিকে দৃষ্টি করিলে, সে তাঁহার মস্তককে ছত্র দিয়া রৌদ্র হইতে রক্ষা করিত। তিনি পদ্মের দিকে দৃষ্টি করিলে, সে নিজ বক্ষের মধ্যে তাঁহার জন্য আরাম-শয্যা প্রস্তুত করিত। তিনি জড়রাজ্যে থাকিতেন না, বিশ্বাসবলে চৈতন্যরাজ্যে বাস করিতেন। আমাদের চক্ষু স্থূল ও জড়, এ সমস্ত কিছুই দেখিতে পাই না। আমরা বলি, প্রকৃতি আপনার বলে ও নিয়মে বাড়িতেছে; তিনি বিশ্বাসের চক্ষে প্রকৃতির ভিতর প্রত্যক্ষভাবে তোমার আত্মাকে দেখিতে পাইতেন। বৃক্ষেতে, পুষ্পেতে, আকাশেতে, মেঘেতে, পক্ষীতে আত্মার রাজ্যের আশ্চর্য্য ব্যাপার সকল দর্শন করিতেন।

তিনি পৃথিবীর গুরুত্ব একদিনের জন্যও প্রার্থনা করেন নাই। তিনি আপনাকে গুরু বলিয়া, অন্যকে ছোট বলিয়া, শ্রেষ্ঠ হইতে চান নাই। তিনি আপনাকে বৃক্ষরূপে, বন্ধুদিগকে শাখারূপে দেখিতেন। মূল হইতে যে জীবন ও রস আকর্ষণ করিতেন, তাহা সকলের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া

পড়িত। মূল হইতে ছিন্ন হইয়া কেহ রসও পাইত না, ধর্ম্মও পাইত না, জীবনও পাইত না।

তাঁহার নিকট পরলোক মতের বিষয় ছিল না। তিনি পরকাল দেখিতে পাইতেন। তিনি যখন তাঁহার পিতার গৃহের কথা বলিতেন, এবং সেখানে অনেক ঘর আছে, সকলেরই জন্য স্থান আছে, এই অঙ্গীকার করিতেন, তখন তিনি মতের কথা, কি বুদ্ধির কথা বলিতেন না; স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছিলেন, সেই কথাই বলিতেন। লোক যখন তাঁহাকে অত্যাচার করিত, তখন তিনি পলায়ন করিয়া সেই ঘরের আশ্রয় লইতেন।

যখন তিনি কাহাকে বলিতেন, তোমার পাপ ক্ষমা হইল, তিনি তো অপরাধীর বাহিরের মূর্ত্তি দেখিতেন না, তাহার আত্মার অবস্থা দেখিতেন। তিনি পাপ সহ্য করিতে পারিতেন ও ঘোরতর অপরাধীদিগকেও নিকটে আসিতে দিতেন; কিন্তু অবিশ্বাস সহ্য করিতে পারিতেন না। আমরা লোকের বাহ্যিক চেহারা দেখি। আমাদিগের রাগ পড়িয়া গেলেই অপরাধী-দিগকে ক্ষমা করি, তাদের আত্মার অবস্থা দেখি না, বিশ্বাসী অবিশ্বাসীর বিচার করিতে পারি না।

তিনি অবিশ্বাসীদিগকে কালসর্পের বংশ বলিয়া তাড়না করিতেন, এবং বিশ্বাসীদিগকে আরাম শান্তি দিবার জন্য নিকটে ডাকিতেন; তিনি লোকদিগকে বিশ্বাসের নিকট লইয়া যাইতেন, বিশ্বাস-তত্ত্ব শিখাইতেন। বিজ্ঞান অনুসারে কথা কহিতেন; প্রকৃতির ভিতর দিয়া মনুষ্যকে তিনি, প্রকৃতির ঈশ্বর যে তুমি, তোমার নিকটে লইয়া আসিতেন। তিনি জানিতেন, বিশ্বাসজগতে প্রবেশ করিলে মানুষের আত্মা, মন, শরীর, প্রত্যেকটী আপনার কার্য্য করে। সুতরাং প্রার্থনার বিষয় কখন অলব্ধ থাকে না।

তোমার ক্রোড়ে, হে জগদ্ধাত্রি, তিনি সকল জীবকে স্থাপিত দেখিয়া কাহারও অন্নপান বিষয়ে নিরাশ হইতেন না। এ জগৎ তোমার বিশ্বাসী-দিগের জন্য; ধনীদের জন্য নয়, পাষণ্ডদের জন্য নয়, তিনি ইহা বিলক্ষণ বুঝিতেন। সুতরাং অন্ন বস্ত্রের জন্য কখনও ভিক্ষা করিতেন না, কখনও চেষ্টা করিতেন না, কখনও ভাবিতেন না, কেবল স্বর্গরাজ্য অন্বেষণ করিতেন, লোকের নিকট স্বর্গরাজ্য আবিষ্কার করিতেন, আত্মার মধ্যে স্বর্গরাজ্য দর্শন করিতেন। বিশ্বাসী যেখানে থাকেন, পৃথিবী তাঁহার জন্য অন্ন বস্ত্র লইয়া যায়, গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করে, গ্রহণ করিলে কৃতার্থ হয়। আমরা বিশ্বাস করিলাম না, সেই জন্য আমাদের অভাব পূর্ণ হইল না। আমাদের মধ্যে যাঁহারা বিশ্বাস করিলেন, তাঁহাদের পুণ্যবলে এখনও আমাদের গৃহ পরিবার রক্ষিত হইতেছে। হে বিশ্বাসরাজ্যের রাজা, এই অবিশ্বাসী জগতে মহাত্মা ঈশারূপ বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত প্রেরণ করিয়া, তুমি যে মহান্ অভিপ্রায় সিদ্ধ করিবে, মনে করিয়াছিলে, তাহা যেন আমাদের জীবন ও চরিত্রে সফলতা লাভ করে। ঈশার বিশ্বাস এবং আধ্যাত্মিকতা তাঁহার শিষ্যগণ ভাল বুঝিতে পারিলেন না, এই দেখিয়া তুমি বর্ত্তমান বিধানের মধ্যে পুনর্ব্বার ঈশা-চরিত্রকে আনয়ন করিলে। আমরা যেন তাঁহার নিকট গমন করিয়া, বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিক জীবন লাভ করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ঈশা-সমাগম

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, রবিবার, ২৫শে শ্রাবণ, ১৮০২ শক ;
৮ই আগষ্ট, ১৮৮০ খৃঃ)

হে দয়াসিন্ধো, হে পতিতপাবন, যাত্রিদল আসিয়া দ্বারে দাঁড়াইয়া

আছে। প্রবেশ করিবার অধিকার দাও। অনেক পথ চলিয়া আসিলাম ; ঠাকুর, পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত জীবের প্রতি দয়া প্রকাশ কর। য়িহুদীদিগের দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছি, দ্বার খোল। বাহিরে থাকিয়া শুনিতেছি, ভিতরে খুব ব্যস্ততা। ঘর সাজাইতেছ। নগরের সকলে জাগ্রৎ হইল, আর কেন ? দ্বার খোল। আর কতক্ষণ প্রতীক্ষা করিয়া থাকিব ? নাটকের অভিনয়ের সময় হইয়াছে। ঘড়িতে বাজিল ১৮০০ বৎসর। খোল না দ্বার ?

ঝনাৎ করিয়া দ্বার খুলিয়া গেল। য়িহুদী নগর। চল, ভাই যাত্রিগণ, চল। আমরা অল্প কয়জন আসিয়াছি। এ কি ? ও হরি, এ কি ? সমুদায় দৃশ্যের পরিবর্ত্তন যে ? হাট, বাজার, ঘর ও পাহাড় এ সকল কি ? এ কোন্ দেশ ? হিন্দুদেশ তো নহে ? য়িহুদীদের দেশ। আমরা সকলে আজ য়িহুদী। এই দেশে কে একজন নর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ? হে ঠাকুর, আমরা আশা-তারা দেখিতে দেখিতে এখানে আসিলাম। সেই শিশু নাকি কাণাকে চক্ষু দেয়, রোগীকে ঔষধ দেয় ? সে নাকি আবার একটা নূতন রাজ্য নির্ম্মাণ করিতেছে ? তাহার কথা শুনিতে আসিয়াছি। দয়াময়, আমাদের আবেদন গ্রাহ্য কর। যদি আসিতে দিলে, তবে পরদেশীয়ের মত চুপ করিয়া এক কোণে যেন বসিয়া না থাকি। যেন সকলের সঙ্গে যোগ দি।

মার কোল আলো করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, ও কে ? তুমি মার মা। জননীর ক্রোড়ে হাসিতেছে মেরী, আর মেরীর ক্রোড়ে হাসিতেছে শিশু। তিন জনের আলোতে চারিদিক্ আলোকিত হইল। তিন জনে তিন ভুবন আলো করিতেছ। জগজ্জননি, তব ক্রোড়ে তোমার কন্যা, কন্যার ক্রোড়ে পুত্র। মেরী-তনয়, ছোট ছেলে, একটি ছোট সিংহ, তেজে ভরা। দেবতনয়, বুঝিতে পার্‌ছ ? জান, কি জন্য এসেছ ? মা'র কোল থেকে

নাব, আর কেন? তুমি মাকে ভালবাস। কৈ? তোমার মা তোমাকে পালন করিলেন বিশ্বজননীর আজ্ঞায়, তারপরে আর কিছু নয়। ও ফকীর, তোমার মা কৈ? ও উদাসী, জঙ্গলে যাইতেছ কেন? মাকে ফেলে যাচ্ছ? গহন বনে চলিলে? পৃথিবীর বিষয়-সুখ ফেলে, বনে কি টাকা রোজগার করিতে গেলে? ও মেরীতনয়, কোথায় যাও? ধন উপার্জ্জন করিতে? যাও, তুমি যাও। কেহই জানিতে পারিল না। নগরবাসীদের আশা গেল। কোথায় গেলে? এ কি রকম বাস হইল? কেউ টের পেলে না। অপরিচিত অলক্ষিত। আদর করিয়া, হে প্রিয় যীশু, যাত্রীদের কোলে এস! তোমাকে কোলে নিলাম। খানিক পরে কোথায় গেলে?

ঐ যে পাহাড়ের উপরে একজন খুব তেজস্বী পুরুষ। আর বাল্যকাল নাই। ছুতো ক'রে মা'র কাছ থেকে কেঁদে কেঁদে লক্ষ টাকা এনেছ। বিলাবে ব'লে কি এসেছ? জননি, সন্তানকে প্রস্তুত করিয়া আনিলে। পার্শ্বে তুমি বসিয়া আছ, মা'র ছেলেকে দাঁড় করিয়া রাখিয়াছ। একটা নল ওঁর মুখ থেকে তোমার মুখ পর্য্যন্ত লাগান রহিয়াছে। তুমি ফুঁ দিতেছ, আর অমনি উনি কি বলিতেছেন। হে হরি, ও কৌশলের মানে কি? নলের ভিতর দিয়া মুক্তা মাণিক বাহির হইতেছে। প্রিয় যীশুর মুখ দিয়া মুক্তা মাণিক পড়িতেছে। তুমি দিতেছ, আর উনি ছড়াইতেছেন। তুমি আলোক জমা করিয়া সেই তেজ দিতেছ, আর ওঁর মুখ দিয়া আলোক বাহির হইতেছে। অমৃত দিতেছ, আর নলের ভিতর দিয়া, ওঁর মুখ দিয়া অমৃত পড়িতেছে, জগদ্বাসীদের কাছে গড়াইয়া যাইতেছে।

ঐ দেখ, যত গরিব সকলে ছুটে আসিয়াছে। বুড়ো বুড়ী, কাণা খোঁড়া, যত দুঃখী তাপী আছে, সকলে আসিয়াছে। ঈশা তাহাদিগকে পরিতোষ করিতেছেন। বহুমূল্য বস্ত্র ও অনেক ধন তাহাদিগকে দিলেন।

ঐ ধন চারিদিকে ছড়িয়ে পড়িতেছে। গ্রামে গ্রামে, নগরে নগরে, সমস্ত পৃথিবীময় উহা বিস্তৃত হইয়াছে। ঈশার পশ্চাতে সকলে ছুটিলেন। ঈশা, দাঁড়াও দাঁড়াও, আমরা অনেক দূর হইতে আসিতেছি, কলিকাতা হইতে আসিতেছি, দাঁড়াও একবার। রাস্তার মধ্যে রাস্তা আলো করিয়া দাঁড়াইলেন। গাছের উপর, ও কে? ভক্তি জেয়াদা। ছুঁয়ে নিলে যে? শুদ্ধ হইবে বলে বুঝি? আমাদের মত তোমরাও মূর্খ, ভাই, আমরাও দুঃখী, তোমরাও দুঃখী। আমরা ঢের রাস্তা এসেছি। ওঁর মুখ দেখবো না? অত ভিড় কেন? কি কান্তি, কি সুন্দর মূর্ত্তি ভিড়ের মধ্য দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে!

"আমি নম্র" লোকটি একথা বলে কেন? ওটি মেষশাবক। মানুষের মত তেজ নাই, মাটির মত নরম। মার ধর কিছুই বলে না। তুমি কি দিতে আসিয়াছ? তুমি কি কেবল ভালবাসা দিতে আসিয়াছ? মার খেলেও কিছু বল না। এক গালে চড় মারিলে, অন্য গাল ফিরাইয়া দাও। মাটি তবুও গরম হয়, তুমি ফুলের ন্যায় নরম। ঈশার মা, তুমি কি ওঁকে ক্ষমা শিক্ষা দিয়াছ? পৃথিবীতে মার খাবেন, অথচ ক্ষমা করিবেন। ঐ লোকগুলো ওঁকে গালাগালি দেয় কেন? বলে ধূর্ত্ত, মদখেগো। উনি তো কিছু বল্‌ছেন না। রাস্তা দিয়া যে একটি মেষশাবক যাইতেছে। দেশটা কি শাসন করেছেন! নরম ভাবে পৃথিবী পূর্ণ।

ও মেরীতনয়, তোমার মা তোমাকে ও পোষাক দিলেন কেন? সেলাই নাই, এমন একটা জামা কেবল। তোমার কি হয়েছে? তোমার বাপ এত বড়। তুমি স্বর্গের সন্তান, রাজকুমার, তোমার মুকুট কৈ? কাঙ্গালের মত কেন? তুমি নাকি তোমার পিতার বড় ছেলে? আইন মত সমস্ত বিষয় তো তুমি পাবে? এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা এই চারিখানা জমীদারী তোমার? কুবেরের ধন তোমার, এই সমুদায়

পৃথিবীর অধিকার তোমার, আর তোমার ট্যাঁকে একটা পয়সাও নাই। ওরে ঈশা, বল্‌না, তোর এরূপ কেন হ'লো? কি হয়েছে তোর? কেউ কি কিছু বলেছে? পথে আসিতে আসিতে কেউ কি কোন শক্ত কথা বলেছে? তোমার যে বিষয়, রোজ তুমি দশ ঘোড়ার গাড়ি চড়িয়া বেড়াইতে পার। সূর্য্য তোমাকে কাঁধে করিতে পারে। তোমার ভাবনা কি?

হায় রে সংসার, য়িহুদীতনয়কে এমন নিগ্রহ কেন করিলি? রাজার ছেলেকে জঙ্গলে কেন পাঠালি? রাজা হবার সময়ে রামকে কেন বনে দিলি? ও ঈশা, তোমার চাঁদমুখ দেখিলে কান্না পায়। তুমি রাজার পুত্র, রাজবেশ পরিয়া বেড়াইবে। যেখানে যাইবে, হাজার হাজার লোক সম্মান করিবে। দেখিতেছি, তোমাকে কেহই গ্রাহ্য করে না। ধনী বিদ্বান্ কেহ আসেন না। জেলে, ছুতোর, এদের হাতে শেষে পড়িলে কেন? তোমার বিদ্যা বা ধন নাই। তোমার মা তোমাকে ফকীর হইতে বলিয়াছেন। তুমি যদি শোক দাড় পেতে না নেবে, তবে মানুষের উদ্ধার হইবে কিসে? তোমার গায়ে রাজার লক্ষণ কিছুই নাই। ও সমস্ত মা কেড়ে নিয়ে, বুঝি, ফকীর করেছেন?

মা বলিলেন, "বুকের ঈশা, তোকে খুব ভালবাসি, কিন্তু কি করিব। মুখ দেখ্‌লে প্রেম উথলিয়া উঠে। পৃথিবীর দুষ্ট লোকগুল বড় ভয়ানক হয়েছে, ক্ষমা করে না; সংসারের মায়া ছাড়ে না। তুই আমার কথা শুন্‌বি? অরণ্যবাসী হতে হবে। তোকে একখানাও বাড়ী দেব না। শেয়াল থাকবে গর্ত্তে, কিন্তু ঈশ্বরতনয়ের মাথা রাখিবার স্থান থাকিবে না।" মাতৃগর্ভে তোমার কপালে দুঃখ কষ্ট লেখা ছিল। বৈরাগী সন্ন্যাসী হইয়া মাতৃগর্ভে তোমার জন্ম হইয়াছে। নিয়তি উল্টোয় কে? মা বলিলেন, "যারে, ঈশা। একবার পৃথিবীর লোকগুলোকে হাতে পায়ে

ধরে নিয়ে আয়। গোয়াল থেকে যে সকল গরু পালিয়ে গিয়েছে, তাদের আবার গোয়ালের মধ্যে নিয়ে আয়। বিপথগামীদের নিয়ে আয়। সমস্ত ধর্ম্ম কর্ম্ম ছেড়ে যাহারা পাপাচার ক'রছে, তাদের হাত ধরে নিয়ে আয়, সুস্থদের দরকার নাই। কাণাকে চোখ, খোঁড়াকে পা দিয়ে আদত করিয়া দিতে হইবে। রোগীকে ঔষধ দিয়া প্রতিকার করিবে।" হে সুন্দর ঈশা, তুমিও বলিলে, "মা, চলিলাম। চির ফকীর হইব। প্রাণ যদি কেহ টেনে লয়, তা হলে এই প্রাণ জননীর চরণে দেব। আমার ইচ্ছা তোমাকে দিয়া চলিলাম।"

হে বিশ্বজননি, এইরূপে তোমার নিকট ঈশা জঙ্গলে বিদায় লইলেন। প্রলোভন তাঁহাকে ধরিতে আসিল। প্রাণের ঈশার কি তেজ, মার আজ্ঞাপালনের জন্য আসিয়াছেন; "বের সয়তান" বলিয়া এমন এক ধমক দিলেন যে, সয়তান একেবারে কোথায় পলাইল, তাহার ঠিক নাই। তেজে মাটি ফাট্‌ছে! কেউ বলে না যে, উনি রাজা। বলে, ছুতোরের ছেলে। যাহা হউক, দেখালে ভাল। মুখই বা কেমন? কাপড় কি ও রূপ ঢাকিতে পারে? তোমার পোষাক কি রূপ কমাইতে পারে? পয়সা নাই তোমার, আসল ফকীর। কাল কি খাইবে, কিছুই জান না। পাখী তোমার সখা, আর পদ্মফুল তোমার গুরু। ওদের কাছে কি বৈরাগ্য শিখিলে? আসল বৈরাগ্য। ও ঈশা, এ আবার কি রকম বৈরাগ্য? বৈরাগীরা তো সংসার ছাড়িয়া জঙ্গলে গিয়া বসিয়া থাকে। তোমার কাপড় যে ছেঁড়া, তা নয়। এ ফকীরি ভস্ম মাখিয়া জঙ্গলে বাসের ফকীরি নয়; রাজার কাছেও যাইতেছ, প্রজার কাছেও যাইতেছ। মার খাইবেই, দেখিতেছি। ইনি অত গোলের ভিতর গিয়া গালাগালি দিতেছেন কেন? আপনি খাবে বিষ, আর পরকে দিবে মধু। আপনি এক কড়িও নেবে না, আর পরকে লক্ষ লক্ষ টাকা দেবে। আপনি মাথা রাখিবার স্থান চাইবে

না, কিন্তু পরকে অট্টালিকা দেবে। ফকীর হইয়া প্রেম বিলাবে। ভৌতিক ও আধ্যাত্মিক দুই ধনই দিবে। দোহাই, প্রভো, তোমার বৈরাগী সন্তান যাহা চান, তাহাই হউক।

এই যাত্রিদল শিষ্য, ওঁর শিষ্য হইবে। কিন্তু উনি যে তেজস্বী! ভয় হইতেছে, বুঝি পারিবে না। মিথ্যা কথা ঘোচে না, কিন্তু ভক্তিতে খুব মত্ততা। আজ বিবেকসন্তানের কাছে আমরা শিষ্য হইতে আসিয়াছি। ওই উপরের পাহাড়ে যেন আগুন ছুটছে। একটুও যদি প্রাণের ভিতর কুচিন্তা থাকে, তা হ'লে মার খাবে। শত ক্ষমা না কর্‌তে পার্‌লে ধর্ম্মরাজ্য-চ্যুত হইবে। বড় বড় নীতির কথা বল্‌ছেন। ওঁর কথা গ্রহণ কি করে কর্‌বো। এত উপদেশ পালন কর্‌তে হবে। যদি না করি, তা হলে নরকের আগুনে পুড়্‌তে হবে। এ দিকে ভেড়ার মত, কথাটী নাই। বিবেকের নীতি বলিতে এত উৎসাহ। বেশ শুদ্ধ সচ্চরিত্র ছেলেটি! বিশ্বজননি, এমন সাধু প্রকৃতির ছেলে কোথায় পেলে? "সকল বিষয়ে আমি মার ইচ্ছা পালন করিব" এ রমক তো কেউ বলে না। আবার যে ঘুঁসী সয়তানকে দেখাইয়াছেন, সে আর কাছে আসিতে পারে না। আমরা সকলে কাল। ইনি শুভ্র ব্রহ্মতনয়, ইঁহার মুখ দিয়া গল্‌গল্ করিয়া বিবেকের নির্ম্মল জল পড়িতেছে; পৃথিবী শুদ্ধ হইতেছে। যে ঈশাকে মানিলে পাপ করিতে কেহ পারিবে না, তাহাকে আনিলে। তিনি বলেন, "আমার ইচ্ছা নহে, জননীর ইচ্ছা।"

দয়াময়, সকল বিষয়ে তোমার ইচ্ছা পালন করে, এমন আর কে আছে? উনি তোমার ভারি বিবেকী সন্তান। খুব বিবেকী, একটাও অনীতির কথা বলেন নাই। যাহা কিছু বলিয়াছেন, সমস্ত শুদ্ধ, পূর্ণ পবিত্রতার ধর্ম্ম। কি বিনয়, কি ইন্দ্রিয়দমন, কি আসক্তি-পরিত্যাগ, কি সত্যকথন, সকল বিষয়ে তোমার পুত্র শ্রেষ্ঠ। তোমার পুত্র নির্ম্মল সত্য

বিস্তার করিতেছেন। জগতের ভার বুকে করিয়া লইয়াছেন। কাঁধের কাছে গোলপানা ওটা কি? উনি কি মুটে হয়েছেন? গোল পৃথিবীটা ওঁর কাঁধের উপর। পৃথিবীর দুঃখ পাপ ওঁর কাঁধে কেন? ঈশা জগতের দুঃখ দেখিয়া আর থাকিতে পারিলেন না। বলিলেন, "দুঃখী পৃথিবী, তোর দুঃখ দেখিয়া আমার কাঁদিতে ইচ্ছা হইতেছে। আমি তোর বন্ধু। তোর দুঃখ দেখিয়া মা আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। বল্লেন, তুই না গেলে পৃথিবীর কষ্ট কে দূর করিবে? আমি তাই এসেছি। আমাকে বিশ্বাস কর। আমি তোর দুঃখে কাতর হইয়াছি। আমার কাঁধ প্রশস্ত। আমি মুটের ছেলে। এই আমার ব্যবসায়। ও লোকগুলো, আয়, তোদের সমস্ত পাপের ভার আমার কাঁধে দে। তোদের বাড়ীর ভার, পাড়ার ভার, আমার প্রতি দয়া ক'রে সমস্ত ভার দে। এই যে পাপী এসেছ? পাপের বোঝা দাও। রোগী এসেছ, তোমাকে সম্মান করি। রোগের ভারটি আমার উপরে চাপাইয়া দাও। সন্তপ্ত গৃহস্থ, তোমার সংসারের ভার আমার উপরে দাও। মুটের মাথায় সকল ভার আনিয়া দাও। আমি তোদের দুঃখ দেখিয়া গোপনে কাঁদি। হৃদয় রক্তারক্তি হয়েছে। ভাই ভগ্নী, পিতাকে এখনও চিন্‌লে না, এই আমি দিবারাত্র ভাবি। তোদের মুখ দেখে বড় কষ্ট হচ্চে। ওরে মেষ, আয়। গোয়াল ছেড়ে গরু পালিয়েছে। আয়, বাপের কাছে নিয়ে যাই। আয়, আমার কাঁধে ওঠ। মাথায় ক'রে সকল ভার বহিব।"

প্রাণের ঈশার মাথায় এত গুরু ভার! তাঁহার চক্ষে জল পড়িতেছে। এত দুঃখের ভার মস্তকে, কিন্তু ঈশার প্রাণের উদ্যানে প্রেমফুল ফুটিতেছে। উনি সকলের দুঃখ মোচন করেন, আর ওঁর দুঃখ কেউ মোচন করিল না। উনি যে পরোপকার করিলেন, তার কি হইল? যাহাদিগের উপকার করিতে গেলেন, তাহারাই ওঁকে প্রাণে মারিতে উদ্যত হইল। হে ঈশ্বর, তাঁর

কি দুর্দ্দশা! রাজার ছেলে এলেন রাজসিংহাসনে বসিতে, আর কি শেষে হইল? সংসার বিষয়সুখ কিছুই ভোগ করিলেন না। ফকীর হ'য়ে জন্মটা কাটাইলেন। শেষ কি না পৃথিবীর কল্যাণে প্রাণটাও দিলেন। পৃথিবী গরম হইয়া উঠিল। হে প্রভো, তখন তুমি ঈশাকে পৃথিবীতে নিরাপদ ভাবিলে না। বলিলে, আর নয়; শীঘ্র এস। তুমি পুত্রের কষ্ট দেখে থাকৃতে পারলে না। হে দীননাথ, পরিণামে এই হ'ল! ঈশার শিষ্যগণও সেই সময়ে নিদ্রায় অভিভূত হইল। তারা কালনিদ্রায় অচেতন হইল। হা বিধি, ঈশাকে বাঁচাইবার জন্য কেউ একবার চেষ্টাও করিল না! ত্রিশ টাকার জন্য এমন প্রাণের ধনকে শিষ্য হইয়া শত্রু-হস্তে সমর্পণ করিল!

হা ঈশা! হা ঈশা! এই যে য়িহুদীগ্রাম উৎসাহে পূর্ণ। দলে দলে লোক যাইতেছে। একেবারে কাল কেন? এই জন্ম দেখিলাম ঈশার, এখন কি আবার তাঁহার মৃত্যু দেখিতে হইবে? সূর্য্য এত শীঘ্র নেবে যাচ্চে কেন? চারি দিক্ অন্ধকার করিয়া আসিল। প্রাণের বন্ধুকে কি আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাচ্চে? ওকি, ঈশার মাথায় শেষে কাঁটা দিলে? উঃ! ও যে আমাদের লাগে। ওরে, মারিস না! তোরা কাকে মারিস, এ যে আমাদের লাগে। ঈশার প্রাণের রক্ত গড়িয়া পড়িয়া নদী হইয়া যাইতেছে। কোথায় মেরী, কোথায় বন্ধু, কেউ কি রাখিতে পারিলে না? পৃথিবী রক্ষা করিতে ঈশার পা ধুইয়া রক্ত টস্ টস্ করিয়া গড়িয়া আসিতেছে। কি সেকেণ্ডে রক্ত-পতনের শব্দ। ঈশার প্রিয় বক্ষের শোণিতপাতের শব্দ। বরাবর চিরকাল রক্ত পড়িবে। সমস্ত ইউরোপ প্রভৃতি লাল হইয়া গিয়াছে! নববিধানের নিশান লাল।

জননি, এই হ'ল খেলা? খেলা ফুরা'ল। আবার ছেলেটিকে তোমার কোলে নিলে? এত মৃত্যু নয়, সন্তান জননীর কোলে গেল।

ভাই, তোর কাছে এসেছি, জানিস্? তোমাকে ছেলে মানুষ ভেবে পৃথিবীর পাষণ্ডগুল মার্‌লে। মার ছেলে ব'লে মনটা বড় কোমল, একবার গ্রাহ্যও কর্‌লে না। পরোপকার কর্ত্তে গিয়েছিলে কি না? হাস্‌চ যে? বুঝেছি, শোক হবে কেন? মাতা পুত্রের মিলন হ'ল। এই সকালে মেরীর কোল থেকে তোমাকে নিয়ে আমোদ করিতেছিলাম, আবার এই বিশ্বজননীর কোলে দেখ্‌চি। এস, একবার আমাদের কাছে এস। তোমার মা ভাল আছেন? স্তনের দুগ্ধ রোজ খাওতো? তুমি খেলা করিতে যাও? স্বর্গে জায়গা আছে? বল না, ও বালক, সেই আমাদের মুষা, সক্রেটিস্, গৌতম প্রভৃতি তাঁরা কি তোমার ঐ পাশের বাড়ীতে থাকেন? তাঁদের সঙ্গে তোমার কথা হয়? তাঁদের সঙ্গে খেলা কর? তুমি বেশ ছেলে মানুষ ঋষি, ছোট ফকীর ছেলে। মুখে আধ আধ কথা। মুখ খুব সুন্দর। দেখ্‌লেই মনে হয়, খুব পুণ্য আর যোগ রহিয়াছে। ফকীরের বেশ ধরে মার কোলে রয়েছ। থাক থাক।

ঐ যা, ঈশা কোথায় চলিয়া গেল? মার স্তনের ভিতর। ছি, ঈশা, আমাদের কষ্ট দিয়া পালাও কেন? মার প্রাণের ভিতর বিলীন হইয়া গেলে? যাত্রিদল বসে রহিল, এগারটা বাজিল। মাতে আর ওঁতে এক। ছেলের জ্যোতি, মার জ্যোতি এক হয়ে গেল, ছাড়াছাড়ি নাই। যত ব্রাহ্ম হইব, তত ঈশাকে মানিব। উনি যে বলিয়া গিয়াছেন, এক হৃদয়, এক আত্মা। ওঁর নিজের কিছুই নাই। এইবার ঈশার উদ্দেশ্য পূর্ণ হইতে চলিল। মার মুকুট ছেলের মাথায়। মেরীর কোলে দেখিলাম, মরিতেও দেখিলাম, যোগেতে শেষে এক হইতেও দেখিলাম। পিতা পুত্রের মিলন। পিতার ভিতর থেকে গুণ পুত্রের ভিতরে আসিতেছে। হে ঈশা, এই মূর্ত্তি ধর, এই ঘরের মধ্যে বাপের সঙ্গে এসে বস। তুমি মিশে যাও পিতাতে, আমরা তোমাতে, সমুদায় এক। ও সক্রেটিস্, মুষা,

গৌতম, ঋষিগণ, ঈশা-দর্শন হচ্চে! মা দেখা দিচ্চেন। লক্ষ্মি, জননি, ঈশা বন্ধুদিগকে সঙ্গে লইয়া আমাদের আত্মার মধ্যে। মার প্রতিমা পূর্ণ হল। মহর্ষি ঈশা ধন্য। স্বর্গীয় পিতার সহিত মিলিত হইয়া আমাদের সঙ্গে এক হইয়া যাও।

ঐ চারিদিকে তুরী ভেরী বাজিতেছে। আনন্দের উৎসব। আমার ঈশা সিংহাসন পাইলেন। শুদ্ধতা হইয়া সকলের প্রাণের ভিতরে বাস করিলেন। ঈশা, নাচ, খুব নাচ, মার সঙ্গে নাচ। যত তুমি পরের জন্য কাতর ঈশা, তত তুমি আমার ঈশা। বৃদ্ধস্বভাব ছাড়িয়া যত বালকের মত হব, তত তুমি আমাদের হইবে। ঈশা আমাতে, আমি ঈশাতে, নববিধানে আমরা সকলে ঈশার ভিতরে, আমরা সকলে আবার ঈশাশুদ্ধ ব্রহ্মের ভিতরে। এই ভাঁড়, এই জল। লাগ্ ভেল্কী, লাগ্ ভেল্কী লাগ্। ঈশার কথা পূর্ণ হল। যে বাঙ্গালা অন্ন খায়, সে ঈশার মাংস খায়। ঈশার রক্ত প্রত্যেক জলের ভিতর। ঈশা আমাদের শরীর হইয়া গেলেন। দেবগণ, শঙ্খধ্বনি কর। পৃথিবীর সমস্ত লোকের সহিত ঈশার মিলন হইল। হে দীনবন্ধো, ঈশাকে এই ভাবে দর্শন করিতে দাও। হে দয়াময়, যেন এই অমূল্য রত্ন চিরকাল আমরা রক্তের মধ্যে রাখিয়া, শরীরের মধ্যে রাখিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই, এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

মার ভুবনমোহন রূপ

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, একাদশ ভাদ্রোৎসব, ধ্যানান্তে কীর্ত্তনের পর, সায়ংকাল, রবিবার, ৭ই ভাদ্র, ১৮০২ শক ; ২১শে আগষ্ট, ১৮৮০ খৃঃ)

মা, তুমি চিরকালের জন্য আমাদের হইলে, আমরা চিরকালের জন্য

তোমার হইলাম। তোমার নামরস পান করিয়া লোকে পাগল হয়, আগে জানিতাম না। উৎসাহাগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। উহার শিখা স্বর্গের দিকে ধাবিত হইল। অল্পবিশ্বাসীরা বুঝিতে পারিল না। এস, ভাই, দেশ দেশান্তর হইতে এস, দেখিয়া যাও, মার প্রেমে ভক্তগণ কেমন মগ্ন হইয়াছে। এখন আর বক্তৃতার সময় নাই। এখন মার রূপ নিজে দেখিব, আর দেখাইব। শুভ সূর্য্য উদিত হইল। তোমরা নিরাকার জানিয়াও কেন মা বলিয়া পাগল। জননি, তুমি রূপবিহীন হইয়াও রূপধারিণী। তুমি মা হইয়া প্রাণকে অধিক পাগল কর। যদি পৃথিবীতে নিরাকারের মত প্রতিষ্ঠিত হয়, যদি সাকার পূজা উঠিয়া যায়, সকলে যদি নিরাকারকে মা বলে, আমরা, মা, তোমার অঞ্চল ধরিয়া জিজ্ঞাসা করি, অনুরোধ করি, উত্তর দিয়া এই ভগবদ্ভক্তদিগের মনোরঞ্জন কর, সে দিন কি প্রাণকুসুম শুষ্ক হইবে? আমরা এই আকাশকে মা বলিয়া ডাকিতেছি। তোমার অঙ্গ নাই জানিয়াও, তোমাকে প্রেমময়ী বলিয়া ডাকিতেছি, প্রেমে মূর্চ্ছিত হইতেছি। সাকার ভাবি কেন? নিরাকারের বেগ যে আমরা সামলাইতে পারিতেছি না। হরি, দিন দিন বড় জোর হইতেছে। হরি, তুমি নিজে আস্ফালন কর, বলিতে পারি। দেখ্‌রে, নগর টলমল করিল। যদি নিরাকারের প্রবল বল না হয়, তবে কেন বঙ্গদেশে এমন প্রবল দৃষ্টান্ত। মা, এই সভ্যতার মধ্যে নববিধানের কি খেলা, দেখাও। এখনও কি কল্পনা স্বপ্ন লইয়া আমোদ করিতেছি? এ কি হরিসভা নহে? ঈশা মুষা যুধিষ্ঠির প্রভৃতি কেন এত শতাব্দীর পর আসিলেন? স্বর্গের দেবতার পৃথিবীতে আসিবার কথা নহে। নিরাকার হরির সঙ্গে কথা কহিতেছি। হরি, তোমাকে সাকার ভাবিব না। মা, তোমার সুন্দর হস্ত ধরে যে, তাহার কপালে অপার আনন্দ, না, দুঃখ? এই আমার হরি, এই হরিসভা, বৈকুণ্ঠ, পরকাল, কল্পতরু, ভক্তিসরোবর, শান্তিসরোবর।

ভক্তসকল ইহাতে মীনরূপে খেলা করিতেছেন। এই ত সেই স্বর্গ। তোমার পাদপদ্ম আমাদিগের স্বর্গ, তোমার পদপ্রান্তে আমাদিগের স্বর্গ। স্বর্গের শোভা দেখিতেছি। সমস্ত প্রাণের ভাই আজ কাছে আসিয়াছেন। এখন চক্ষু সাক্ষী, মার রূপ আছে কি না? নয়নাঞ্জন, চক্ষুকে ভুলাইয়াছ। স্বর্গের রাণী ভূমণ্ডলে আসিয়া যে রূপ দেখাইলেন, দেখিয়া প্রাণ পড়িয়া রহিল। চিত্তচোর, তোমার সন্তানদিগের চিত্ত হরণ করিয়া লইয়া যাও। তুমি কত মোহিত কর, তাহা কি আর জানিতে বাকি আছে? দীন হইয়া মার সুন্দরমুখ দেখিলাম এবং ভক্তিরসে আর্দ্র হইলাম। আর যেন কোন ভক্ত রূপের কথা বলিতে কুণ্ঠিত না হন। 'আমরা দেখেছি গোপনে, বলিব বাজায়ে ভেরী'। সুদিন আনিয়া দেও, দেখি, পৃথিবী বড়, না, হরি বড়,—যম বড়, না, হরি বড়। হরিকে পাইলে রাজার মত সুখী হয়, না, ধন পাইলে? প্রাণের বন্ধুগণ, হরি তোমাদিগকে রূপ দেখাইলেন, তোমাদিগের সঙ্গে কথা কহিলেন। প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া এখন মার কাছে দাঁড়াইয়াছি, মা আপনার নাম আপনি করিবেন, উন্মত্তকারিণী জননী শঙ্খ বাজাইতে বাজাইতে পথে যাইবেন। পৃথিবীতে হরি-নামের বায়ু উড়িবে। বড় বড় সাধুগণ সংবাদ দিবার জন্য পৃথিবীতে আসিবেন, মার রাজ্য কত দূর বিস্তৃত হইল। আহা, হরি, কি আনন্দের সমাচার; নূতন যন্ত্রে নূতন আকারে মুদ্রিত! মা, স্বর্গ হইতে অমৃত বর্ষণ কর, না, এখান হইতে? মা, লক্ষ্মীশ্রী তোমার নাম। মা, তোমার অনুরাগপূর্ণ নয়ন দেখিলে আমাদের লজ্জা হয়। মা অত্যন্ত স্নেহময়ী, তাই আমাদিগকে তাঁহার মুখ দেখান। ঈশা, মুষা, শাক্য, চৈতন্য, যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির জননি, তোমাকে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

পুনঃ পুনঃ উপাসনা

(মোহম্মদসমাগমে প্রস্তুতি, প্রথম দিন, কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ১লা আশ্বিন, ১৮০২ শক ; ১৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮০ খৃঃ)

জননি, তোমার সন্তান ভিন্ন ভিন্ন মহাপুরুষ বিশেষ বিশেষ সময়ে আবির্ভূত হইয়া, বিশেষ বিশেষ পুষ্পের ন্যায় জগতে শোভা বিস্তার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা আমাদের অশেষ আদরের পাত্র। মোহম্মদ তোমার প্রেরিত মহাপুরুষদিগের এক জন। তিনি দেখিলেন, লোকের মনে সংসারাসক্তি, বিলাসবাসনা ও পাপপ্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল ; শুদ্ধ একবারের উপাসনায় তাহার নিবৃত্তির কোন সম্ভাবনা নাই, এ জন্য তিনি প্রতিদিন পাঁচ বার উপাসনার নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিলেন। নমাজের ঘণ্টা বাজিবামাত্র, সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, ঈশ্বরের নিকট যাইতেই হইবে ; কি বাদশা ও আমির, কি দোকানদার, পাহারাওয়ালা ও নৌকার মাঝি, মুটে, কি জ্ঞানী, কি মূর্খ, সকল মুসলমানকে প্রতিদিন অন্ততঃ পাঁচ বার নমাজ পড়িতেই হইবে, এই বিধি তিনি দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল করিয়া গেলেন। ইহা পাপ হইতে বাঁচিবার একটি প্রধান উপায়। এই কঠিন উপাসনার নিয়ম দ্বারাই তিনি দুর্দ্দান্ত বদ্ওয়ি আরবীয় জাতিকে শাসিত রাখিয়াছিলেন। বার বার উপাসনা করিতে হইলে, ঈশ্বরের নিকটে যাইতে হইলে, পাপ করিবার সুযোগ অল্প হয়, কুপ্রবৃত্তি সকল সঙ্কুচিত থাকে। বার বার স্নান করিলে যেমন শরীরে ময়লা বসিতে পারে না, বার বার উপাসনা করিলে তদ্রূপ অন্তরে মলিনতা থাকিতে পারে না। ক্রোধ, অহঙ্কার, সাংসারিকতা ও বিলাসিতায় আমরাও সেই বদ্ওয়ি আরবদিগের তুল্য। সেই মহাত্মার প্রবর্ত্তিত বারংবার উপাসনা করার নিয়ম আমাদিগেরও অবলম্বন করা একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে আমরা রক্ষা পাইব না।

হরি, আমরা যেন একবার মাত্র তোমার উপাসনা করিয়া নিশ্চিন্ত না হই, বার বার যেন তোমাকে ডাকি, তুমি আমাদিগকে এরূপ সুমতি দান কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

মধ্যবর্ত্তিত্ব ও পৌত্তলিকতারূপ অংশিবাদের সহিত বিরোধ

(মোহম্মদসমাগমে প্রস্তুতি, দ্বিতীয় দিন, কমলকুটীর, শুক্রবার, ২রা আশ্বিন, ১৮০২ শক ; ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮০ খৃঃ)

জননি, মোহম্মদ তোমার সিংহাসনে অন্য কাহাকেও বসিতে দেন নাই, এবং তোমার তুল্য বলিয়া আর কাহাকেও স্বীকার করেন নাই। তিনি মূর্ত্তিপূজা ও অবতারবাদের ঘোর শত্রু ছিলেন, তোমার ঈশ্বরত্বের কোনরূপ বিভাগকে তিনি সহ্য করিতে পারেন নাই। তুমি অদ্বিতীয় অংশবিহীন বলিয়া তিনি বীরপরাক্রমে জগতে ঘোষণা করিয়াছেন। তিনি কোন সাধু মহাজনকে তোমার প্রাপ্য শ্রদ্ধাভক্তি প্রদান করেন নাই, তাহা করা পাপ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। তিনি সাধু মহাজনদিগকে তোমা হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র রাখিয়াছেন। কোনরূপে তিনি তাঁহাদিগকে তোমার সিংহাসনের পার্শ্বে বসিতে ও তোমার সঙ্গে একীভূত হইতে দেন নাই, সকলকে তোমার চরণতলে বসাইয়াছেন। তাঁহারা তোমার প্রেরিত, এই বিশ্বাসে তিনি তাঁহাদিগকে শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়াছেন ; কিন্তু তোমার প্রাপ্য ভক্তি শ্রদ্ধা কোনরূপে কখন তাঁহাদিগকে অর্পণ করেন নাই। প্রাণপণে তিনি তোমার সম্মান রক্ষা করিয়াছেন।

সময়ে সময়ে লোকে সাধু মহাজনদিগকে তোমার তুল্য করিতে গিয়া ও তোমার অবতার স্বীকার করিয়া, জগতের মহা অনিষ্ট সাধন

করিয়াছে। মহাপুরুষ মোহম্মদ এই ভয়ানক অসত্য ও কুসংস্কার হইতে আপন সম্প্রদায়কে রক্ষা করিয়াছেন। ভক্তকে অপমান করিলে আমরা কোনরূপে সহ্য করিব না, কিন্তু ভক্তকে গৌরব দিতে আমরা জানি না; তাঁহাকে গৌরবান্বিত করিতে তুমিই জান। আমরা গৌরবান্বিত করিতে গিয়া, হয় তো তাঁহাকে তোমার সিংহাসনে বসাইব। হরি, আমাদিগকে এ বিষয়ে বিশেষ সাবধান করিও। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন মধ্যবর্ত্তী, অবতার, পৌত্তলিকতা বা ঈশ্বরত্ব বিভাগের নাম গন্ধ নাই। তাহারা তাহা কখন সহ্য করিতে পারে না, অবতারের নামের বিরুদ্ধে তাহারা অস্ত্র ধারণ করে। ভক্ত মোহম্মদ জীবনে ইহা প্রচার করিয়া, তোমার প্রতি কেমন আশ্চর্য্য ভক্তি, নিষ্ঠা ও দৃঢ় বিশ্বাসের পরিচয় দান করিয়া গিয়াছেন। মোহম্মদের প্রচারিত এই বিশুদ্ধ মত আমাদের ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের মত।

মা, আমরাও কাহাকে তোমার সিংহাসন স্পর্শ করিতে দিব না। সকল ভক্ত, সকল মহাপুরুষ তোমার চরণতলে বসিবেন। তুমি একমাত্র অদ্বিতীয়। আমরা কোন প্রকার অবতার ও পৌত্তলিকতা আসিতে দিব না। আমরা তোমার গৃহ মুসলমান সিপাই দ্বারা রক্ষা করিব। তুমি অদ্বিতীয় নিরাকার ব্রহ্ম, কোন সৃষ্ট জীব তোমার তুল্য হইবে, তোমার এই অপমান কখন আমরা সহ্য করিব না। এ বিষয়ে আমরা মুসলমান। বর্ত্তমান ধর্ম্মবিধানে কোনরূপ মধ্যবর্ত্তিতা নাই, উকিল মোক্তার নাই, প্রত্যেক ব্যক্তি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমার নিকটে যাইবে ও তোমার প্রত্যাদেশ শ্রবণ করিবে। জননি, ব্রাহ্মদিগের মধ্যে যেন কোনরূপ মধ্যবর্ত্তিতা ও পৌত্তলিকতা স্থান না পায়। এ বিষয়ে তুমি বিশ্বাসী মোহম্মদের ন্যায় আমাদিগকে দৃঢ় কর, পৌত্তলিকতা ও মধ্যবর্ত্তিতার উচ্ছেদসাধনে আমাদিগকে সুক্ষম কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ঈশ্বরের প্রতি মিত্রতা ও তাঁহার শত্রুর প্রতি শত্রুতা

(মোহম্মদ-সমাগমে প্রস্তুতি, তৃতীয় দিন, কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, শনিবার, ৩রা আশ্বিন ১৮০২ শক; ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮০ খৃঃ)

জননি, তোমার প্রতি যাহার বন্ধুতা, তোমার শত্রুর প্রতি তাহার শত্রুতা; যে ব্যক্তি তোমার শত্রুকে আদর করে, প্রশ্রয় দেয়, সে তোমার বন্ধু নহে, সে তোমাকে ভালবাসে না। যাহাতে তোমার রাজ্য জগতে প্রতিষ্ঠিত না হয়, তজ্জন্য যাহারা প্রাণপণে চেষ্টা করে, তাহারা তোমার শত্রু; আমরা তোমার প্রেরিত নববিধানের আশ্রিত হইয়া, তাহাদিগকে কোনরূপে ক্ষমা করিতে পারি না। দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া উপাসনা করা উচিত নহে, যোগ ভক্তি বাতুলতা. বিধান কিছুই নহে ঈশ্বর-দর্শন ও প্রত্যাদেশ কেবল কথার কথা, এই সকল অবিশ্বাসের কথা যাহারা বলে, তাহারা তোমার শত্রু; আমরা তাহাদিগকে কোনরূপে প্রশ্রয় দিব না। এই সকল ভয়ঙ্কর রাক্ষসপ্রকৃতি লোক কত লোকের সর্ব্বনাশ করিতেছে, কত ভাই ভগিনীর গলায় ছুরিকার আঘাত করিতেছে, ভাবিলে হৃৎকম্প হয়। ইহারা নিষ্ঠুর ডাকাত, তোমার শত্রু জানিয়া আমরা ইহাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিব; ইহাদের শরীরকে স্পর্শ করিব না, আক্কেলকে কাটিব। এই সকল লোক ধর্ম্মের ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া, নানা দেশের যুবক যুবতীর মন ভুলাইয়া লইতেছে ও তাহাদিগকে সাজ্ঘাতিক বিষ খাওয়াইতেছে, নারীজাতির পবিত্রতা নষ্ট করিতেছে, শারীরিক সুখ, ব্যভিচার ও বিলাসিতাকে প্রশ্রয় দিতেছে। এই সকল নরাসুর উপাসনা ও ধর্ম্মের নাম দিয়া তোমার পুত্রকন্যাদিগকে আকর্ষণ করিতেছে ও পরে তাহাদের গলায় ছুরি দিতেছে, ভক্তি বিশ্বাসের পথ হইতে দূরে লইয়া যাইতেছে, ঘোর সংসারী, বিলাসী ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ করিয়া তুলিতেছে,

দেশময় সংশয় ও নাস্তিকতার বিষ ছড়াইতেছে। মা, তোমার ভক্ত মোহম্মদ কাফেরদিগকে কখনও ক্ষমা করেন নাই, তিনি ঈশ্বরের শত্রু রাখিব না বলিয়া, তাহাদের বিরুদ্ধে কেমন বীর পরাক্রমে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন। "মোহম্মদ বাঁচিয়া থাকিতে কে অদ্বিতীয় ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপিত হইতে দিবে না? কোন্ দুরাত্মা তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিবে? অগ্রসর হউক।" এই তাঁহার বাক্য ছিল, তাঁহার সিংহপ্রতাপে জগৎ কাঁপিয়াছিল, তিনি কাফেরকুল নির্ম্মূল করিয়াছিলেন। কাফেরকে তিনি কোনরূপে প্রশ্রয় দেন নাই।

মা, কাফেরেরা আমাদের প্রতি অত্যাচার করিলে, আমরা ক্ষমা করিব; কিন্তু তোমার প্রতি যখন অত্যাচার করে, তখন কি তোমার সন্তান হইয়া আমরা ক্ষমা করিতে পারি? তুমি স্বয়ং অপমানিত ও অত্যাচারিত হইয়া কাহাকেও কিছু বল না। আমরাও নিজের সম্বন্ধে অত্যাচার ও অপমান সহ্য করিব; কিন্তু তোমার প্রতি কাফেরদিগের অত্যাচার ও অপমান আমরা প্রাণে সহ্য করিতে পারি না। তাহারা তোমার হাত কাটিতে চায়, জিহ্বা কাটিতে চায়, তোমাকে মারিয়া ফেলিতে চায়, কোনরূপে জীবন্ত রাখিতে চায় না; তাহাদের রুচি ও বুদ্ধির অনুরূপ এক মৃত দেবতা গড়িয়া লোকের নিকট উপস্থিত করিতে চায়। তোমার ভক্তদিগকে মারিতে চায়, প্রাণ থাকিতে ইহা আমরা কেমন করিয়া সহ্য করিব? আমরা কাঁদিব। নরদানবের বিরুদ্ধে ক্রন্দনই আমাদের প্রধান অস্ত্র। কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম আধ্যাত্মিক, কোনরূপ বাহ্যিক নহে।

"ইহারাও অনেক সৎকার্য্য করিতেছে, ইহাদের মধ্যে অনেক ভাল লোক আছে; সত্য বটে ইহারা মার বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে, অনেক ভাই ভগিনীকে গলা টিপিয়া মারিতেছে, অবিশ্বাস, নাস্তিকতা দেশময়

ছড়াইতেছে, এ সকল আমাদের দেখিবার শুনিবার প্রয়োজন নাই।” এই সকল কথা যাহারা বলে ও তাহাদিগকে প্রশ্রয় দেয় এবং তাহাদের সঙ্গে আমোদ প্রমোদ করে ও ধন দিয়া ও অন্যরূপে সাহায্য করিয়া তাহাদিগকে উৎসাহ দান করে, তাহারা বিধান-বিদ্বেষী, তাহারাও তোমার শত্রু। হা! আমরা তোমার সন্তান হইয়া কি তোমার শত্রুদিগকে প্রশ্রয় দিব, তোমার অপমান সহ্য করিব? মা, বিশ্বাসী ভাই মোহম্মদের ন্যায় আমাদিগকে কাফের-বিরোধী কর। দৈত্যেরা মার বিরুদ্ধে দুটা কথা বলিল, যোগ ভক্তি কাটিল, দেশকে ডুবাইল, নানা কৌশলে স্ত্রীলোকের চরিত্র নষ্ট করিল, ক্ষতি কি, আমরা এই ক্ষণ নিদ্রা যাই, আমোদ প্রমোদ করি, আমাদের যেন এরূপ দুর্ম্মতি না হয়। তোমার অপমানে, স্বদেশের দুর্গতিতে যেন রক্ত গরম হইয়া উঠে। আমরা তোমাকে ভালবাসিব ও তোমার শত্রুকেও ভালবাসিব, ইহা হইয়া উঠিবে না। তোমার শত্রু আমাদের শত্রু।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

মোহম্মদ-সমাগম

(কমলকুটীর, রবিবার, ৪ঠা আশ্বিন, ১৮০২ শক;
১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮০ খৃঃ)

হে দীনদয়াল, হে ব্রহ্মাণ্ডপতি, যুগে যুগে ধর্ম্মবিধাতা তুমি, জীবত্রাতা তুমি। তোমার সঙ্গে আসিলাম দেশ ছাড়িয়া। প্রকাণ্ড আরব দেশ। সূর্য্যের প্রচণ্ড কিরণ, লতাপল্লববিহীন শুষ্ক পর্ব্বতরাজি। উদ্ধত প্রতাপ-শালী বীর, বিশ্বাসের প্রতিনিধি, বিশ্বাসের অবতারকে এই রাজ্যের রাজা করিয়া তুমি রাখিয়াছ। সেই আরবরাজ, সেই মুসলমানদিগের রাজা,

সেই বীর অবতার, সেই একেশ্বরধর্ম্মের প্রবর্ত্তক, কোথায় তিনি? হে বিশ্বস্রষ্টা, আমাদের সঙ্গে তাঁহাকে মিলাইয়া দাও। বহুদূর হইতে আসিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি। করযোড়ে মিনতি করিতেছি, তোমার সেই সেবককে আমাদের সম্মুখে প্রকাশ কর। তাঁহার মুখশ্রী দর্শন করি।

মুখে ব্রহ্মবিশ্বাস ও সর্ব্বাঙ্গ ব্রহ্মতেজে পরিপূর্ণ। সেই মহাপুরুষ কৈ? এই যাত্রিদল তাঁহাকে দেখিবে বলিয়া বসিয়া আছে। তিনি ব্রহ্মাস্ত্র হস্তে ধরিয়া প্রতিকূলদলের কাফেরদিগের শক্রতা খণ্ড খণ্ড করিতেছেন। একবার তাঁহাকে দেখাও। দেখিতে গম্ভীর। কেবল মারকাটশব্দ। ঈশ্বরের শক্র থাকিবে না। পর্ব্বত প্রান্তর এক ব্রহ্মের নামে প্রতিধ্বনি করিতেছে। সমুদ্র বলিতেছে, আমাদের আল্লা এক। এই কথা বার বার প্রতিধ্বনিত হইতেছে। মোহম্মদদর্শনে আমরা অভিলাষী, হে মহাপ্রভো, তোমার যোদ্ধা সন্তানকে দেখাও। তিলার্দ্ধ অবিশ্বাসকে তিনি স্থান দেন না।··সদাই যুদ্ধসাজে সজ্জিত। সৈন্য সামন্ত লইয়া দিবারাত্র ব্যস্ত। প্রকাণ্ড বীরপুরুষ মোহম্মদ।

হে বীর, তোমার কি এক ঈশ্বর ভিন্ন আর কিছুই সহ্য হয় না? কেহ যদি বলে, দুই ঈশ্বর, তোমার প্রাণে বুঝি শেল বিদ্ধ হয়। ঈশ্বর তোমাকে বিশ্বাসী করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। ঈশ্বর যখন তোমাকে গঠন করেন, তখন তোমার রক্তের ভিতর তিনি ব্রহ্মনাম প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন। জননীর গর্ভে যখন ছিলে, তখন তিনি তোমায় একেশ্বরমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন। ঠিক বটে। যাই পৃথিবীতে বাহির হইলে, ঘোর পৌত্তলিকতার অন্ধকার মধ্যে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায় প্রকাশ পাইলে। ওহে মোহম্মদ, প্রভু তোমাকে যে কর্ম্মের জন্য মনোনীত করিলেন, তুমি তাহা স্পষ্টই বুঝিয়াছিলে। মনের ভিতর সংগ্রাম হইল না। তুমি পৃথিবীর দলের সহিত মিলিবার লোক নহ। তুমি সহস্র সহস্র; লক্ষ লক্ষ

শত্রুর সম্মুখে দাঁড়াইলে। তুমি পৌত্তলিকদিগের হাতে পড়িবে, তাহা হইলে তোমার জন্ম বৃথা।

তুমি প্রভুকর্ত্তৃক চিহ্নিত। তাই তুমি পর্ব্বতে গেলে। তোমার ভাই মুষা, তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঋষি মহর্ষি ঈশা, সকলেই পর্ব্বতে গিয়াছিলেন। তেমনি, যোগী ভাই, তুমি হীরা পর্ব্বতের গহ্বরের মধ্যে বসিতে, যোগ ধর্ম্ম সাধন করিতে, প্রেম ও ভক্তিতে মূর্চ্ছিত হইতে। তোমার প্রভুকে তুমি ভালবাসিতে। স্ত্রীকে সঙ্গে লইয়া দুই জনে সেই পর্ব্বত-গহ্বরে বসিয়া, সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া, মহাদেবের সাধন করিতে। হে প্রাণের মোহম্মদ, পৃথিবীর লোক তোমাকে ধূর্ত্ত, ডাকাত, কপট বলিল; কিন্তু তাহারা জানিত না, তুমি গোপনে গোপনে কি করিতে? তোমার স্ত্রীই তোমার সাক্ষী। তিনি দেখিলেন এবং ভীত হইলেন। "আমার মোহম্মদের এরূপ অলৌকিক ব্যাপার হয় কেন?" তিনি ভাল করিয়া বুঝিলেন না। এই নির্জ্জন সাধনের মধ্যে যোগে নিমগ্ন হওয়া বড় সাধারণ ব্যাপার নয়। তুমি পর্ব্বতের অন্ধকার মধ্যে সস্ত্রীক ব্রাহ্মধর্ম্ম সাধন করিতে, সরলহৃদয়ে তাঁহাকে ডাকিতে। অন্ধকার তোমার সাধন দেখিয়াছিলেন, আর কে দেখিবে?

ওহে মোহম্মদ, তোমার বড় বড় ভাইরাও এইরূপ নির্জ্জনে সাধন করিয়াছিলেন, ব্রহ্মের নিকট আদেশ লাভ করিতেন। তোমার শরীর মন অপূর্ব্ব মূর্চ্ছায় মূর্চ্ছিত ও বিহ্বল হইতে লাগিল। যখন তোমার মনে ভয়ানক ভাবের উদয় হইতে লাগিল, তখন তোমার মনে কিছু সন্দেহ হইল। তাই তুমি মানুষের সাধারণ দুর্ব্বলতায় অবসন্ন হইয়া পড়িলে। নিরাশ হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিতে যাইলে। তখন তুমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলে, "আমি প্রেতাধীন, না, আমি ঈশ্বরাধীন? স্বদেশকে আমি নূতন ধর্ম্মের আলোক দিব, ইহার প্ররোচক সয়তান,

না, পরম পিতা পরমেশ্বর ?” তুমি ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলে না। সময় সময় তোমার স্ত্রী তোমার কাছে থাকিতেন। “যখন জীবনের কার্য্য বুঝিতে না পারিলাম, তখন এ জীবন ত্যাগ করাই ভাল”, তুমি এই বলিয়া পর্ব্বত হইতে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিতে গেলে; আর যেমন পড়িতে গেলে, তখন দৈববাণী হইল “মোহম্মদ মরিও না।” তুমি নিবৃত্ত হইলে। ঈশ্বর তোমার প্রাণ বাঁচাইলেন। বিবেক জিব্রিয়েলরূপে তোমার সম্মুখে প্রকাশিত হইয়া বলিল, “মোহম্মদ, তুমি ঈশ্বরচিহ্নিত, তোমার বিশ্বাস দৃঢ় কর। গহ্বরে মোহপ্রাপ্ত হওয়ার বাস্তবিক কারণ প্রত্যাদেশ। যাও, মোহম্মদ, ঈশ্বরের একেশ্বরতত্ত্ব-বিস্তারে নিজের প্রাণকে উৎসর্গ কর। বিশ্বাসের অস্ত্র ধরিয়া ধর্ম্ম প্রচার কর।”

হে মোহম্মদ, তুমি কেবল ঈশ্বর ঈশ্বর বলিতে, আর কোন কথা বলিতে না। যাহারা খুব ভাল ভক্ত, তাহাদেরও ঈশ্বরের সহিত তুল্যতা সহ্য করিতে পারিতে না। ওহে বিশ্বাসী বীর, তোমার প্রাণটা কি রকম ? কত লোকের মধ্যবর্ত্তী থাকে, কিন্তু তুমি তাহাও মান না। অবতার স্বীকার করিলে না। গলা টিপে পৌত্তলিকতাকে মেরে ফেলিতে লাগিলে। জীবপূজা, মানুষপূজা, অবতারপূজা, ব্রহ্মের সম্মুখে আনিয়া ঈশ্বরকে বলিলে, “এই লও, মোহম্মদের ঈশ্বর. আমি তোমার সম্মুখে এই এই অপবিত্র পৃথিবীর পূজাকে কাটিলাম, গ্রহণ কর।”

তুমি পৃথিবীকে বলিলে, “আমি মোহম্মদের ঈশ্বর। আমি কাহাকেও আমার কাছে বসিতে দিই না। আমি ব্রহ্ম পরাৎপর সনাতন, সর্ব্ব-শক্তিমান্ সর্ব্বব্যাপী।” মোহম্মদ পৃথিবীকে বলিলেন, “ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই।” স্বর্গ হইতে তুমি বলিলে, “ঈশ্বর ভিন্ন আর ঈশ্বর নাই।” তোমার সিংহধ্বনি পৃথিবী প্রতিধ্বনি করিল, স্বর্গ ও পৃথিবী এক, হইল। পৌত্তলিকপূজার রীতি অনুষ্ঠান সব তিরোহিত হইতে লাগিল।

মোহম্মদ যদি না আসিতেন, তাহা হইলে কি হইত? তাঁহার রাজ্যের সীমা কোথায় শেষ, বুঝিতে পারা যায় না। পৃথিবীর কত স্থান মুসলমান-দিগের দ্বারা ব্যাপ্ত। ইহারা একটি পুতুল ছোঁবে না। পৌত্তলিকতা বিষ। হে করুণাসিন্ধো, কি দয়া প্রকাশ করিলে! আরবদেশ কেন, সমস্ত পৃথিবী টল্‌মল্‌ করিতেছে। যেখানে আজও হুঙ্কার করিয়া মোহম্মদ যাইতেছেন, সেখানে পৌত্তলিকতা কাঁপিতেছে। এরা একেশ্বর নামে পাগল হইয়াছে। সময় সময় কত অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলে। ঐ যে হিমালয়ের উপর ঋষিটি বসিয়া আছেন, উনি হিন্দু। পাতা লতা দিয়া কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া বাস করিতেছেন, কেবল মুখে "ব্রহ্ম ব্রহ্ম" বলিতেছেন, আর সাধন করিতেছেন। কিন্তু একেশ্বরবাদী মোহম্মদের পাদুটো যেন বীরের, চুলের ভিতর দিয়া আগুন বেরোচ্চে। যেন জঙ্গলে আগুন লাগিয়াছে। ঘূর্ণিত চক্ষু, যেন পৃথিবী হইতে পৌত্তলিকতাকে ভস্ম করিয়া ফেলিবে। শান্ত হিন্দু, আর দিগ্বিজয়ী মোহম্মদ। যুদ্ধই ইঁহার মন্ত্র। পৃথিবী হইতে পৌত্তলিকতাকে দূর করিয়া এক ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপন করিবেন।

হে জননি, এই তোমার সন্তান বটে। অসুরনাশিনীর ছেলে বটে। কাফের, লড়াই কর, না হয় হোটে যাও; ঈশ্বর আসছেন, পৃথিবী হইতে দূর হও। আমার ঈশ্বরের রাজ্য, ইহাতে অবিশ্বাসী কেহ থাকিতে পারিবে না। হে ঈশ্বর, এ লোকটার আর কিছু ভাল লাগ্‌তো না। যেখানে যায়, তেজ সঙ্গে। মা, ইনি ভক্তির সন্তান নহেন, ইনি সন্তোষ-দায়িনীর পুত্র নহেন, ইনি অসুরনাশিনীর পুত্র। সেহ ভাব ছেলেবেলা থেকে। তোমার নামে কেউ কিছু বলুক দেখি। অমনি মোহম্মদ আগুনে জ্বল্‌ছেন। ঠিক যেন মত্ত হস্তী। এক এক পা ফেল্‌ছেন, আর পৃথিবী টল্‌মল্‌ করছে। কোন দেশে পৌত্তলিকতা থাকিতে দেবেন

না। একটুমাত্রও উহার গন্ধ থাকিবে না। হরি হে, তোমাকে মোহম্মদ ভালবাসেন; প্রেমিকের, ভক্তের ভালবাসা নহে, এ যোদ্ধার ভালবাসা! মোহম্মদ রাগী নহেন! তোমার জন্য রাগ্‌তো? কাফের মানে মোহম্মদের শত্রু নহে, তোমার শত্রু। যে তোমার নাম না গ্রহণ করে, সে নরকের জন্তু বিশেষ, ঘৃণার যোগ্য। মুষা, সক্রেটিস্, বৈরাগী শাক্য, মহর্ষি ঈশা, ইঁহারা অন্য রকম। ইনি বলেন, পৃথিবি, পৌত্তলিকতা ছাড়, পুতুলের গন্ধ সহ্য করিতে পারি না। ভাল, মোহম্মদ! তুমি বিশ্বাসের দৃষ্টান্ত। কাপুরুষ ভক্ত ঢের দেখেছি, তাহাদের বাপকে গালাগালি দিলেও কিছু বলে না। লোকটার তেজ দেখ, এখনও আরব দেশ মোহম্মদের তেজে ঝক্‌ঝক্ করিতেছে। ঠাকুর, ভক্ত তোমাকে খুব ভালবাসে, তোমার নিন্দা সহ্য করিতে পারে না।

বল বল, মোহম্মদ, ঐ কথা বল, "ব্রহ্মনিন্দা অসহ্য।" আমরাও ব্রহ্মবাদী, আমাদের পুরুষত্ব নাই। ব্রহ্মের কত নিন্দা শুনিতেছি, তেজ নাই। ভাই মোহম্মদ, তুমি যদি থাক্‌তে, পৌত্তলিকতাকে দূর করিয়া তাড়াইতে। ব্রহ্মনিন্দা? মোহম্মদ বেঁচে থাক্‌তে ব্রহ্মনিন্দা? কোন্ পাষণ্ডের সাধ্য ব্রহ্মনিন্দা করে। জননীর নিন্দা সহ্য করে, সে কি প্রেম? হতভাগ্য ধূর্ত্তের প্রেম। এই কি ভালবাসা, ব্রহ্মনিন্দা আমি শুনবো, আমি কি রকম? আয়, ভাই মোহম্মদ, আয়; শান্তি খাঁড়া নিয়ে আয়। মা, আমরা সকলে উদার, প্রেমিক, ক্ষমাশীল হইয়াছি; সর্ব্বদাই তোমার নিন্দা সহ্য করিতেছি। প্রেমিকেরা সকলকে ভালবাসে, কিন্তু মোহম্মদ ব্রহ্মশত্রুদিগকে বিনাশ করিতেন। আমরা তাহাদের শরীর ছোঁব না. তাহাদের মঙ্গল জন্য তাহাদের মন্দ ভাব কাটিব। উঁনি পাঁচ বার উপাসনা প্রবর্ত্তিত কল্লেন। উনি বলেন, কেবল উপাসনা কর, পুতুল ভেঙ্গে দিয়ে কেবল আল্লা আল্লা বল। গাড়ীর উপর কোচমান, নৌকায় দাঁড়ি, রাস্তার

পার্শ্বে মুটে, সাহেবের পেয়াদা, সকলেই সময় হ'লে আল্লা নামের উপাসনা করে। ধন্য, মোহম্মদ, ধন্য! তাহারা সকল কার্য্য ফেলে পাঁচবার করিয়া উপাসনা করিবে। সংসার জয় ক'রে পাঁচবার আমরা উপাসনা করিতে পারি না, আর ঐ সকল লোক মোহম্মদের আজ্ঞায় প্রত্যহ কেমন নিয়মের সহিত তোমার নাম উচ্চারণ করিতেছে। গায় ময়লা হয়েছে? পাঁচ বার ক'রে গা ধৌত কর। ঐ পাঁচ বার উপাসনা করিতে করিতে মনটা ফকীর হয়ে যায়; মন বলে, দূর হউক, আর সংসারে ফিরিব না, একেবারে মস্‌জিদে পড়ে থাকি! মানুষকে ফকীর করার ফিকির মোহম্মদের পাঁচ বার নমাজ। ঘন ঘন ব্রহ্ম-স্তব।

হে দয়াল ঠাকুর, মোহম্মদের কাছে আজ কি নেবো? (১) ঈশ্বর। এই বাক্য ঐ মুষা, ঐ সাধু ঋষিরা বলেছেন, "এক ঈশ্বর।" সমস্ত মিলে গেল। এ কথা পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হল। কোথায় সিনাই, কোথায় হিমালয়, কোথায় হীরা। (২) তার পর মোহম্মদ বলিলেন, তোমরা সাধুকে মানিতে মানিতে পৌত্তলিক হতে পার। আমরা কোন সাধুকে অযথা শ্রদ্ধা দিব না। এই সাধুদর্শনার্থী যাত্রিদল বন্ধু বান্ধব পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে জীবনব্রত গ্রহণ করুন। প্রভুর কাছে আর কেহ নহে। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তুমি, হে ব্রহ্মাণ্ডপতি, তোমার কাছে কেহ নাই। আমরা অবতারবাদের বিরোধী, মূর্ত্তিপূজার বিরোধী। (৩) ঈশ্বরবিরোধীর আমরা বিরোধী। আমরা নিজের সম্পর্কে পঞ্চাশ বার ক্ষমা করিব, কিন্তু ঈশ্বরের শত্রুকে ক্ষমা করিব না। গুরুনিন্দা সহিব না। যাহারা বিধানকে আক্রমণ করে, তাহাদের দর্প চূর্ণ করিব। কাফেরের ভাব সহ্য করিব না। (৪) আর আমরা কি শিখিব? ঘন ঘন তোমার কাছে আসা। এস ভাই, পাঁচটি বার ষোল আনা উপাসনা না করিলে চলিবে না। ঘুমাতে পারবে না। মোহম্মদ, তুমি বেশ নিয়ম করেছ। জননি, আমাদের মধ্য হইতে সকল

প্রকার পৌত্তলিকতা তাড়াইয়া দাও। সাধু ভক্তদিগকে আদর করিব। তোমার কাছে ঘন ঘন আসিব। আমাদের নমাজের ভিতর ফকীরি পূর্ণ মাত্রায় প্রবেশ করাইয়া দিয়া, আমাদের মনের সমস্ত ময়লা যাহাতে পরিষ্কার হইয়া যায়, এমন তুমি আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস

(চৈতন্যসমাগমে প্রস্তুতি, প্রথম দিবস, কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ৮ই আশ্বিন, ১৮০২ শক ; ২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮০ খৃঃ)

হরি, তোমাকে ও সংসারকে দুই ভালবাসা যায় না। যে মানুষকে ভালবাসে, সে তোমাকে ভালবাসিতে পারে না। এক হৃদয়ে দুই ভাল-বাসার স্থান হয় না। চৈতন্য তো পৃথিবীকে ভালবাসিতেন না, একমাত্র তোমাকে ভালবাসিতেন। তোমা বৈ তিনি কিছুই জানিতেন না, তোমার প্রেমে তিনি মত্ত হইয়া সংসার ছাড়িয়া বাহির হইয়াছিলেন। তিনি জগৎকে প্রেম করিতেন, নরনারীকে ভালবাসিতেন, তাহা তোমার ভাবে, সাংসারিক ভাবে নয়। তুমি স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বিরাজমান, তিনি পুরুষ ও প্রকৃতি, তোমার এই যুগলমূর্ত্তি নর নারীতে দর্শন করিয়া ভাবে গদ্‌গদ হইতেন। সর্ব্বজীবে শ্রীহরি দর্শন করিয়া, তাঁহার প্রেম বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তোমা বৈ তাঁহার মুখে অন্য কথা ছিল না, তোমা বৈ তাঁহার মনে অন্য ভাব ছিল না। তিনি লোকের দ্বারে দ্বারে যাইয়া তোমার কথা বলিতেন, তোমার গুণকীর্ত্তন করিতেন, সকল লোককে তোমার প্রেমে আকর্ষণ করিতেন। তোমার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া, তিনি তোমাকে প্রেম করিতে জগৎকে ডাকিয়াছেন। প্রেমের অবতার

শ্রীচৈতন্য নিজে তোমার প্রেমে মাতিয়া জগৎকে মাতাইয়াছেন। তাঁহার এক প্রেম ছিল, দুই প্রেম ছিল না। তিনি এক বৈ দুই বুঝিতেন না।

হরি, তুমি আমাদিগকে সেরূপ তোমার প্রেমে পাগল কর, এক তোমার প্রেমে প্রেমিক কর। আমাদের আর অন্য প্রকার ভালবাসা থাকিবে না, তোমার ভালবাসার অনুরোধে জগৎকে ভালবাসিব। আমাদের একখানা ভালবাসা হইবে। তোমা ছাড়া যে ভালবাসা, তাহা মোহ, তাহা পাপ মনে করিব, তুমি এইরূপ আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

শ্রীচৈতন্যে নরনারীভাব

(চৈতন্যসমাগমে প্রস্তুতি, দ্বিতীয় দিবস, কমলকুটীর, শুক্রবার, ৯ই আশ্বিন, ১৮০২ শক ; ২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮০ খৃঃ)

জননি, তোমার ভক্ত চৈতন্য কি স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ? আমরা বলি, না। তিনি বাহিরে বিষ্ণুপ্রিয়াকে ছাড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু অন্তরে নয়। তিনি নিজে স্ত্রী ছিলেন। বিষ্ণুপ্রিয়া ভক্তিতে তাঁহার জীবন গঠিত ছিল। তাঁহাতে স্ত্রী-পুরুষের, রাধাকৃষ্ণের সম্মিলন ছিল। তিনি নিজে নিজেকে বিবাহ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে ভক্তেরা রাধাকৃষ্ণকে স্বতন্ত্র দর্শন করিয়াছেন, পরে শ্রীচৈতন্যের মধ্যে উভয়কে একীভূত দেখিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যে পুরুষভাব নারীভাব, অর্থাৎ পুণ্য ও ভক্তি দুইই ছিল। চৈতন্য কি ? না, রাধাকৃষ্ণের সম্মিলন। তাঁহাতে হরগৌরীর বিবাহ, পুরুষভাবের সহিত নারীভাবের বিবাহ সঙ্ঘটিত হইয়াছিল। কে বলিবে, তিনি সন্ন্যাসী হইয়া স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ; বরং বিশেষরূপে

তিনি স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বাহিরে সংসার ছাড়িয়াছিলেন, কিন্তু অন্তরে বিস্তীর্ণ সংসার গ্রহণ করিয়াছিলেন। পুণ্যের তেজের সঙ্গে ভক্তির কোমলতা ও সৌন্দর্য্যে তাঁহার জীবনে কি আশ্চর্য্য শোভা হইয়াছিল। কাহারও চরিত্রে এমন প্রখর তেজ ও মনোহর কোমল ভাব তো কখন আর দেখা যায় না। শ্রীগৌরাঙ্গের শরীর যেমন গৌর ও সুকোমল মনোহর ছিল, তাঁহার আত্মাও পুণ্যেতে শুভ্র ও ভক্তি-যোগে সুকোমল ছিল। আমাদের সোণার গৌরাঙ্গকে দেখিয়া, সকলের মন প্রাণ মোহিত হইয়া, কত লোক তাঁহাকে অবতার বলিয়া পূজা করিয়াছে।

হরি, গৌরাঙ্গের চরিত্রকে আদর করিতে আমাদিগকে শিক্ষা দেও। আমরা পুণ্য ভক্তি দুইই চাই, আমাদের জীবনকে পুণ্য ও ভক্তির জীবন কর; আমরা পুণ্যের তেজে মহাতেজস্বী হইব, আবার তোমার প্রতি প্রেমভক্তিতে বিগলিত থাকিব। আমরা পুণ্য ছাড়া ভক্তি, ভক্তি ছাড়া পুণ্য চাহি না। হরি, শ্রীচৈতন্যের ন্যায় আমাদের জীবনে ভক্তি পুণ্যের সম্মিলন যেন জীবন থাকিতে দেখিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ভক্তদলের সঙ্গে একীভূত হওয়া

(চৈতন্যসমাগমে প্রস্তুতি, তৃতীয় দিবস, কমলকুটীর, শনিবার, ১০ই আশ্বিন, ১৮০২ শক; ২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮০ খৃঃ)

জননি, তোমার ভক্ত শ্রীচৈতন্য ভক্তদলের সঙ্গে একীভূত হইয়া গিয়াছিলেন। তিনি দল হইতে স্বতন্ত্র ছিলেন না। তালশাঁস সকল যেমন স্বতন্ত্রতা-সত্ত্বেও তালের খোসার ভিতরে পরস্পর সংযুক্ত থাকে

এবং সেই সংযুক্ত অবস্থায় বৃদ্ধি পাইয়া পরিপক্ক হয় এবং তদবস্থায় রসেতে একীভূত হইয়া যায়, চৈতন্যের দলও সেই প্রকার ছিল। বিধানের মধ্যে তাঁহারা বৃদ্ধি পাইয়া পরস্পর একীভূত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বতন্ত্রতা-সত্ত্বেও ভাবেতে ও প্রেমেতে এক ছিলেন। শ্রীচৈতন্য দলের প্রধান পুরুষ হইলেও, তিনি আপনাকে দলের বহির্ভূত কিছুতেই মনে করিতেন না। পূর্ব্বে এ দেশে এরূপ দলের সৃষ্টি আর কখনও হয় নাই। তাল-ফলের ন্যায় চৈতন্যের দল বিধানকল্পতরুর ফলস্বরূপ ছিল। সকলের এক হৃদয়, এক ভাব ও এক কথা ছিল। মধুর ভাবরসে সকলে মিশিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা তালশাঁসের ন্যায় একীভূত হইয়া দেশময় হরিনাম প্রচার করিয়াছেন। সকল লোক বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দলকে সম্মান করিত, প্রণাম করিতে হইলে দলকে প্রণাম করিত। শ্রীচৈতন্য নিজের বলিয়া কিছুই স্বীকার করিতেন না, সমুদায় দলের বলিয়া তিনি গণ্য করিতেন। সেই জ্বলন্ত বিধানের দল প্রেমভক্তির স্রোতে ভারতবর্ষকে ভাসাইয়াছিল। দলেতেই মুক্তি, দলেতেই স্বর্গ।

হরি, তুমি আমাদিগকে শ্রীচৈতন্যের দলের ন্যায় বদ্ধ কর, আমরা একহৃদয় একপ্রাণ হইয়া, প্রমত্তভাবে তোমার নাম দেশময় প্রচার করি। ব্যক্তিগত স্বতন্ত্রতা-সত্ত্বেও ভাবে প্রেমে সকলে এক হইয়া যাই। নববিধানের আশ্রয়ে থাকিয়া,:বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বিশেষ বিশেষ যোগ ভক্তি জ্ঞান কর্ম্মে স্বতন্ত্রভাবে উন্নত হইবে; কিন্তু সকলই বিধান পূর্ণ করিবার জন্য হইবে। সমস্ত দলের জন্য, নিজের জন্য কিছুই নয়, সমস্ত দলেতে বদ্ধ হইবে; দীনবন্ধো, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এইরূপ আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

চৈতন্য-সমাগম

(কমলকুটীর, রবিবার, ১১ই আশ্বিন, ১৮০২ শক ;
২৬শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮০ খৃঃ)

হে প্রেমময়ি জননি, অনির্ব্বচনীয়রূপধারিণি, যদি অনুগ্রহ করিয়া বল, সকলই প্রস্তুত, আমরা অন্তঃপুরে প্রবেশ করি। অন্তঃপুরবাসিনি, লজ্জা-রূপিণি, চৈতন্যজননি, প্রভু শ্রীচৈতন্যের পুনরুত্থান এবং চারিশত বৎসরের বিধানের লোকটির সঙ্গে সম্মিলন, এই ভাগবতকথা আশ্চর্য্য। আজ নরনারী মাতিল, মহোল্লাস উপস্থিত হইল, প্রেমকুসুম চারিদিকে প্রস্ফুটিত হইল, প্রেমের পুনরুদ্দীপন হইল। শ্রীচৈতন্য আবার এই সময়ে পুনরুত্থান করিলেন।

হে স্নেহময়ি, কোথায় একটি সামান্য গ্রাম, তাহার ভিতরে শচীমাতার ক্রোড়ে আকাশের চন্দ্র খসিয়া পড়িল; এত বড় বড় স্থান থাকিতে কোথায় এমন বস্তু নামিল? মেরীর ক্রোড়ে সুনির্ম্মল ঈশাচন্দ্র এক দিন এমনি হেসেছিল। মা জননি, কত চাঁদ আকাশে ছিল। তাহারা তোমার ক্রোড়ে ছিল, কি মানুষের ক্রোড়ে ছিল? পৃথিবী অন্ধকার, নবদ্বীপ অমাবস্যাচ্ছন্ন, নবদ্বীপে পূর্ণচন্দ্রোদয়। শিশু হাসিতেছিল, যখন শচীমাতার গর্ভে ছিল। তুমি বিরলে বসিয়া যত সৌন্দর্য্য তাহার প্রাণের ভিতরে ঢালিলে। আকাশের চাঁদকে লজ্জা দিবে বলিয়া এমন সুন্দর চন্দ্রকে গঠন করিলে! আবার তার উপর প্রেমের রং দিলে। পৃথিবীতে তদপেক্ষা আর একজন প্রেমিক জন্মগ্রহণ করিবে, তাহা আমাদের অভিপ্রায় নহে। এবারকার বিধান সেরূপ নহে। এবার শত প্রেমিককে একত্র করিতে হইবে। ঘনীভূত প্রেমোন্মত্ততা শ্রীগৌরাঙ্গের! তাঁহার ঘোরাল প্রেমের রং। যখন, মা, বিরলে বসিয়া ভক্তির অবতার শিশুকে গড়িলে, তখন

প্রেম তনয়েতে কি রকম রং মিশাইয়া নূতন রং ফলাইলে, কে জানে? কাল বাঙ্গালীর মধ্যে গৌরাঙ্গনামধারী আসিলেন। বুদ্ধিমানদিগের ভবিষ্যদ্বাণী বিপরীত হইল। শক্তি-উপাসক, বিলাসপরায়ণ লোকদিগের মধ্যে সন্ন্যাসী ভক্ত জন্মিলেন। পৃথিবী প্রণাম করিয়া বলিল, এবার আমার দুঃখভার মোচন করিবার জন্য তুমি আসিয়াছ। পৃথিবী তাঁহাকে কোলে করিল।

শ্রীহরি, তব তনয় বাড়িলেন। সব কটা ফুল একত্র ফুটিল। আমাদের নিমাই যেমন লেখা পড়ায় পণ্ডিত, তেমনি সমস্ত সদ্গুণের আধার, তেমনি ভক্তিতে অনুরঞ্জিত। পল্লীতে সুখ বৃদ্ধি হইল। শচীর কোলে নয়, বঙ্গবাসীর কোলে, সমস্ত ভারতের কোলে গৌরাঙ্গ শোভা পাইলেন। নবীন শিশু বাল্যকাল অতিক্রম করিয়া যত বাড়িল, সকলে বুঝিল, সামান্য লোক জন্মগ্রহণ করেন নাই। মা, তোমার মুখের কথা অবতাররূপে জন্মে, এ কথা নিশ্চয় তখন পূর্ণ হইল।

হা বিধাতঃ, তোমার কি খেলা! আনন্দের জীবন, শচীমাতার জীবন। সংসারে সকল প্রকারেই ইনি সুখী। নিমাইয়ের নববিবাহিতা স্ত্রী, সকল দিকে লক্ষ্মী-শ্রী, তার মধ্যে একখানা কাল মেঘ সেই পরিবারে দেখা দিল। হঠাৎ কেন বৃষ্টি, বজ্রধ্বনি, বিদ্যুৎ! হায় হায় বলিয়া চৈতন্য কাঁদে। শ্রীচৈতন্য, তুমি ঘরে থাক। ওহে যুবা গৌরাঙ্গ, তোমায় সকলেই ভাল-বাসে। নারী তোমাকে দেখিবার জন্য সোণার গহনা ফেলিয়া দেয়। সুবর্ণের স্বর্ণ তুমি, জড় সোণা, আর তুমি মানুষ সোণা; তোমাকে ছাড়িয়া লোকে সোণা লইবে কেন? তুমি যদি, ভাই, কাঁদ, তবে আরামের স্থান নাই। সুখের ঘরে যদি কান্না, তবে আর কে সুখী হইবে? এক প্রকাণ্ড বোঝার ভারে আমার প্রাণের চৈতন্য কাঁদিতেছেন। তুমি দোষ কর নাই, প্রভো, তবে তুমি কাঁদিলে কেন? নির্ম্মল তোমার হৃদয়, তবে কেন

কাঁদিলে? তুমিতো পাপ কর নাই। পাপের জন্য তো তোমার ক্রন্দন নহে। নির্দ্দোষ তোমার মন, তবে ক্রন্দন কেন?

ওহে শ্রীমদ্ভাগবত, আজ তোমার এ কথার মীমাংসা করিতে হইবে, চৈতন্য কাঁদে কেন? ওহে নবদ্বীপবাসী নবদ্বীপবাসিনীগণ, তোমাদিগের কাহার বিরুদ্ধে কখনও কি চৈতন্য কোন দোষ করিয়াছেন? তাঁহার বিরুদ্ধে তোমাদের কোন অভিযোগ আছে? নির্ম্মল শরীরে দাগ দিবে কাহার সাধ্য? সুবর্ণ কেন বিবর্ণ হইল? তোমার চাঁচর কেশ কোথায় চলিয়া গেল? শ্রীচৈতন্য, আজ তুমি মাকে স্ত্রীকে ছাড়িয়া পথে চলিয়া যাইতেছ কেন? আজ তোমায় কৌপীনধারী দেখি কেন? কোন্ নিষ্ঠুর শত্রু তোমায় শোভাহীন করিল? কোন শত্রু কি হিংসায় কাতর হইয়া এরূপ করিল? পৃথিবীতে আকাশের চাঁদ আসিয়াছে বলিয়া কি তাহার ঈর্ষা হইয়াছে? তুমি নবদ্বীপে বসিয়াছিলে, কোন শত্রু কি তোমার বুকের ভিতর ছুরি মারিল? কি রকম বিচার হইল। চৈতন্য পাগল হইলেন। শেষে কি সুখের সংসার ছাড়িয়া চলিলে? পাগলের মত তাকাইতেছ কেন? তোমার সুখের মুখ দেখিলে নবদ্বীপ হাসে, তোমায় কাঁদিতে দেখিলে নবদ্বীপ কাঁদে। তোমার কি চাই, ভাই; কেহ কি তোমায় তাহা দিতে পারে না? যার বিরহে সকলের প্রাণ কাঁদে, তার প্রাণ কখন ঈশ্বরবিহীন হয় নাই।

কি বলিতেছ,—"অভাব আমাকে কাঁদায় নাই। পাপের জন্য আমি কাঁদিতেছি না। আমি কাঁদিতেছি, পৃথিবীর দুঃখ দেখিয়া। হরিনাম বিলাইব, তাহাতে কালরাত্রি ঘোর হইল। আমার সেই বাপের, সেই মার পৃথিবী, তাঁর নাম এই পাষণ্ডগুলো নেয় না; আমার মুখে অন্ন যায় না যে। আমি বলি, খাওয়া ভাল, কিন্তু খেতে যে পারি না। আমার বাপের জন্য আমি প্রাণ দিয়াছি। মা কাঁদেন, আমি জানি। আমি চলিয়া গেলে ঘর শ্মশান

হইবে, স্ত্রীর বৈধব্য হইবে ; কিন্তু সকল কষ্ট হইতে, হরিনাম পৃথিবী লইবে না, এ কষ্ট অধিক। মা ও স্ত্রীকে ছাড়িতে কি দুঃখ হয় না ? নাম আমার শ্রীচৈতন্য, কিন্তু হারাইয়াছি চৈতন্য। আমি যদি সংসারে পড়িয়া থাকি, আমি যদি ভাল খাই, ভাল পরি, তবে পৃথিবী হরিনাম নেবে না। মাথার চুল, তোমরা যাও, আমার হরিনামের সুধা উথলিয়া উঠিবে। আমি দুঃখীর মত চলিলাম, আমি পাইয়াছি বলিয়া ছাড়িলাম। আমাকে হরি এসে প্রতিদিন অনুরোধ করেন, বেরো না ; হরি এসে আমাকে তাড়াইলেন, কিন্তু হরি দুঃখ দিলেন না, আমি যে নাচিবার জন্য যাইতেছি। এই এক রোগ আসিয়াছে বটে, কিন্তু এ রোগ অনেকের হইবে।"

ঐ এক জনকে দেখিয়া, তার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যত শিষ্য ছুটিল যে। ও লোক কোন মন্ত্র দিল না, অথচ সব লোক দিন দিন সংসার ছাড়িয়া বেরিয়া যায় কেন ? শ্রীচৈতন্য রাস্তা আলো করিয়া চলিলেন। সেই দুঃখীর মত চেহারা, নবীন সন্ন্যাসী, যোগী সন্ন্যাসী। আর কেহ যে সন্ন্যাসের কান্না সামলাইতে পারিল না। ওহে হরি, তোমার প্রেমে লোকটা পাগল হইয়া চলিয়া গেল। এস, সকলে মিলিয়া ঘরে বসিয়া কীর্ত্তন করি। তুমিতো রাজা হইতে চাও না, সকলে মিলিয়া নবদ্বীপে হরিনাম করি। মা, উহার প্রাণ কাঁদিতেছে, ও যে জীব তরাইতে সিংহের মত দৌড়িতেছে। দয়াময়ী যাহার মাথা কাড়িয়া লন, তাহার এই রকমই হয়। অত বড় তুমি, তুমি কাঁদিতেছ সুখবিধান জন্য। তোমার ঐ চক্ষের জল হইতে বৈরাগ্যের জন্ম। কোথায় সমুদ্র, কোথায় বৃন্দাবন। পাগল ছুটিতেছে। ওগো তোমরা ধর, ও বাপ নরহরি, হরি-প্রেমে গড়া তনু, তোমরা ধর। ও যে সোণার গায়ে কাদা লাগ্‌ছে।

মা, দেখ দেখি, গৌর কেমন নাচে। গৌর আমার নাচ্‌তেও জানে

রে। চরণ দুখানি নৃত্য করে। কি সৌন্দর্য্য, কি লাবণ্য! এমন সৌন্দর্য্য যখন পৃথিবীতে নৃত্য করে, তখন পূর্ণ কান্তি প্রকাশ করে, পৃথিবীর মন হরণ করে। আর কোন কালে কি ঐ লোকটীর উপরে অভক্তি হইতে পারে? অমন রূপ যেন পাই। ঐ রূপ মা বাপ ভাই যেন পান। নির্ম্মল শান্তি উঁহার প্রাণে। তোমার রূপ সমুদায় আত্মীয়ের সুখের কারণ। ঐ রূপ জলে স্থলে মানুষের মনে লাগিয়া রহিয়াছে। গৌরাঙ্গের নৃত্য সকলকে পাগল করে। উনি এত নাচেনই বা কেন? ঐ যে আবার ঘুমুর পায়ে দিয়া দৌড়িয়া নাচিতেছেন। ওগো সমুদয় সৃষ্টি, দেখ, মাতা হাতী খেপেছে। এক বার হরি বলিয়া কাঁদে, এক বার হরি বলিয়া হাসে। ওহে চৈতন্য, নাচিও না; আবার সাম্‌নে আসিয়া নাচ কেন? আহা! ভূমিতে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইয়া গিয়াছেন।

আজ সমস্ত স্থান নবদ্বীপ হইয়া গিয়াছে। চারিশত বৎসরের ব্যবধান ফুরাইয়া গেল। আমরা ইংরাজী শিখিয়াছি, আমাদের কাছে কেন তুমি? কিন্তু ইচ্ছা হয়, কাছে আসিয়া নেচে যাও। তুমি বাঁচিয়া আসিলে কি করিব, জানি না। তুমি চৈতন্য, কেবল প্রেম খাও, ভক্তি খাও, পৃথিবীর জিনিষ তুমি স্পর্শ কর না। তুমি গলিত কুষ্ঠকে কোল দিয়াছিলে, এমন আর কেহ করে নাই। সোণার অঙ্গে কোল দিয়া আমাদিগকে সুখী কর। তুমি যদি নাচ, আমাদের জ্ঞান থাকিবে না। কি ভালবাসা তোমার ভাইদের প্রতি! ঐ যে লোকগুলি নিয়ে আছ, ঝগড়া নাই। একেবারে পুলকে তোমায় পূর্ণ করে, একেবারে পাগলের মত সকলে দৌড়িতেছে। ঐ যে দলবদ্ধ হইয়া কীর্ত্তন করিয়া চলিলে। কিরূপ উন্মত্ততা, দেখ, দেখ। আহা! স্বর্গ থেকে অমৃত আনিবে। ওটা যে মুসলমান, ওটাকে ছেড়ে দেও; ও না ম্লেচ্ছ? হরিদাসকে ছুঁইতে দেও কেন? তুমি হিন্দু ও মুসলমান, চাঁড়াল ও মুচী, যাহার তাহার সঙ্গে

কোলাকুলি করিতেছ। আবার ভাত খাইতেছ কাহার পাতে? কি অনাচার! ও যে প্রেমে উন্মাদ। চৈতন্য, বল দেখি, যখন তুমি স্বর্গ থেকে আসিলে, তোমার মা কাণে কি বলিয়া দিলেন, হরিনাম দিয়ে মুসলমানকে ভবসাগর পার করিবে? আহা! এখন পর্য্যন্ত তুমি তোমার মা'র কথা শুনিয়া বসিয়া আছ। মা তোমায় ইতর বলেন নাই, যদিও তুমি দুঃখী ছোট লোকদের বন্ধু, দুঃখী চাঁড়ালকে কোল দিলে। ধনীরা সন্দেশ পেল, দুঃখীরা পেল না। তুমি বলিতেছ, আয় রে, কত নিবি আয়, আমার কাছে ঢের আছে রে।

ওহে নরসিংহ, একেবারে দেশটাকে মাতাইয়া তুলিয়াছ। খোল করতাল তুরী ভেরী বাজিতেছে। তুমি ধর্ম্ম দিলে, সুখ দিলে। তুমি তো বলিলে না, ওরে, তোরা বৈরাগ্য সাধন কর। নিজে কৌপীন নিলে, অন্যকে হাসালে। যাকে তোমার মন্ত্রে দীক্ষিত করিলে, তাহার হাসি হাসি মুখ, নাচা নাচা পা, আর হৃদয়ে যোগীর প্রেমানন্দ। ও ঠাকুর-পুত্র, বল দেখি, বৈরাগ্য সন্ন্যাস আগে ছিল, তুমি তবে কি দিলে? এক খানি পচা কৌপীন, পুরাতন দণ্ডটা? না, তুমি উহা দিতে আইস নাই। তুমি বৈরাগ্যকে মিষ্ট করিতে আসিয়াছিলে। তুমি আনন্দময়ীকে মনের মত দেখিতে পাইলে না বলিয়া কখন কাঁদিয়াছ, কখন দেখিয়া হাসিয়াছ; তোমার ক্রন্দন শুষ্ক বৈরাগ্যের ক্রন্দন নহে। মা, তোমার বৈরাগী ছেলে হেসে হেসে নবদ্বীপে যান। তিনি বাড়ী ছেড়ে এলেন হেসে; তাহা না হইলে, চৈতন্যচাঁদ বলিবে কেন? আগে ছিল বৈরাগ্য অন্ধকার, এবার হইল চৈতন্যচন্দ্রের বৈরাগ্য বিলাস।

ভাই, তোমার গুণে আমরাও হাসিতেছি। ওহে হরি-সন্তান, এই দেখ খোল তোমার, চিরকাল তুমি আমাদিগকে মাতাও। তুমি বাহিরে নাচিয়াছ নবদ্বীপে, আমাদের বুকের ভিতর আসিয়া নাচ। তোমার

মাকেও নিয়ে এস। তোমার মাকে আমি ভালবাসি, তোমার মা খুব সুন্দরী। শ্রীচৈতন্যের মা, গৌরাঙ্গের মা বলিলে সুন্দরী বুঝায়, আমাদের মা বলিলে কাল কিষ্টি। মা, তুমি চৈতন্যকে কোলে করিয়া বসিয়া দুগ্ধ পান করাও। ও চৈতন্যের শিষ্যগণ, তোমরা এস; ও ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাস, তুমি এস। প্রাণের চৈতন্য, তোমার মাথায় সোণার মুকুট দি। ঐ যে স্বর্গে বসিয়া আছ, আজ মহোৎসবের দিন সকলে এস। কলিকাতার লোক ডাকিতেছে, এস।

আমাদের চৈতন্যের পুনরুত্থান হইবে, কয়খানি খোল নিলে? কতটা ভেঁপু? আজ হরিসংকীর্ত্তন হইবে। সকলে বলাবলি করিতেছে, মা শ্রীচৈতন্যকে লইয়া আসিতেছেন। আবার নবদ্বীপ হলো নাকি? এ নিরাকার নবদ্বীপ। দাঁড়াও ভেঁপুওয়ালা, তুরীওয়ালা! স্ত্রীলোকগুলি কৈ? তারা আসবে না? বারণ? ওকি, শ্রীচৈতন্য ওদের আসতে দিবে না? একটু তফাৎ, পবিত্রতার নিয়ম। এতেও নিয়ম বেঁধে গিয়াছ। পবিত্র প্রেম, সতীর প্রেম, পুণ্য প্রেমের মিলন। শ্রীচৈতন্য, তুমিত সমাজসংস্কারক নও। শ্রীচৈতন্যে নর নারী এক, রাধা কৃষ্ণ এক। নরপ্রেম নারীপ্রেম তোমাতে এক। নারীপ্রেম শ্রীচৈতন্য পাইয়াছেন। সতীর প্রেম পতির প্রতি, পুরুষের প্রেম হইলে হইবে না। গূঢ় রহস্য শুনিলে, যথার্থ প্রেমিক হইতে হইবে। পতিব্রতা নারীর মত হরিসেবা করিবে। পুরুষেরা নারী হইতে স্বতন্ত্র থাকিবে, প্রেমে অপবিত্রতা আসিবে না। এখানে প্রেম পুণ্যের মিলন। আহা! কি সুমিষ্ট তত্ত্ব চৈতন্য দিলেন। এস পুরুষ হয়ে, এস প্রকৃতি হয়ে। হে শ্রীচৈতন্য, তুমি নর-নারীর পুণ্যপ্রেম। এস, বুকের ভিতরে নাচিবে, এস। আমরা তোমার নামটি আবার প্রকাশ করিয়াছি, আমাদিগকে ভাল খেতে দিও। মা যখন তোমায় ডাকিতে বলিলেন, তখন আবার এ দেশে তোমার ভাঙ্গা

মন্দির জাগিয়া উঠিবে। এস, চৈতন্য, মাকে নিয়ে এস। যেমন করিলে নবদ্বীপে, তেমনি কর এ দেশে। মার হাত ধরিয়া তুমি নাচ। নাচতে নাচতে বড় বড় জগাই মাধাইকে তরাও। তোমার সঙ্গে ভক্তেরা নাচিবে, শেষে সমস্ত পৃথিবী নাচিবে। মা, একবার শ্রীচৈতন্যের সঙ্গে নাচিতে দেও। এই তোমার নিকটে প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

তিনকে এক কর

(কমলকুটীর, সোমবার, ১২ই আশ্বিন, ১৮০২ শক ;
২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮০ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, অপার প্রেমের ঠাকুর, প্রথমে তুমি ভাঙ্গ ; তার পরে তুমি গড়। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ধর্ম্ম প্রথমে তুমি প্রকাশ কর, তার পর সমুদয় নববিধানে তুমি গড়। তবে, দয়াময়, আমাদের জীবনেও তা কর না? আমরা এক সময়ে ভক্ত হয়েছিলাম, এক সময়ে সত্যবাদী হয়েছিলাম, এক সময়ে যোগী হয়েছিলাম, এক সময়ে প্রেমিক হয়েছিলাম ; তবে এই সব খণ্ড ধর্ম্ম আমাদের জীবনে এক সময়ে জমাট কর না কেন? সঙ্গতের নীতি, মুঙ্গেরের ভক্তি, এখনকার নববিধানের ভাব এই বিজ্ঞান, এই তিন এক কর না কেন? এই তিন এক হইলে সোণায় সোহাগা হয়। আমি খুব বড় ভিক্ষা কচ্ছি না, আমাদের পরিবারের মধ্যে, আমাদের জীবনে যা এক সময়ে হয়েছিল, তাই দাও না কেন? তবে সে চারি সময়ে চারি ছিল, এখন এক সময়ে চারি দাও না। এক সময়ে সব ভাব এনে করে দাও না? হে মঙ্গলময়ি, বড় সুখ পেয়েছি সেই সেই সময়। নীতি সাধন করে তোমার সঙ্গতে বড় সুখ ও উপকার পেয়েছি। আর মুঙ্গেরে

কত সুখী ছিলাম, তাও তুমি দেখেছ। আর এখন নববিধানের নিশান উড়িয়ে, নূতন ধর্ম্ম লাভ করে, কত সুখ পেয়েছি, তাও তুমি জান। হরি, মেলাও তিনকে। জ্ঞান ভক্তি নীতি, নীতি ভক্তি জ্ঞান তিনকে মেলাও। তিনকে তিন সময়ে ভাঙ্গা ভাঙ্গা খণ্ড খণ্ড করে দেখাইয়াছিলে, এখন সেইগুলি মিলিয়ে গড়। এক কর, যেন নববিধানের রঙ্গে সুন্দর ধর্ম্ম পাই। হে মঙ্গলময়, হে কৃপাময়, কৃপা করে এই আমাদের জীবনে খণ্ড খণ্ড সব ধর্ম্মের ভাবগুলি জমাট করে মিলাইয়া দাও। মা, আমাদিগকে আজ এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

বিজ্ঞানবিৎ-সমাগম *

(কমলকুটীর, রবিবার, ১৮ই আশ্বিন, ১৮০২ শক ;
৩রা অক্টোবর, ১৮৮০ খৃঃ)

বিজ্ঞানের ঈশ্বর, আমরা তোমার অজ্ঞান সন্তান, আমাদের উপরে দয়া কর, এবং আমাদিগকে বিজ্ঞানের মহাজনগণের নিকটে পরিচিত করিয়া দাও যে, আমরা তাঁহাদের শিক্ষা ও দৃষ্টান্তের ভাবের ভাবুক হইতে পারি। তাঁহাদের মস্তকে তুমি গৌরবের মুকুট স্থাপন করিয়াছ, এবং যে সকল গৃহ বিজ্ঞানবিদ্‌গণের জন্য নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, সেই সকল গৃহে তোমার সিংহাসনপার্শ্বে তাঁহারা বসিয়া আছেন। প্রভো, আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন কতক্ষণের জন্য নিম্নদেশস্থ সংসারের ভোগ ও উদ্বেগ

* ইহার পূর্ব্ব তিন দিন প্রার্থনায় সৃষ্টিতে ঈশ্বরের জ্ঞান, শক্তি, করুণার অনেক গভীর তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছিল। এই প্রার্থনাগুলি লিপিবদ্ধ হয় নাই। সমাগমদিবসের প্রার্থনাও মিরার হইতে অনূদিত।

হইতে বিমুক্ত থাকিয়া, এই সকল আলোকের সন্তান সহ মধুর যোগ সম্ভোগ করিতে পারি। সকল প্রকারের সংশয় ও কুসংস্কার, ভ্রান্তি ও মোহ, আভাস ও অনুমান, অসঙ্গতি ও অযুক্তবিশ্বাস হইতে আমাদিগকে উদ্ধার কর, এবং বিজ্ঞানের আলোকে আমাদিগের হৃদয়কে আলোকিত কর।

বিজ্ঞান তোমার আপনার শাস্ত্র, নিজহস্তলিখিত, বাইবেলাপেক্ষা প্রাচীন, বেদাপেক্ষা বিশুদ্ধ। বিজ্ঞানে সেই অভ্রান্ত সত্য আছে, যাহাতে আত্মা স্বাধীন হয়। আমরা যেন এই পবিত্র শাস্ত্র, এই অভ্রান্ত ঈশ্বরবাণী অধ্যয়ন করি, এবং দিন দিন জ্ঞানী ও শুদ্ধ হই। সর্ব্বশক্তিমান, তোমার হস্ত যে সকল শাস্ত্র লিখিয়াছে, অদ্ভুত গ্রন্থ সকল, যাহাতে তোমার পাবন জ্ঞান প্রতিফলিত রহিয়াছে, তোমার সিংহাসনের সম্মুখে সেই সকল বিবিধ শাস্ত্র বিস্তৃত রহিয়াছে। এখানে বিজ্ঞান সকল তাহাদের বিশেষ বিশেষ মহাজন ও প্রেরিতগণ সহ শ্রেণীবদ্ধরূপে সজ্জিত রহিয়াছে। এখানে একদিকে ব্রহ্মবিজ্ঞান, নীতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, ন্যায় ও সৌন্দর্য্যবিজ্ঞান, অন্য দিকে জ্যোতিষ, ভূতত্ত্ব, রসায়ন, শরীরবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান, চিকিৎসাবিজ্ঞান, প্রাণবিজ্ঞান ও উদ্ভিদ্‌বিজ্ঞান। তোমার জ্ঞানের লিপি ও তোমার প্রেমের শুভসংবাদ-স্বরূপ এই সকল চিরজীবন্ত শাস্ত্রকে ভক্তি ও সম্ভ্রম করিতে শিক্ষা দাও, এবং আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা এ সকল শাস্ত্রকে সাংসারিক জ্ঞানের মত মনে করিয়া তুচ্ছ না করি। বিজ্ঞানের প্রত্যেক শৈশবোচিত গ্রন্থকেও স্বর্গ হইতে প্রেরিত পবিত্র অপৌরুষেয় বাক্যরূপে, এবং সংসারকে পরিত্রাণপ্রদ জ্ঞান অর্পণ করিবার জন্য তোমা কর্ত্তৃক প্রেরিত দূতস্বরূপ প্রত্যেক বিজ্ঞানানুরত বিজ্ঞানবিৎকে যেন আমরা সম্মান করি। আমরা খ্রীষ্টের স্বর্গ, মুষা, সক্রেটিস্ এবং চৈতন্যের নিলয় দেখিয়াছি। এখন তোমার অনুগ্রহে বিজ্ঞানের স্বর্গে প্রবেশ করিয়াছি। ইহার মহাজনগণের সঙ্গে যোগযুক্ত হইতে আমাদের সহায় হও।

গ্যালেলিওর মহান্ চিদাত্মা, পবিত্রতর মহাজনগণ যেমন নির্যাতিত হইয়াছিলেন, তুমিও তেমনি জ্যোতিষের জন্য নির্য্যাতিত হইয়াছিলে। হে ধন্যাত্মা নিউটন, আতার পতনমধ্যে স্বর্গীয় নিয়ম আবিষ্কার করিতে দেবনিশ্বসিত তোমায় শিক্ষা দিয়াছিল। হে ফারাডে, হে প্রাচীন হিন্দু সুশ্রুতের আত্মা, তোমরা পৃথিবীতে চিকিৎসাশাস্ত্র আনয়ন করিলে; তোমাদের আলোকে প্রভু আমাদিগকে আলোকিত, আনন্দিত এবং মুক্ত করুন। ঈশ্বরের সন্তানগণ, আমাদের সম্মুখে তোমাদের ঔজ্জ্বল্য প্রকাশ পাউক. তোমাদের মধ্যে আমাদের পিতাকে, আমাদের পিতার মধ্যে তোমাদিগকে দেখিতে দাও। ভক্তিভাজন সত্যের প্রেরিত পুরুষগণ, সত্য বিজ্ঞানে আমাদিগকে কৃতার্থ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

লক্ষ্মীর ঐশ্বর্য্য

(গঙ্গাতট, শারদীয় উৎসব, সোমবার, ৩রা কার্ত্তিক, ১৮০২ শক ;
১৮ই অক্টোবর, ১৮৮০ খৃঃ)

দেবি, তোমার প্রকৃতি আজ তোমার শ্রী, তোমার সৌন্দর্য্যের পূজা করিতেছে। হে সর্ব্বরাজ্যেশ্বরী দেবি, তোমার প্রকৃতির এই সহাস্য ভাব দেখিয়া, তোমার কবি ভক্তগণ ঘর বাড়ী পরিত্যাগ করিয়া, আজ এই প্রকৃতির শোভাযুক্ত স্থানে আসিয়া বসিলেন। যদি তোমার প্রকৃতি আপনার রূপ গুণ প্রকাশ না করিত, আমরা সংসারে সংসারী হইয়া থাকিতাম। শরৎকালের শশী গঙ্গাবক্ষে আপনার রূপের ছটা প্রতিফলিত করিতেছে। আজ কি ভদ্র সন্তানেরা ঘরে বসিয়া থাকিতে পারে? আজ, মা লক্ষ্মী, তোমার পাদপদ্ম প্রস্ফুটিত। যে হৃদয় প্রেম ভক্তির

আস্বাদ পাইয়াছে, সে আজ বিষয়ের কীট হইয়া থাকিতে পারে না। কোথায় এই উৎসব হইতেছে, দেখিবার জন্য ব্রহ্মভক্তগণ আজ জাহ্নবীতীরে শারদীয় শশীর জ্যোৎস্না ভোগ করিতেছেন। আজ চারিদিকে কেবল লক্ষ্মীর মধুর স্বর। সর্ব্বমঙ্গলে, পতিতপাবনি, চন্দ্র তোমার মুখের প্রভা প্রকাশ করিতেছে। হে চন্দ্র, তুমি গগনে থাক, কিন্তু তুমি এই পৃথিবীতে জ্যোৎস্না ঢাল। হে চন্দ্র, তোমার মা বুঝি পরমা সুন্দরী, তোমার মা বুঝি অমৃতের সাগর। তোমার মার দিকে ভক্তদিগকে টান। তোমার মা আমাদেরও মা। চাঁদের মা তোমরা দেখিলে। শরৎ কালের উৎসবে যেন শরৎশশী তোমাদের মার কোমল নাম অনুরাগের সহিত গান করে। গঙ্গে, তুমি অমৃতের নদী। গঙ্গে, তুমি কত শস্য উৎপাদন কর। তোমার জল খাই, স্নান করি, তোমার দ্বারা যে ধান্য ও শস্য উৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা জীবন রক্ষা করি। তোমার যিনি জননী, তিনি আমাদেরও জননী। ভগ্নী গঙ্গে, তোমার মা যিনি, তিনি আমাদিগের কত উপকার করেন। তুমি হিমালয় হইতে কেন আসিলে, জান? তুমি কেবল আমাদিগের শরীর রক্ষা করিতে এস নাই, তুমি গুন্ গুন্ স্বরে মার নাম করিতেছ। তোমার কোমলতা, তোমার প্রশস্ত বক্ষ দেখিয়া ব্রহ্মভক্তের হৃদয় উচ্ছ্বসিত। মনোহারিণী নদি, আজ তোমার মাকে গিয়া বল, আজ কতকগুলি হরিভক্ত গৃহ অট্টালিকা ছাড়িয়া, গরিবের মত মা মা বলিয়া ডাকিতেছে। তোমার মা বড় ভাল। চাঁদের মা মিষ্ট, গঙ্গে, তোমার মা মনোহর। গঙ্গে, বঙ্গদেশের শ্রীবৃদ্ধিকারিণি, তোমার দুই পার্শ্বে তোমার মা যেন তাঁহার ভক্তদিগকে বসাইয়া এইরূপ তাঁহার নাম কীর্ত্তন করান। আমরা কি তোমার কাছে বসিবার উপযুক্ত? মহর্ষি যোগর্ষিগণ তোমার স্বরের সঙ্গে স্বর মিশাইয়া, তোমার তীরে বসিয়া ব্রহ্মনাম সাধন করিতেন। আমরা আজ সবান্ধবে সপরিবারে সেই অধিকার পাইলাম, এই লক্ষ টাকা।

তোমার বুঝি বড় সাধ, আজ আমাদিগের মুখে মার নাম শুনিবে? ঐ যে বলিতেছ, "ভাই, তোমাদের মধ্যে কবিত্বরস আছে, আমি মার নাম গান করি. তোমরা শুন, তোমরা মার নাম গান কর, আমি শুনি।" তাই বুঝি, আমাদিগকে আটক করিয়া রাখিলে। শান্তস্বভাবা গঙ্গে, তুমি বড় প্রাণকে টান। তুমিও মহাদেবের প্রকৃতি, ঈশ্বর ভগবানের প্রকৃতি। হে করুণাময়ি, আজ সাধ মিটাও। আজ আকাশে চন্দ্র, স্থলে গঙ্গা ও সমীরণ, এই শীতল স্থানে প্রাণটা যেন জুড়াইয়া যায়। মার নামে মধু ঝরে, অমৃত বর্ষণ হয়। সকলের সঙ্গে মিলিত হইয়া, এস, সকলে প্রাণের ভিতরে একতান একহৃদয় হইয়া, প্রকৃতির সঙ্গে পূজা করি। সুন্দর প্রকৃতির ভিতরে, মা, তুমি। কোটী কোটী প্রেমপুষ্প ফুটিল। হে মোক্ষদায়িনি, আমরা তোমার স্তব করিতেছি। গঙ্গা চন্দ্র তাহার সাক্ষী। লক্ষ্মীর সৌভাগ্য কৃপা করিয়া প্রকাশ কর। তোমার সৌন্দর্য্য এবং ঐশ্বর্য্য বিস্তার কর। ঘাটের ভিখারীগুলিকে ভিক্ষা দাও। আজ অট্টালিকার মধ্যে বসিয়া তোমাকে ডাকিতে ভাল লাগে না, আজ এই প্রকৃতির প্রশান্ত স্থানে, মা, তোমায় ডাকিতেছি। বঙ্গদেশ, এমনি করিয়া শিক্ষিত দল আসিয়া, যদি মা বলিয়া ডাকে, তোমার অবস্থা ফিরিয়া যাইবে। মা যেন আশীর্ব্বাদ করেন, দেশস্থ ভাই ভগ্নীগণ মাতৃপূজায় যোগ দেন। মা, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগের সকলের শরীর, মন, হৃদয়, আত্মা, সংসার, পরিবার মধ্যে লক্ষ্মীশ্রী বর্ষণ কর। আজ যেন জ্যোৎস্না নয়ন মন হরণ করিতেছে, তেমনি মা লক্ষ্মীর শ্রী যেন দেখিতে পারি। মা, তুমি কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

মাতৃভূমি *

(মাঘোৎসবে প্রস্তুতি, কমলকুটীর, সোমবার, ২০শে পৌষ, ১৮০২ শক ; ৩রা জানুয়ারী, ১৮৮১ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধো, হে গতিনাথ, তোমার নববিধানকে নমস্কার করিলাম। এখন আমরা মাতৃভূমির চরণে নমস্কার করিব, এই অভিপ্রায়ে তব পাদপদ্ম-সমীপে আসিয়াছি। স্বধাম, প্রিয়ধাম, মাতৃভূমি, গৃহভূমি সহজে, মাতঃ, হৃদয়ের অতি প্রিয়ধন।

ভারতের কত গৌরব, ভারতের গলায় কেমন চমৎকার সুন্দর স্বর্গীয় মালা। ভারতের মুখচন্দ্র প্রাণকে সহজে আকর্ষণ করে। ইহার সঙ্গে যখন বিধানকে সংযোগ করা হয়, তখন মধু হইতে আরও মধুর, সুধা হইতে আরও সুমিষ্ট হয়। একে ভারত, তাহাতে আবার ভারতের বিধান, দুয়ের সংযোগে অপূর্ব্ব পদার্থ প্রস্তুত! ইহাতে লোকের মন মোহিত না হইয়া থাকিতে পারে না। হে পরমেশ্বর, আমাদিগের ভারতকে অতিশয় ভাল দেখায়। আমাদের হিমালয়, আমাদের সিন্ধু, আমাদিগের মা গঙ্গা, জননী গোদাবরী, কাবেরী, নর্ম্মদা, এমন নদ নদী, পাহাড় পর্ব্বত আর কোথায় আছে? যে দেশের পাহাড় পর্ব্বত, নদ নদীর নিকটে সকল দেশের পাহাড় পর্ব্বত, নদ নদী হারিল, সে দেশকে কোন প্রকারে ভুলিতে পারি না। সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অত্যুচ্চ হিমালয়ের সমান কোথাও কিছু হইতে পারিল না। তিন দিকে সমুদ্র, এক দিকে অত্যুচ্চ পর্ব্বতশ্রেণী হিন্দুস্থানের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। তিন দিকে সমুদ্র আমাদিগের

---

* ১লা জানুয়ারী হইতে মাঘোৎসবের প্রস্তুতিসাধন আরম্ভ হয়। ১লা জানুয়ারী "মহাত্মা রামমোহন রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর", ২রা জানুয়ারী "নববিধান" বিষয়ে ব্রহ্মমন্দিরে প্রদত্ত আচার্য্যের উপদেশ দ্রষ্টব্য।

মাতৃভূমির সঙ্গে নিয়ত খেলা করিতেছে। আমাদিগের দেশ বড়, আমাদিগের দেশে অনেক লোক, আমাদিগের দেশ ক্ষুদ্র ভূখণ্ড নয়। এ দেশকে কে ছোট বলিবে? উত্তর হইতে দক্ষিণ, পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম অনেক দূর। এখানে যত বিচিত্র আচার ব্যবহার, এত আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। চীনের দেশে চীনের ব্যবহার, ইংরাজের দেশে ইংরাজের ব্যবহার। মা, তোমার হিন্দুস্থানে কত জাতি, কত লোক, কত ভাষা, কত ধর্ম্ম ও কত আচার ব্যবহার, কত প্রভেদ, কত অগণ্য বিচিত্রতা। জগদীশ, অন্য দেশে হয় শীত, না হয় গ্রীষ্ম। এখানে পাহাড়ে উঠিলে ঠাণ্ডা, নীচে গরম; একদিকে সমুদ্রের বাতাস, আর একদিকে মরুভূমির প্রচণ্ড বায়ু। হে জগদীশ, করিলে কি! কত রকম মুখ, কত রকম ভাষা, কত রকম দেশাচার, তার যে সংখ্যা করা যায় না!

মা, এ দেশের প্রাচীন ব্যবহার, প্রাচীন শাস্ত্র অনেক। আমরা প্রাচীন গ্রন্থ, প্রাচীন শাস্ত্র গ্রহণ করিয়া, পূর্ব্বপুরুষদিগকে প্রণাম করি। হে পূর্ব্বপুরুষগণ, তোমরা ধন্য! তোমরা ভারতের চূড়ামণি, ভারতের শিরোভূষণ, তোমরা আর্য্যকুলের শ্রেষ্ঠধন, তোমরা প্রাচীনকালের গৌরব। প্রেমময়, সেকালে উচ্চ সাধন ছিল, সভ্যতা ছিল, গভীর ধর্ম্ম ছিল, বাণিজ্য ছিল, শিল্প ছিল, গৃহধর্ম্ম পরিবারের নিয়ম ব্যবস্থা ছিল। প্রাচীনকালে এ দেশে সকলই ছিল, বর্ত্তমানে কেবল রোদন; পূর্ব্ব পশ্চিমের সম্মিলনে সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এমন সমুদায় বিষয় আসিয়াছে, যাহাতে আমাদিগের দেশে দুঃখের বৃদ্ধি হইল। হে করুণাসিন্ধো, যত সাহিত্য, যত বিদ্যা, যত মহাজন, সমুদায় আমাদিগের দেশের গৌরব। বর্ত্তমান সভ্যতার যাঁহারা প্রতিনিধি, তাঁহারা এ সকলের কত আদর করেন। কত ধনে ধনী আমাদিগের মাতৃভূমি! এই দেশ হইতে কত জ্ঞান

বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্য অপর শত শত দেশে বিস্তারিত হইয়াছে, এ দেশে কত বড় বড় যোগী মহাপুরুষ ধর্ম্মের বিক্রম দেখাইয়াছেন। যদি আমরা পূর্ব্ব গৌরব রক্ষা করিতে পারি তবে আমরা কেমন গৌরবান্বিত হই। এই হিন্দুস্থানে কত বড় বড় সাধু উদিত হইয়াছিলেন, যাঁহাদিগের কোথাও তুলনা নাই। আর্য্যমহাপুরুষগণের শরীরের শোণিত কত মহিমান্বিত।

পরমেশ্বর, আমরা ছোট জাতি নই, আমাদিগের দেশ কিছু ছোট নয়। আমাদিগের জাতি ভাবিলে, দেশ ভাবিলে শরীর মন মহৎ হয়, জীবন সমৃদ্ধ হয়। এমন দেশে, এমন জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়া, কেমন করিয়া দুঃখ করিব, কি করিয়া কান্দিব, জানি না। দেশের কথা মনে করিলে, জাতির কথা স্মরণ করিলে, ক্রন্দনের অশ্রুজল গড়াইয়া পড়িতে না পড়িতে শুকাইয়া যায়। ভারতের ইতিহাস বড় বড় বীরশ্রেণীকে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতেছে। "ওরে ক্ষুদ্র নীচাশয়, উঠ, উঠিয়া পূর্ব্ব-পুরুষের গৌরব দেখিয়া গৌরব বৃদ্ধি কর। আর কতকাল কাল-নিদ্রায় থাকিবি। রে ক্ষুদ্র বাঙ্গালী হিন্দুস্থানবাসি, দাঁড়া।" এই শব্দ চারি হাজার বৎসরের ওদিক্ হইতে আসিতেছে। এই শব্দে আমাদিগের বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করিতেছে। আমরা কার সন্তান? আমরা সেই প্রাচীন আর্য্য মহর্ষিগণের সন্তান। আমরা আর নিদ্রায় থাকিব না, দাঁড়াইয়া উঠিব, উঠিয়া যোগপর্ব্বতে আরোহণ করিব। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষ মহর্ষিগণকে নমস্কার করি। পিতৃপিতামহদত্ত ধর্ম্মশাস্ত্র মস্তকে গ্রহণ করি। আমাদিগের মুনি ঋষিগণ অমূল্য ধন।

হে ঈশ্বর, ভারতের দুঃখ অবসান হইয়া, ইহার কি পুনরায় ভাগ্যোদয় হইবে না? ভারত অসার মৃতদেহ নহে, ভারতের কত কীর্ত্তি এখনও রহিয়া গিয়াছে। কত কত সভ্য অধ্যাপকগণ ইহার গুণকীর্ত্তন

করিতেছেন। যে ভারতের গৌরব বুঝিতে আরও আঠার শত বৎসর যাইবে, সেই ভারতের সন্তান আমরা। যে ভারতে শ্রীচৈতন্য, যে ভারতে শাক্যমুনি, যে ভারতে আর্য্য মহর্ষিগণ, সেই ভারতে আমাদের জন্ম। কত মহাপুরুষ আমাদিগের চারিদিকে বসিয়া আছেন। দেখ, বন্ধু শ্রীচৈতন্য জীবের গতি করিবার জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিলেন, মহর্ষিগণ কত স্থানে আশ্রম নির্ম্মাণ করিলেন। আজ হিমালয়ের উচ্চ শিখর হইতে আর্য্য মহর্ষিগণের বাণী আমাদিগের নিকটে আসিতেছে, শুনিতে দাও। বেদ-বেদান্তের গম্ভীর ধ্বনি আমাদিগের কর্ণে প্রবিষ্ট হউক। শুনাও, হে আর্য্য মহর্ষিগণ, গম্ভীর বাণী শুনাও। এবার বড় হইব, দেশের খুব আদর করিব। দেশের মাটী বক্ষে স্কন্ধে মাখিব। এই সোণার মাটী ভূষণ করিয়া গলায় হাতে পরিব। এই দেশের মাটী সোণা। আমাদের ভারতের রাস্তার ধূলী সামান্য ধন নহে। ইহার ধূলা সমুদায় স্বর্ণরেণু। আমরা আমাদিগের মাতৃভূমিকে, পিতা পিতামহের ভূমিকে স্পর্শ করিয়া গৌরবের সহিত নাচিব। ঋষি, যোগী, বুদ্ধ সমুদায় মহাত্মাদিগকে আমাদিগের বক্ষে ধারণ করিয়া, সংসারকে গভীর, নির্ম্মল ও শান্তির আলয় করিব। আর্য্যপূর্ব্বপুরুষগণের মহত্ত্ব বুঝিয়া প্রাচীন মহত্ত্বের মুকুট পরিধান করিব।

হে করুণাময়, তোমার শ্রীচরণ ধরিয়া এই প্রার্থনা করি, আমাদিগের সমুদায় মাতৃভূমিকে তোমার বিশেষ করুণার ভিতরে আকর্ষণ কর, যেন আমরা ইঁহাকে যথোচিত সেবা করিতে পারি, ইঁহার প্রতি আমাদিগের যে বিশেষ কর্ত্তব্য, তাহা সাধন করিতে পারি, আমরা ইঁহার নিকটে যে অচ্ছেদ্য ঋণে আবদ্ধ, তাহার কথঞ্চিৎ পরিশোধ করিতে পারি। যে ধর্ম্মধনে ইনি আমাদিগকে ঋণী করিয়াছেন, ইঁহাকে আমরা সেই ধনে ধনী করিব, সেই ধনে সুখী করিব। তুমি, মা, আমাদিগের মাতৃভূমিকে

তোমার বিশেষ করুণায় ভূষিত করিয়াছ; ইহাতে ভারতের কত গৌরব, কত মহিমা, পৃথিবী বুঝিতে পারিল না, পৃথিবী ইঁহাকে চিনিতে পারিল না।

হে ভারত, হে জননি, হে মাতৃভূমি, তোমার প্রতি কর্ত্তব্য কি, বলিয়া দাও। তুমি যে ঋণে ঋণী করিয়াছ, বল, কি প্রকারে তাহার পরিশোধ করিব। তোমার গ্রন্থ, তোমার জীবন, তোমার ধর্ম্মভাব, তোমার হিন্দুজাতি, কাহারও প্রতি অকৃতজ্ঞ হইতে পারি না। আমরা তোমার উপযুক্ত হইতে পারি, তোমার মুখ উজ্জ্বল করিতে পারি, এই আমাদিগের কামনা।

হে মার মা, আমাদিগকে তোমার ভারতের উপযুক্ত কর। হে কল্যাণময়, তোমার শরণাগত সন্তানগণ উপযুক্ত হইয়া, তাহাদিগের এই মাতৃভূমির কল্যাণবর্দ্ধনে সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকে, এরূপ আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

গৃহ

(মাঘোৎসবে প্রস্তুতি, কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ২১শে পৌষ, ১৮০২ শক ; ৪ঠা জানুয়ারী, ১৮৮১ খৃঃ)

হে করুণাসিন্ধো, কেন তুমি আমাদিগকে বাড়ী করিয়া দিলে? কেন তুমি বিবাহ দিলে? কেন সন্তানাদি আসিল? মা তোমার উত্তরের প্রতীক্ষা করিতেছি। মা, কেন ঘর বাড়ী পাইলাম? মা, ঘরখানি নাও দেখি; রাত্রিতে মাথা রাখিবার স্থান নাই। স্ত্রী পুত্রকে উড়াইয়া দেও; কেহ কোথাও নাই। পরিবারবিহীন, গৃহবিহীন। রোগ শোক বার্দ্ধক্যে কাহার মুখের পানে তাকাই? মা লক্ষ্মী, তোমার সংসার দেখাইবে

বলিয়া, তুমি সংসার গঠন করিয়াছ। আকাশে সূর্য্য চন্দ্রকে যেমন নিয়মে বাঁধিলে, তেমনি পৃথিবীতে মনুষ্যকে বাঁধিলে। এ কি কম ব্যাপার? এখানে পিতা মাতার মনে স্নেহ, ভাই ভগ্নীদের মনে বিশুদ্ধ প্রেম। মা লক্ষ্মী. তোমার হাতের সংসারের ছবিখানি অত্যন্ত সুখের। এ সংসার পৃথিবীর বক্ষে কোন মতেই চিত্রিত হইতে পারে না। স্ত্রী পুত্রের বিশুদ্ধ প্রণয়, মা বাপের অকৃত্রিম স্নেহ, ক্ষুদ্র শিশুদের সরল অনুরাগ, অচলা ভক্তি! দড়ী নাই, অথচ সকলে বাঁধা আছে। ঘরের মধুরতা কে সৃজন করিল? এক অদ্ভুত কারিকর এই সংসার গঠন করিল। এই পৃথিবীর শূন্য বাতাস লইয়া একটা আশ্চর্য্য বৈকুণ্ঠ সৃজন করিল। কতকগুলো ভাঙ্গা সুর একত্র করিয়া, তাহার ভিতর হইতে অতি উৎকৃষ্ট পাখীর গলা বাহির করিল। কোন এক আশ্চর্য্য দৈববল এই নরকের ভিতরে দেবঘর রচনা করিল। সংসারের ছবি মানুষ আঁকিতে পারে না। কে আঁকিল ইহাদিগকে, কে আঁকিল সমুদায় বস্তুকে? ক্ষুদ্র শিশু নাচ্ছে, কাঁদ্ছে—ভালবাসার প্রতিমা। যেন পুতুল সাজাইয়া রাখা হইয়াছে, যেন দেবকন্যা দেবপুত্র, যেন আকাশের শশধর। হায় রে বিধাতা, এত তোমার মনে ছিল! কোথায় সংসার জঙ্গলে কৌপীন এঁটে সন্ন্যাসী হইব, সুধামাখা বাড়ী কেন? অমৃতমাখা সংসার কেন? নাস্তিককে আস্তিক করিবার জন্য, আক্কেল দিবার জন্য। বিবাহ দিলে, বাড়ী দিলে, খেলার ঘর প্রস্তুত করিয়া দিলে, বুড়কে বুড়ীকে, যুবককে যুবতীকে একত্র করিলে। ইহারা নড়ে না কেন, বাড়ী ছাড়ে না কেন? লক্ষ টাকা দিলেও, সোণার অট্টালিকা দিলেও, আমরা বাড়ী ছাড়ি না। বাড়ীর প্রতি আকর্ষণ কি চমৎকার। ছোট ছোট এক একখানি বৈকুণ্ঠ। স্ত্রী পুত্র পরিবার তাহাতে প্রেরিত। যেমন ঈশা মুষা প্রেরিত, তেমনি পিতা মাতা স্ত্রী সন্তানাদি প্রেরিত। কৈ হে চিঠি? তুমি কার লোক?

কার বাড়ী থেকে উপঢৌকন নিয়ে আসিলে ? আমরা নববিধানের লোক, কেবল প্রেরিত চিনি। ওরে, স্ত্রী পুত্র সকলে প্রেরিত। যখন জানিলাম, সকলে প্রেরিত, তখন সাহসী হইলাম। এই সংসারের বাড়ী কাহার নির্ম্মিত ? রাজমিস্ত্রীর ? না, আসল রাজাধিরাজ রাজমিস্ত্রীর নির্ম্মিত। বাড়ী বড় মিষ্ট সামগ্রী। হাজার হাজার ক্রোশ দূরে থাকিয়াও, মা লক্ষ্মী, তুমি যেখানে তোমার সন্তানদের জন্য সংসার পাতিয়া দিয়াছ, সেই দিকে মন টানে। তুমি পাহাড়ে যোগেশ্বর, ভবসমুদ্রে কাণ্ডারী, ইতিহাসে বিধাতা, সংসারে মা লক্ষ্মী। মা লক্ষ্মী খাটের উপরে, রান্না ঘরে, ভাঁড়ারে। মা লক্ষ্মীর জগৎ এই সংসার। তোমাকে এখানে পূজা করি, তোমার পূজার খুব আয়োজন করি। মা লক্ষ্মী এখানে চুপ করিয়া বসিয়া আছেন। আপাততঃ লক্ষ্মীর স্বর্গ দেখিলাম। পাহাড়ে মহেশ্বরের স্বর্গ, সংসারে লক্ষ্মীর স্বর্গ, গৃহে গৃহলক্ষ্মীর স্বর্গ। মা বাপ বলিয়া ডাকিতে গিয়া, ভাবুকের নিকট লক্ষ্মী নারায়ণের পূজা হয়। বাড়ীর চৌকাঠের ভিতরে দেখিতে পাইব, যখন বলিব, আমার মা, কোথায় রইলে ? দীননাথ, উৎসবের সময় গৃহানুরাগ বৃদ্ধি কর। এই গৃহের সকল ইট ধুয়ে ধুয়ে নিতে হইবে। হে জননি, গৃহে যে সকল সুখ পাওয়া যায়, সে সকল তোমার দত্ত। গৃহের প্রতি অকৃতজ্ঞ যে, সে তোমার প্রতি অকৃতজ্ঞ। যে দেশে এত সুখ পাইলাম, সেই দেশকে নমস্কার করি ; আর যে গৃহে এত সুখ পাইলাম, সেই গৃহকে নমস্কার করি। মাতৃভূমি ভারতকে যেমন আদর করিব, তেমনি এই গৃহকে খুব আদর করিব। স্বর্গ এস, পরলোক এস। তুমি এই বাড়ীতে ঘনীভূত হইয়া থাক। এই গৃহস্থ পরিবারের সকলকে কৃতার্থ কর। এই গরিব কাঙ্গালের ঘরকে তুমি তোমার ও তোমার প্রেরিত ভক্তদিগের আরামস্থান কর। মা, তোমার চরণে এই বাড়ীকে উৎসর্গ করিয়া দি। মা লক্ষ্মী, এই বাড়ী যেন পুণ্যের কারণ হয়। এই বাড়ী

যেন সংসারাসক্তি-দৈত্যকে বিদায় করিয়া দেয়। এই বাড়ীর প্রত্যেক ছেলে, প্রত্যেক মেয়ে, এই বাড়ীর ভূমি ছোঁবামাত্র, যেন মনে হয়, স্বর্গ স্পর্শ করিলাম। করুণাসিন্ধো, দীনবন্ধো, আজকার দিনে যেন আপন আপন বাড়ী স্পর্শ করিয়া পবিত্র হই, মা জননি, করুণা প্রকাশ করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

হে বন্ধো, খুব ভাল না বাসিলে বাড়ী করিয়া দিতে না, তোমার ছেলে চাষার মত জঙ্গলে বেড়াইত। মা, তোমার এই বিশেষ করুণা। স্ত্রী পুত্র তোমার প্রেরিত, ইঁহারা অমৃতধামের সহযাত্রী। পান্থশালায় বসিয়া কবে মোক্ষধামে যাইব, প্রতীক্ষা করিতেছি। জননি, যাহাতে সকলে সেখানে একটি সুখের ঘর হইয়া থাকিতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ কর। হে হরি, ভক্তজনের গৃহ যেন সয়তান ও শমনের আলয় না হয়। অধর্ম্ম, আসক্তি —নরক। নর নারী শিশু বালক বালিকা লইয়া তোমার পবিত্র সংসার; তোমার ইচ্ছা যে, আমরা সকলে একজন হইয়া তোমার কাছে বসি। মা লক্ষ্মীর পূজা রোজ রোজ হইতেছে। পান্থশালায় সুখে থাকিয়া, গম্যস্থানে যাইবার জন্য যেন প্রস্তুত হই। সংসার-দেবালয়ে শ্রীমতী লক্ষ্মী বসিয়া আছেন। কমলে কমলা বসিয়া, কেমন করিয়া জীবকে প্রস্তুত করিতে হয়, দেখাইতেছেন। হে গৃহের কর্ত্রীঠাকুরাণি, স্নেহময়ি, তুমিই যে লক্ষ্মীরূপ ধারণ করিয়া আমাদিগের মধ্যে কল্যাণ বিস্তার করিতেছ। তোমার গৃহের প্রতি যেন কৃতজ্ঞ হই, অনুরাগী হই, মা, অনুগ্রহ করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর। মা, তোমার দাস দাসী হইয়া, তোমার সংসারে চাকরী করিয়া, আমরা শুদ্ধ এবং সুখী হইব। আমরা লক্ষ্মীকে ভাল-বাসিব, মা লক্ষ্মীর কাছে থাকিব, লক্ষ্মীকে ছাড়িব না, তোমার শ্রীচরণে মস্তক স্থাপন করিয়া এই আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

শিশু

(মাঘোৎসবে প্রস্তুতি, কমলকুটীর, বুধবার, ২২শে পৌষ, ১৮০২ শক ;
৫ই জানুয়ারী, ১৮৮১ খৃঃ)

হে প্রেমময়, হে বিধাতঃ, যেখানে যত শিশু আছে, আমাদের মস্তক সেখানে অবনত হউক। তোমার সন্নিধানে শিশুচরণে নমস্কার করি। বালকের কোমল চরণ বৃদ্ধের কঠোর হৃদয়ের পরিত্রাণপ্রদ। বৃদ্ধের বক্ষে যে কুটিল বুদ্ধির জ্বালা, তাহা শিশু নির্ব্বাণ করে। কাম ক্রোধ প্রভৃতি যত প্রকার রিপু আছে, মা, মনে হয়, সে সমুদায় দূর করিবার জন্য শিশু পবিত্র উপায়। রিপুসংহারের যথার্থ বিধান শিশুচরণে আছে। হে শিশু, অজ্ঞাতসারে তুমি জীবকে ত্রাণ কর। হে প্রণতবৎসল, তখন আমরা খাঁটি হইব, ঠিক হইব, যখন শিশুকে চিনিব। সয়তান বৃদ্ধ, মানুষ দুর্ব্বিনীত, ঐ স্ত্রীলোক খারাপ। উহার কাল গর্ভ হইতে যে শিশু জন্মিল, সে যোগতনয়, ভক্তিতনয়, বিবেকতনয়, বৈরাগ্যতনয়। তোমার বিচারে বৃদ্ধ রয়েছে শিশুর পায়ের তলায়। মা, আমাদের অহঙ্কার তাড়াইয়া দেও। আমরা যেন বালকের কাছে বালকত্ব শিখি। যাহারা অনেক বক্তৃতা করে, তাহাদের কাছে শিখিতে ইচ্ছা নাই। যাহারা মুখের হাসি দ্বারা জগজ্জননীর হাসি প্রকাশ করে, তাহাদের কাছে শিখিব।

শিশুর মত জগতে কি আছে ? জগতে শিশুর মত এমন ভক্ত, এমন যোগী, এমন বৈরাগী কে আছে ? মা, তোমার শিশুর মত সাধু যোগী ভক্ত দেখি না। ওর কাপড় পরিতে হইবে কেন ? ও যে জন্মিয়াছে সন্ন্যাসী হইয়া, ও আজন্ম শুকদেব। তোমার ছোট ছেলে না পরে কাপড়, না পরে কিছু। ওই যথার্থ পরমহংস, যথার্থ যোগী। মা, ওর বৈরাগ্য কঠোর নহে। ও খেলিতেছে, অথচ কেমন প্রশান্ত, কেমন

প্রফুল্ল, কেমন সদানন্দ। ও মার মুখের পানে তাকায়, এ দৃশ্যেও পরিত্রাণ। শিশু হাসে, মা হাসে। মা, এমন মনোহর দৃশ্য আর কোথায় পাইব ?

রিপু কি উহার দমন করিতে হইয়াছে ? ক্ষুদ্র শিশু কখন রিপু জানে না ; যে বৃদ্ধ যোগী, সেই রিপু কি, জানে। সহস্র প্রলোভনের মধ্যে শিশু ছেলে জিতেন্দ্রিয় হইয়া বসিয়া আছেন। কোন কামনা নাই। তার পুতুল ভাল লাগিয়াছে ; স্বয়ং সিদ্ধ হইয়াছে। আমরা ধর্ম্মের ভিতরে রিপুগুলিকে পুড়িয়ে পুড়িয়ে একটু সিদ্ধ, আর শিশু স্বর্গ হইতে সিদ্ধ। কোথায় ইন্দ্রিয়াসক্তি, কোথায় ধনাসক্তি, গ্রাহ্য নাই। শিশু বলে, কি আমরা কামক্রোধাদি দমন করিব ? আমাদের কি কোন কামনা আছে ?

আয় রে শিশু, তোর মুখে জগজ্জননী চুম্বন করেন, আমার কাল মুখে তোর মুখ চুম্বন করিতে ভয় হয়। মাতাল বাপকে তুমি ফিরাইতে পার, নাস্তিক ভাইয়ের মনে তুমি আস্তিকতা এনে দাও। আর আমরা যে পাষণ্ড অবৈরাগী, আমাদের উপায় তোমার চরণে। আমাদিগেরও আবরণ পড়িয়া যাউক, একেবারে বালক হই, সকলে পরম বৈরাগী পরমহংস হই। হে করুণাসিন্ধো, হে দীননাথ, ঐ লোভ বাড়িয়া উঠিল কেন ? ঈশা বলিয়াছিলেন, ইহাদেরই মত স্বর্গ। তোমার আশীর্ব্বাদে আমাদের সাদা চুল কাল হইবে। হে অধমের পিতা মাতা, কাঙ্গাল বলে আশীর্ব্বাদ কর, যেন বালকের মত হই। কে কি রকমে ঠকাইতেছে, ছেলে বুঝিতে পারে না। মা, কপট পুরোহিতের মত যেন মরিতে না হয়। মা অভয়া, তুমি এই যমভয় দূর করিয়া দাও। হে মঙ্গলদায়িনি, বৃদ্ধের কুটিল ভাব ছাড়িয়া দিয়া, বালক বালিকার সরলভাব পাইয়া, যেন শুদ্ধ ও সুখী হইতে পারি, করুণাময়ি, দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শিশুগণ, আজ মাঘোৎসবের সময় প্রথমে তোমাদিগকে গুরু বলিয়া বরণ করি। ভগবানের ক্ষুদ্র দূত-সকল, মার বৈরাগী ছোট শিশুগুলি কোলে এসে সকলের তনু পবিত্র করুন। শিশুগণ আজ দেবতাদের সিংহাসনে বসিলেন। শিশু, তোমার মত যেন নির্ম্মল নির্দ্দোষ হইতে পারি। হে শিশু, পায়ে ধরি, এই বর দাও। আজ এই পৃথিবীতে সন্তানের আদরের দিন।

মা, বালকের মত যেন শুদ্ধ ও সুখী হইতে পারি, এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ভৃত্য

(মাঘোৎসবে প্রস্তুতি, কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ২৩শে পৌষ, ১৮০২ শক; ৬ই জানুয়ারী, ১৮৮১ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধো, হে অধমতারণ, ধন্য পৃথিবীর ভৃত্যসকল, ধন্য দাস দাসীগণ! কেন না, পরম প্রভুর শুভাশীর্ব্বাদ তাহাদের মস্তকে পড়িবে। তোমার ঘরে দাস দাসী হওয়া কি সৌভাগ্য! মূঢ়মতি অহঙ্কারী জীব দাসত্বের গৌরব জানে না। গুরু হওয়া যায়, কিন্তু যে গরিব চাকর হইয়া সকলের পদতলে বসিয়া আছে, তাহার সুখের সঙ্গে কি উহার তুলনা হয়? দাসত্ব কেনা কঠিন, সহজে প্রভু হওয়া যায়। গরিব হইতে হইলে সর্ব্বত্যাগী হইতে হয়, সমুদায় অভিমান ছাড়িয়া দিয়া মাটীর মত হইতে হয়। চাকর হইতে গেলে অনেক ত্যাগ করিতে হয়, চাকর হইতে গেলে অনেক ক্লেশ পাইতে হয়। বাড়ীতে যারা থাকে, তাদের ভালবাসি; আর যাহারা চাকরী করে, তাহাদের নীচ হীন মনে করি। আমরা যেন রাজা, চাকর যেন নীচশ্রেণীর জীব। হে সাক্ষী ঈশ্বর, আমি তবে চাকর নই? যদি

সমস্ত মনুষ্য-সন্তানের চাকরী না করি, তবে চাকর নই। যে সেবা করে, সেই চাকর। মেথরদের সঙ্গে কেন আপনাকে সমান করি না? কে ভিন্নশ্রেণীভুক্ত করিল? এ সকল তো সামাজিক ক্রিয়া। কি ধোপা, কি নাপিত, আমরা সকলে ভাই বন্ধু।

ঈশ্বর, অহঙ্কারে প্রাণ জ্বলে গেল। সকল বিষয়ে আমি বড় হইলাম, বিদ্যাতে ধর্ম্মেতে জ্ঞানেতে বড়। একবার অভিমান চূর্ণ কর, দগ্ধ কর। একবার, শ্রীহরি, যত চাকর চাকরাণী আমাদের কাছে বেতন পায়, সকলের চরণতলে আমাদিগের অহঙ্কারী মস্তককে স্থাপন কর। যাহারা আমাদিগকে সেবা করে, যাহারা পয়সা পায় বলিয়া আপনাদিগকে নীচ মনে করে, তাহাদিগের নিকট প্রণত হই। প্রেমময়, দাসের দাস হই; ঘৃণা করিয়া করিয়া প্রাণটা গেল। সকলেই আমাদের চেয়ে নীচ হন। হরি, এই পৃথিবীতে থাকিয়া আপনাকে বড় মনে করিব কেন? আমিও তো চাকরী করি। দুঃখীর সেবা করিব, আমিও জগদ্বাসীদের দ্বারে দ্বারে গিয়া খাটিব। তোমার ভক্তেরাই তো দাস দাসী। হে পরম পিতা, বাড়ীর চাকর চাকরাণীর নিকটে মনে মনে বিনীত হইয়া তাহাদের সেবা করিব। যে মেথর বাড়ীতে খাটে, যে সহিষ ঘোড়াকে যত্ন করে, এদের বিপদের সহায় কাহাকেও দেখি না। গরিবের বন্ধু অল্প। আমাদের রোগ হইলে কত লোক আইসে, কিন্তু আমাদের ভৃত্যের রোগ হইলে কে আইসে? তারা যাতে শীতের বস্ত্র পায়, তাদের যাতে কল্যাণ হয়, সে বিষয়ে কেহ চেষ্টা করে না। দাস দাসীর গৌরব কেহ জানে না। একদিন যদি বামুন না আসে, কত কষ্ট।

উপকারী বন্ধুরা ছদ্মবেশে চাকর চাকরাণী নাম লইয়া উপস্থিত। কেহ যদি কাপড় না কাচে, কেহ যদি কামাইতে না আইসে, কেহ যদি রন্ধন না করে, উপাসনা করিতে আসাই মুস্কিল হয়। পৃথিবীতে যদি

মেথর না থাকে, কত কষ্ট হয়। যদি গালে হাত দিয়া ভাবি, উজ্জ্বল চক্ষে মেথরের ভিতরে ঠাকুরকে দেখিব। যাহারা বাড়ীর ময়লা পরিষ্কার করে, তাহারা সামান্য নয়। যেমন বাপ মা উপকার করে, তেমনি চাকর চাকরাণী উপকার করে। যদি এরা দুঃখ মোচন না করে, তবে কত ক্লেশ। একটি ভাই কার্য্য না করিলে ক্ষতি হয় বটে, কিন্তু একটি দাসী, একটি বামনী না আসিলে কত কষ্ট। বরং মা বাপ বসিয়া থাকিলে দিন চলে, চাকর চাকরাণী বসিয়া থাকিলে কখন দিন চলে না। এ সকল শুভ বুদ্ধি নববিধানে কেন পাই না? যত ভৃত্য পৃথিবীতে আছে, স্মরণ করিয়া বার বার সমুদায় দাস দাসীর চরণে নমস্কার করি। কত তাহারা পরিশ্রম করিয়াছে, তার উপযুক্ত পুরস্কার দিই নাই। হে দীননাথ, মনিব হইয়া উচ্চ আসনে বসিয়া, গরিবের বুকের ভিতরে ছুরী দিলাম!

চাকর, তোর ছেলে বাঁচিল, কি মরিল, আমি তা জানি না; তোর স্ত্রীকে খেতে দিলি বা না দিলি, তা জানি না; তুই ষোল আনা কাজ কর। আয়, তোর বুক নিয়ে আয়, আমি নিষ্ঠুর ব্যবহারের ছুরী মারি! তোকে যে ঘরে শুইতে দিই, তাতে হিম আসে, আমার ক্ষতি কি?

প্রভো! তোমার ভক্তেরা চাকরের বিষয় কি ভাবেন? গুণনিধি, কৈ, তাদের বিষয় তো ভাবি না। নিজের চাকর, পরের চাকর, চাকর জাতির জন্য কি আমরা ভাবি? উঃ! নিষ্ঠুরতার আগুন জ্বালিয়া দিলি, তুই শক্ত কথা বলে চাকরের মনে কষ্ট দিলি? তারা কি বলিতেছে:—হায় রে, আমরা মা বাপ ছেড়ে, বিদেশে পড়ে থেকে, মনিবের সেবা করিলাম, আমাদের বুকে আগুন জ্বল্‌ছে। আমরা বলি, দাদা দিদি, আমায় কাপড় দেও; কেহ শুনে না। হায়, আমাদের কি দুঃখ! পরের সংসারে এসে তারা পায়ের তলায় পড়িয়া আছে, তাদের মনিবেরা যত্ন করে না, তারা বলে।

কি, তাদের উপরে নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিস্? তোদের ধর্ম্ম, ভজন সাধন সকলই বিফল। তোরা ভৃত্যকে এমন করে অগ্রাহ্য করেছিস্? তোর ভাই বোন, হায় রে! ঐ মেথর মেথরাণী। ভগবানের কাছে চালাকী? আর যেন নীলকরের ব্যবসায় সংসারের ভিতর না চালাই; যে চাকরকে কষ্ট দেয়, সেই তো নীলকর। চাকর মরুক, ধার করুক, চাকর চাকরাণীর রক্ত খাই, এতে পাপ হয় না? আমরা একদিন না খেতে পেলে কি হয়? তারা ব্যাধিতে বিছানায় পড়ে থাকুক, তাদের পায়ে হাত বুলাইব না? ব্রাহ্মেরা নিষ্ঠুর, ব্রাহ্মিকারা নিষ্ঠুর! চাকরাণীর মাথার চুলে তেল দিলে কি ক্ষতি হয়?

এই উৎসবের সময়ে সমুদায় ভৃত্যদিগকে নমস্কার করি। আমরাও ভৃত্য, আমরাও সেবা করিতে আসিয়াছি। প্রভো, চাকর চাকরাণীদের প্রতি সদয় হইয়া, যেন আমরা শুদ্ধ ও সুখী হই, এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দীন-সেবা

(মাঘোৎসবে প্রস্তুতি, কমলকুটীর, শুক্রবার, ২৪শে পৌষ, ১৮০২ শক;
৭ই জানুয়ারী, ১৮৮১ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধো, হে অনাথবন্ধো, দুঃখীদিগের সহায় তুমি, তুমি দুঃখী-দিগকে রক্ষা কর। পৃথিবীতে কত রোগ, শোক, কত মনের বেদনা, জীবনে কত কষ্ট। এ সকল দুঃখ দূর করিবার জন্য নানা উপায় করা হয়, তন্মধ্যে একটি উপায় উপাসনা। দৈনিক উপাসনা দ্বারা তুমি মনে দয়া কোমলতা উদ্দীপন কর। সে সকলের পবিত্র উত্তেজনাতে লোকে তোমার দুঃখী সন্তানের দুঃখ মোচন করে। আমরা কেন পরের অবস্থা

ভাবিয়া বৃথা অনধিকার চর্চ্চা করিব, পরম পিতঃ, এইরূপ ভাবিয়া আমরা নিবৃত্ত থাকি, আমরা স্বার্থপর হইয়া থাকি। পরের প্রতি দৃষ্টি করিয়া দয়া করিব, এইজন্য প্রতিদিন উপাসনা করি। পূজা করিতে করিতে দেখি, হৃদয় দয়ার্দ্র হইল, দীন দরিদ্রদিগের প্রতি দয়া হইল, তাহাদের সেবা করিবার জন্য মন প্রস্তুত হইল। তোমার শ্রীপাদপদ্ম ভাবিতে ভাবিতে, আপনা আপনি মন দয়ার্দ্র হয়। প্রেমসিন্ধো, দয়া করিয়া আমাদিগের হৃদয়কে সর্ব্বদা দুঃখীর প্রতি দয়ালু কর। তোমার অনুগত সন্তানেরা দুঃখীর দুঃখ দূর করিবে। আর যদি ইহারা স্বার্থপর হইল, তবে বল, কি হইল? আমরা তোমাকে মা বলিয়া ডাকিলাম, অথচ তোমার ছেলে মেয়েদের দুঃখ দূর করিব না? আমরা কেবল আপনার সুখ দুঃখ লইয়া থাকিব? দীনসেবা করিব কিরূপে, তুমি শিখাইয়া দাও। চারিদিকে তোমার যত দীন সন্তান আছেন, তাঁহাদিগকে বার বার নমস্কার করি। যত দুঃখী দীনের চরণে পড়িয়া নমস্কার করি।

মা বলিয়া যাদের রসনা তোমাকে ডাকে, রোগে শোকে কত লোক মরিতেছে, অজ্ঞান অধর্ম্মে কত লোক মরিতেছে, এ সকলের দুঃখ মোচন করিবার জন্য তাহাদিগকে প্রেরণ কর। "অমুক দুঃখীকে পয়সা দিয়াছিলে, আমায় দেওয়া হইয়াছে; অমুক দুঃখীকে দু'পয়সা দিয়াছিলে, আমি হাতে করিয়া লইয়াছি।" মা, তুমি তোমার সন্তানদিগকে এই কথা বলিয়া থাক। সকলে দয়াতে আর্দ্র হইয়া, সর্ব্বদা ভাই ভগিনীদের দুঃখ দূর করুন। হে মঙ্গলময়ি, তুমি দয়া কর। পরসেবায় যেন এই দুর্ল্লভ মানবজন্মকে সফল করিতে পারি, তুমি দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর।

হে পিতঃ, পৃথিবীতে তোমার কি আদর থাকিত, যদি তুমি দয়াসিন্ধু না হইতে? মার গৌরব যদি দয়া হইল, তবে মার সন্তানেরা কেন

নির্দ্দয় হইবে? উপাসনা-নদীর ধারে যেন আমাদের মনের কোমল ভাব সকল প্রস্ফুটিত হয়। চাকর হইয়া পৃথিবীতে আসিলাম, দুঃখীর দুঃখ দূর করিবার জন্য; সে অভিপ্রায় যেন সিদ্ধ হয়, এই তোমার নিকটে বিনীত ভিক্ষা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

যোগ *

(মাঘোৎসবে প্রস্তুতি, কমলকুটীর, শনিবার, ২৫শে পৌষ, ১৮০২ শক; ৮ই জানুয়ারী, ১৮৮১ খৃঃ)

হে প্রেমের আকর, হে চিন্ময় অরূপ, আমি কে, চিনাইয়া দিবে না? যে উৎসব ভোগ করিবে, সে কে? সে কেমন? হে মন, পিতার বাড়ী ছাড়িয়া বাসাতে আসিয়াছ কেন? এই ভগ্নগৃহে মাকে ছাড়িয়া বাসা করিয়া আছ কেন? ওরে আমার মন, ১১ই মাঘের সময় ঘুম? উঠ, বাড়ী ছাড়িয়া আসিলে কেন? সেখানে আদর হইত না? এখানে কেন? শরীরের পচা গন্ধের ভিতরে তোর বাসা, দেবগৃহ ছাড়িয়া হাড়ি পাড়ায় বাসা করিয়া রহিলি? কার পুত্র—তোর বাপের নাম কি? ছিলি কোথায়? ধাম কোথায়? তোর ভাইদের নাম বল্। এমন লোকের

---

* ভক্তিভাজন শ্রীমদাচার্য্যদেব ১৮০২ শকে প্রারম্ভিক (প্রাস্তুতিক) উৎসবের শেষ দিনে এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন বলিয়া যে মাঘোৎসবের পূর্ব্বসংস্করণে লিখিত হইয়াছে, তাহা ঠিক নয়। ১৮০২ শকের ১৬ই মাঘ ও ১লা ফাল্গুনের ধর্ম্মতত্ত্ব দৃষ্টে দেখা যায়, প্রারম্ভিক (প্রাস্তুতিক) উৎসবের মধ্যে ২৫শে পৌষ (৮ই জানুয়ারী) এই প্রার্থনা করিয়াছিলেন। ১৮০৫ শকের ২৫শে পৌষ, ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারী তিনি স্বর্গারোহণ করেন। তাই তাঁহার স্বর্গারোহণ-দিনেই এই প্রার্থনা পঠিত হয়। (মাঘোৎসব, ৩য় সং)

পুত্র, এমন সকল সোণার চাঁদ ভাই, তুই এসেছিস্ ইন্দ্রিয়গ্রামে! কি খাচ্ছিস্ সেখানে?

চিন্ময়ের সন্তান, জ্যোতির পুত্র, অন্ধকারে আসিলে কেন? ৫০।৬০ বৎসরের জন্য দুষ্ট স্বেচ্ছাচারী সন্তানের মত ইন্দ্রিয়গ্রামে থাকিবে? মন, তোমার অবস্থা দেখে দুঃখ হয়। এখানে সামান্য বিষয়ভোগে ধীরে ধীরে ডুবলে। পৈতৃক গৌরব, পৈতৃক মহিমা স্মরণ কর। বাড়ী চল, আর বসিয়া থাকিতে দিব না। স্বদেশ থাকিতে বিদেশে? মাতৃভূমি থাকিতে পরের জায়গায়? হায় রে ভ্রান্ত যুবা, ইন্দ্রিয়গ্রামে যে আসে, তার দুর্দ্দশা হয়। তোমার তনু—ভাগবতী তনু—দেবতনু,—পশুতনুতে কাজ কি? তোমার মার বাড়ী চল।

ভাব, আত্মন্, এখন কোথায় চলিলে। তোমার মার চিঠি আসিয়াছে, উৎসব আসিতেছে। তিনি বলিয়াছেন, আমার ছেলে এল না? চল রে আমার মন। বাপ মা ছাড়িয়া উৎসবের সময় বিদেশে থাকৃতে আছে? জয় জয় জগদীশ বলে জাগ। ঐ তোমার ভিতর থেকে তেজ বাহির হইতেছে। তুমি হরিসন্তান, ব্রহ্মপুত্র তুমি। এই ঘরের পাখী উড়িয়া গেল। আত্মন্, চলিয়া গেলে? আর ভাল লাগিল না। মার নাম শুনেছে, আর দৌড়েছে। অশরীরী আত্মা দৌড়েছে।

মা তোমার বিপথগামী সন্তানকে লয়ে যেতে এগিয়ে এসেছ? মা, তোমার সন্তান তোমার ভিতরে এক হইয়া গেল, আর দেখিতে পাই না। ব্রহ্মে ব্রহ্মপুত্রের যোগ। আয়, কে দেখ্‌বি আয়, মজার জিনিষ। আমার তবে পঞ্চভূত ছায়া, সে বেরিয়ে গিয়েছে, আমার প্রেতদেহ পড়িয়া আছে। আমার সোণার চিন্ময় কোথায় গেল? রাঙ্গা পাখী, আজ কোথায় উড়িয়া গেলে? পাখী, আমার প্রিয় ছিলে, আমার খাঁচার দাম তোমার জন্য,

আর কেহ এই খাঁচার আদর করে না। হরি বুঝি হরে নিলেন। তাঁর কাছে চলে গেল।

আর, জননি, খাঁচা কি কথা কহিবে? যে আমার কথা কহিবে, সে মানুষ তোমার ভিতরে গিয়াছে। আর প্রেতের মুখে ব্রহ্মোপাসনা কি সম্ভব? মনের মানুষ বেরিয়ে গেল। উপাসক ভাই, আমার ভাঙ্গা খাঁচার ভিতরে ছিলে যে তুমি, তোমার কণ্ঠের স্বর আর আমরা শুনিতে পাই না, তোমায় আর বাঁধিতে পারি না। দড়া দড়ী ছিঁড়ে গিয়াছে, শিরাগুলো পড়িয়া আছে। মাকে ভালবাস বলে চলে গেলে। আমাকে ছল্‌তে এসেছিলে তুমি। সংসারের কত সুখ তোমাকে দিলাম।

মাকে এত ভালবাস! তোমার প্রাণেশ্বরের সঙ্গে তুমি গোপনে কি বল্‌ছ? ভগবান্‌ ও ভগবানের পুত্রের কি কথোপকথন হয়, খাঁচা কি শুনিতে পায়? তোমার সঙ্গে উড়িতাম, যদি ক্ষমতা থাকিত। দয়াল, তোমার পুত্রকে কোথায় লইয়া গেলে? আমাদের হাতে আর তোমার পুত্রকে রাখিবে কেন? রাখ সুখে, তব পাদপদ্মে স্থান দেও। তোমার ধনকে তুমি নেবে, খাঁচার অধিকার কি, তাকে রাখে। যারে, মন, যা। হে ঈশ্বরি, নেও; ভগবতি, তব পুত্রকে নিয়ে সুখে রেখ।

প্রেমময়ি, তোমার ছেলেকে যোগ-অন্ন ভক্তিব্যঞ্জন দিয়া খাওয়াইয়া, একখানি বৈরাগ্যকাপড় দিও। তোমার স্তনের প্রেমানন্দরস তৃষ্ণার সময় দিও। খেলা করিতে চাহিলে তাহার বড় ভাইদের ডেকে দিও। আমার আত্মাকে আমি প্রণাম করি; আত্মা পরমাত্মার পুত্র, আমার চেয়ে বড়। ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থ, তুমি এখন প্রসন্ন ভগবানের নিকটে। তোমার গৃহাশ্রম সেখানে নির্ম্মিত হইবে।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

জনহিতৈষিগণ*

(মাঘোৎসবে প্রস্তুতি, কমলকুটীর, সোমবার, ২৭শে পৌষ, ১৮০২ শক ; ১০ই জানুয়ারী, ১৮৮১ খৃঃ)

হে দীনশরণ, হে মঙ্গলদাতা, পৃথিবীর হিতৈষী সাধুদিগের কাছে নমস্কার করিতে অনুমতি দাও, ক্ষমতা দাও। আমরা স্বার্থপর জীব। আপনার ও পরিবারের কিসে ভাল হয়, তাহাই দেখি ; আর একটু একটু ইচ্ছা হইলে জগতে ধর্ম্ম প্রচার করি, এই আমাদের ব্যবস্থা। যাঁহারা পরদুঃখ-মোচন জন্য স্বাস্থ্য ও জীবন সমর্পণ করেন, তাঁহারা আজ জ্যোতির্ম্ময় স্তম্ভের ন্যায় আমাদের নিকটে দণ্ডায়মান হউন ; আমরা তাঁহাদের চরণে প্রণাম করি। তাঁহারা অন্যের সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিবার জন্য আপনাদের সুখ ছাড়িলেন। সেই সকল মহানুভবদিগকে আমরা প্রণাম করি। গরিবের দুঃখ যে দূর করে, সে কি সাধারণ পুরুষ ? জনহিতৈষী মহাজনেরা তোমার কাছে পরোপকার করিতে শিখিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তকদিগকে গত কল্য নমস্কার করিয়াছি। আজ যাঁহারা প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়া পৃথিবীর সুখ বৃদ্ধি করিলেন, সেই সকল উদারস্বভাব প্রেমিক মহাত্মারা আমাদিগের রক্তের ভিতরে প্রবেশ করুন, তাঁহারা আমাদিগের হৃদয়ে দয়া ঢালিয়া দিন।

আপনার জন্য জীবন ধারণ করে ছাগল, কুকুর। আপনার ছেলের মুখে অন্ন দেয় সকলেই। তাঁহারা আপনার জন্য পৃথিবীতে রহিলেন না। সেই হাওয়ার্ড শ্রেণীর লোকেরা পরের মঙ্গলের জন্য জীবন উৎসর্গ

* ইহার পূর্ব্বদিনের, ১৮৮১ খৃঃ, ৯ই জানুয়ারীর ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক "মহাজনগণ" সম্বন্ধে ব্রহ্মমন্দিরে আচার্য্যের উপদেশ দ্রষ্টব্য।

করেন। আমরা স্বার্থপর জীব, বড় নীচ, কেবল আপনার পরিবার লইয়া ব্যস্ত, প্রাণ কিছুতেই পরদুঃখে দয়ার্দ্র হয় না। সাধকদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তাঁহাদিগের হৃদয় পরদুঃখে দুঃখী হয়। তাঁহারাই এই উৎসবের অধিকারী, যাঁহারা অন্যের জন্য প্রাণ মন অর্পণ করিয়াছেন।

সে মানুষ অত্যন্ত নীচ, পোকার মত, যে কেবল আপনার পরিবারের জন্য ভাবে। আমরা রাত্রি জাগরণ করিয়া লোকের দুঃখ শোক কমাইব। মন যার ছোট হয়, সে অন্যের সেবায় নিযুক্ত হইতে চায় না। তোমরা সেই উচ্চশ্রেণীর সন্তান। বড় বড় পরহিতৈষিণী নারীগণ পরদুঃখ দেখিয়া কাঁদিতেন। একটু সুখ আপনি সম্ভোগ করেন নাই। ঈশ্বরপরায়ণ সাধকদিগের মনে যদি স্বার্থপরতা থাকে, তবে তাঁহারা এ বিধানের উপযুক্ত নহেন। মন প্রশস্ত হউক। আমরা পৃথিবীর জন্য আসিয়াছি। কেবল দেশহিতৈষী হইব না, মনুষ্যকুলহিতৈষী হইব। হে ঈশ্বর, দয়া কর। কতকগুলি ভগ্নী প্রস্তুত কর, যাঁহারা দয়ার ভগ্নী হইবেন। করুণাময়ি, কেবল দুঃখীর দুঃখ মোচন করিবার জন্যই, কোথায় ক্ষুদ্র মানুষের কি হইল, তোমার ঈশা দেখিতেন।

তুমি যে সকলের চেয়ে বড়, তুমি সর্ব্বপ্রকারে জনহিতৈষী। কোন্ মানুষ পাপের জ্বালায় অস্থির, কে খেতে পায় না, তুমি সংবাদ লইতেছ। যত জনহিতৈষী, তাঁহাদের কাছে যেন ভক্তিভাবে বসিয়া দয়া শিক্ষা করি। যাঁহারা দুঃখীর দুঃখ দূর করেন, তাঁহারা আমাদের নমস্কার গ্রহণ করুন। চীনদেশ হইতে আমেরিকা পর্য্যন্ত যত পুরুষ, যত স্ত্রীলোক ধন, সুখ, বাড়ী, ঘর দিয়া পরের দুঃখ দূর করেন, তাঁহারা আসিয়া আজ আমাদিগকে উৎসবের জন্য প্রস্তুত করিয়া দিন। তোমার নাম কাঙ্গালবন্ধু, আমাদের বুকের উপর তোমার পা রাখিয়া স্বার্থপরতা চূর্ণ কর।

প্রচারকেরা যেন বলেন না—অন্যের দুঃখ দূর করা আমাদের কর্ম্ম নহে। এই যে পাঁচ জন খেতে পেলে না, তার জন্য চক্ষে জল পড়িবে না কেন? যদি প্রাণের ভিতরে দয়ার মিষ্টতা না থাকে, যোগ বিফল। নিশ্চয় তোমরা সাধকেরা উপহাসাস্পদ হইবে, যদি গরিবদের জন্য প্রাণ না কাঁদে। কাঙ্গালবন্ধু তোমাদের মা, তাহা কি জান না? পরদুঃখ শুনিবামাত্র তাহা দূর করিতে যত্ন করিবে, দুঃখ দেখিয়া যেন তৎপ্রতি উপেক্ষা না থাকে; তোমাদের দীনবন্ধু প্রজাহিতৈষী নাম আপনাদের মধ্যে মহিমান্বিত হউক। এস এস, যত সাধু এস, তোমাদিগকে দেখিয়া যেন আমরা উপেক্ষা না করি। দয়া আমাদের মা, দয়া আমাদের প্রাণদাত্রী, দয়া আমাদের মুক্তিদাত্রী। যেখানে প্রেম দেখিব, যেখানে স্বার্থনাশ দেখিব, সেখানে প্রণাম করিব, মা, দুঃখীর বন্ধু, তুমি দয়া করিয়া আজ আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

হে দীনবন্ধো, যথার্থ কাঙ্গালশরণ তুমি। কাঙ্গাল তোমাকে বশীভূত করিয়াছে, আমাকে কাঙ্গাল বশীভূত করিতে পারে না। হরি হে, তোমার সন্তান কি আর নাই? আমার মন কেন কাঠের মত কঠিন রহিল? আমরা যোগ সাধন করি, প্রচার করি, কিন্তু আমাদের প্রাণ কাঁদিল না। দুর্ভিক্ষ, রোগ, শোক, নানা প্রকার দুঃখ দেখিয়া আমরা আকুল হইলাম না। আমরা দুঃখী কাঙ্গালদের কাছে ঋণী হই নাই, এমন যমের কথা তোমার পুত্রের মুখ হইতে কেন বাহির হয়? ব্রাহ্মের কাছে দয়ার অভিযোগ। মা, পরের দুঃখ দূর করিব। পর্ব্বতসমান দুঃখ, কিন্তু, মা, তুমি কার্য্য বিচার কর না, তুমি আর্দ্র ভাব দেখ। মা, তুমি জনহিতৈষীর প্রাণের অস্থিরতা দেখ। কটা স্কুল করিল, তাহা দেখিতেছ না, কিন্তু প্রাণের দয়ার্দ্রভাব দেখিতেছ। মা, তুমি স্বার্থপরকে বলিতেছ, "তোর দয়া মায়া তোর ছেলেরা একচেটে করে রেখেছে, পরের জন্য

তুই প্রাণ দিস্ নাই। অতএব সাধন ভজন করে মনুষ্যনামের উপযুক্ত হয়ে আয়।”

মা, যে তোমার উপাসক হইবে, সে জনহিতৈষী হইবে। এই জন্যই ধর্ম্মপ্রবর্ত্তনা হয়। বিধবার চক্ষের জল যে মুছাইয়া দেয়, অনাথ শিশুকে যে স্নেহ করে, সেই ধার্ম্মিক। মা, ধার্ম্মিক হইবে, অথচ মন স্বার্থপর থাকিবে, ইহা ঠিক নয়। দয়া নাই, সহানুভূতি নাই, পরদুঃখে কাতরতা নাই, ইহা তো ধার্ম্মিকের লক্ষণ নহে। উৎসবের সময় ধারাল অস্ত্র দিয়া স্বার্থপরতা কাট। বালকের দুঃখ, স্ত্রীলোকের দুঃখ, বৃদ্ধের দুঃখ, সকলের দুঃখ দূর করিব। জনহিতৈষীদিগের দয়া আসিয়া আমাদিগের প্রাণে সঞ্চারিত হউক। পরের হিতাকাঙ্ক্ষারূপ সুধা আমাদের কঠোর প্রাণে ঢালিয়া দাও। দুঃখীদের সেবা করি, জনহিতৈষী, বিশ্বহিতৈষী হই; সকলকে ভাই ভগ্নী জানিয়া ভালবাসি ও সেবা করি। মা, যে কয়টি লোকের সেবা করিতে পারি, তাহাদিগের সেবায় নিযুক্ত কর। হে জননি, হে কল্যাণদায়িনি, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন পরসেবা করিতে করিতে তোমার শ্রীপাদপদ্ম লাভ করিতে পারি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

উপকারিগণ

(মাঘোৎসবে প্রস্তুতি, কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ২৮শে পৌষ, ১৮০২ শক; ১১ই জানুয়ারী, ১৮৮১ খৃঃ)

হে বন্ধু হরি, পিতা ব্রহ্ম, অদ্য কৃতজ্ঞতার দিন। প্রধান ধর্ম্ম কৃতজ্ঞতা, অকৃতজ্ঞতা বিধানবিরোধী। কৃতজ্ঞ ভক্ত তোমার প্রেমে প্রেমিক। হে

প্রেমময়, যাহার হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা নাই, তাহাকে কি মানুষ বলে? পুরাতন দানের প্রতি, সর্ব্বক্ষণ হইতেছে যে দান, তাহার প্রতি, মন এরূপ উদাসীন হয় যে, কালক্রমে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। আমরা পরস্পরের কাছে বিবিধ-রূপে উপকৃত। আমাদের রক্ত বন্ধুদিগের পরিশ্রম ভিন্ন থকে না। যদি বন্ধুরা অনুগ্রহ করিয়া পয়সা না দেন, তাহা হইলে সাধকদের বিপদ্ হয়, নিমতলার ঘাটে বাস হয়, অন্নাভাবে জীবন নাশ হয়। সেই অন্ন দেয় যে, প্রাণের বন্ধু সে। রোজ রোজ তাঁহার অন্ন খাই।

লবণ সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্। এই লবণের পয়সাটী হয় তো চট্টগ্রাম, অথবা কাশ্মীর হইতে আসিল। কে দিল, কে জানে? কোন সাধুর সহধর্ম্মিণী হয় তো ঈশ্বরপ্রীতিকাম হইয়া সেই পয়সাটী দিল। রক্তের রক্ত এই লবণ। দেখ, জননি, শুনিতে ভাল, জননীকে ছাড়িয়া কে দিচ্ছে, ভাবিব কেন? অন্নদাতাকে প্রচারক স্মরণ করে না। ডালের ভিতর যে গয়ার বন্ধু বসিয়া আছেন, আর ভাতের ভিতর যে অযোধ্যাবাসী বসিয়া আছেন, ভাবি না। না দিত যদি অন্ন, আজই যমালয় দর্শন করিতে যাইতে হইত। বহুমূল্য ঐ দান, কিন্তু রোজ রোজ হয় বলিয়া আমরা মূল্য বুঝি না।

এ সকল তোমার চন্দ্র সূর্য্যের ন্যায়। পেলাম যে দিন, সে দিন বিনয়ী হইলাম না। স্ত্রী খেতে পান নাই, ছেলের কাপড় নাই, ৩৬৫ দিনের মধ্যে এক দিনের এরূপ কষ্টে অকৃতজ্ঞ হই; আর ৩৬৪ দিন যে দয়া করিলেন, তাহা বিস্মৃত হই। যদি দশ বৎসরের মধ্যে আমাকে কেহ কিছু দিয়া থাকেন, চিরস্মরণীয়। আমার বন্ধু কয়দিন আমাকে খাওয়াইয়া-ছেন, আমি তাহার হিসাব নেব; আর যে খাওয়াইলেন না, সে হিসাব তুমি নেবে। আমাকে খাওয়াবে কেন? যদি একদিন না খেলাম, তা বলিয়া যে সতের দিন খেয়েছি, তাহা ভুলিব? আমাকে খাওয়াইয়া তার

আহ্লাদ! সে আপনার স্ত্রী ছেলেদের খাওয়াবে, আমাকে কেন চারি হাজার ক্রোশ থেকে পয়সা পাঠাইবে?

আমি বেগুন পুড়িয়ে খেতে ভালবাসি, লাহোর থেকে বেগুন তুলে পাঠাইয়াছে। দেরে লিখে রেখে যাই, নির্গুণে বেগুন পড়েছে; অধম সন্তানের উদরে বেগুন পড়েছে। যা কিছু সামান্য দান হইতে রক্ত হয়। তবে যদি কেহ পেলেন না বলে বিরক্ত হন, তাঁহার ছোট মন। রোজ রোজ পাচ্ছে বলে ইহারা অধিকার সাব্যস্ত করে। যাঁহারা চাল ডাল দিলেন, তাঁরা আমার মা বাপ। কেহ যদি আলুপোড়া দেন, তাঁহারা মা বাপ। মা, ভাল জিনিষটি ঘরে কেন? মা, তুমি লক্ষ্মী, দাঁড়াও; তুমি লক্ষ্মী দ্বারা প্রেরিত হইয়াছ, তুমি মা।

এই যে দয়ার্দ্রহৃদয় আমার প্রাণের বন্ধুগণ, যাঁহারা প্রচারের জন্য টাকা দেন, মাসিক দান দেন, অদ্যকার দিন সেই উপকারী বন্ধুদিগের পদতলে শত শত নমস্কার। আবার যে ডাক্তার চিকিৎসা করেন, তাঁহার পায়ের নীচে বসিয়া থাকা উচিত। দেখ, প্রেমময়, আমরা যদি প্রচারক না হইতাম, ডাক্তারকে টাকা দিতে হইত, ঔষধের মূল্য কত লাগিত। কেন চিকিৎসক আমাদিগকে দেখিতে আসিবেন? মরে যাব, আমাদের শেয়াল কুকুরে খাবে, গরিব কাঙ্গাল কত মরে যাচ্ছে। লক্ষ্মীপ্রেরিত চিকিৎসক। প্রচারক যে, সে অনাথ। লক্ষ্মী ডাক্তারকে পাঠাইলেন। তাঁর চরিত্র যাই হউক, তিনি ঔষধ নিয়ে আসিলেন, তাঁহার সংস্পর্শে স্বর্গের দূতের সংস্পর্শ। মা, তুমিই রোগের সময় ডাক্তারকে পাঠাইলে। এক রাত্রের মধ্যে ব্যারাম আরাম হইয়া গেল। মা, তোমায় কৃতজ্ঞতা দিব, আর ঐ লোকটাকে কেন উপেক্ষা করি? তার পর আবার রোগের সময় ঐ লোকটার আসিতে একটু দেরি হইয়াছে, ওর উপর গরম হইয়া বসিয়া আছি। ঈশ্বর, তুমি দয়া করে একটি লোককে প্রেরণ করিলে, প্রাণটা

চৌদ্দ শত বার নমস্কার করুক। ব্যারামের সময় কে কাছে বসেছিলেন, তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি।

ঈশ্বরের প্রচারক, ইহাদের বাড়ী তৈয়ার তুমিই করিয়া দেও। লক্ষ্মীর সংসার লক্ষ্মী করিয়া দেন, মানুষ কি বুঝবে! আমাদের মধ্যে কেহ কেহ অনেক দিন প্রচারকদিগের ভরণ পোষণ করিয়া আসিতেছেন, সকলে তাঁর দোষ দেখে, গুণ আলোচনা করে না। ইহা ছোট মনের ভাব। অন্যেরা বিচার করে করুক, আমি তাতে নাই। আমি কেবল নমস্কার করিব। খাওয়ায় যে, তাহাকে নমস্কার; কাপড় দেয় যে, তাহাকে নমস্কার। কি হে, ফুল দিচ্ছ? নমস্কার। উপকার করে পরে নয় মারিলে, এক সময় তো উপকার করিলে। সেই ডাক্তার কৃষ্ণধন ওলাউঠার সময় কত খাটিল—সে মন হইতে যায় না। উপকারী বন্ধু জীবন দিয়া জীবন কিনে রাখলে। সে কি উপকার করে নাই? একদিন রাত জেগে উপকার করেছে। 'এর ভিতরে যেন কেহ অকৃতজ্ঞ না থাকে। যাদের কাছে উপদেশ পেলে, তাদের নয় অগ্রাহ্য করিলে; কিন্তু যারা টাকা দিয়ে খাওয়াইল, তাদের কেন অগ্রাহ্য করিবে? তাহাদিগকে যেন মা বাপ মনে করি। একদিন হাসিতে হাসিতে একজন বাড়ীতে এসে একটি ফল দিয়ে গিয়াছিল। কৃতজ্ঞতার সহিত তাকে ভাবিব। যাঁহারা পয়সা কাপড় দিয়ে উপকার করেন, তাঁহারা কৃতজ্ঞতাভাজন। লক্ষ্মী, এই যে তুমি একে দিয়ে পয়সা, ওকে দিয়ে কাপড় দিচ্ছ, এ তোমার লীলা-খেলা। মা, দয়ালু বন্ধু যাহারা ধন, জ্ঞান, পরমার্থ, উপদেশ দিয়া উপকার করিয়াছেন, মা লক্ষ্মী,' তোমার সেই প্রেরিত উপকারী দূতদিগকে সম্মান করিব। কৃতজ্ঞতার সহিত তোমার লোকগুলিকে নমস্কার করি।

মা, দুঃখীর বন্ধুদিগকে তুমি আশীর্ব্বাদ কর। যাঁহাদের নাম প্রচারের

দানের খাতায় আছে, তাঁহাদের স্ত্রী পুত্র পৌত্রাদি সকলকে আশীর্ব্বাদ কর। দুঃখী যদি দুই হাত তুলিয়া বলে, ভগবান্ সুখী করুন, কেউ কি দুঃখীর কৃতজ্ঞতা নেবে না? মা, চাকরী করিতে হইল না, ফাঁকি দিয়া ভাত খাই, চোর ডাকাতের চেয়েও এ যে ফাঁকির ব্যাপার। ওরে দুষ্ট অলস মন, তুই তিসির কারবার করিলি না, তুই বিষয়ীদের সঙ্গে দেখাই করিস্‌নে। এই কটা লোক ফাঁকি দিয়ে খায়। পয়সা দিল না, দোকান থেকে কাপড় এল, স্ত্রী পুত্রকে দিল। ঔষধ আনিল, শিকি পয়সাও দিল না। কৃতজ্ঞ লোক মরে না।

তোমার এই যে তিনটি লোক—কান্তি, মহেন্দ্র, রাম—প্রচারকদের উপকার করেন, এঁদের শান্তি দাও। ধন্য তাঁহারা, যাহারা অন্য লোকের দুঃখ দূর করে। আমায় এক মুটো ভাত যারা দেয়, তারা কি সামান্য? ওরে বন্ধুগণ, লবণ খাইয়েছিস্ তোরা। মা, বিশেষ-রূপে কৃতজ্ঞতা দান করিয়া, যাহাতে তোমার বিধানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারি, এরূপ আশীর্ব্বাদ কর। সকলের প্রাণ কৃতজ্ঞতারসে পরিপূর্ণ হউক।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

বিরোধিগণ

(মাঘোৎসবে প্রস্তুতি, কমলকুটীর, বুধবার, ২৯শে পৌষ, ১৮০২ শক; ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮১ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধো, হে দয়ার অনন্ত প্রস্রবণ, হরিভক্তেরা অদ্য ক্ষমার ব্রত পালন করিবার জন্য তব সন্নিধানে উপস্থিত। কঠিন ধর্ম্ম ক্ষমার ধর্ম্ম। অস্বীকার করি যদি তোমার ক্ষমাগুণ, তবে এই হয়, ক্ষমা ক্ষমা

করে না, সে মা পরিত্রাণ করিতে পারে না। যে মা শত্রুকে ক্ষমা করিতে পারে না, সে মা শত্রুকে উদ্ধার করিবে কিরূপে? দেবতা যদি ক্ষমা না করেন, ব্রহ্মাণ্ড থাকিতে পারে না। তুমি যদি ক্ষমাশীল না হইতে, ভয়ানক দণ্ডদানে আমাদের হৃদয় চূর্ণ করিতে। হে প্রেমস্বরূপ, তোমার বক্ষে যে ক্ষমাগুণ, তাহা অন্তরিত করিয়া রাখ দেখি, এখনি আমরা মরিব। এই পাপিমণ্ডলী আমরা আছি, তোমার ক্ষমাগুণে। তোমার জ্ঞান থাকে থাকুক। সাধুর প্রতি প্রেম থাকে থাকুক, ক্ষমা যদি ব্রহ্মহৃদয় হইতে বাহির হয়, পাপীরা মরিবে। এক খেই সূত ক্ষমার উপরে পাপী-দিগের জীবন। তোমার পুণ্যে ও শক্তিতে প্রাণ ধারণ করিয়া আছি, তাহা নহে, তোমার ক্ষমাগুণে বাঁচিয়া আছি। তোমার ক্ষমার চরণ সেবা করি।

ঈশ্বর, তবে আমরা, আমাদের দ্বারে যে শত সহস্র শত্রু আছে, তাহাদিগকে কেন ক্ষমা করিব না? ধনহানি, স্বাস্থ্যহানি, মানহানি, এ সকল উত্তেজনায় মন গরম হয়। আমরা যখন বিচারকের আসন গ্রহণ করি, তখন ভুলিয়া যাই, পাপীর গতি নাই ক্ষমা বিহনে। ভাইকে দিলাম না সেই ভালবাসা ক্ষমা, যাহা মা বাপের কাছে চাহিতেছি। হে ঈশ্বর, আমরা যে প্রতিদিন তোমার কাছে হাত যোড় করিয়া বলিতেছি, দয়া কর, তোমার সঙ্গে পুনর্ম্মিলিত হইতে দাও। আমরা তোমার কাছে যাই, যেন ছোট পাপের জন্য ক্ষমা চাহ, ভাই বন্ধুদের পাপকে বড় মনে করি। পিতঃ, ক্ষমা যদি আমাদের মধ্যে বিরাজ করিত, এই পাড়া শান্তি-নিকেতন হইত; দোষীর প্রতি উত্ত্যক্ত হইয়া দণ্ড দিতাম না। এখন রাগের রাজ্য আসিয়াছে। পয়সা পেলাম না বলিয়া রাগ, বন্ধুদিগের প্রতি, দেশের প্রতি, জগতের প্রতি রাগ, অনুরাগ কোথাও রহিল না। কত সুখী তাঁরা, যাঁরা দিন রাত্রি ক্ষমা করেন। মানুষের জঘন্য চালাকির কথা

শুনিতে মন অবসন্ন হয়। আমার বন্ধুরা বলেন, ক্ষমা করা উচিত নহে, দণ্ড দেওয়া উচিত।

যেখানকার শাস্ত্র অক্ষমা, সেখানে নববিধান নাই। যখন তুমি নববিধান প্রেরণ কর, তখন তুমি বলিলে, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়কে ক্ষমা করিয়া গ্রহণ করিও। তোমার এই ক্ষমা নববিধানরূপ ময়ূরপাখীর সুন্দর পুচ্ছ। যারা ক্ষমা করে না, তাহারা ধর্ম্ম-কাক। সুন্দর ময়ূর-পাখী সেখানে বসিবে কেন? আমরা মুখে বলিলেই তো নববিধানের লোক হইব না। শত্রু আমাদের ঢের হইয়াছে। সকলে যদি খোঁচা মারেন, আর তোমাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হয় না। শত্রুগুলিকে দেখিলেই গা ঘিন্ ঘিন্ করে। পৃথিবী থেকে শত্রু নিপাত হয়, এই ইচ্ছা। এই অপরাধ কোন্ সমুদ্রের জলে ধৌত হইতে পারে? যদি শত্রু না থাকিত, আমাদের দোষের কথা বলিত কে? আমরা সুখ্যাতির বাতাসে স্ফীত হইতাম। যাতে তোমার নববিধান জয়ী না হয়, এজন্য বিরোধীরা কত চেষ্টা করিতেছে। শত্রুতাতে তোমার উপরে নির্ভর বাড়িতেছে। এই কয়েক বৎসরে তোমার নববিধানের নিশান ফড়্ ফড়্ করিয়া উড়িয়াছে।

বিধাতঃ, কে জানে তোমার বিধি। মানুষ বিচার করিয়া বলিয়া কি করিবে? শত্রুদল এত প্রবল হওয়া উচিত নহে। যদি তোমার ইচ্ছাতে শিক্ষা দিবার জন্য শত্রুদল উঠে, তবে সেই শত্রুকে শিক্ষক করিয়া দাও। যখন শত্রুদল ঢাল তরবার লইয়া ঝক্‌মক্ করে, তখন তোমার শ্রীচরণ বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কত সুখ পাই, কে জানে। যখন বন্ধুদের সান্ত্বনা নির্ব্বাণ হইয়াছে, যখন ভয়ে গা কাঁপিতেছে, সে সময়ে 'দীনবন্ধো, দীনবন্ধো' বলিয়া ডাকিলে কত সুখ হয়। সুমতি দাও, এই আক্রান্ত জীবকে এই আশীর্ব্বাদ কর, ক্ষমা দ্বারা শত্রুতা জয় করিয়া, শত্রুবক্ষেও বিধানের নিশান নিখাত করি।

রেগে মারিলে সুখ কি? আমরা আচ্ছা করিয়া শত্রুকে পরাস্ত করিয়াছি, একথা কাপুরুষতা। তাহারা আমার পরিবারের কিসে অসুখ হয়, এই চিন্তা করিতেছে; আহা, ঠাকুর, জল ঢাল। আমার উপর রেগে কষ্ট পাচ্ছে কেন? বৈরনির্য্যাতন করিবার জন্য তাহার রাত্রে ঘুম হয় না। আমার মত একটি মানুষকে অপদস্থ করিবার জন্য এত কষ্ট! আহা, এতক্ষণ হরিনাম করিলে কত সুখ হইত, চিন্তামণির চিন্তা করিয়া কত সুখী হইত! আকাশে নিক্ষেপ করিলে কি তীর বেঁধে? বাতাসকে কে গুলি করিয়া মারিবে? চিন্ময় আত্মাকে কি মানুষ বধ করিতে পারে? জ্বরে মরে যায়, দেখিলে দুঃখ হয়; কিন্তু তোমার উপরে রাগ করে যদি উপাসনা না করে, যদি কেহ বৈরনির্য্যাতন করিবার জন্য রেগে মরে যায়, তবে তার জন্য কেন দুঃখ হইবে না?

মা, নববিধানের লোক শত্রুনির্য্যাতন করে না। মরিবার পথে যাবে যে, তার জন্য তোমার কাছে প্রার্থনা করিতে হইবে। মা, শরীর কুণ্ঠিত হয়, এই কথা শুনে। দশ হাজার লোকের কুবুদ্ধির উপরে আঘাত পড়িতেছে বলিয়া, তাহারা রণক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইতেছে। আত্মা শরীরকে বুঝাইল, শরীর, এ শত্রুরাও আমার ভাই। এক ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়িব। কি অস্ত্র জান? প্রেম, এক ফোটা জল, ঢেউতে টেনে নেবে। এরা ক্ষমাশীল দয়াশীল হউক. এরা জীবের পরিত্রাণের জন্য কাঁদুক।

শত্রুদিগকে তোমার পথে আন। এই সময়ে যদি আমরা অমুক অমুককে স্মরণ করি, তারা যদি তোমার শ্রীচরণতলে ফিরে আসে! মা, আসিবে না তারা তোমার কাছে? হাজার বৎসর পরেও আসিবে না? তোমার প্রত্যেক সন্তান আসিবে। এখন আমাদের প্রতি বৈরনির্য্যাতন করিতেছে শিক্ষা দিবার জন্য। হে ঈশ্বর, তাহাদের উদ্ধারের উপায় করিয়া দেও। ভক্তের পক্ষে কোন ঘটনা অনিষ্টকর হইতে পারে না।

প্রহ্লাদ মরিবে না, স্থির হইয়াছে; তবে আর যেন গালাগালি না দি। আমাদের হৃদয় প্রশান্ত কর। নববিধানের লোক স্বর্গীয় দূতের মত। ভাই উপাসনা করিলে কি হইবে? রাগ ছাড়। নববিধানের প্রথম ওঁকার ক্ষমা। আমাদের উপাসনা কেন সুমিষ্ট হয় না? এক উপাসনা নিয়েও ঠাট্টা করিবে? হে হরি, ভাবিতে গেলে মনুষ্যহৃদয় বলে, আর শত্রুতার ভার সহ্য করিতে পারি না।

মা, তুমি যদি ক্ষমা না করিতে, আজ আসিতে না। পৃথিবীতে যত শত্রুতা, অপমান, তোমার মস্তকে। আমাদের জননী, আমাদের শ্রীমতী লক্ষ্মী, এমন সুন্দরী লাবণ্যময়ী। এমন কোমল দুগ্ধপূর্ণ স্তনের উপরে কামানের গোলা মারিয়াছে! মা জননীর মুখের হাসি কমিল না। মাতো কখন রাগিলেন না। একদল সুরাপায়ী নাস্তিক বলিতেছে, আবার, মা, তুই এসেছিস্? আবার বৈরাগ্য নিরামিষ ভোজন শিখাচ্ছিস্? কিন্তু মার তাতে কি হইল? শত্রু বর্ষণ করিতেছে বাণ, হাস দেখি। মার মত হাস দেখি। লক্ষ লক্ষ লোক না হয় অপমান করিল। মা, বলে দেও, শিখাইয়ে দেও, বৈরনির্য্যাতনের ভিতরেও কেমন করিয়া "মঙ্গল হউক" "মঙ্গল হউক" বলা যায়। তোমার সাধু পুত্র বিমল-হৃদয়ে শত্রুদিগকে ক্ষমা করিয়া চলিয়া গেলেন। ওরে বুকের ধন মহর্ষি ঈশা, তোর মাথায় যে কাঁটা দিল! যে কাঠে তোকে মার্‌বে, সে কাঠ তোকে দিয়ে বহন করাইল। ওরে সেই দুষমন্‌গুলো তোর কোমল বক্ষে অস্ত্রাঘাত করিল। তোর বাপকে সর্ব্বশক্তিমান্ বলে, সে ঐ অসুরগুলোকে শাস্তি দিতে পারে না? ও যে বলে গেল, "আমার বাপের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে এসেছি।" কেমন বাপ সে, যে ছেলের দুঃখ দূর করে না। ঈশা ধন, পরম ধন যদি বাঁচিত, কাঁটার মুকুট ফেলে দিয়ে সোণার মুকুট পরে আমাদের বাড়ীতে আসিত। হায় রে ঈশা, তোর প্রাণ থেকে একটি অভিসম্পাত

বাহির হইল না! তুই ক্ষমা করে চলে গেলি। কোলে করে নেরে, ঈশা, তোর রক্ত মেখে দে, ক্ষমা শিখি। আমরা শত্রুতার বিনিময়ে শত্রুতা দিব? ঈশার মা, মায়ে পোয়ে ক্ষমার দৃষ্টান্ত দেখাইলে। নববিধানের লোক বিধানবিরোধীদিগকে ক্ষমা করে না। মা, তুমি ছেলেকে নিয়ে মেঘের উপরে বসে আছ। আঠার শত বৎসরের ঈশা ক্ষমা শিখাইতেছেন।

মা, আমাদের মুখ কাল হইয়া গিয়াছে, ক্ষমা নাই। খুব প্রাণ দিয়ে যাই, তাহা হইলে শত্রুতাকে পরাস্ত করিতে পারিব। ও শত্রু, তুই চল্‌না মার কাছে? ভাই শত্রুদল, দাঁড়াও, তোমাদিগকে নমস্কার করি। সমস্ত শত্রু ভাই সারগেঁথে এদেশে ওদেশে দাঁড়াও। বন্ধুদিগকে প্রণাম করিয়াছি, আজ শত্রুদিগকে প্রণাম করি। কেন না, তোমাদের ভিতরে ব্রহ্মাণ্ডপতি আছেন। তোমরা না এলে কি নববিধান আসিত? লড়াই হইতেছিল, এমন সময় আকাশ থেকে মাকে লইয়া নববিধানরথ আসিল। শত্রুদের দ্বারা কত উপকার! জয় বৈরনির্য্যাতনের জয়! জয় গালাগালি দ্বারা সংবাদপত্র পূর্ণ করার জয়! কেন না, তদ্দ্বারা নববিধান আসিল। মা, রাগ ছেড়ে, ভেড়ার মত বিনীত হয়ে, যেন শত্রুদের কল্যাণ সাধন করি, দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর।

... .., ... জান, আমরা উপাসনার সময় পরামর্শ করিয়াছি, ক্ষমার দ্বারা তোমাদিগকে পরাস্ত করিব। মা, আমাদিগকে আগুনে পোড়ায়ে খাটি সোণা করিয়া দিবেন। মার আজ্ঞা, তোমাদিগকে ক্ষমা করিব। মা, বিলাতে Miss Collet, Voisey বিরোধী আছেন; যাহাতে তাঁহাদের প্রাণও তোমার কাছে আসে, এরূপ আশীর্ব্বাদ কর। জয় দয়াময়ের জয় বলিতে বলিতে সকল শত্রুতা পরাজয় করিব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

জাগরণ

(মাঘোৎসবে প্রস্তুতি, কমলকুটীর, নিশীথ সময়, বুধবার, ২৯শে পৌষ, ১৮০২ শক ; ১২ই জানুয়ারী, ১৮৮১ খৃঃ)

(উপাসনার পূর্ব্বে)

গুরো, কাছে বোস ; প্রশ্ন করি, উত্তর দাও ; জ্ঞানদানে পরিত্রাণ কর। হে প্রেমসিন্ধো, আবার তোমাকে ডাকি, এই গম্ভীর সময়ে উপাসনাস্থানে তোমার নববিধানের লোকদিগের মধ্যে তোমাকে ডাকি, দয়া কর। আমাদিগের মধ্যে তোমার নববিধানের প্রত্যাদেশস্তম্ভ স্থাপন কর।

অঘোর, অমৃত, গৌরগোবিন্দ, তিন জন সমক্ষে বোস, পরস্পরের হস্ত স্পর্শ কর, তিন ভাই একমন, একহৃদয় হও, দেবদেব মহাদেবের প্রতি দৃষ্টি কর ; ছয় চক্ষু এক চক্ষু, তিন হৃদয়কে এক হৃদয় কর, তিন বুদ্ধিকে এক বুদ্ধি কর। আর কোন চিন্তা করিও না। নির্ব্বাণে সমুদায় আগুন নিবাইয়া দিয়া, এক লক্ষ্যের প্রতি তিন জনের দৃষ্টি স্থির রাখ।

এই তিনজন ব্যতীত আর আর যত লোক ঘরে আছেন, "সদ্‌গুরো, এই ঘরে এস", "সদ্‌গুরো, এই ঘরে এস", "সদ্‌গুরো, এই ঘরে এস" বারম্বার এই কথা বলুন। হে সদ্‌গুরো, দয়া করিয়া এই ঘরে এস। ঈশার গুরু, মুষার গুরু, শ্রীচৈতন্যের গুরু, এই ঘরে এস। আকাশের ঈশ্বর, এই ঘরে নিঃশব্দে এস। এই তিনজনের বুকে এস, তিন শিষ্যের প্রাণকে এক কর। তোমার এই তিনজনের হৃদয়কে এক কর। মহাদেব, এই কয়জনের রক্তের ভিতর যাও। তিনজন নাই, একজন। সদ্‌গুরুতে তিনে তিনের মিলন। সদ্‌গুরুর বুদ্ধি তিনের বুদ্ধি। সদ্‌গুরুতে তিন এক। এক সমুদ্রে তিন নদী মিলিত। এক শব্দ তিনজন শুনিতেছেন। এখন প্রশ্ন করি, তিনে এক? এখন তিন *ব্রহ্মশিষ্য

এক ? তোমাদের জিজ্ঞাসা করি। সদ্‌গুরুর নিকটে সেই উত্তর প্রার্থনা কর। আজ না হয়, পরে উত্তর দিও। আজ সদ্‌গুরুর কাছে জানিয়া লও। স্থির, শান্ত, অভেদ। আমি এখানে আছি, আমার সঙ্গে তিনের মিলন। এক হই চারি জন। চারিজন একাকার হই। জিজ্ঞাসা কর, উপযুক্ত হইলে ? আবার স্মরণ করাইয়া দি, শান্ত স্থির হইয়া এক দিকে দৃষ্টি কর।

১। যে দুঃখ বৈরাগ্য আমাদের মধ্যে আছে, তদপেক্ষা আরও দুঃখ বৈরাগ্য বাড়িবে ? সদ্‌গুরো, আরও বৈরাগ্য, আরও কষ্ট সাধন, আরও গরিব না হইলে চলিবে না ? ঠিক বল। তোমার সমক্ষে তিনজন শিষ্য এক হইয়া বসিয়াছেন।

এক কাণে শুনিলাম, এক বুদ্ধিতে ধরিলাম, এক মন্ত্রে দীক্ষিত হইলাম, এক সিদ্ধান্ত করিলাম।

২। সদ্‌গুরো, কি উপায়ে তোমার নববিধানের ভক্তদিগের মধ্যে চিরদিনের অনৈক্য নিবারণ হয়, সাম্প্রদায়িক ভাব নষ্ট হয়, একহৃদয় কিসে হয় ? স্বর্গীয় গুরো, তুমি বল. এই প্রণালী, এই জীবের ভিতর দিয়া বলিতে হইবে। তিন জীবে এক জীব, শুন। শুনেছ কাণ ? ব্রহ্মের অভিপ্রায় বুঝেছ ? এত ভক্ত এক হইবে, সম্প্রদায় আর থাকবে না। স্থির হও, খুব স্থৈর্য্য ধারণ কর। এবার বল, মা, সদ্‌গুরো, বল।

৩। কিসে তুমি নববিধানের আশ্রয়ে আনিতে পার, তাহার রহস্য বল। কিসে সকলের প্রাণকে বিমোহিত করিতে পার, হে প্রণালী, তুমি বল। সঙ্কেত জিজ্ঞাসা কর মাকে। এই প্রত্যাদেশের ঘর। ভিতরে ভিতরে সুবুদ্ধি দিয়ে বল। সদ্‌গুরো, উত্তর দানে কৃতার্থ কর। হইল বিচার-নিষ্পত্তি, প্রশ্নের উত্তর আসিল।

৪। স্থির হও, শান্ত হও, সদ্‌গুরুর পানে তাকাও। জিজ্ঞাসা কর, প্রধান উপায় কি কি করিলে আগামী বর্ষে নববিধানকে মহিমান্বিত করিতে পার, যাহা করিলে নববিধান জয়ী হইতে পারেন, লোকে নববিধানকে শ্রদ্ধা করিবে। গুরুবাণীর প্রতি কর্ণপাত কর।

গুরো, এই সকল সাঙ্কেতিক কথা পূর্ণ করিবার জন্য বল। ব্রহ্মপদে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থান গ্রহণ কর।

ত্রৈলোক্য এবং দীন সমক্ষে বোস, পরস্পরের হস্ত স্পর্শ কর। মা সরস্বতি, অবতীর্ণা হও, বীণা ধারণ করিয়া তোমার প্রিয় কমলকুটীরের পবিত্র উপাসনাস্থানে এস। এই দুইজনের প্রাণ এক কর, হৃদয় এক কর, আকার দুই, ভাব এক। সরস্বতী এক, বাহন ছিল দুই, এক হইল। মা, সঙ্গীত-বিদ্যাধরি, তব প্রত্যাদেশের আকাঙ্ক্ষা করি। ভারতের অসুর মরিবে সঙ্গীতে, স্বর্গপ্রেরিত সঙ্গীতে। সরস্বতি, সদুপদেশপ্রদায়িনি, সঙ্গীতের সুস্বরপ্রদায়িনি, সুধাসাগরের আনন্দলহরীতে এই দুই এক হইল। সরস্বতি, তোমার উত্তর দিতে হইবে। এই দরবার সঙ্গীতে যদি সম্বদ্ধদল না হয়, সঙ্গীতের উৎসাহে যদি মত্ত না হয়, তাহা হইলে কি সঙ্গীতের দ্বারা জনসমাজের পরিত্রাণ হয়? একখানি প্রকাণ্ড সঙ্গীত যদি না হয়, তবে কি এত বড় ভারত উদ্ধার হইতে পারে? দলেতে যে সঙ্গীত জমাট হয়, তদ্দ্বারা কি নববিধানের রাজ্য সংস্থাপিত হইবে? ত্বরা করিয়া বল, হে সরস্বতি। মা, কি রকম করিয়া চলিলে সঙ্গীত-প্রচারক—সুস্বরের পক্ষী—নির্লিপ্ত সংসারী হইবে? কি রকম জীবন হওয়া উচিত, যাহাতে তাহার মুখ হইতে স্বর্গের কবিত্ব বাহির হইতে পারে? আদর্শ জীবনের কথা বলিয়া দাও। দৃষ্টান্ত শুদ্ধ বলিয়া দিলে। এমন কোন সুর আছে কি না, যাহা আজ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই, যা শুনিলে নববিধানের দল ক্ষেপিতে পারে? সমস্ত দল শুদ্ধ ক্ষেপিতে পারে কি না? রামপ্রসাদের

রামপ্রসাদী সুর, নববিধানের কি সুর? ক্ষেপাইবার সুর, ক্ষেপাইবার মন্ত্র, উন্মাদিনী শক্তি। যেমন শুনিবে ঘরের বউ, রাস্তার লোক, আফিসের কর্ম্মচারী, ক্ষেপিবে। বর্ত্তমান যুগে শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী কি? প্রণালীর ভিতর এই উত্তর দাও। আছে কি, না, বল। এতেও কি নূতন সুর, নূতন সুরা আছে কি, না, বল। আমাদের সকলের জীবন গদ্য, না, পদ্যপ্রধান হইবে? নববিধান—পদ্য, কবিত্বের সময়, না, গদ্য? তোমরা পরস্পরের হস্ত ত্যাগ কর। ব্রহ্মকে প্রণাম করিয়া স্ব স্ব স্থান গ্রহণ কর।

তোমরা মনে করিও না, উপস্থিত বন্ধুগণ, সরস্বতী এখানে নাই। এই গম্ভীর সময়ে সরস্বতী প্রত্যাদেশ দেন। শান্ত হও, নববিধানের রহস্য সকল শুন। ধন্য সে, যে একবারও সরস্বতীমুখে কথা শুনিতে পায়। প্রত্যাদেশের গুরু এবার সকলকে কিছু কিছু দিয়া কৃতার্থ করুন।

হে আনন্দময়ী জননি, কি সুখে আছি আমরা। তারের ঘরে গেলেই এ সকল শব্দ শুনা যায়। এ কাণে নহে, ভিতরের কাণে। আনন্দময়ি, যাই টুং টুং করে শব্দ হল, সুখের খবর পেলাম। বৈকুণ্ঠ থেকে খবর এল। বাইবেল কোরাণ পড়িতে হয় না। মা, তুমি হাস না; হাসি পাঠাইয়া দিলে আমরা হাসিব বলিয়া। হাসাইলে, হাসিলাম। আনন্দময়ি, প্রত্যাদেশের ব্যাপার দেখাও। মা বাগ্দেবী কথা কহিতেছেন, শুনে মুগ্ধ হই। হে প্রেমময়ি, হে মোক্ষদায়িনি, আমরা যেন তারের ঘরে বসে তোমার কথা শুনি, হৃদয় মনকে শুদ্ধ করিতে পারি দয়া করিয়া তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

(আরাধনা ও ধ্যান ধারণান্তে)

হে প্রেমময়, সমক্ষে নূতন উৎসব, পশ্চাতে পুরাতন জীবন। নব উদ্যমের সহিত যেন উৎসবে যোগ দি। মহারাজাধিরাজ, তুমি আমাদিগকে

অনুতাপ করিতে দেও। নববিধান আমাদিগের জীবন, এই আমাদিগের জীবনের কর্ম্ম। বিশ্বব্যাপী এক নূতন ধর্ম্ম জগতে আসিয়াছে, আমরা কয়জন তাহার দুত। ঠাকুর, কেবল নববিধান কিসে পূর্ণ হইবে, ইহাই আমাদের জীবনের কার্য্য। হে পরম পিতঃ, তুমি দয়া করিয়া আমাদের পুরাতন জীবন কাড়িয়া লও। যাও, পুরাতন জীর্ণ শীর্ণ জীবন, যাও। হে নূতন মানুষ, তুমি অণ্ড ভেদ করিয়া এস। তোমার ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার জল, পথের কড়ি নববিধান। এই জার্ণ আবরণ ভেদ করিয়া একটি প্রিয়দর্শন মানুষ বাহির হইবে। একেবারে নবীন। এইদিকে ছেলেমীর চূড়ান্ত, ঐদিকে বুড়োমীর চূড়ান্ত। ব্রহ্মাণ্ডপতি, তুমি এবার কি না দিলে? তাহাতেও তৃপ্তি হয় না। খুব ক্ষমা, দীনতা, বৈরাগ্য শিখিতে হইবে। পুরাতন মানুষ মরিয়া গিয়া আমাদের প্রত্যাদেশের নূতন মানুষ বাহির হইবে। যত কিছু বিবাদের কারণ চলিয়া যাইবে। হে বিধাতঃ, এই মানুষকে বাহির করিয়া তোমার বিধান পূর্ণ কর, এই প্রার্থনা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

আরতি

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, সায়ংকাল, বৃহস্পতিবার, ১লা মাঘ, ১৮০২ শক ; ১৩ই জানুয়ারী, ১৮৮১ খৃঃ)

সায়ংকালে ব্রহ্মমন্দিরের সম্মুখে আচার্য্য নববিধানের নিশান এবং ভ্রাতৃমণ্ডলী নিম্নস্থান হইতে সোপানপরম্পরার ঊর্দ্ধভাগ পর্য্যন্ত দুই পার্শ্বে আলোক হস্তে লইয়া দণ্ডায়মান হইলে, শঙ্খ, ঘণ্টা, কাঁশর, গং, নহবত, একতারা, খোল, করতাল, ঘড়ী ইত্যাদি সমুদয় জাতির বাদ্যব্যঞ্জক বাদ্যযন্ত্র

হইতে তুমুলধ্বনি সমুত্থিত হইয়া আরতির কার্য্য আরম্ভ হয়। সঙ্গীত-প্রচারক একতারা হস্তে সুললিতস্বরে "জয় মাতঃ! জয় মাতঃ!" আরতির সঙ্গীত আরম্ভ করিলে, সকলে তাহাতে যোগদান করেন। আরতি অন্তে আচার্য্য বেদী হইতে পরম মাতার স্তুতিতে প্রবৃত্ত হন। তাঁহার সম্মুখে পঞ্চপ্রদীপ প্রজ্বলিত ছিল। তিনি বলিলেন, বাহিরের এই পঞ্চপ্রদীপ কিছুই নয়, ইহা আন্তরিক পঞ্চপ্রদীপের নিদর্শন মাত্র। এই আন্তরিক পঞ্চপ্রদীপ ভিন্ন কেহ ঈশ্বরের মুখ অবলোকন করিতে সক্ষম নহে। পবিত্রতা, প্রেম, বিশ্বাস, ভক্তি ও বিবেক এই পঞ্চপ্রদীপ গ্রহণ করিয়া ঈশ্বরের মুখ দর্শন করিতে হয়। তিনি তৎকালীন যাহা বলিয়াছিলেন, কথঞ্চিৎ নিম্নে তাহা লিপিবদ্ধ করা গেল :—

শঙ্খঘণ্টাধ্বনিসহকারে আরতি আরম্ভ হইল, আরতির বাদ্য বাজিল। স্বর্গ এবং পৃথিবী যোগ দিল। যোগী ঋষি সকলে নববিধানাশ্রিত ভক্তদিগের সঙ্গে যোগ দিলেন। গম্ভীর আরতির বাদ্য নির্জীবকে উৎসাহী ও প্রফুল্ল করে। সেই উজ্জ্বল দেদীপ্যমান মূর্ত্তি দর্শন কর, ব্রহ্মের বিরাট মূর্ত্তি দর্শন কর।

হে ঈশ্বর, আমরা তোমার নিয়োজিত ভৃত্য। আমরা তোমার যত সাধুদিগকে প্রণাম করিয়া তোমার আরতি করি। ব্রহ্ম, আমরা তোমার আরতি করি। পুণ্যের প্রদীপ, প্রেমের প্রদীপ, ভক্তির প্রদীপ, বিশ্বাসের প্রদীপ, নিরাকার বিবেক-প্রদীপ আমাদের হস্তে। এই পঞ্চ-প্রদীপ লইয়া তোমার মুখের কাছে ঘুরাইতেছি। জয় ব্রহ্ম, জয় হৃদয়ের ঈশ্বর বলি, আর তোমার মুখের চারিদিকে দীপ ঘুরাই। প্রচ্ছন্ন ব্রহ্ম আরও উজ্জ্বল হইতেছে। ব্রহ্মমূর্ত্তি, দেখা দেও। আকাশ জোড়া তোমার রূপ। সাধকের প্রদীপ দেখ। সামান্য জীবের কাছে বৃহৎ তুমি, ক্ষুদ্রের কাছে বড় তুমি। গগন-থালে সূর্য্য চন্দ্র দীপস্বরূপ হইয়া তোমার আরতি

করে। আজ ব্রহ্মমন্দির ছোট হইল। প্রকাণ্ড আকাশ তোমার সিংহাসন। প্রকাণ্ড মহাদেব, ক্ষুদ্র নর নারী তোমার আরতি করে। পৃথিবীর ক্ষুদ্র পাপীরা তোমার আরতি করিতে আসিয়াছে। বিভো, আরও সমুজ্জ্বলিত হও, আরও সমুজ্জ্বলিত হও, শত সহস্র প্রদীপ হাতে করি। সমাগত নর নারী তোমার মুখ দর্শন করিবে। ঐ আকাশ হইতে আকাশ পর্য্যন্ত, স্বর্গ হইতে মর্ত্ত্য পর্য্যন্ত তোমায় দর্শন করি, বিরাটরূপে। জয় মহিমান্বিত বিশ্বপতির জয়, জয় ভূমা মহান্ পরাৎপর ঈশ্বরের জয়!

সমস্ত আকাশ ব্রহ্মমূর্ত্তিতে পূর্ণ হইল; সেই ব্রহ্মতেজ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইল। আমরা সহস্র স্বর একত্র মিলাইয়া তোমার আরতি করি। আমরা ঐ মূর্ত্তি ভাবিতে ভাবিতে স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইব। অচল, হইব না চঞ্চল; জ্যোতির্ম্ময়, হইব না অন্ধকার; পবিত্র, হইব না অশুদ্ধ; মহান্, হইব না ক্ষুদ্র। মহান্ তুমি, ঠাকুর তুমি, অত্যন্ত সুন্দর তুমি। আমাদের প্রেমপ্রদীপ, ভক্তিপ্রদীপ বলিয়া দিল, তুমি লাবণ্যময়ী সুন্দরী সর্ব্বারাধ্যা দেবী। আমাদের প্রদীপ উত্তর হইতে দক্ষিণে, পূর্ব্ব হইতে পশ্চিমে নৃত্য করিতে করিতে ফিরিয়া আসিল। ভক্তহাতে প্রদীপ নাচে, তোমার মুখ আরও উজ্জ্বল হইল। ব্রাহ্মেরা কেন এতদিন তোমার আরতি করে নাই? না, আবার আলোকটি ধরি। দেখি, তোমার স্নেহ-নয়ন কেমন। আলোক, দেখাও তো মার রূপ। মার মুখ দেখাইয়া দেও। এই যে আমার জননীর মুখ। মার মুখ সন্তানের কাছে প্রকাশ কর, মা; ইচ্ছা হয়, মার স্তনের দুগ্ধ খাই। মা, পঞ্চপ্রদীপের কি মহিমা। আজ তোমার সৌন্দর্য্য দেখিয়া কেহ আর বাড়ী ফিরিয়া যাইতে চান না। বঙ্গদেশ, ভারত, পৃথিবী, আজ জগজ্জননীর আরতি কর। আজ তোমার স্নেহগুণে ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে ব্রহ্মারতি প্রবর্ত্তিত হউক। ভক্তহৃদয়বিলাসিনীর

আনন্দ-মুখদর্শনে কৃতার্থ হইলাম, সুখী হইলাম। মা, তোমার যত যোগী, যত ভক্ত, মা, তোমার যত ধর্ম্ম যুগে যুগে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, সে সমুদয় স্মরণ করি; নববিধানের জয় ঘোষণা করি। প্রাচীনকাল হইতে যত অমূল্য তত্ত্বকথা সোণার থালে সাজাইয়া লইয়া নববিধান অবতীর্ণ। উৎসব-ক্ষেত্রে আগত যাত্রীদিগকে পুণ্য শান্তি বিতরণ করিতে জননী কর্ত্তৃক নববিধান প্রেরিত হইয়াছেন।

আজ আমরা আরতির বাদ্য সহকারে উৎসবের দ্বার খুলিলাম। রাজা সম্রাট্‌দিগের মুকুট পদতলে রাখিয়া, সেই নববিধান-নিশান আজ আমরা উড়াইলাম। তোমার প্রেরিত নববিধান-নিশান হস্তে ধারণ করি। এখন ভক্তের বিনীত প্রার্থনা, ভীরুতা, অপবিত্রতা, অসরলতা দূর কর। মা, তোমার পবিত্র দর্শন বিধান কর। দ্বার খুলিল ঝনাৎ করিয়া, দেব দেবী দেখা দিলেন। সকল লোকের সঙ্গে, সকল ভাই ভগ্নীর সঙ্গে ভ্রাতৃনির্ব্বিশেষে এক হইলাম। গুণনিধি, তোমার সেবকের বক্ষে দাঁড়াও। যদি ইচ্ছা হয়, মা, যোগী ফকীর কর। এবারকার উৎসবে স্বর্ণকলস পূর্ণ করিয়া কি আনিয়াছ, জানি না। এই তোমার সমক্ষে নববিধান-নিশান নিখাত হইল। নিশ্চয়ই নববিধান অক্ষয়, অমর, দিগ্বিজয়ী হইবে।

আমরা মা ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না। আমাদের সেনাপতি ব্রহ্মাণ্ডপতি। এস, ব্রহ্মমূর্ত্তি, একবার কোল দেও। আজ সচ্চিদানন্দকে আলিঙ্গন করিয়া শুদ্ধ হই। ব্রহ্মমূর্ত্তি, যেমন আছ গগনে, তেমন আছ নয়নে। মা, বন্ধো, তোমায় ছাড়িব না। মা, কোল দেও, আমাদের শরীর ঠাণ্ডা হউক। তোমার শ্রীপাদপদ্ম বুকের উপর ধরিয়া, কলঙ্কিত নর পরব্রহ্মকে কি বলিতেছে। পাপীর বন্ধু, যথার্থই তুমি বন্ধু হইলে। আর কেন কাঁদিব? বেদের ব্রহ্ম—পবন যাঁহার আরতি করে, প্রকাণ্ড

সূর্য্য যাঁহার দীপ—সেই প্রভুকে আমরা ধরিয়াছি। তোমায় ছাড়িব না। একবার যদি দীন ধন পায়, তবে কি ছাড়ে? আজ তোমাকে বক্ষে বাঁধিব, সেই বিষয় আলোচনা করিব। তুমি এই পাপ হৃদয়কে গ্রহণ কর। লোকে দেখিল, কি না দেখিল, কেন তা ভাবিব? তবে তোমার বাড়ী হ'ল? আমার কুটীরে তুমি থাক্‌বে? হলেই বা তুমি ঋষিদের দুর্লভ রত্ন। বাজাও, হে ভাই বন্ধো, একবার কাঁশর ঘণ্টা (কাঁশরঘণ্টাধ্বনি)।

হে স্নেহময়ি, দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন উৎসবের প্রচুর ফল লাভ করিয়া কৃতার্থ হই, দেশশুদ্ধ লোক মেতে যাই। মা জগজ্জননি, মা পতিতোদ্ধারিণি, মা, আমার মা, ভাই বন্ধু সকলের মা, দুঃখিনী ভারতমাতার মা, পৃথিবীর মা, পাপীর মা, আমার মত পাপাসক্ত অহঙ্কারী লোকের মা, মা, আরও কাছে এস। আর মা ছাড়া হইয়া কাঁদিব না, স্তন ধরে ঝুল্‌ছে তোমার এই সন্তান। এবার লক্ষ লক্ষ লোক আসিতেছে, ভক্তিসিন্ধু উথলিয়া উঠিতেছে। আমার সুখী মা আমাকে সুখী করিবেন। অতুলৈশ্বর্য্যধারিণী মা, হে কল্যাণদায়িনী মা, উৎসবের প্রারম্ভে আশীর্ব্বাদ কর। শুন মা, আদর করে শুন, জগজ্জনে তোমায় মা বলে ডাকে; মা, উত্তর দাও। যদি উত্তর না দেও, তবে আমাদের চলে না। আমরা কথা কয়ে বাঁচি। আমি তোমায় মা বলে ডাকি, ছুত করে মা বলে ডাকি। উৎসব খোলা হইল, মা, একবার মুখভরে আনন্দমনে তোমায় মা বলে ডাকি; আশা ভক্তির সহিত বার বার তোমার শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করি।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

পবিত্রভোজন

(কমলকুটীর, রবিবার, ২৪শে ফাল্গুন, ১৮০২ শক ;
৬ই মার্চ্চ, ১৮৮১ খৃঃ)

হে পবিত্রাত্মন্, এই অন্ন ও জলকে স্পর্শ কর এবং ইহাদিগের স্থূল জড়পদার্থকে বিশুদ্ধিকর অধ্যাত্মশক্তিতে পরিণত কর যে, তাহারা আমাদিগের দেহে প্রবিষ্ট হইয়া, খ্রীষ্ট ঈশাতে সমুদায় সাধুর শোণিতমাংস আমাদের দেহের শোণিত মাংস হইয়া যায়। এই যে আমাদের সম্মুখে পুষ্টিকর পানভোজনের সামগ্রী তুমি স্থাপন করিয়াছ, এতদ্দ্বারা আমাদের আত্মার ক্ষুধাতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত কর। খ্রীষ্টশক্তিতে আমাদিগকে সবল কর এবং সাধু-জীবনে আমাদিগকে পরিপুষ্ট কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

অভ্যাসে মায়ার দাস, অভ্যাসে হরিদাস

(কমলকুটীর, শনিবার, ১৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৩ শক ;
২৯শে মে, ১৮৮১ খৃঃ)

হে পরম পিতঃ, হে কৃপাময়, অভ্যাস মানুষের শত্রু, আবার অভ্যাসই মানুষের মিত্র হয়। মনে করি যে—ঈশ্বর কোথায়, কেমন করে যোগী হইব। "কেমনে হব যোগী, আমি যে পাপে মলিন" ভাবিবার কথা অনেক আছে। কলিকাতা সহরে বাস, ধন সম্পদের মধ্যে থাকি, বড় লোকের সঙ্গে আলাপ রাখি, অনেক ভিড়ের ভিতর বাস। হে জগদীশ্বর, ইহাদের সঙ্গে অনেক দিনের পাপ, অন্ধকার, চিত্তবিকার; ইহার ভিতর যোগী হইঁব কিরূপে? যদি ভাবি, বিষয় ভাবি; যদি দেখি, বিষয় দেখি;

সে অবস্থায়, হে হরি, ঐ গান করি, "কেমনে হব যোগী, আমি যে পাপে মলিন।" বিষয়ী মানুষ, বর্ত্তমান শতাব্দীর লোক, কেবল জড় জড় করে, তোমার সঙ্গে অধ্যাত্ম যোগ কিরূপে হইবে? যে জড়ের উপাসনা করিতে পারে, পৃথিবী ভুলিয়া, সংসার ভুলিয়া, সে একেবারে সমাধিযোগে কিরূপে মগ্ন হইবে? অভ্যাস আমাদিগকে সংসারের দাস করিয়াছে। চক্ষু আর কর্ণকে বিষয়ের কারাগারে বন্দী করিয়াছে কে? অভ্যাস। আর যদি ইহার বিপরীত দিকে অভ্যাসকে লইয়া যাই, বার বার চক্ষু মুদ্রিত করিয়া যোগে মগ্ন হইব, অন্য শব্দ না শুনিয়া চিত্তাকাশে দৈববাণী শুনিব। যদি বার বার এই ভাবি, অভ্যাসবলে যোগী হইব। কেন হইব না? অভ্যাসে পাপী হইলাম, অভ্যাসে যোগী হইব। অভ্যাসে জড়দাস হইলাম, অভ্যাসে হরিদাস হইব। অভ্যাসে মায়ার দাস হইয়াছি, এবার অভ্যাসে সত্যের দাস হইব। দাও, হরি, নৌকার পাল ফিরাইয়া দাও। অভ্যাসকে বিপরীত দিকে লইয়া যাও। আমরা কেবল সংসার ভাবি, তাতে কি আর যোগী হওয়া যায়? আর যদি কেবল তোমাকে ভাবি, তা হলে কি আর সংসারী হতে পারি? হে হরি, ঘোরতর ব্রহ্মের ঘনজ্যোতির মধ্যে যেন পড়ি। একটু যোগের নেশা হয়েছে, যেন বুঝিতে পারি; জ্ঞান দিয়ে জ্ঞান পাইতেছি, ভক্তি দিয়ে প্রেম পাইতেছি, ইহা যেন বুঝি। জ্ঞান দিয়া মনের মন, জ্ঞানের জ্ঞানকে টানিয়া আনিব, যোগী সন্ন্যাসী ইন্দ্রিয়াতীত হইব। জগদীশ্বর, তুমি যদি কৃপা করিয়া যোগী কর, তবেই হইতে পারি। যত শিখিয়াছি লেখা পড়া বিজ্ঞান, সব এ দিকে চালাব। সুশিক্ষা সহকারে আমি যোগের মধ্যে যাইব। কুসংস্কারের যোগ চাই না, কল্পনা নিয়ে খেলা করিব না, সত্য সত্য, পরমেশ্বর, তোমাকে অবধারণ করিব। একেবারে ডুবিতে চাই। জলে জল মিশিয়াছে, এটা যেন বুঝিতে পারি। একেবারে ডুবে যাব। এমন করিয়া সাধন করিতে চাই যে,

শেষে অভ্যাসবলে আর ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে চাহিব না। হরির দেশে গিয়া তাঁর বুকের ভিতর প্রবেশ করিব, আর বাহিরে আসিব না। দয়াসিন্ধো, তুমি কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর যে, তোমার ভিতর গিয়া চিরদিনের মত ডুবিয়া থাকিব, আর বাহিরে আসিব না, এই তোমার চরণে প্রার্থনা। [মো]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

হোমানুষ্ঠান

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ২৬শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৩ শক ;
৭ই জুন, ১৮৮১ খৃঃ)

হে প্রজ্বলিত অগ্নি, তোমার ভিতরে সেই ব্রহ্মাগ্নি, সেই অগ্নি-স্বরূপ তেজোময় ব্রহ্ম বর্ত্তমান রহিয়াছেন। হে অগ্নি, তুমি প্রাচীন ঋষিদিগের আদৃত। আমরা তোমার আদর করি। তুমি ব্রহ্ম নহ। কিন্তু তোমার মধ্যে ব্রহ্মতেজ নিহিত। তুমি উদ্গিরণ করিতেছ জ্বলন্ত ব্রহ্মের মহিমা। মহাগ্নি. তুমি বড়, তোমাকে বড় বলিব। তুমি আকাশে তেজ হইয়া, মেঘে বিদ্যুৎ হইয়া এবং গৃহস্থ-গৃহে অগ্নি হইয়া স্থিতি করিতেছ। তুমি গৃহস্থের উপকারী বন্ধু, তুমি দুর্গন্ধ বায়ুকে পরিষ্কার কর। তুমি জনসমাজে সন্তোষ ও স্বাস্থ্য বিস্তার কর। হে অগ্নি, ব্রহ্মঘরে সর্ব্বদা তুমি প্রজ্বলিত রহিয়াছ। জীবের জীবন-রক্ষার জন্য গৃহস্থের মিত্র হইয়া তুমি অন্নকে সিদ্ধ কর। তুমি আমাদের বন্ধু, তুমি আমাদের সহায়। তুমি সন্ধ্যার সময় আলোক বিস্তার কর। অগ্নি, পথে তোমাকে হস্তে লইয়া গেলে পথের বিপদ হইতে রক্ষা পাই। হে ব্রহ্মতেজের আধার অগ্নি, যখন তুমি তোমার প্রকাণ্ড তেজ ধারণ কর, তখন শত সহস্র গৃহ জ্বালাইয়া দিতে পার।

সেইরূপ যখন ঈশ্বরের তেজ ও প্রতাপ বিস্তৃত হয়, তাহার নিকট ক্ষুদ্র মানুষ দাঁড়াইতে পারে না। তুমি সত্যের সাক্ষী, ব্রহ্মের সাক্ষী হও। জয় জ্যোতির্ম্ময়! হে অগ্নি, তুমি পার্থিব বিষয়ে বন্ধু হইলে, ব্রহ্মাগ্নির সাক্ষী হইলে, আজ তোমাকে সাক্ষী করিয়া রিপুসংহার-ব্রত গ্রহণ করিতেছি। প্রাচীন অগ্নিহোত্রিগণ এই দেশে, হে অগ্নি, তোমা দ্বারা আশ্রমভূমি পবিত্র করিতেন। তুমি নানা প্রকার রোগ ও পূতিগন্ধ দূর করিতে। তুমি ব্যাঘ্র, সর্প প্রভৃতি হইতে তপস্বীদিগকে রক্ষা করিতে।

হে অগ্নি, তুমি প্রজ্বলিত হও। আকাশ এবং বায়ুর অপবিত্রতা নষ্ট কর। নববিধানের ভক্তদিগের বাহ্যিক এবং আন্তরিক অমঙ্গল দূর কর। এই ঘরের বিবিধ ব্যাধি ও সঞ্চিত অপবিত্রতা দূর কর। তুমি ব্রহ্মতেজের বাহ্যিক আধার, তুমি ব্রহ্ম-তেজ-ব্যঞ্জক, আমরা তোমার ঈশ্বরকে ডাকিতেছি। হে অগ্নির দেবতা, জীবন্ত জ্বলন্ত দেবতা, অগ্নি মধ্যে জাজ্বল্যমান হইয়া, আমাদের দেহ মন হইতে সয়তানকে দূর কর। আমরা গরিব সাধক। এই ষড়রিপুর প্রতিনিধি-স্বরূপ ছয় খণ্ড শুষ্ক কাষ্ঠ প্রজ্বলিত অগ্নি মধ্যে নিক্ষেপ করিতেছি। এই পার্থিব অগ্নি যেমন শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ড সকল এখনই ভস্ম করিয়া ফেলিবে, সেইরূপ ব্রহ্মের পুণ্যাগ্নি আমাদের মনের রিপুস্বরূপ শুষ্ক কাষ্ঠ সকল একেবারে ভস্ম করিয়া ফেলুক।

প্রাচীন মহর্ষি অগ্নিহোত্রিগণ, শাক্য, ঈশা ও যোগী ভক্তগণ আমাদিগের সাহায্য করুন। হে অগ্নি, আর একবার প্রজ্বলিত হও। সকলে আপন আপন পাপ স্মরণ করুন। এই ব্রত দ্বারা শরীর মন পবিত্র হউক।

পবিত্র ব্রহ্মতেজ দ্বারা রিপু দহন করিব।

হে অগ্নির দেবতা, অগ্নি যেমন কাষ্ঠ দহন করে, তোমার ধর্ম্ম পুণ্যরূপ

অগ্নি সেইরূপ ষড়রিপু কাষ্ঠখণ্ডকে দগ্ধ করে। অগ্নি রিপুদহনের আদর্শ হইল। সমস্ত পাপ এইরূপে বৈরাগ্যরূপ অনল-গ্রাসে পতিত হইয়া ভস্ম হইল। রিপুগণ, তোমরা ভস্মাকারে পরিণত হইবে। ব্রহ্মাগ্নিতে, কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপুগণ, তোমাদের চিহ্নমাত্র থাকিবে না। তোমরা ভস্ম হইবে। যেমন এই অগ্নি সমস্ত কাষ্ঠ দহন করিল, তেমনই ব্রহ্মাগ্নি ষড়রিপু-কাষ্ঠ দহন করিবে। সেই শ্রদ্ধেয় মহাপুরুষ সকল ধন্য, যাঁহারা পাপ প্রলোভন, মায়া, সয়তানকে জয় করিয়াছিলেন। পুণ্য-প্রভাবে তাঁহার সাধকদিগের মনে ব্রহ্মতেজ প্রবেশ করুক।

জয় ব্রহ্মের জয়, জয় ব্রহ্মের জয়!

হে অগ্নির দেবতা, তোমার আজ্ঞায় ইন্দ্রিয়াসক্তি সকলকে বিনাশ করিবার জন্য অগ্নিহোত্রী হইয়া, প্রকৃত হোম করিতে আমি নিযুক্ত হই। কেন পাপ যাবে না, হে হরি? কেন মনের রাগ যাবে না? কেন লোভ যাবে না? তুমি অগ্নিতে বসিয়া আছ; পরব্রহ্ম জ্যোতির্ম্ময়, তেজোময় ব্রহ্ম। আমি কেন পাপহীন হইব না? আমার মত সহস্র সহস্র পাপীর পাপ যাবে না কেন? দেখিয়া বড় হিংসা হয়, কেমন শীঘ্র কাষ্ঠখণ্ড সকল দগ্ধ হইয়া গেল! যদি এমনই জীবের পাপের কাঠ, রাগের কাঠ, লোভের কাঠ হু হু করিয়া পুড়িয়া যায়! হে প্রাণেশ্বর! পাপ সমস্ত পুড়িয়া যাইবে কি না, বল। আগুন ব্রহ্ম নয়. কিন্তু আগুনের মধ্যে ব্রহ্মতেজ নিহিত রহিয়াছে। হে অগ্নি, তুমি সৃষ্টির দিনে অন্ধকারকে বিনাশ করিয়াছিলে; সেই দিনের দুর্ভেদ্য অন্ধকার তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। অগ্নি দ্বারা যেমন আদি অন্ধকার বিনষ্ট হইয়াছিল, তেমনই ব্রহ্মাগ্নি দ্বারা মনের অন্ধকার বিনষ্ট হইবে। মা জগজ্জননি! অগ্নিমধ্য-বাসিনি! ভুবনমোহিনি! হৃদয়ের অন্ধকার দূর কর। আহা ঈশ্বরি. কি তব ক্ষমতা! কাষ্ঠের বক্ষে বসিয়া কাষ্ঠখণ্ড সকলকে বিদারণ

করিতেছ। ঝক্ ঝক্ করিয়া তোমার তেজ প্রকাশিত হইতেছে। গরিব কাষ্ঠখণ্ড সকল পলকের মধ্যে পুড়িয়া গেল। কবে জীবের দশা এইরূপ হইবে? মনের মধ্যে কবে আমরা বৈরাগ্যের অগ্নি জ্বালিব? কবে তাহাতে এইরূপ আহুতি অর্পণ করিব? প্রেমের চন্দন দিব? মনের ষড়রিপু একেবারে দগ্ধ হইয়া যাইবে? হে শক্তিধারিণি! অনন্ত-রূপিণি! তেজোময়ি! আমাদিগের পাপ দগ্ধ করিয়া, আমাদিগকে পরিশুদ্ধ কর। সয়তান আসুক, আর যেই আসুক, তোমার পায়ে ধরে কাঁদিতে কাঁদিতে প্রার্থনা করি, তুমি তাহাকে বিনাশ কর। আমাদিগের ষড়রিপুকে বৈরাগ্যের আগুনে দগ্ধ করিয়া দাও। তব তেজে আমাদিগকে তেজোময় কর। আজ যেমন ষড়রিপুর ছয় খণ্ড কাষ্ঠের উপর আগুন দিয়া দগ্ধ করিলে, এমনই করে আমাদিগের সুখ সম্পদের উপরে আগুন ছড়াইয়া দাও; পৃথিবীময় আগুন ছড়াইয়া দাও। ওরে সয়তান! ওরে মায়া! আর তোর উপরে দয়া করিতে পারিব না; আর দয়া করা হইবে না। এবার তোদের দগ্ধ করিয়া ফেলিব। এবার ষড়রিপু পুড়িয়া পুড়িয়া নির্ব্বাণ হইয়া যাইবে। ব্রহ্মানলে একেবারে দগ্ধ হইয়া যাইবে। ওরে পাপ! তুই দেশ হইতে দূর হইয়া যা। ওরে ষড়রিপু, তোরা দেশ হইতে দূর হইয়া যা। গৃহস্থের ঘরে তোরা ঢের সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্। দেশের বালক বৃদ্ধ যুবাদের তোরা ঢের সর্ব্বনাশ করিয়াছিস্। এবার তোরা পুড়িয়া মর্। এই আগুনে পুড়িয়া যা। ব্রহ্ম যখন স্বর্গ হইতে এই অগ্নি পাঠাইলেন, তখন তোদের পুড়িতে হইবে। একেবারে পুড়িয়া দগ্ধ হইয়া যা; একেবারে পুড়িয়া খাক্ হইয়া যা।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

জলাভিষেক

(কমলকুটীর, রবিবার, ৩১শে জ্যৈষ্ঠ, ১৮০৩ শক ;
১২ইজুন, ১৮৮১ খৃঃ)

হে অনন্তকালের ভগবন্, দেশ কাল তোমার কাছে কিছুই নহে। আঠার শত বৎসরের ব্যবধান দূর কর। জেরুজিলাম এবং ভারতবর্ষকে এক কর। ব্রহ্মতনয় ঈশার সঙ্গে ব্রাহ্মদিগকে এক কর। আমরা য়িহুদীদিগের দেশে যাইব। ঈশা যে নদীতে অবগাহন করিয়াছিলেন, আমরা সেই নদীতে অবগাহন করিব। আজ কলিকাতাকে য়িহুদী দেশ কর। আমাদিগকে এখানে দেখিতে দাও যে, তোমার তনয় ঈশা খেলা করিতেছেন, দ্বিজ হইয়া তোমার তনয়ত্ব পাইয়া উপদেশ দিতেছেন। এ সকল দয়ার ব্যাপার দেখিয়া কৃতার্থ হই। কিরূপে মানুষ দেবস্বভাব প্রাপ্ত হইলেন, সেই তত্ত্ব শুনাও, তাহা সাধন করাও। পরম পিতঃ, আজ তোমার নিকটে আসিয়াছি, আমরা জর্ডান নদীর নিকটে যাইব, সেখানে সন্তপ্ত অস্থিকে শীতল করিব। যাত্রিদলের অধিপতি হও। তোমার আজ্ঞায় কত সাধুর কাছে যাত্রা করিয়াছি। হিন্দুস্থান ছাড়িয়া ঐ প্রান্তে গিয়া পড়িব, যেখানে মহাপুরুষ জন অভিষেকের পুরোহিত হইয়া, জর্ডান নদীতে মহর্ষি ঈশার জলাভিষেক সম্পন্ন করিলেন। অগ্নিহোত্র অথবা রিপুদমন-ব্রত এবং এই স্নান শুভব্রতে পরিণত হউক। অগ্নিতে হইল রিপুদহন, আমরা জলে পাইব নবজীবন। হায় জর্ডান নদি, আজ তুমি আমাদের কাছে এস, তোমার প্রভুকে দেখিতে দাও। হরি, যাত্রা করি, সচ্চিদানন্দ নাম করিতে করিতে কমলসরোবরকে প্রদক্ষিণ করি ; সেই স্থানে গিয়া উপস্থিত হই, যেখানে ঈশার সঙ্গে জনের মিলন হয়, যেখানে পবিত্রাত্মার সঙ্গে ব্রহ্মতনয় ঈশার মিলন হয়। এই মোহমায়ার বাজার

ছাড়িয়া সেই শান্তিধামে যাই। প্রভো, তুমি আমাদের হাত ধরিয়া সেখানে লইয়া যাও।

(কমলসরোবর প্রদক্ষিণ করিয়া ঘাটে কাষ্ঠাসনে বসিয়া)

এই সেই জর্ডান নদীর জল। য়িহুদী রাজ্যে আসিয়াছি, এখানে ঈশার অগ্রবর্ত্তী জন ঈশাকে অভিষেক করিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছেন। এই জন চারিদিকে বলিয়া বেড়াইতেন, অনুতাপ কর, অনুতাপ কর। ইনি অনেক জীবকে অনুতপ্ত করাইয়া, এখন ব্রহ্মতনয় ঈশাকে অভিষিক্ত করিতে প্রস্তত; কিন্তু ঈশাকে অভিষিক্ত করিতে কুণ্ঠিত হইলেন। ঈশা বলিলেন—"কুণ্ঠিত হইও না, এইরূপ হইতে দাও"। ব্রাহ্মগণ, তোমরা চিন্তা কর, ঈশা দাঁড়াইয়া আছেন, পার্শ্বে জন, ঈশার অভিষেক হইবে। পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা তিনের মিলন এইস্থানে। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের পিতা জলে, ব্রহ্ম এই জলের মধ্যে, সেই এক পুরাতন হরি এই জর্ডান নদীর জলের মধ্যে। জলের মধ্যে আবির্ভূত ব্রহ্ম, ব্রহ্মতনয় ঈশা কর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলেন। সকলে মনে মনে এই কথা বল, এই জলে হরি, এই জলে হরি, আমাদের এই সম্মুখের জলে হরি। যে জলে ব্রহ্মতনয় ঈশা অভিষিক্ত হইয়াছিলেন, এই জল সামান্য নহে। পাপী সে, যে বলে, সামান্য জলে ব্রহ্মতনয় স্নান করেন। যে জলে ব্রহ্ম ভাসিতেছেন, ডুবিতেছেন যে জলে ব্রহ্ম প্রাণ হইয়া রহিয়াছেন, সেই জলে ভক্ত ক্রীড়া করেন, সে জলে হরিসন্তান স্নান করেন। এই জলে, আমার প্রাণের হরি, তুমি নিশ্চয় আছ। হে ব্রহ্ম, শীতল জল হইয়া তুমি তোমার তাপিত সন্তানকে শীতল করিয়াছিলে।

জল, তোমার ভিতরে ব্রহ্ম-কিরণ; ব্রহ্মময় এই জল। জল, তুমি শুদ্ধ, তুমি পবিত্র। তোমাকে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আদর করিতেন। তুমি হিতকর বন্ধু, তুমি জীবের উপকারী। মেঘের ভিতর হইতে তুমি

পড়, উত্তপ্ত ভূমিকে শীতল কর, তুমি জীবের তৃষ্ণা দূর কর। তুমি বৃষ্টি হইয়া ভূমিকে উর্ব্বরা কর। হে ধান্যক্ষেত্রের পরম বন্ধু, হে সর্ব্বপ্রকার শস্যের বন্ধু, তোমার দ্বারা পুষ্ট না হইলে শস্য ক্ষীণ হয়। হে জল, পৃথিবীতে যদি তুমি না আসিতে, রোগে, শোকে মানুষ প্রাণ হারাইত। নদী হইয়াছ তুমি, এক দেশের বাণিজ্য অন্য দেশে লইয়া যাইতেছ। হে দীনবন্ধুর সৃষ্ট জল, হে জল, আমার ঈশ্বরহস্তে সৃষ্ট হইয়া তুমি আমাকে প্রাতে স্নান করাও, তুমি আমার উত্তপ্ত দেহ শীতল কর, আমার শরীরের মালিন্য দূর কর, স্বাস্থ্য সম্পাদন কর। তৃষ্ণার সময় আমার মুখের ভিতর গিয়া কত আরাম দাও। তোমার পিতাকে কত ধন্যবাদ দিব। তুমি না থাকিলে, হে জল, আমাদের শরীরে কত ময়লা জমিত। হে জল, আমাদের বাগানের সকল ফুলকে তুমি ফুটাইতেছ। তুমি সৌন্দর্য্যের আদি কারণ। তোমার গুণের কথা কত বলিব। ঋষি মুনিরা বীণা বাজাইয়া, শত বর্ষেও তোমার গুণ গাইয়া শেষ করিতে পারেন না। আমি মূর্খ, আমি কি বলিব। অগ্নিতে হরি, এই জন্য হোম-সৃষ্টি ; জলে হরি, এইজন্য জলাভিষেক। ইচ্ছা হয়, জল, তোমাকে মাথায় দি, দ্বিপ্রহর হইল, এখন তোমাকে মাথায় রাখিলে মস্তক শীতল হইবে। হে জল, পূর্ব্বকালে কেহ কেহ তোমাকে বৃষ্টির দেবতা বরুণ বলিয়া পূজা করিত। তুমি দেহশুদ্ধির কারণ, আজ তোমাকে চিত্তশুদ্ধির কারণ করিব। গোদাবরী, কাবেরী, গঙ্গা, যমুনা, পঞ্চনদী প্রভৃতিতে যুগে যুগে সহস্র সহস্র লোক স্নান করিয়া শুদ্ধ হইয়াছেন। গঙ্গা, যমুনার সঙ্গে ভগ্নী জর্ডানের মিলন হইল। যাহা ৪০০০ বৎসর পূর্ব্বে হইয়াছে, ১৮০০ বৎসর পূর্ব্বেও তাহাই হইয়াছে। আগুন জ্বালাইয়াছি, আজ নির্ব্বাণ হইবে। বুদ্ধদেব, তুমি কি জলের ভাব ভাবিয়াছিলে? তুমি নির্ব্বাণ-বিধি প্রচার করিয়া জলের মহত্ত্ব স্বীকার করিয়াছ। ঋষিগণ অন্তরে শান্তি স্থাপন

করিবার জন্য শান্তি-জলের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়াছেন। ঈশার সঙ্গে এক হইয়া এই ব্রহ্মময় জলে স্নান করি। জন, তুমি কাছে দাঁড়াইয়া বল, "অনুতাপ কর।" মহর্ষি ঈশার পদধূলি লইয়া, জর্ডান নদীতে অবগাহন করি। আকাশ হইতে সেই পবিত্রাত্মা নামিয়া, আমাদিগকে গ্রহণ করিবে। এই ব্রহ্মবাণী শুনি, "আমি আমার পুত্রেতে সন্তুষ্ট হইলাম।"

হে সচ্চিদানন্দ, মা আনন্দময়ি, তোমার পা ধৌত হইয়াছে যে জলে, সেই জলে স্নান করিয়া কৃতার্থ হই, অনুমতি দাও। ধন্য! ধন্য! ধন্য! তিনে এক, একে তিন।

পিতা, পুত্র, প্রত্যাদেশ।
সূর্য্য, জ্যোতি, অগ্নি।
মেঘ, জল, শস্য।
স্বয়ম্ভূ, জাতসন্তান, সাধুবাণী।
সৎ, সৎপুত্র, সদালোক হৃদয়ে।
ব্রহ্ম, ব্রহ্মপুত্র, ব্রহ্মাগ্নি।
ঈশ্বর, অবতীর্ণ ঈশ্বর, প্রত্যাদেশদাতা ঈশ্বর।
অনন্তব্রহ্ম, ইতিহাসে ব্রহ্ম, হৃদয়ে ব্রহ্ম।
প্রভু, ভৃত্য, আদেশ।
ভক্তবৎসল, ভক্ত, ভক্তি।
আনন্দময়ী, আনন্দগ্রাহী, আনন্দদায়িনী মা।
সৎ, চিৎ, আনন্দ, সচ্চিদানন্দ।

মা ভক্তবৎসলা, পদ্মের উপরে মা লক্ষ্মী তোমাকে দেখিব। এই নববিধান। এই বুদ্ধধাম, খৃষ্টধাম, গৌরাঙ্গধাম। হে আনন্দময়ি, কমণ্ডলু-ধারী বৈরাগী তোমাকে ডাকিতেছে। এবার, মা, আকাশে পবিত্রাত্মা হইয়া অবতীর্ণ হও। প্রাণপ্রিয় ঈশা, কাছে দাঁড়াও; জন, তুমি কাছে

দাঁড়াও, আর স্বর্গ হইতে প্রত্যাদেশ আসুক। জয় সচ্চিদানন্দের জয়! ব্রহ্ম মহীয়ান্ হউন, এবং আমাদের মধ্যে তাঁহার সমস্ত সাধু পবিত্রাত্মা-দিগের রাজ্য হউক!

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

স্বর্গীয় সাধুদের জীবন সাধন

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, দ্বাদশ ভাদ্রোৎসব, রবিবার, মধ্যাহ্ন, ৬ই ভাদ্র, ১৮০৩ শক; ২১শে আগষ্ট, ১৮৮১ খৃঃ)

আমরা তীর্থভ্রমণ করিতে চলিলাম, মন, উঠিতে থাক। দেখ, ক্রমে ক্রমে পৃথিবী কেমন ছোট হইয়া গেল। এখন অকূল আকাশসাগর। কেবল ধূ ধূ করিতেছে আকাশ। চিদাকাশ অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মের শান্তি-নিকেতন। সত্যেতে, প্রেমেতে উজ্জ্বল এই ঘর। পরব্রহ্ম পরাৎপর, যোগিশ্রেষ্ঠ যোগেশ্বর, আমাদিগকে তোমার প্রিয় সন্তানদিগের নিকট লইয়া যাও।

তোমার প্রিয় পুত্র ঈশা ইচ্ছাযোগে তোমার সঙ্গে এক হইয়া যোগ সাধন করিয়াছিলেন। উঁহার ভবনে কি আছে, আমাদিগকে দেখিতে দাও। ঈশাকে আমার চক্ষের নিকট বসাও। ইচ্ছাযোগপ্রধান জীবন যাঁহার, তাঁহাকে দেখাও। এই ঈশার স্বর্গে বসিয়া ঈশামৃত পান করি। ঈশার ইচ্ছাবল বুকের ভিতরে রাখি। ঈশার রক্ত, ঈশার তনু, আমাদের রক্ত, আমাদের তনু হউক। কি সুন্দর গম্ভীর নিরাকার আধ্যাত্মিক মূর্ত্তি! ভগবন্, তোমার পুত্রকে দেখিলাম, এখন কোথায় যাইব?

এখন মুষাকে দেখিব। তিনি তোমার আদেশ-বাহক, য়িহুদী জাতির

পরিচালক ; তোমার সঙ্গে কথা কহিতেন। মুষা ধর্ম্মনিয়ম-পরতন্ত্র ছিলেন। মুষা অতি প্রাচীন গম্ভীর-প্রকৃতি। আমাদের ভিতরে তিনি কঠিন নীতি-পরায়ণতা দেখাইয়া দিন।

উপাধ্যায় মহামতি সক্রেটিস্ অতি সুপণ্ডিত। গ্রীক জাতিকে তিনি জ্ঞানে উজ্জ্বল করিলেন। তিনি অত্যন্ত সত্যানুরাগী, অকাতরে সত্যের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিলেন। আত্মতত্ত্বজ্ঞানকে আমাদের মনের মধ্যে আনিয়া দেও। জ্ঞানী হইলেও যে সচ্চরিত্র ধার্ম্মিক হওয়া যায়, তিনি শিক্ষা দিন। আহা, এমন বিদ্বান্ হইয়াও বিনীত, কিছুমাত্র অহঙ্কার নাই !

বুদ্ধদেব নির্ব্বাণ। ইঁহার সকলই নির্ব্বাণ। কেবল "শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ"। ইনি সকল মায়া মমতা জয় করিলেন, গাছের তলায় বসিয়া বৈরাগ্য সাধন করিলেন। কোথা গেল রাজ্যসংসার, সুখ-বিলাস ? একেবারে জীবন পর্য্যন্ত ইনি উড়াইয়া দিলেন। কেবল নির্ব্বাণ-জলে সকল আগুন নিবাইলেন। কে আমাদের কুবাসনা-অগ্নি নিবাইবে ? স্বর্গে কত রকমেরই সাধু আছেন !

এদিকে মহম্মদ একেশ্বরবাদ সাধন করিবার জন্য রহিয়াছেন। পাঁচ বার প্রতিদিন এক ভগবানের আরাধনা। "একমেবাদ্বিতীয়ম্" ইঁহার মূল মন্ত্র, পৌত্তলিকতার পূর্ণ বিনাশ।

হিন্দু আর্য্যযোগিগণ স্বর্গে এক একটি কুটির বাঁধিয়া বসিয়া আছেন। ব্রহ্ম দর্শন করিয়া ইঁহারা আনন্দস্বরূপে মগ্ন হইয়া গিয়াছেন। কেহ সূর্য্যকে হস্তে লইয়াছেন, কেহ আকাশকে সাধন করিতেছেন। ঋষিগণ সকল প্রকার চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া যোগ সাধন করিতেছেন। স্বর্গে উচ্চ হিমালয়ে বসিয়া যোগে নিমগ্ন। ভগবন্, তোমার ভক্তদিগের যে সকল সুন্দর আলয় আছে, সেই স্থানে আমাদিগকে লইয়া যাও। আমরা

পৃথিবীর মলিন স্থানে থাকিয়া কষ্ট দুঃখে কাতর হইয়াছি, ভক্তগণের প্রেমমুখচন্দ্র দেখিব।

দেখাও একবার, মা, তোমার সুন্দর সন্তানদিগকে দেখাও। হে করুণাময়ি, তুমি কৃপা করিয়া একবার তোমার সন্তানদিগকে লইয়া ব'স, আমরা তাঁহাদিগকে দেখিয়া শুদ্ধ ও সুখী হইব।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

স্বর্গীয় অলৌকিক বল

(কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ১৭ই ভাদ্র, ১৮০৩ শক ;
১লা সেপ্টেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে পরম পিতঃ, হে পৃথিবীর গতিহীন কীটদিগের প্রতিপালক, সে আশ্চর্য্য অলৌকিক বল কোথা হইতে আসে, যাহাতে পাপ জয় হয়? সে বায়ু কোথা হইতে আসে, যাহা বহুকালের পাপ উড়াইয়া লইয়া যায়? সামান্য বলে পাপ জয় হয় না। শয়তাননিগ্রহ ও রিপুদলন ছোট হস্তীতে হয় না, হাই তুলিলে পাপ যায় না, সামান্য চেষ্টায় মন ভাল হয় না। হাড়ের ভিতর পর্য্যন্ত ধুইয়া যায়, সেটি কি সহজে হয়? পুরাতন বাড়ীর গোড়া অবধি ভাঙ্গিয়া, নূতন পত্তন করিয়া বাড়ী করা, সে কি সহজে হয়? হাজার হাজার পাপ মনে বাসা করিয়া আছে, সে কি একটু নিশ্বাসে উড়িয়া যাইতে পারে? জগদীশ, ভারি বল চাই সোজা করিতে। যে মন এক বার বেঁকেছে, সহজে সোজা হয় না; মৃত্যুঞ্জয়, বল, সে বল কোথায়, যাতে পাপ জয় হয়। নিজের চেষ্টা, বিদ্যা বুদ্ধি, এ সব কি মনকে অশুদ্ধ পথ হইতে শুদ্ধপথে আনিতে পারে? ইতিহাসে আমরা কি দেখিতে পাই? ইতিপূর্ব্বে যে অধার্ম্মিকেরা ভাল হইয়াছিল, তারা কি

নিজের বলে, চেষ্টা করিয়া, সাধুসঙ্গে থাকিয়া, অনেক দিন অভ্যাস করিয়া ভাল হইয়াছিল, না, আর কোন বল আছে, দেবদত্ত, স্বর্গ হইতে প্রেরিত শক্তি, যাহাতে মনুষ্যসন্তানকে ভাল করে ? দীনবন্ধো, সহজ বুদ্ধিতে বলে, স্বর্গীয় বল বিনা ভাল হওয়া যায় না। পাপের সামান্য একটি খড়্‌কে পড়ে আছে, কত ঠেলিলাম, নড়ে না। স্বর্গ থেকে পবিত্র প্রেমের বায়ু আসিলে, তবে নড়িবে। হে পিতঃ, তোমাকে ভালবাসি না—এই একটি পাপ কিছুতেই গেল না। কত চেষ্টা করিলাম, স্বর্গ থেকে বল এলো, তবে হইল। কাহারও স্বার্থপরতা আছে; কত বৈরাগ্য অভ্যাস কচ্চে, ধূলো মাখ্‌চে, ভাঁড়ে জল খাচ্চে, কিন্তু কিছুতে যায় না। স্বর্গের বল না এলে কিছুতে যায় না। আমি ছেলে বেলা একটু অহঙ্কার শিখেছি যে, আমি একটু প্রার্থনা করিতে পারি, আমার বিদ্যা আছে, বুদ্ধি আছে; কত চেষ্টা কচ্চি, কিছুতে অহঙ্কার যায় না; কিন্তু তুমি ব্রহ্মাণ্ডপতি, তোমার নিশ্বাস বুকের ভিতরের অহঙ্কার টানিয়া বাহির করে। ব্রহ্মকৃপা বিনা একটা অসাধুতাও দূর হয় না, এজন্য সর্ব্বদা বলা উচিত, "ব্রহ্মকৃপা হি কেবলম্"। দয়ালু পরমেশ্বর, যদি সমস্ত পৃথিবীর পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধান্ত হইল যে, তোমার বলে মানুষ ভাল হয়, সে বল লৌকিক, না, অলৌকিক ? সে অলৌকিক। সেটা যখন প্রাণে আসে, কি যে হয়,—এক ফোঁটা জল যেখানে ছিল, বন্যা হইল, এক ফোঁটা বাতাস ছিল, ঝড় হইল। সে বল বুকের ভিতর আসিল, বন্যা, ঝড়, জলপ্লাবন, বজ্রধ্বনি হইতে লাগিল। কোথা থেকে বায়ু আসিল, কোন্ দিকে যায়, কেহ জানে না। তোমার যে শক্তিবাতাস কি রকম করে আসে, কেউ জানে না। তোমার কৃপাবায়ু এ রকম, যখন মনে করা যায়, তখন আসে না; হঠাৎ এক দিন এসে কোথায় নিয়ে গেল। সাধু বন্ধুদের সঙ্গে খুব ভাল কথা বল্‌চি, সৎ প্রসঙ্গ কচ্চি, কিছুতে হোল না। হঠাৎ এক দিন স্বর্গ থেকে পরী নামিয়া আসিল।

স্ত্রীকে বলিতেছি, সহধর্ম্মিণী হও, ধর্ম্মশিক্ষা কর, আমার সখী হও, কিছুতে হইল না। স্ত্রী এক রাজ্যে, স্বামী এক রাজ্যে পড়িয়া রহিয়াছে। এক দিন স্বর্গদূত আসিল, আসিয়া দুজনের মনে অনুতাপ আনিয়া, পলকের ভিতর বিদ্যুতের ন্যায় স্বর্গের জ্যোতি প্রকাশ করিল। স্বর্গরাজ্য সংসারে প্রকাশ হইল। দয়াময়ি, স্বর্গীয় অলৌকিক বলে মন ভাল হয়। দয়াময়, আমাদের কি ক্ষমতা যে, কিছু করিতে পারি? চিরসংসারী যোগী ও প্রেরিত প্রচারক হবে, এ কি ঠাট্টার কথা? তুমি যা বলিবে, শুনে আমাদের কর্ম্ম করিয়া যাওয়া; কিন্তু কেবল তাতে হবে না, অলৌকিক বল চাই, ব্রহ্মকৃপা চাই। পাপের শক্ত শিকড় কাটিতে হইবে, উপরের ডাল কাটিলে হইবে না। অলৌকিক বলের উপর বিশ্বাস চাই, ঝক্ ঝক্ করে আসিবে, এই কটা লোককে পদাঘাত করে, আকর্ষণ করে নিয়ে যাবে; অভিমান অহঙ্কার স্বার্থপরতা দূর হবে। অলৌকিক বল স্বর্গ হইতে পাঠাইয়া দাও। মনে করিতাম, নিজের জোরে পাপ মারিব, নির্ম্মল হইব, আপনারা ধার্ম্মিক হইব। এই ভ্রমে সর্ব্বনাশ হইল। যদি মা বলে ডাকিতাম, আর সেই যে স্বর্গের দূত, অলৌকিক বল আছে, যদি তাহার জন্য অপেক্ষা করিতাম, আমরা যেমন পিতাকে মানি, সাধুপুত্রকে মানি, তেমনি যদি পবিত্রাত্মাকে মানিতাম, তা হলে ভাল হইত। পবিত্র আত্মাকে মানিতে হইবে; তিনি কি হয়ে আসিবেন, কেউ জানে না। তিনি যৌবনে কি বার্দ্ধক্যে আসিবেন, সকালে কি সন্ধ্যায় আসিবেন, চন্দ্র হয়ে কি সূর্য্য হয়ে আসিবেন, কেউ জানে না। দয়াল, তিনি না এলে, তোমার পাপী সন্তানেরা বাঁচিবে না। একটি সামান্য পাপও কেউ ছাড়িতে পারিবে না। এস, দয়াময়, সেই পবিত্র বায়ু হয়ে, সেই অলৌকিক বল হয়ে এস, বুকের ভিতর শক্তি হইয়া, নিশ্বাস হইয়া প্রবেশ কর। আমি সাক্ষী হব যে, ভবসাগরের কাণ্ডারী

আমার জীবনতরী রক্ষা করিয়াছেন। হে করুণাময়ি, এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সেই অলৌকিক বল পাইয়া, সকল পাপ জয় করিয়া, শুদ্ধ এবং সুখী হইতে পারি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

হাসি কান্নার মিলন

(কমলকুটীর, শুক্রবার, ১৮ই ভাদ্র, ১৮০৩ শক ;
২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে পতিতপাবন, হে দুঃখনিবারণ, আমরা এক সময়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মসাধন করিয়াছি, আর এক সময়ে সুখ উল্লাসে মত্ত হইয়া তোমার নাম গান করিয়াছি। এক সময় খুব কঠোর তপস্যা আমাদের ধর্ম্ম ছিল. এক সময়ে আনন্দে নৃত্য করা আমাদের ধর্ম্ম ছিল। দুয়ের সন্ধি-স্থলে আমাদিগকে আন। এমন আনন্দ হবে না যে, তপস্যা একেবারে চলে যাবে ; এমন অবস্থাও হবে না যে, আনন্দের মত্ততা একেবারে চলে যাবে। কিন্তু তোমার সুখ বড় উচ্চ দরের। পৃথিবীর আমোদের মত নয়। তোমার স্বর্গের সাধু পুত্রদের সুখ এরূপ নিকৃষ্ট নয়। পৃথিবীতে অনেক রকম সুখ আছে, সে সব আমরা ভোগ করি, আর মনে করি, সে সমুদয় ধর্ম্মের সুখ। আমরা বিষয়ীদের মত আমোদ করি, গল্প করি, ঘুমাই, বেড়াই, এ সব করে মনে করি, ধার্ম্মিকের মত নির্দ্দোষ পবিত্র আমোদ করিতেছি। পরমেশ্বর, এটি আমাদের দুর্বুদ্ধি। সংসারের সুখ কি ধর্ম্মের সুখ ? আমরা যদি সুরাপান করিয়া আমোদ করি, সে কি ধর্ম্মের সুখ ? যারা নাস্তিক, তোমাকে মানে না, তারাও পরিবারের ও সংসারের সুখ ঢের ভোগ করে। তবে কেমন

করে আমাদের সুখ ধর্ম্মের হইবে? এ দুইয়ের সামঞ্জস্য কি করিয়া হইবে? যদি কেবল বসিয়া বসিয়া ভাবি, কিছু হলো না, অনুতাপ করি, আর হয়ত কতক গুলো সুখ ছেড়ে দি, শরীর নির্যাতন করি, এ রকম করে কঠোর তপস্যা করাও কি তোমার অভিপ্রায়? এ রকম দুঃখ পেলেও হবে না, ও রকম সুখ পেলেও হবে না। সুখ দুঃখের মিলন চাই। খুব কঠোর তপস্যা করিব, আবার খুব আনন্দে নৃত্য করিব, দুই চাই। এখন যেন তপস্যার প্রয়োজন নাই, কেবল আনন্দ করিব, তাই হয়েছে। লোকে দেখে বলিবে যে, যথার্থ ধার্ম্মিক কি না, একটুও অনুতাপের দরকার নাই। সাধু কে? না, যে হাসে। মুখে দুঃখ নাই, মনেও দুঃখ নাই। হে ঈশ্বর, দেখ, মানুষের কত ভ্রান্তি, কেবল তপস্যা করিতে লাগিল, কেবল আনন্দে নৃত্য করিতে লাগিল। এ দুয়ের কোনটাই তোমার অভিপ্রায় নয়। আমরা যদি তোমার অভিপ্রায়ে চলি, মনে বরাবর একটা গাম্ভীর্য্য, দায়িত্ব, গুরুত্ব থাকিবেই। আমরা কঠোর তপস্যা চিরকালই করিব। বলিব, পাপ যাক্। নিরভিমান হব, অক্রোধ হব। বৈরাগ্যের অস্ত্রে প্রাণ ছেদন করিব, তখন কেমন করে হাসিব? আবার যখন ভক্তিরসে উন্মত্ত হব, প্রেমে ডুবিব, তখন খুব হাসিব। দয়াময়, হাসি কান্না মিশাও, বিবেক আর আহ্লাদ মিশাও। তপস্যা ও আনন্দ মিশাও। সন্ন্যাসীর হাসি, অত্যাচারী পাপাচারীর অপবিত্র জঘন্য হাসির মত নয়। তোমার বৈরাগী বিবেকীর হাসি অন্য রূপ। খারাপ লোকেও হাসে, ভাল লোকেও হাসে; কিন্তু ভাল লোকের হাসির ভিতর স্বর্গ। এক সাধুর হাসিতে দেশ পবিত্র হয়। ছোট পবিত্র শিশু যখন মার কোলে ঘুমিয়ে হাসে, সে এক রকম, আর বুড়োর চাপা হাসি এক রকম। সংসারী লোকে যে দুঃখে মুহ্যমান হয়ে কাঁদে, সে এক রকম, আর তোমার সাধু যখন তোমার বিরহে কাঁদে,

সে এক রকম। যথার্থ রীতিতে হাসিতে চাই, যথার্থ রীতিতে কাঁদিতে চাই। মঙ্গলময়, কেবল হাসিব, কাঁদিব না, তাহাও নয়; আবার যে কেবল কাঁদিব, হাসিব না, তাহাও নয়। মনের পাপের জন্য কাঁদিব, অহঙ্কার স্বার্থপরতা ভক্তিহীনতা, এ সব ভাবিয়া কাঁদিব; নতুবা ধার্ম্মিক কিসে হইব? হে ঈশ্বর, এ মন রাখিতে চাই না, একটু পাপের কলঙ্ক মনে যদি আসে। ভক্তি প্রেম যদি কমে যায়, নিশ্চিন্ত হয়ে থাকৃব না। কঠোর তপস্যা দ্বারা মন পবিত্র করিব। যুধিষ্ঠিরের মনের শান্তি আর আনন্দ দুই চাই। পুণ্যাত্মা ঈশা হেসেও ছিলেন, কেঁদেও ছিলেন। গৌরাঙ্গ হাসিতেনও, কাঁদিতেনও। যথার্থ এক ফোঁটা চক্ষের জলের দাম এক কোটি টাকা। হরি, তোমার কাছে সেই সোণার হাসি আর কান্না কিনিব। কিন্তু মূল্য নাই, কি দিয়া কিনিব? তুমি দয়া করে দাও। আমাদের মনে ভাল হাসি কান্না নাই। এ চোক্ জানে না, কেমন করে কাঁদিতে হয়; এ ঠোঁট জানে না, কেমন করে হাসিতে হয়। খুব শান্ত গম্ভীর জিতেন্দ্রিয় কর। কঠোর সাধনে জীবন শাসিত হউক। মনের চিন্তায় অবধি অপবিত্রতা আসিতে দিব না। দুঃখের সময় যেমন কাঁদিতে মজ্‌বুত হব, সুখের সময় তেমনি হাসিতে মজ্‌বুত হব। অপবিত্র আমোদে হাসিব না, আর পৃথিবীর দুঃখ বিপদে কাঁদিব না। দয়াময়, এই আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন যথার্থ ধর্ম্মের ভাবে হাসিতে, আর ধর্ম্মের দুঃখে কাঁদিতে পারি এবং এই দুইয়ের মিলনে, দয়াময় নামের গুণে, যেন শুদ্ধ এবং সুখী হইতে পারি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ধর্ম্ম ও নীতি

(কমলকুটীর, শনিবার, ১৯শে ভাদ্র, ১৮০৩ শক ;
৩রা সেপ্টেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে পরম পিতঃ, হে আদরের বস্তু, ধার্ম্মিকেরা নীতি বিষয়ে রুচি দেখান, উচ্চ বিষয়ে মনোযোগী, বড় বড় সাধনে তৎপর ; কিন্তু ছোট ছোট কর্ত্তব্য বিষয়ে কেন পদস্খলন হয় ? পরমেশ্বর, তুমি কি নীতি আর ধর্ম্মকে বিভিন্ন করিয়াছ ? তুমি কি বলিয়া দিয়াছ, যার যা পছন্দ হয়, সে তাহা হোক্,—যদি কেহ যোগী হতে চায়, তা হোক্, যদি সত্যবাদী হতে চায়, হোক্ ? তুমি মানুষের হৃদয়কে কি এত ছোট করিয়াছ যে, দুটি জিনিষ তাহাতে একত্র রাখা যায় না ? নীতিশূন্য না হলে কি ধার্ম্মিক হওয়া যায় না ? ধর্ম্মশূন্য না হলে কি নীতিপরায়ণ হওয়া যায় না ? হে ঈশ্বর, এ কথা কেন জিজ্ঞাসা করিতেছি ? পৃথিবীতে এ রকম ঘটনা ও ব্যাপার দেখিয়াছি, যাহাতে বোধ হয়, এক দিক্ রাখিতে গেলে আর এক দিক্ চলে না। যদি দেখিতাম, যেমন এক দিকে উপাসনা বাড়্‌চে, আবার নীতির সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কর্ত্তব্য বিষয়েও খুব মনোযোগ হয়েছে, তা হলে বড় আহ্লাদ হইত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যারা খুব উপাসনা করে, সত্য কথা বলে না, রাগ লোভ অহঙ্কার, পরের অনিষ্ট করা ছাড়িতে পারে না। এটা বুঝাইয়া দাও, কেন তোমার ধর্ম্ম নীতির সঙ্গে সংযুক্ত হয় না ? মানুষ উপাসনা-সাধনের সঙ্গে কেন কর্ত্তব্যপরায়ণ হবে না ? যোগভক্তিতে মন যেমন গভীর হবে, তেমনি কি সত্য কথাতে খুব তৎপর হবে না ? ভক্তের রসনা সুমধুর হরিনাম করিতে করিতে, কি খুব সত্য কথা বলিবে না ? হে পিতঃ, আমরা পরীক্ষায় বুঝিয়াছি, এক দিক্ রাখিতে গেলে, আর এক দিকে দৃষ্টি থাকে না। আমরা মনে করি, যে হরিনাম করিতে করিতে

খুব প্রেম ও আনন্দ সম্ভোগ করে, সে যদি অসাবধানতায় একটু মিথ্যা কথা বলে, তবে কি মিথ্যাবাদী বলে তিরস্কৃত হতে পারে? যোগী হয়ে যদি একটু রাগ প্রকাশ করে, তা হলে সে যে যোগী, এ কথা কি স্মরণ করিব না? সামান্য ত্রুটি হইলে, কি তাহা ছাড়িয়া দিব না? হে পরমেশ্বর, সত্যই আমরা এ রকম করে তর্ক করি। অহঙ্কার করি, স্বার্থপর হই, আর যদি একটু ভাল করে উপাসনা করি, মনে করি, সব কেটে গেল। মনে করি, যে সর্ব্বত্যাগী বৈরাগী, সে যদি একটু রেগে একটা কঠিন কথা বলে, সে কি একটা দোষ? এই সব যুক্তি বড় সাংঘাতিক সর্ব্বনেশে যুক্তি। হে সাধুশ্রেষ্ঠ, তোমাকে দেখিলে মনে হয়, যোগী ভক্তের রাগ অধিক নিন্দনীয়। আমরা যেন মনে করি, যে এত সাধু, হরিনাম করে, সে যদি সামান্য মিথ্যা কথা বলে, তবে সে আরো ভয়ানক, এবং তাকে অধিক ভৎর্সনা করা উচিত। হে পিতঃ, আমাদের মধ্যে পরস্পরকে খুব শাসন করিতে দাও। আমাদের মধ্যে নীতিসম্বন্ধে পাপ যেন খুব গর্হিত বলে মনে হয়। রসনা হস্ত পদ খুব যেন শাসিত থাকে। হাতগুলি দয়াব্রতে ব্রতী থাকিবে। হে দয়াময়, নীতি আর ধর্ম্মের মিলন নাই। আমরা নীতি কি, ধর্ম্ম কি, জানি না। তোমার ভিতরেই সব। দাও, ঠাকুর, ভিতরে যেমন যোগী ভক্ত করিবে, বাহিরেও খুব শুদ্ধ নীতিপরায়ণ কর। কথাগুলি, কাজগুলি খুব শুদ্ধ করে দাও। যেমন গভীর যোগ ও খুব সুকোমল ভক্তিরস দিয়া মন সুকোমল করিবে, তেমনি হস্তপদ নীতির বন্ধনে বাঁধিয়া, খুব খাটি করিয়া রাখিয়া দাও। হে দয়াসিন্ধো, এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সর্ব্বদা নীতি আর ধর্ম্ম, ভক্তি আর শুদ্ধতা জীবনে লাভ করে, সকল প্রকারে শুদ্ধ এবং সুখী হতে পারি, মঙ্গলময়, তোমার চরণে এই প্রার্থনা। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

এক পরিবার

(কমলকুটীর, রবিবার, ২০শে ভাদ্র, ১৮০৩ শক;
৪ঠা সেপ্টেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে পরম পিতঃ, হে দয়াময়, আমরা ভারি ভারি সত্য লোকের কাছে প্রচার করি, সাধন করি, বড় বড় বিষয় চিন্তা করি; কিন্তু এই যে প্রাচীনতম কথা যে—সব মানুষ এক পরিবার হইবে—ইহা সাধন হইল না। জাতিনির্ব্বিশেষে যদি মানুষ মানুষকে যথার্থই এক পরিবার মনে করিতে পারে, তা হলে ঈশ্বরের একটি প্রধান আজ্ঞা পালন হয়। হে দীননাথ, হে দয়াময়, কেন আমরা সহজের কাছে হেরে যাই, যখন বড়র নিকট জিতি। কেন আমরা, যে সব কঠিন ব্রত, মানুষ শুনিলে ভয় পায়, তা পারি, আর অত্যন্ত সহজ, যা সকলে মানে, তাতেই আমাদের গা হাত অবশ হইল? আমরা স্বীকার করিতেছি, আমরা পরিবারের ভাবটা সাধন করিতে পারি না। মহর্ষি ঈশা শ্রীচৈতন্যের মত পরকে আপনার করিতে কেহ পারে না। তাঁরা কাণা, খোঁড়া, পাষণ্ড, পাতকীকে ভাই বলিলেন; সে উদার প্রেম কোথায়? রাস্তার মুচিকে ভাই কবে বলিব, যখন নিকটস্থ ভাইকে স্বীকার করি না? কুড়ি বৎসর যাদের সঙ্গে আছি, তাদের এক পরিবার বলিয়া মনে হয় না, তাদের উপর সন্দেহ হয়, রাগ হয়। আমাদের মনে হয়, তুমি দুই এক জনের পিতা, সকলের পিতা নও। মনে হয়, কেবল আমাদের মনই তুমি যোগাও, অন্য কাহারও নয়। অন্যের হইলে, আমাদের নও। আমাদের শত্রু যারা, তাদের পিতা তুমি, এ আমরা সহিতে পারি না। তারা তোমার কাছে করযোড় করিলে, ভিক্ষা করিলে, পয়সা চাহিলে, বলি, কাণা কড়ি দাও। আর আমাদের বন্ধু স্ত্রী পুত্র পরিবার টাকা চাহিলে, বলি, মোহর দাও। তুমি

পিতা, তা মানি ; কিন্তু কার পিতা ? যে ক'টিকে আপনার মনে করি। আমাদের শত্রু বিরোধী যারা, তুমি তাদের পিতা নও। এই রকম করে আমরা তোমার পিতৃত্বে বিশ্বাস করি। পিতা মানে, দুই এক জনের পিতা, সকলের পিতা নয়। আমার পিতা আমারই, শত্রুর পিতা কেন হবেন ? শত্রুকে বলি, আমি যাকে যাকে ভালবাসি, তিনি তাদেরই পিতা, তোমার নয়। দয়াময়, পরিবারের শাস্ত্রখানা উল্টে গিয়াছে। পিতা বলিলে সকলেরই পিতা, গরিব, দুঃখী, কাঙ্গাল, পাপী সকলেরই পিতা। তা নইলে, আমার পিতা কেন হইবে ? যদি কেবল সাধুরা তোমার সন্তান হইবেন, তবে তুমি আমার পিতা কেন হইবে ? যখন আমাকে সন্তান বলিয়াছ, নীচতম হীনতমকেও সন্তান বলিবে। তবে আর কি ? পরিবার হইতে দাও। সকল ভেদাভেদ দূর কর। বড় বড় প্রেমের কথা, বড় বড় উৎসব হইয়া গেল। কিন্তু নীতির পরিবার, পিতৃত্ব চরিত্রের লোক পাওয়া যায় না। সকলে মিলে এক পরিবার হয়ে, এক মা তুমি, এক পিতা তুমি, এটা ত বলিতে পারিতেছি না। কোন ধর্ম্ম পারিতেছে না, নববিধানও পারিতেছে না। খুব আড়ম্বর হইতেছে, কত সাধন ভজন হইতেছে, কিন্তু এটা হইতেছে না। আমি বলিতেছি, "আমি গালাগালি দিব, হিংসা করিব, পরের সর্ব্বনাশ করিব, ঝগড়া করিব, পরনিন্দা করিব, নতুবা মানুষের জীবন ধরিয়াছি কেন ?" হে পরমেশ্বর, বুঝাইয়া দাও, এ বিষয়ে নির্ব্বোধ যেন না হই। আমরা ক'টি লোক এটা যেন সর্ব্বাগ্রে করিতে পারি। যেন সহোদরের মত পরস্পরকে দেখি। এটা যেন সামান্য বলে অগ্রাহ্য না করি। হে দয়াময়, মঙ্গলময়, আমরা প্রেমের সন্তান, আনন্দের সন্তান, আমাদিগকে দয়া করে এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই সহজ সত্যটি সাধন করে, সকল প্রকার পাপ অপবিত্রতা ছেড়ে, একটি ধর্ম্মের পরিবার হইয়া, তোমার

চরণতলে থাকিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হইতে পারি, তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

জীবে দয়া, নামে ভক্তি

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ২২শে ভাদ্র, ১৮০৩ শক ;
৬ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে প্রেমাধার, কোমলহৃদয়, আমাদের এক বিষম অহঙ্কারের বিষয় হইয়াছে যে, আমরা ভক্ত। মনে করি, আমাদের দলের বাহিরে যারা, তারা বড় শুষ্কহৃদয় ; ধর্ম্ম কর্ম্ম করে বটে, কিন্তু ভক্তির পথ ধরে না। আমরা এ বিষয় লয়ে মনকে অনেক সময় স্ফীত করি যে, আমরা ভক্তির পথ ধরেছি ; বাহিরে যারা আছে, শুষ্ক পথ ধরেছে। কিন্তু, হে হৃদয়েশ্বর, যদি সত্যকে সাক্ষী করিয়া বলি, মানিতে হইবে যে, প্রেমের সর্ব্বাঙ্গসুন্দর পথ আমরা লই নাই। একটু আধটু প্রেমের ভাব আমাদের আছে বটে, কিন্তু অনেক নাই। দয়াময়, মঙ্গলময়, পূর্ণ প্রেমের পথ কেন ধরিলাম না, যাতে জগতের ও তোমার প্রতি প্রেম একত্র হইতে পারে ? আমাদের ভালবাসা পরস্পরকে কেন পরিত্যাগ করিয়াছে ? শ্রীগৌরাঙ্গের প্রেম যদি যথার্থ হয়, তবে তাই আমাদের হয় না কেন ? আমাদের প্রেম পরস্পরকে কেন বিষ মনে করে ? তোমায় ভালবাসিতে গিয়া জীবকে কেন ঘৃণা করি ? যত তোমাকে ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়, তত কেন জীবকে তাড়াইয়া দিতে ইচ্ছা হয় ? হে মঙ্গলময়, তুমি যাকে প্রেমিক কর, সেই প্রেমিক হয়। তুমি যাকে প্রেমিক কর, একেবারে প্রেমে উন্মত্ত করে দাও, সে প্রেমে মত্ত হইয়া সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড প্রেমচক্ষে দেখে। যে প্রেমিক, তার চক্ষু প্রেমে অনুরঞ্জিত হয়।

কিন্তু আমাদের অর্দ্ধপ্রেম, আংশিক ভক্তি কেবল এক বিষয়ে বদ্ধ। ঠাকুর, আমরা তোমার নাম গান করে একটু সুখ পাই, কিন্তু আমাদের মধ্যে লোকে যে পরিমাণে ব্রহ্মপ্রেমে উন্মত্ত হয়, সে পরিমাণে মানুষের প্রতি প্রেমিক হয় না। দয়াময় হরি, পরস্পরের প্রতি অভিমান রাগ হিংসা কেন জীবন হইতে ধৌত হইয়া যায় না? জিহ্বা যদি প্রেমে খুব মিষ্ট হইল, তাহাতে আর তিক্ততা থাকিবে কেন? যার মন তুমি কাড়িয়া লও, তার মন ঠিক গৌরাঙ্গের মত। অপরাধী পাপী কুষ্ঠরোগী, কেন সে বিচার করিবে? সে সকলকেই প্রেমে আলিঙ্গন করিবে। যার প্রেম তেমন নাই, তার এক দিন হয়, এক দিন হয় না। প্রেমময়, যুগে যুগে যাহার প্রতি তুমি সদয় হইয়াছ, তার প্রেম উথলিয়া পড়িয়াছে। এজন্য তোমার কাছে মিনতি করিতেছি, প্রাণ যেমন তোমাকে ডেকে মত্ত ও সুখী হবে তেমনি বিদ্বেষ, ক্রোধ ও ঘৃণাশূন্য হইয়া, সব মানুষের সেবা করিবে। কেন না, প্রেমের জল সকল অগ্নি নির্ব্বাণ করে। অভিমান, ক্রোধ তার হতে পারে না। দয়াময়ের সন্তান কি কখন পরের প্রতি রাগ করিতে পারে? সে যে দয়াখণ্ড। ভগবান্ কি পাপী কাঙ্গালকে ঘৃণা করেন? তোমার কি হিংসা অভিমান হয়? তবে তোমার ছেলের হবে কেন? কুপুত্র যদি হয়, অহঙ্কার অভিমান হতে পারে; কিন্তু যে কুপুত্র হল না, তার প্রেম দশ দিকে উথলিয়া পড়িবে। দাস দাসী, জীব জন্তু, সকলের উপর, জাতিনির্ব্বিশেষে, অবস্থা-নির্ব্বিশেষে সেই প্রেম পড়িবে। দয়াময়, যার প্রাণ তুমি প্রেমে পাগল করিয়াছ, সে আর আপনার রহিল না। সে কেবল 'ঈশ্বর, ঈশ্বর' করে ধ্যানে তোমাকে ডেকে আনন্দ উপভোগ করে; আর যে ভয়ানক পাপী চণ্ডাল, তাকে ভেবেও প্রেমে মত্ত হয়। দয়াময়, আমাদের পরস্পরের প্রতি প্রেমের ভাব দৃঢ় কর। তোমার প্রতি আমাদের প্রেম ঠিক হয় নাই, এখনও গোড়ায় দোষ

আছে। চৈতন্যের ভাব এখনও হয় নাই। তিনি যেমন তোমাকে ভেবে উন্মত্ত হতেন, তেমনি জগৎকে প্রেম করিতেন। পিতঃ, তোমার চরণ ধ'রে বলিতেছি, ইহারা যেখানে যায়, ইহাদের মুখে যেন প্রেমের রঙ্ প্রকাশ পায়, ইহাদের বুক হইতে যেন প্রেমের স্রোত পড়ে। পিতঃ, এই ভিক্ষা চাই, আমাদের দলটি প্রেমে মত্ত কর। জীবে দয়া শেখাও, শ্রীহরি। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, জীবে দয়া নাই। ভাই বন্ধুদের নির্যাতন দেখিলে অত কষ্ট হয় না। হরি, খারাপ চক্ষু দুটি তুলে নিয়ে, প্রেমের চক্ষু দাও, এবং যে হৃদয়ে তোমার প্রতি ভক্তি আছে, তার নিকট আর একটি হৃদয় বসাইয়া দাও, যাতে জীবের প্রতি প্রেম থাকে। তাহা হইলে জীবে দয়া, নামে ভক্তি, জীবনে সার ক'রে, তোমার পদারবিন্দ লাভ করি। দয়াময়, যাতে তোমার প্রেমে প্রমত্ত হয়ে, ও সব জীবকে ভালবেসে, শুদ্ধ এবং সুখী হইতে পারি, মা, দয়া করিয়া আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো —]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

প্রেম ও পুণ্যের মিলন

(কমলকুটীর, বুধবার, ২৩শে ভাদ্র, ১৮০৩ শক ;
৭ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে প্রেমময়ি, তোমার যে খুব সৌন্দর্য্য, তাহা আমরা মতে বিশ্বাস করি, বুদ্ধি তাহা মানে ; কিন্তু সেই যে লাবণ্য, তাহা পুণ্য-প্রেমমিশ্রিত। আমরা যাহা দেখি, তাহা কেবল প্রেমের লাবণ্য। আমরা তোমাকে ভালবাসি প্রেমময়ীরূপে। কে না দয়াময়ী মাকে ভালবাসিতে পারে, যাঁর দ্বারা রক্ষিত হয়, পালিত হয় ? কিন্তু সেই

মাতৃস্নেহের রূপের সঙ্গে নিষ্কলঙ্ক নির্ম্মল স্বরূপের যে রূপ, তাই মিশ্রিত আছে। তোমার প্রেম সত্য ছাড়া নয়, তোমার দয়া পুণ্য ছাড়া নয়। তোমার রূপে এই দুই গুণ একত্র আছে। আশ্চর্য্য তোমার রূপ! কিন্তু আমাদের নয়ন দেখিতে পায় না, যেখানে দুই রূপের মিলন হইয়াছে। প্রেমময়ি, এমন শক্তি দাও, যাহাতে দুই রূপ দেখিতে পাই। যাই মা ব'লে, তোমাকে দেখে, আনন্দে নৃত্য করিব, অমনি যেন তোমার পুণ্যরূপ বলে, "অবোধ সন্তান, পাপ করিস্?" দুই রূপ তোমাতে আছে, আমি বুদ্ধিতে দুইটা তফাৎ করি। আমি মুগ্ধ এবং আনন্দিত হই, কিন্তু পরিত্রাণ পাই না। যত বার তোমাকে ডাকিব, তুমি বলিবে, "নির্ম্মল হয়ে এস, নতুবা ছুঁইব না"। ইহা বলিলে, তখনই আমি কাপড় ছেড়ে, শুদ্ধ বসন প'রে, তোমার প্রেমের মুখ উজ্জ্বল পবিত্র নয়নে দেখিব। আমি মানিব বটে যে, তুমি দয়াময়, সব সন্তানকে কাছে আসিতে দাও; কিন্তু এ এক আসা, সে এক আসা। এ দরজার বাহিরে দাঁড়িয়ে থাকা, আর ও তোমার কাছে গিয়ে বসা। দয়ার রূপে কান্তি আছে, কিন্তু জেয়াদা কান্তি, যখন দয়া পুণ্যে একত্র মিলে। তখন তোমার সিংহাসনের রূপ ধরে না। পুণ্য ও প্রেমে মিলে হল আনন্দস্বরূপ। আমি যেমন আনন্দিত হব, তেমনি পবিত্র হব। যত বার তোমাকে দেখিতে আসিব, দেখিব, দুই রূপের কিরণ। সূর্য্যেরও জ্যোতি, আবার চন্দ্রেরও জ্যোৎস্না। সুখী করিতেছ, আবার শুদ্ধ করিতেছ। আমরা পুণ্য বলিয়া দয়া চাই না। মা, এমনি করে দাও, যাই তোমায় মা ব'লে ডাকিব, অমনি গাটা ছম্ ছম্ করিবে। মনে হবে, নির্ম্মল হয়ে আসি, লোভ অহঙ্কার পাপ সব ছেড়ে আসি। কাণ যেন সর্ব্বদা শুনিতে পায়, মা বলিতেছেন যে, ও অবস্থায় আসিস্‌নে, শুদ্ধ হয়ে আয়, গা ধুয়ে আয়, জঞ্জাল ফেলে আয়। এতে আরও তোমার প্রেমের রূপ বাড়িবে। আমাদের রোগ থাকিবে, অথচ

তুমি কোলে করিবে, এত ভাল নয়। মা, তোমার পুণ্য প্রেমে মিশিলে অধিক মিষ্ট হয়। আমরা মনে করি, এত পুণ্যে মিষ্টতা থাকে না, উপাসনায় সুখ হয় না; কিন্তু তা নয়। এতে ভালবাসা আরও মিষ্ট হয়। শরীর ধুয়ে গেল, আবার তোমার আদরও পেলাম। ধূলো দূর হয়ে গেল, আবার যন্ত্রণা রোগও গেল। এ মা বড় সুন্দরী, যাঁর কথা বলিতেছি। ইঁহাতে পুণ্য প্রেম এক হয়ে গেছে। খালি প্রেমরূপের মূর্ত্তির মন্দির বন্ধ করে দাও। কিন্তু ওখানেই সকলে যায়। ব্রহ্মজ্ঞানীরা ঐদিকেই যায়, আর বলে, মদও খাও, আর উপাসনাও কর; কিন্তু পুণ্যের মন্দিরে কেউ যায় না। আমি অনেক দূর হইতে এলাম; কিন্তু যাই তোমার পুণ্য মন্দিরে ঢুকিতে গেলাম, অমনি তুমি মিষ্ট মিষ্ট করে বল্লে, "আমার ঘরে পরিষ্কার নির্ম্মল হয়ে আসিতে হয়, নতুবা হয় না। এখানে আসিতে হলে, অনেক জল আছে, আমি নিজে তুলে রেখেছি, ঐ জল দিয়ে শরীর পরিষ্কার করে আয়।" এ কথা শুনে, আমি কি আর কিছু করিতে পারি? আমি দৌড়ে গিয়ে শরীর পরিষ্কার করে, যেমন দরজার কাছে যাব, অমনি, মা, হাত ধরে ঘরে নেবে। দয়াময়, প্রেমসিন্ধো, এক বার এমনি করে আশীর্ব্বাদ কর, তোমার প্রেম পুণ্যের দুখানি রূপ যে এক খানি হয়েছে, তাই বিবেকনয়নে ভক্তিনয়নে খুব ভাল করে দেখি, দেখিতে দেখিতে সুখী হই, মা, তুমি অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

অভিনয়

(কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ২৪শে ভাদ্র, ১৮০৩ শক ;
৮ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে দয়াসিন্ধো, হে দীনজনপালক, হে পরিবারের উপায়, হে দেবতা, মুক্তিদাতা, বিধাতা হইয়া তুমি বিবিধ উপায় প্রেরণ করিতেছ, কত মোক্ষ-পথ দেখাইতেছ, কত সুমতি হৃদয়ে দেখাচ্চ, আমাদের অন্তরে কত প্রকার সুবুদ্ধির আলোক প্রকাশ করিতেছ ; এ সকলের ফল যেন এই হয়, তোমাকে যেন কিছুতে না ছাড়ি। তোমাতে নিবিষ্টচিত্ত হয়ে, ব্রহ্ম-গতপ্রাণ হয়ে, শেষ অবধি যেন তোমাকে দেখি। প্রেমস্বরূপ, কত লীলা দেখালে, কত দেখাবে। শ্রীহরি, প্রেমলীলা দেখিতে দেখিতে যেন জীবন শেষ হয়। কি অপূর্ব্ব কথা শুনিলাম, তুমি নাকি আমাদের মধ্যে যেমন তোমার ধর্ম্মের যথার্থ অভিনয় করে পৃথিবীতে দেখাইতেছ, তেমনি না কি আবার অভিনয়ের অভিনয় করিবে ? ব্রহ্মাণ্ডপতি, তুমি জীবজন্তু, পশু-পক্ষী, পাহাড় নদী লইয়া যেমন অভিনয় করিতেছ, আবার নাকি আমাদের মধ্যে অভিনয় করিবে ? তুমি কখন কি ভাবে দেখা দিবে, তাহা ভাবুক ভিন্ন কে বুঝিবে ? ঈশ্বর নাট্যশালা খুলিবেন। মানুষের দুষ্প্রবৃত্তি সকল নাটক উপলক্ষ করে, ব্যভিচার-মদে দেশ ডুবাইতে পারে ; কিন্তু ঘোর দুরাচার হইতে মা সরস্বতী সত্য মূর্ত্তি বাহির করিবেন, তোমার সাধক বিনা ইহা কে সাহস করে বলিতে পারে ? ইহাতে মানুষ অনেক দোষ দিতে পারে। নিন্দা করিবে, গালাগালি দিবে, প্রতিবাদ করিবে, অপদস্থ করিতে চেষ্টা করিবে ; কিন্তু তোমার দাস যে সৎসাহস, যা তোমার মুখে শুনিবে, তাই বলিবে। হে দীনবন্ধো, তোমার দশ আকারের মধ্যে এক আকার, দশবিদ্যার মধ্যে এক বিদ্যা নাটক। তুমি সরস্বতী, ইহার:

পূর্ব্বে তোমার এ নাম আরাধিত হইয়াছে। দশবিদ্যার এক শাখা এই নাটক। ইহা শ্রেষ্ঠ বিদ্যা। কাম ক্রোধাদি রিপুকে বিনাশ করে এই নাটক, যোগীর মান রাখে এই নাটক, প্রেমিকের প্রেম বাড়ায় এই নাটক। ইনি পাপীর পাপ দূর করেন, সামাজিক কুনীতি কুরীতি লোপ করেন, সুনীতি বৃদ্ধি করেন। ইনি শুভ, ইনি শান্তি, ইনি কল্যাণ। ইঁহাকে আমরা বরণ করিব, সমাদর করিব। বলিতেছ, "এ নাটকস্থলে উপস্থিত হইলে পরিত্রাণ।" এ নূতন সাহসের কথা বলিতে হইবে, আর কাজে দেখাইতে হইবে। ধ্যান প্রার্থনা করিলে যেমন ভাল হইব, তেমনি অভিনয়ে ভাল হইব। যেমন আসল বড় পৃথিবীতে ঈশ্বর লীলা দেখান, তেমনি নকল ছোট পৃথিবীতে নাট্যশালা দেখাবেন। পৃথিবীর ইতিহাসে যেমন বড় অভিনয়, তেমনি ছোট অভিনয় এখানে হইবে। অতএব, দেবি, সরস্বতি, তোমাকে বন্দনা করে, পরহিতকামনায় এই অসম সাহসিক কার্য্যে আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি। দশ জনের পরামর্শে ধর্ম্ম সাধন আমরা করিতে চাই না, হৃদয়ে যাহা ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিব, তাহাই করিব। অতএব, নববিধানের দেবি, বল দয়া করে, কিরূপে নাটকের অভিনয় হবে। ইহার সূত্রপাত হবে কিরূপে, সম্পূর্ণ হবে কিরূপে, কি ভাব কি ঘটনা লিপিবদ্ধ হবে, কিরূপে পাপ পরাজিত হবে ও ধর্ম্মের মাথায় মুকুট দিতে হবে, বল। আমরা যেমন উপাসনা করি, তেমনি অভিনয় করিব। দেবি, দেখ, যেন একাজে অমঙ্গল না হয়; কিন্তু, দেবি, তোমার নাম যেন ভূমণ্ডলে থাকে। দেবতারা স্বর্গে নাটক অভিনয় করেন, ভক্তেরা পৃথিবীতে করেন; আর আমরা তোমার অধম ভক্ত, আমরা কেন না এই আমোদ করিয়া সুখী হইব? নাট্যশালায় যদি সত্যকে জয়ী করিয়া, পাপ পরাজয় করিতে পারি, কেন করিব না? এ অতি উৎকৃষ্ট উপায়। ভারতে শঙ্খধ্বনি হইবে, অনেক কল্যাণ হইবে। হে মাতঃ স্নেহময়ি,

কৃপাময়ি, কৃপা করিয়া শরণাগতগণকে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার প্রদত্ত এই অভিনয়-ধন আদরে গ্রহণ করে, ভারতের মঙ্গল সাধন করিতে পারি, তোমার চরণে এই নিবেদন। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

প্রেমের শাসন

(কমলকুটীর, শুক্রবার, ২৫শে ভাদ্র, ১৮০৩ শক ;
৯ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, হে যোগেশ্বর, প্রেমরাজ্য কিরূপে শাসন হইবে, তাহা আমাদের বুদ্ধি কিছুতে বুঝিতে পারে না। প্রেম বুঝিতে পারি, শাসন বুঝিতে পারি না। দুয়ের সামঞ্জস্য বুঝিতে পারি না। তোমার সম্বন্ধেও পারি না, মানুষের সম্বন্ধেও পারি না। পরমেশ্বর, তুমি প্রেম বিলাইতেছ, বুঝিতে পারি। আমরাও ভালবাসি, কিন্তু কাহাকেও শাসন করিতে পারি না। সকলে খুব উৎপাত করুক, তবু কিছু বলিব না। ভক্তদের আর কিছু উপায় নাই। সর্ব্বস্ব যাইবে, সব সাহায্য যাবে, খাওয়া পরায় গোল হইবে, লোকে খুব প্রশ্রয় পাইবে, অগ্রাহ্য করিবে, কিন্তু হরিসন্তান কেবল ভালবাসিবে। তোমার মহিমা ধন্য! ইহাতে যদি সব বিশৃঙ্খল হয়, কাজ কর্ম্ম যায়, তাই হবে ; কিন্তু প্রেমত রহিল, ভগবানের ইচ্ছাত রহিল। হরি, আমি দেখ্‌চি, সংসারে তোমার অনুকরণ করিতেই হইবে। একটা দোষ করিল বলিয়া, কি পরকে শাস্তি দিতে হইবে? দয়াময়, তোমার বিচার তোমার কাছে। যা কিছু বিচার করিতে হয়, তুমি করিও। আর কিছু জানি না, কেবল তোমার অনুকরণ করিব। আমরা কতরূপে তোমার ধর্ম্ম ভাঙ্গিতেছি, তবু তুমি ভালবাসিতেছ। মরি, কি দয়ার মাধুরী!

তোমার দয়া দেখে আমরা পাপ ছাড়িব। পৃথিবীর লোকের ভালবাসা পাইয়া, মোহিত হইয়া, আর পাপকে প্রশ্রয় দিব না। পরের প্রেম লইয়া থাকি, আর আপনারা সাবধান হইব না? কিন্তু তুমি শাসন করিতেছ, তাহা বুঝিতে পারি না; ভয়ানক সর্ব্বনাশের কর্ম্ম করিলাম, আমার কিছু হইল না। এটি বড় ভয়ানক। মানুষেরা মনে করে, বড় সুবিধা। ধার্ম্মিক পাপ করিলে কেহ কিছু বলে না। তোমার সম্বন্ধে কিছু শাসন নাই। খালি মানুষের জন্য একটু ভয় আছে। তুমি কিছু কর না। পাপী নাস্তিকেরা যা খুসি করিতেছে, নরহত্যা ইত্যাদি ভয়ানক ভয়ানক পাপ হইতেছে। বারণ নাই, শাসন নাই। এ দিকে শুনিতেছি, মা হইয়া খুব ভালবাসিতেছ। কিন্তু তাত বেশ। শাসন করিবে না কেন? পৃথিবীর মাগুলো ছেলেদের আদর দেয়, আস্কারা দেয়, ছেলেরা খারাপ হইয়া যায়। জননীর প্রেম বাড়াবাড়ি। আমি যদি ভয়ানক পাপ করি, আমাকে কি কিছু শাস্তি দেবে? সুতরাং প্রশ্রয় পাব, যদি একটা পাপ এখন করিতেছি, দশটা করিব। এ দিকে জানিতেছি, তুমি ন্যায়বান্। একটু সামান্য পাপও তুমি ছেড়ে দেবে না। হে পরমেশ্বর, আমরাও পরস্পরকে শাসন করি না। আমরা ভালবাস্‌ব, এক চুলও কমাইব না। শেষ অবধি খুব ভালবাসিব। ভক্তদের প্রতি তোমার খুব কড়া হুকুম। "ভালবাস্‌বি, ক্ষমা কর্‌বি", ভালবাসার বিরাম নাই। তোমার অনুকরণ হইল পৃথিবীতে, তার পর শাসন! খুব প্রশ্রয় পাইব, স্বেচ্ছাচারী হইব, তুমি ত আর তাড়িয়ে দেবে না। ভক্তেরা ত আর কিছু বলিবেন না। মজা ক'রে খুব স্বেচ্ছাচারী হইব। প্রেমের মজা সকলে চায়; কিন্তু শাসন মানে না। স্বার্থপর অহঙ্কারী হবে, যোগ ভক্তি শিথিল হবে। ইহার উপায় কি? তোমার একই আজ্ঞা। "ভালবেসে যা, ভালবেসে যা"। তাতে যে ধর্ম্মরাজ্যে বিশৃঙ্খলা হয়, তবু বল্‌চ, "ভালবাস"। তুমি আপনি

প্রেম প্রেম বলিতেছ, ভক্তদেরও তাই বলিতেছ ; কিন্তু তোমার প্রেমের ভিতর যে গূঢ় শাসন ও শিক্ষা আছে, আমাদের প্রেমে তাহা নাই। তোমার সম্বন্ধে যাহা নিয়ম, পৃথিবীতেও তাই। পাপ করিলে, যদি তুমি শাস্তি দিতেছ না ব'লে খুব পাপ করি, এতে যেমন পাপ হয়, আর পৃথিবীতে যাঁরা খুব প্রেম করেন, তাঁদের কাছে প্রশ্রয় নিলেও তেমনি পাপ। দয়াময়, তোমার চরণে এই প্রার্থনা, যাতে তোমার প্রেমের তাৎপর্য্য খুব বুঝ্‌তে পারিয়া, তোমার এবং তোমার ভক্তদের কাছে খুব জব্দ হইয়া, প্রেমের শাসনে পাপ অপরাধ সব ছেড়ে দি, তুমি দয়া ক'রে আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নির্জ্জন সাধন

(কমলকুটীর, শনিবার, ২৬শে ভাদ্র, ১৮০৩ শক ;
১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধো, হে অনাথনাথ, তোমারি রূপসাগরে ডুবিয়া থাকিব, নিরন্তর এই আশীর্ব্বাদ কর। সকলের সঙ্গে গোলমাল করিয়া কাটান, তোমার অভিপ্রায় নয়। ঠাকুর, তুমি চাও, একা নির্জ্জনে খুব যথার্থ অনুরাগ ও যোগের সহিত তোমাকে ডাকি ; গোলমাল তুমি ভালবাস না। তুমি চাও, তোমার রূপে গুণে মুগ্ধ হইয়া খুব যোগ সাধন করি। চিরকাল সকলের সঙ্গে মিলিয়া গোল করিলে কাজ হয় না। বিশেষ সাধনের জন্য নিজের সময় স্থির করি। মন প্রাণ যেন সে দিকে যাইতে প্রস্তুত হয় এ বৃদ্ধবয়সে, যে দিকে গেলে কল্যাণ হয়। সকলের সঙ্গে যে সম্পর্ক, তাহাও থাকিবে। অন্য দশ জনকে ছাড়িয়া যাব না। তাদের যে তুমি

দিয়াছ। যাদের জন্য দায়ী, তাদের দেখিতে হইবে। কিন্তু যদি বন্ধুদের জন্য সংসার ছাড়িয়াছি, তবে হরির জন্য বন্ধুদের একটু একটু ছাড়া উচিত। তার সময় আসিয়াছে। যত টুকু সময় কাজের জন্য দরকার, দিয়া আর সমুদয় হরির জন্য দিব। নিত্যানন্দ, এ বয়সে তোমার রূপ দেখিব, তোমার রূপসুধা পান করিব, এই ত এখনকার উপযুক্ত কাজ। দশ জনে গোল ক'রে, আপনি ভগবান্‌কে হারালাম, অন্য দশ জনেও তাঁকে পেলে না। হে দয়াময়, এ অবস্থায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় মন তোমার আশ্রয় লইতেছে। কি সদুপায়, তাহা বলিয়া দাও। গোলের ভিতর থাকিয়া অনেক বিষয়ে মন ক্ষতিগ্রস্ত হইল। এমন উপায় কর, যাতে তোমার বাড়ীর সকল রকমে কল্যাণ ও মঙ্গল হয়। আমাদের কি এই কাজ, চিরকাল খাইয়ে খাইয়ে এ রকম ক'রে বেড়াব? নীতি ধর্ম্মের বন্ধন কি শিথিল হয়ে যাবে? দলের জন্য কি হরিকে হারাব? তাহা পারিব না। বন্ধু ভাইয়ের খাতির করিতে গিয়া তোমাকে হারাইলাম। উৎসাহের তেজ, ভালবাসা কমে গেল, কেবল মাখামাখি, কাছে বসাই সার হলো; যেখানে শ্রদ্ধা থাকা উচিত, রহিল না, পরস্পরের উপর শাসন রহিল না, কেবল জেয়াদা মাখামাখি হইল। নিত্যানন্দ, সংসারের কাজ আমরা আস্তে আস্তে ছেড়ে দিয়ে, তোমার ভিতর ডুবিব। ভাই ভগ্নী মিলে তোমার নাম সাধন করা, তাও থাকিবে, আবার কুটীরের মত নির্জ্জন সাধন, তারও প্রচুর আয়োজন দেখিতেছি। তবে ঐ দিকেই গড়াতে দাও। ঐ দিকে গিয়ে আস্তে আস্তে মার চরণে স্থান পাব। হে কৃপাময়ি, হে দয়াময়ি, দয়া ক'রে সন্তান ব'লে শ্রীমুখের বাণীতে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যাতে বৈরাগী হয়ে, ব্রহ্মানুরাগী হয়ে, তোমার ভিতর নিবিষ্ট হইতে পারি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

আমরা মার হাতে গঠিত

(কমলকুটীর, রবিবার, ২৭শে ভাদ্র, ১৮০৩ শক ;
১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে অনাথবন্ধো, আমাদিগকে তুমি প্রস্তুত করিয়াছ, শিক্ষা দিয়াছ। আমরা তোমার গঠিত, তোমা দ্বারা প্রতিপালিত, তোমা কর্তৃক শিক্ষিত, দীক্ষিত, এই কথা যেন পৃথিবীকে বুঝাইতে পারি। আমরা তোমার লোক ; তোমার কাছে, তোমার বিদ্যালয়ে পড়িয়াছি। তোমার হুকুমে চলি, সংসারে তোমার কাজ করি। তোমার হাতের যে পবিত্রতা ও সৌন্দর্য্য, আমাদের ভিতর রয়েছে ; তোমার যে সুগন্ধ, মিষ্টতা, আমাদের ভিতর আসিয়াছে। আমরা তোমার হাতের গঠিত। কুড়ি, পঁচিশ বৎসর তুমি আমাদের প্রস্তুত করিতেছ। বাইরের লোকের সঙ্গে আমাদের ভিন্নতা থাকা উচিত। পৃথিবী তুলনা করিয়া দেখিতেছে, আমরা ভাল, কি তাহারা ভাল। যদি আমাদের পৃথক্ না বলে, তোমার হাতের যশ হবে কেন ? হে পরমেশ্বর, আমরা যে তোমার হস্তের গড়া জিনিষ, তা হলে ঠিক হবে কেন ? আমাদের গায়ের রঙ্, মুখের আকার সব তোমার হাতের করা। তুমি তুলি দিয়া যখন আঁকিয়াছিলে, সেই রঙের সুগন্ধ আমাদের গায়ে। হে জগদীশ, তুমি আপন হাতে যাদের গঠন কর, তাদের মধ্যে যেন আমরা হই। পৃথিবীর আচার্য্যেরা যে শিষ্য ছাত্র প্রস্তুত করেন, আমরা তাহা নই। আমরা তোমার নিজহস্তে রচিত। অন্য কেহ স্পর্শ করে নাই। চন্দন কাঠ আনিয়া তুমি নির্ম্মাণ করেছ। এদের উপাসনা সাধন রুচি সব সুগন্ধ। অন্য লোকের রসনায় মিথ্যা কথার দুর্গন্ধ। এ রসনার রস অমৃতরস। আমাদের ভিতর কলঙ্ক আসিবে কেন ? হে পিতঃ, বিশ্বাস করিতে দাও, আমরা একটি নূতন দল,

নববিধানের দল। অন্য দলে ধর্ম্ম করিতে গিয়া নীতি থাকে না, ভক্ত হইতে গিয়া নীতি থাকে না। এ সব অন্যান্য ধর্ম্মে অনেক হইয়াছে। যাদের তুমি হাতে ক'রে গড়েছ, তাদের কি এরূপ হবে? তুমি কি মনে কর নাই, যাদের তুমি দৃষ্টান্তস্বরূপ হইবে বলিয়া গড়িয়াছ, তাদের ভিতর শক্তি, সুনীতি, ধর্ম্ম, প্রেম এক হবে? ইহা যদি হয়, তাদের পাপ দুর্গন্ধকে ঘৃণা করিতে দাও। দুর্নীতি কুরীতি পাপ ব্যভিচার যেখানে হয়, সেখানে যেন আমরা না যাই। আমাদের অন্তরে পর্য্যন্ত যেন আতর গোলাপের গন্ধ হয়। যে দেশে যাব, চরিত্রের সৌরভ বাহির হইবে। দয়াময়ী মার হাতে গড়া জিনিষ যে কেমন হয়, দেখাব। ছবিতে মা আঁকিয়াছিলেন, কেমন গড়ন হবে, তার পরে গড়েছিলেন। ত্রুটি পাপ দোষ অন্ধকার যদি একটু স্পর্শ করে, অমনি মা ধুইয়া ফেলিলেন। দয়াময়, আমাদের সর্ব্বদা নাড়িতেছ, ধুইতেছ; কেন না, যদি তোমার হাতের জিনিষ পৃথিবীতে থেকে ময়লা হয়। হে হরি, চিরকাল যেন তোমার হাতের চন্দনের জিনিষ হইয়া থাকিতে পারি, তোমার কাছে পরিষ্কার হইয়া থাকিতে পারি। দয়াময়ী মা, তোমার চরণে এই প্রার্থনা, যেন তোমার হাতের জিনিষ, এই বিশ্বাস করিয়া, সর্ব্বদা শুদ্ধ এবং সুগন্ধ হইয়া থাকিতে পারি, মা, তুমি অনুগ্রহ করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সিদ্ধাবস্থা

(কমলকুটীর, সোমবার, ২৮শে ভাদ্র, ১৮০৩ শক;
১২ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে মুক্তিদাতা, হে অনাথবৎসল, তোমাকে সাধন করিতে করিতে মন

জমাট হইয়া যাইবে। এটি ধর্ম্মের সিদ্ধি। তরল প্রেম ঘনীভূত হবে, পাতলা প্রেম ক্রমে জমাট বাঁধিবে। ছাড়া ছাড়া সাধন ক্রমে ঘনীভূত অবিভক্ত হবে। আসা যাওয়া ক্রমে অনেক বার হবে। বিচ্ছেদ ক্রমে শেষ হয়ে মিলন গাঢ়তর হবে। আমরা সিদ্ধ হই নাই, তার অনেক দোষ; কিন্তু তবু অনুসন্ধান ক'রে দেখা উচিত যে, আমরা ক্রমে সিদ্ধির দিকে যাইতেছি। আমাদের প্রেম, জ্ঞান, ধর্ম্ম, নীতি এক জিনিষ। আমাদের খাওয়া পরা বেড়ান, আর যোগ ভক্তি সাধন, এ এক জিনিষ। পরমেশ্বর, এ প্রশ্ন কি আমরা উপেক্ষা করিতে পারি? আমরা যে হরির সঙ্গে বসি, তা ক্রমে জমাট হইতেছে কি না, দেখিব। হে পরমেশ্বর, ঠিক যেন নেশাখোরের অবস্থা হয়। সুরাপান করিতেছে না বটে, কিন্তু যা করা হয়েছে, তার নেশা রয়েছে। তেমনি জীবন ভাব কাজ চিন্তা একটা ভাবে মগ্ন হয়ে রয়েছে। ফাঁকের ঘরটা ধর্ম্ম আসিয়া দখল করিবেন। তোমার দখল সব জায়গার উপর হইবে। হে দয়াল হরি, প্রথমে খণ্ড খণ্ড ভূমি অধিকার করিলে, করিয়া ক্রমে ক্রমে উপাসনা সাধন, দৈনিক আচার ব্যবহার প্রস্তুত করিয়াছ। এবার বলিতেছ, "এই যে মধ্যে মধ্যে ফাঁক আছে, তাহাও অধিকার করিব। যেখানে পাপের অধিকার করিবার সম্ভাবনা আছে, তাহাও পূর্ণ করিব।" হরি হে, তোমার কাছে সাধকেরা এই ভিক্ষা চায়, যদি মাত্রা বাড়াইয়া এই ফাঁকের ঘরগুলো পূর্ণ করিয়া দাও, তা হলে অবিচ্ছেদে তোমাকে পাইয়া সুখী হই। হে দয়াময়, যদি তোমার এত রূপ, এত লাবণ্য, এত সৌন্দর্য্য আছে, তবে তাহা ঢালিয়া দিয়া, ফাঁকের ঘরগুলো বুজিয়ে দাও; দিয়ে এমনি ক'রে মন প্রস্তুত কর, যেন তোমার কাছে বসেই আছি, বসে নাই, অথচ বসে আছি। মদ খাচ্চি না, অথচ নেশা আছে। ভিতরে চক্ষের জল পড়িতেছে, কিন্তু বাহিরে পড়িতেছে না। ভাই বন্ধুদের সঙ্গে বসে আছি, গল্প

করিতেছি, বেড়াইতেছি, মনটা তোমার কাছে পড়ে আছে। দয়াময়, সিদ্ধির অবস্থাটা দয়া ক'রে এনে দেও। বাহিরে কর্ম্ম করিলেই যে হরির কাজ ছেড়ে দেওয়া হইল, তা নয়। বাহিরে ভাত খেলেই যে হরিরূপসুধা পান ছেড়ে দিলাম, তা নয়। বাহিরের হাত সংসারের ধন মান ঐশ্বর্য্য স্পর্শ করিয়া সুখী হউক, ভিতরের হাত ব্রহ্মপাদপদ্ম স্পর্শ করিয়া সুখী হউক। বাহিরের চক্ষু সংসারের জিনিষ দেখুক, ভিতরের চক্ষু ব্রহ্মরূপ দেখুক। ভিতরের মন কেন অবকাশ পাইবে? হরি, ফাঁকের ঘরগুলো বুজিয়ে দাও. মধ্যে মধ্যে ঢের গর্ত্ত আছে। সমস্ত দিন তোমার কাছে বসিলেও মন তৃপ্ত হয় না। তোমার উপর বাসনার পর বাসনা, লোভের পর লোভ ভক্তচিত্তকে হরণ করে। হরি, এই বিচ্ছেদের ফাঁকগুলো ভরাট ক'রে দাও। সিদ্ধেশ্বরি, তোমায় ডাকৃতে আরম্ভ ক'রে বরাবর চলে যাব, এক দিনেরটা আর এক দিনের সঙ্গে মিলে যাবে, এক বৎসরটা আর এক বৎসরের সঙ্গে মিলে যাবে, এখান হইতে সেই বৈকুণ্ঠধামে গিয়া মিলিবে, দয়াময়ি, এমন আশীর্ব্বাদ কর। এমনি ক'রে তোমাকে ডাকিতে ডাকিতে, সিদ্ধির অবস্থা পেয়ে, প্রেমের ঘোরে প'ড়ে, চির দিনের মত শুদ্ধ এবং সুখী হতে পারি, কৃপাময়ি, অনুগ্রহ ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, তোমার চরণে এই প্রার্থনা। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

সচ্চিন্তা

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ২৯শে ভাদ্র, ১৮০৩ শক ;
১৩ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে দীনদয়াল, হে অগতির গতি, কথায় বলিয়া থাকে, সঙ্গী দ্বারা মানুষের চরিত্র নির্ণয় করা যায়। যারা সৎসঙ্গের অনুরাগী, তারা নিশ্চয়

সাধুতার অভিলাষী। যে সাধুতা চায় না, সে অসাধুদের সঙ্গে থাকিতে ভালবাসে ; যে বিশ্বাস চায় না, সে অবিশ্বাসীদের কথা শুনিতে ভালবাসে ; যে মিথ্যাবাদী হয়, সে মিথ্যাবাদীদের সঙ্গে থাকিতে ভালবাসে। হরি, এটিও আমরা বলিতে পারি যে, চিন্তা দ্বারা লোকের চরিত্র বুঝা যায়। ব্রহ্মজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ সর্ব্বদা সাধুচিন্তা করেন। কিসে নববিধান প্রচার হবে, কিসে বঙ্গদেশ উদ্ধার হবে, কিসে পরের দুঃখ যাবে, সর্ব্বদা এই ভাবনা তাঁর মনে। চিন্তা যদি কুপথে যায়, বুঝা গেল, মানুষ ভাল নয়। যে ভাল, সে যাই একাকী বসেছে, অমনি ঈশা, যুধিষ্ঠির, শ্রীগৌরাঙ্গ পুণ্যবেশ পরিয়া হৃদয়ে আসিলেন। মন ভাল হলে, অবকাশ হলেই, ভাল চিন্তা মনে আসে। বিষয়ীর মনে কেবল কি খাব, কিরূপে সুখে থাকিব, এই সব চিন্তা আসে। হে ঈশ্বর, চিন্তা আমাদের শত্রু, চিন্তা আমাদের মিত্র। চিন্তা দ্বারা বুঝা যায়, আমরা তোমার, কি তোমার নয়। কেবল উপাসনা করিলে বুঝিতে পারা যায় না, আমি কি রকম লোক। যখন সাধন ও ভজনের সময় চলিয়া গেল, একাকী পড়িলাম, যখন যা ইচ্ছা করিতে পারি, তখন কি চিন্তা করি, তাহাতে বুঝিতে পারা যায়, আমার মন কিরূপ। স্বাধীন হইলে, একটু ছুটি পাইলেই চিন্তা যদি নরকে যায় ও শয়তানের পায়ের কাছে গিয়া পড়ে, তবেত বড় ভয়ানক। পিতঃ, দয়াময়, তুমি দয়া ক'রে চিন্তাগুলোকে সচ্চিন্তার তেজে পূর্ণ করিয়া রাখ। সাধুচিন্তা সচ্চিন্তায় অত্যন্ত সুগন্ধ। মলিন লোকের চিন্তা কেবল,—ভক্ত নয়, তবু লোকে কিসে ভক্ত বলিবে,—ধ্যানশীল নয়, তবু লোকে ধ্যান-পরায়ণ কিসে বলিবে। এ সব যে করে, সে লোক ভাল নয়। ভাল ভাবিলে ভাল, মন্দ ভাবিলে মন্দ। ভাল লোক ভাল ভাবে, মন্দ লোক মন্দ ভাবে। দয়াময়ের কাজের বিস্তার কত হইল, মা প্রেমময়ীর কাছে কত লোক গেল, কেন লোকের মন ভাল হইল না, ভাল লোক আবার

পড়ে কেন, ভক্ত অভক্ত হ'ল কেন,—ঈশ্বর, এই ভাবিব। আবার নিজের সম্বন্ধেও ঢের ভাবিবার আছে। ব্রহ্মপাদপদ্ম কেমন সুন্দর, মনের ভিতর কেমনে নূতন বৃন্দাবন সাজাইব, কেমন ক'রে হৃদয়ে শ্রীগৌরাঙ্গকে ডাকিয়া আনিব, মার রূপ সর্ব্বদা কিরূপে দেখিব, এই সব ভাবনা মনে আসিবে। ভাবিব কেবল নিত্যানন্দের রূপ। মা, তোমার পছন্দ তার উপর পড়েছে, যে খুব ভাবের ভাবুক। যে কেবল কতকগুলি সৎকাজ করে, তাকে তুমি পছন্দ কর না। হে দয়াসিন্ধো, হে প্রেমসিন্ধো, কেমন ক'রে তোমায় মনের ভিতর এ রকম ক'রে রাখিব। প্রাণের সৌন্দর্য্য তুমি হও, বক্ষের সৌন্দর্য্য তুমি হও, চক্ষের সৌন্দর্য্য তুমি হও। চিন্তামণি, আমার হৃদয়ের সচ্চিন্তা তুমি হও। দিনরাত্রি তোমাকে ভাবিব। তোমার রূপের ডালি খুলে খুব ভাবিব। ভেবে ভেবে তোমাতে ডুবে যাই, ভাবের স্রোতে ভেসে যাই। যার চিন্তা খারাপ, সে কেমন ক'রে তোমাকে দেখিবে? তার মনে যে আগুন জ্বলিবে। সর্ব্বদাই ঐ নাম গান করিতেছে, ভাবিতেছে, তার মনেই সচ্চিন্তা। হে মঙ্গলময়ি, দয়া ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন সংসারের নীচ চিন্তা মায়া ভাবনা ছেড়ে, মার কেমন রূপ, মা কেমন সুমিষ্ট, ভাবিতে ভাবিতে, খুব শুদ্ধ এবং সুখী হই, মা, তুমি অনুগ্রহ ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

দয়াব্রত

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ৫ই আশ্বিন, ১৮০৩ শক;
২০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে দয়াসিন্ধো, ভক্তদের জীবনের একটি আদর্শ আছে, ছবি আছে,

তদনুসারে তাঁহারা চলেন। আমাদের জীবনের আদর্শ আমরা দেখিতে পাই না। হে পরম পিতঃ, ভক্ত স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধ পথ অবলম্বন করেন; যা খুসি করিতে পারেন না। যত যুগের, যত দেশের যত ভক্ত, ভক্তির নিয়ম পালন করেন; যোগীরা তোমার নিয়ম পালন করেন। আমরা কোন নিয়ম পালন করি না। ভক্ত যাঁরা, দয়া করেন, সকলের খুব সেবা করেন। হে হরি, আমাদের মধ্যে সে নিয়ম দেখি না। ভক্ত হইলে বৈরাগ্যের নিয়ম ধরিতে হয়, কতকগুলো সুখ বিলাস ছাড়িতে হয়, কতকগুলো কষ্টকর ব্যাপার করিতে হয়। ভক্ত হইলে ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া, শুদ্ধতার পথে চলিতে হয়। এই সব নিয়ম ভক্তেরা যে অনেক কষ্ট ক'রে করেন, তা নয়, সহজে সেই পথে, সেই নিয়মে চলেন। যে নিয়মিত-রূপে থানিক থানিক যোগের পথে চলে না, তাকে ত যোগী বলা যায় না। পিতঃ, এ যদি ঠিক হয়, আমাদের জীবন তার অনেক দূরে পড়ে আছে। আমাদের দান ধ্যানের নিয়ম নাই। আমরা বিশেষ বিশেষ লোকের উপর দয়াব্রতের ভার দিয়া রাখিয়াছি। অন্যের উপর সব বিষয়ের ভার দিয়াছি, পাঁচ জনকে বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছি; কিন্তু প্রতি জন যে দয়াতে বর্দ্ধিত হইতেছেন, তা নয়। স্ত্রীলোকদের ত কথাই নাই। নিয়মিত অতিথি-সেবা বা দান কেহই করে না। দয়াময়, তোমার সন্তানেরা যদি নির্দ্দয় হয়, তা হলে মঙ্গলপাড়া নাম কেমন ক'রে হবে? অধার্ম্মিক, পাপী, দুঃখীদের জন্য যদি আমাদের প্রাণ না কাঁদে, তা হলে আমাদের মন ত বড় কঠিন হইল। দুঃখীর প্রতি যদি ক্রমাগত দয়া না করি, উপাসনার ঘরে যেই তোমাকে বলিব, "হে দয়াল ঈশ্বর", অমনি আকাশ ও স্বর্গ চীৎকার করিয়া বলিবে, "কপট মানুষ, থাম্; যে দয়া করে না মানুষকে, সে দয়া পাবে না।" প্রেমময়, দয়া যে একটি স্রোত, যা জীবনে কখনও থামিবে না। দয়াময়, সকল বিষয়ে নিয়মবদ্ধ ক'রে দাও, জিতেন্দ্রিয় ক'রে

দাও, দয়াব্রত দাও, আমাদের স্বেচ্ছাচারীর জীবন, ধার্ম্মিকের নয়। দিন যায়, রাত্রি যায়, বৎসর যায়, স্বেচ্ছাচারী আর ব্রতধারী হল না। এ জন্য কাতরভাবে, নববিধানের দেবতা, তোমার কাছে এই প্রার্থনা করিতেছি, দান-ধ্যান-ব্রতে তোমার সন্তানদের জীবন ব্রতধারী ক'রে, শুদ্ধ এবং সুখী কর। অত্যন্ত গরিব যে, সেও দয়া করিতে পারে। কিছু চাল, কিছু ভাত, একখানা ছেঁড়া কাপড় এ সকলেই দিতে পারে। দয়াল, তোমার নাম ক'রে যে এক মুটো চাল রেখে দেয়, তাকেই ধার্ম্মিক বলি। দয়া হৃদয়ের ভিতর, হরি, দুঃখীর দুঃখমোচনের ভার সকলেরই উপর। এ ব্রতে সকলে বাঁধা আছেন। কেউ যেন মনে না করেন যে, "স্বেচ্ছাচারী হবার জন্য আমি এ ধর্ম্মসমাজে আছি।" সকলকে দয়াব্রতে বাঁধ। হে দয়াময়, হে কৃপাময়, হে মঙ্গলময়, কৃপা ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন স্বেচ্ছাচার ত্যাগ ক'রে, তোমার দয়াব্রতের নিয়মে বদ্ধ হইয়া, শুদ্ধ এবং সুখী হইতে পারি, তুমি এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো —]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

হরিভোগ মোহনভোগ

(কমলকুটীর, বুধবার, ৬ই আশ্বিন, ১৮০৩ শক ;
২১শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে প্রেমস্বরূপ, হে সন্তানবৎসল, এমনি উদার তুমি, যে তোমাকে যে ভাবে সাধন করে, তাকে সেই ভাবে দেখা দাও। যে বলে, যোগ কর্‌ব, তাকে সেই ভাবে, যে বলে, ভক্ত হব, তার কাছে সেই ভাবে দেখা দাও। কত ভাবে, হে ভক্তবৎসল, ভক্তের কাছে তুমি প্রকাশিত হও! এত বড় ব্রহ্মাণ্ডের রাজা হ'য়ে, মানুষের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিতেছ। যতগুলি

রূপ, সব সুন্দর। কোনটি অগ্রাহ্য করিতে পারি না। হে জগদীশ্বর, এ সকল প্রেমবর্ষণ করিতেছ বলিয়া, তুমি আমাদের অত্যন্ত প্রিয় হইয়াছ। আমরা আগে জানিতাম না যে, এত প্রকারে তোমাকে পাওয়া যায়। এ সব স্বর্গের কারখানা কে বুঝিবে? হে পিতঃ, মানুষেরা বিবাদ কলহ করিতে লাগিল; কিন্তু বাহিরে এত গালাগালি খাইতেছি বটে, ভিতরে যে কি সুখে আছি, তা কেবল, হরি, অন্তর্য্যামী, তুমিই জান। এই সুখবর্ষণের সময় এই প্রার্থনা, দিন দিন সুখবর্দ্ধন কর। হরি, তুমি যেমন মনের বাসনা পূর্ণ করিতে পার, সুখ দিতে পার, এমন আর কেউ নয়। অতএব এ সময় বাহিরের লোকদের কাছে আমরা যত অপমানিত হইতেছি, তত এ সময় হরিসম্ভোগ যে বড় সুখের জিনিষ, তা যেন বুঝিতে পারি। হরিভোগ, মিষ্ট ভোগ, অতি চমৎকার স্বর্গীয় ভোগ, এটি বুঝিতে দাও। পৃথিবীতে কেবল কষ্ট-ভোগ। যথার্থ সুখভোগ, শান্তিভোগ, মোহনভোগ কেবল হরিভোগ। নির্জ্জনে তাঁর কাছে ব'সে কেবলি তাঁর মুখশ্রী দেখা, এটি কেবল হরিভোগ। কত রকম হরিভোগ আছে, কে জানে? যার যত দুঃখ আছে, এই হরিভোগদ্বারা দূর কর। প্রভো হে, অন্তরে নিমীলিত-নয়নে যখন হরিভক্ত হরিকে ডাকেন, দর্শন করেন, তখন যে কি সুখভোগ করেন! নির্জ্জন কুটিরে সকলে যেন হরিকে দেখেন এবং হরির সঙ্গে কথা কন। হে প্রেমসিন্ধো, প্রাণমোহন, হৃদয়মোহন যে বস্তুতে হয়, সেই যে হরি, তা ভাল করে বুঝিতে দাও। হরির কাছে চুপ করে বস্‌লে যে সুখ-ভোগ হয়, তার মতন আর নাই। তাতেত আর কষ্টভোগ নাই। পৃথিবীর ভোগ এমনি যে, বেশী ক'রে ভোগ করিলে অরুচি হয়, ভাল লাগে না। তোমার ভোগ সব ভোগকে ছাড়িয়ে উঠে। হরির সহবাস, রূপ ও সৌন্দর্য্য-ভোগ, এ যেন সব ভোগের চেয়ে মিষ্ট হয়। তা'হলে কষ্ট-ভোগ করিতে যাব না। তোমার সুখভোগে ভোগী কর, এমন

শান্তিভোগ সুখভোগ আশ্চর্য্য মোহনভোগে এমন মোহিত কর, যেন আর অন্য ভোগের জন্য মন না যায়। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধো, দয়া ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন হরিসম্ভোগে প্রাণ মত্ত হ'য়ে, দিন দিন শুদ্ধ এবং সুখী হয়. এই তোমার চরণে প্রার্থনা। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

এই দলেই পরিত্রাণ

(কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ৭ই আশ্বিন, ১৮০৩ শক ;
২২শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে দীনদয়াল. হে সন্তানবৎসল, তোমার দলটি—তোমার ভক্তেরা এস্থানে আরাম পায় না। তোমার পাড়া তোমার বিশ্বাসীদের কাছে স্বর্গ হয় নাই। হে ঈশ্বর, আমরা বৃন্দাবনকে ঘৃণা করিয়াছি, এবং যে সকল বাড়ীতে তোমার পূজা হয়, উপাসনা হয়, সে স্থান এখনো আমাদের নিকট মনোহর হয় নাই। তোমার অনুগত ভক্তেরা কত দূরে দূরে বেড়াইতেছেন। তাঁহারা ইচ্ছা করিয়া গিয়াছেন, কারণ এখানে আরাম হয় না। ক্রমে ক্রমে হয়ত অবশিষ্ট সন্তানেরাও যাবে এবং এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হবে যে, উপাসনা কাহারও ভাল লাগে না। হে ঈশ্বর, আমরা নিরাশাতে পূজা করিতেছি। দশ বৎসর, কুড়ি বৎসর সকলের সঙ্গে মিলিয়া ভজন সাধন করিতেছি, হরি হরি করিতেছি, কিন্তু উপাসনার মধুরতা কমিতেছে। অধিক কাল একটা কাজ করিলে আর ভাল লাগে না। এটি কালের দোষ, না, আমাদের দোষ? যাঁদের সঙ্গে অনেক দিন হইতে কীর্ত্তনাদি করিতেছি, তাঁদের উপর অরুচি হইতেছে। প্রচ্ছন্নভাবে উপাসনার উপরও হইতেছে। এজন্য মনে হইতেছে, ক্রমে ক্রমে সকলে বিদেশে

যাবে। কারণ সেখানে প্রচারক হইলে, এসব পুরাতন মুখ দেখিতে হইবে না। হে ঈশ্বর, এই সব পুরাতন বন্ধুদের ছাড়িতে ইচ্ছা হইয়াছে। এখানে প্রচার করিব না, কিন্তু অন্যান্য স্থানে, তোমার ভক্তদের মনে এ রকম ইচ্ছার উদয় হয়েছে; স্পষ্ট দেখ্‌ছি যে, একটী দুটী নয়, অনেকের মনে হয়েছে। এদের সঙ্গে আর গোল করিব না, স্বতন্ত্র থাকিব, বিচ্ছিন্ন থাকিব, এ রকম মনে হয়েছে। দয়াময়, সুখস্থানের গৌরব হ্রাস হইয়াছে। বৃন্দাবনের উপর গৌরব কমিয়াছে; উপাসনা-স্থানাদির উপর অনুরাগ-বিহীন হইয়াছে। হে হরি, শেষাবস্থায় কেন এ রকম হইল? ক্রমে ক্রমে যদি সকলের মন সরে যায়, কি হইবে? তা'হলে সকলের কাছে কি এই বুঝাইব যে, বিদেশে বেশ নিষ্কণ্টকে সুখে প্রচার করি, ধর্ম্ম সাধন করি, অমঙ্গলপাড়ায় থাকিলে শরীর মন জর্জ্জরিত হয়। হে পরমেশ্বর, এ কথা যদি লোকের মধ্যে হয়, আমরা বলিব, মিথ্যা কথা। এ দলেই আমাদের মঙ্গল, আমাদের পরিত্রাণ। এত কালের বৃন্দাবন, জগন্নাথক্ষেত্র, কাশীধাম কি মহিমাবিহীন হইল? এ সকল দলের লোক কি অবিশ্বাসী পাপাচারী পাষণ্ড হইল, আর অন্য দলের লোক কি বৈরাগী ভক্ত ব্রহ্মচারী হইল? হে পিতঃ, এ দল ছেড়ে যদি সকলে বিষয়-কর্ম্মে গিয়া নিযুক্ত হয়, তবে কি বৃন্দাবনের মহিমা যাইবে? যদি এ সব ঘটনা হয়, তথাপি এ দল তোমার চরণ ছাড়িবে না। হরির দলে মিশিয়া হরিকে ডাকিব। হরি, তোমার উপাসনা যেন আমাদের বিষ না হয়। বার বার শ্রীহরি শ্রীহরি বলে প্রাণ জুড়ান, যেন এই বৃদ্ধ ভক্তদের গৌরব এবং সুখ হয়। বৃদ্ধ ভক্তের আর কিছু নাই, কেবল আছ জননী। দলবল লইয়া এক জায়গায় পড়িয়া থাকিব, এই চাই। পরস্পরের চাকরের মত হইয়া, তোমার চরণে পড়িয়া থাকিব, ইহাই বিধানের অভিপ্রায়। দয়ালু হরি, শ্রীবৃন্দাবনের গৌরবমুকুট রক্ষা কর। হে প্রেমময়ি,

হে মঙ্গলময়ি, তুমি এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন উপাসনার অনুরাগ দিন দিন বৃদ্ধি হয়, এ বৃদ্ধ বয়সে তোমার প্রতি অচলা ভক্তি হ'য়ে, শ্রীবৃন্দাবনের মহিমা সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষা করিতে পারি, দেবি, দয়া ক'রে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

বাড়ীই তীর্থ

(কমলকুটীর, শুক্রবার, ৮ই আশ্বিন, ১৮০৩ শক ;
২৩শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে প্রেমময় শ্রীহরি, যে বাড়ীতে অষ্টপ্রহর থাকিতে হয়, তা যদি শুদ্ধ না হয়, তবে জীব কি সাময়িক পূজায় শুদ্ধ থাকিতে পারে ? বাসস্থান মানুষের চরিত্রকে গঠিত করে। আমাদের বাসস্থান যেমন, চরিত্র সেরূপ। শুধু উপাসনা করিলে কি হবে ? তাতে কি চরিত্র ফেরে ? যার বাড়ীর চারি দিকের ঘরের প্রাচীর পাপ, সে ত সর্ব্বদা পাপ দেখিবেই। এজন্য সব ধর্ম্মে দেখা যায়, তীর্থভ্রমণ তীর্থদর্শন রীতি আছে। কেন না, স্থানটা পবিত্র চাই। তোমার নববিধানের সাধক আর কোথায় যাবেন ? তাঁর ঘর দেবঘর হইবে। বাড়ী ঈশ্বরের ঘর, এটা কেবল অনুমান করিলে হইবে না। বাড়ী দেবালয় এখনও হয় নাই। কলিকাতা হইতে হিন্দু কাশী গিয়া বিশ্বেশ্বরের মন্দির স্পর্শ করে, মনে করে, শরীর শুদ্ধ হইল। বাড়ী স্পর্শ এমনি জিনিষ। আমরা কি বাড়ী স্পর্শ ক'রে বুঝিতে পারি যে, শরীর পবিত্র হইল ? ঠিক কাশীতে ঠাকুর ঘরের সিঁড়ি দিয়া উঠিলে, হিন্দুর যেমন মনে হবে. শরীর শুদ্ধ হইল, আমাদের কি তা হয় ? অন্তর্য্যামী, আমরা যে বাড়ীতে থাকি, তাহা কি শুদ্ধ মনে হয় ? আমাদের বাড়ী

যেন একটা সরাই, গোলমাল করিবার স্থান, যেন একটা গুদাম। যেখানে শ্রান্ত জীব ঘুমায়, ক্ষুধিত জীব মরে, মানুষেরা আমোদ করে, সেই রকম পৃথিবীর বাড়ীগুলিকে মনে করি। আমরা বাড়ীকে মনে ক'রে, বৃন্দাবনে বসে হরি-পূজা, হরি-সেবা করিতেছি, তা মনে করি না। দয়াময় হরি, এ অধর্ম্ম কি যাবে না? বাড়ীকে কি তীর্থ মনে করিব না? আমরা হরির বাড়ী মনে করিব। মনে করিব, বিশ্বেশ্বর যেখানে মন্দির করিয়াছেন, সেখানে আসিয়াছি। করুণাসিন্ধো, এ বাড়ীতে থেকে, স্বর্গের বাড়ী মনে ক'রে, যেন আমরা শুদ্ধ হতে পারি। উপাসনাও দুই ঘণ্টার জন্য। চব্বিশ ঘণ্টা যেখানে কাটাতে হবে, সে স্থান শুদ্ধ কর। দয়াময়, শুভ বুদ্ধি দাও। বাড়ী বৃন্দাবনের অন্তর্গত। চারিদিকে প্রেমের ব্যাপার রয়েছে। শুদ্ধধাম, প্রেমধাম। মনে ও প্রাণে ঠিক বৃন্দাবন দেখিতে হইবে। সব পরিশুদ্ধ, যখন দেয়াল ছুঁইব, ঠিক যেন হরিকে স্পর্শ করিতেছি, এইটি বিশ্বাস করিতে দাও। হে দয়াময়, হে মঙ্গলময়, দয়া ক'রে এই আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমাদের বাসস্থানে থেকে, বৃন্দাবনের পুণ্য শান্তি লাভ করিতে পারি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

আমাদের জীবন আশ্চর্য্য জীবন

(কমলকুটীর, শনিবার, ৯ই আশ্বিন, ১৮০৩ শক ;
২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে প্রেমময়, হে গতিনাথ, আমাদের জীবন আশ্চর্য্য জীবন, কেন না এত কালের ভিতর আমরা এত ভাল হয়েছি। মানুষ হয়ে আমরা ভগবতীর পা স্পর্শ করি, দেখি; আবার ভগবতীর চরণ স্পর্শ ক'রেও

সংসারের কীটের মত হই, লোকের প্রতি অত্যাচার করি। এ বিষম সমস্যা কিরূপে বুঝিব? এ পশুর হাড়, পশুর শরীর, ইহার ভিতর যোগ ভক্তি কিরূপে হয়? আরো আশ্চর্য্য, যে শরীরে সর্ব্বদা শ্রীবৃন্দাবন চলিতেছে, সেই শরীরে পশু বাস করে কি ক'রে? আশ্চর্য্য এই যে, এত বৃদ্ধ হইতে চলিলাম, ইহার ভিতরে যৌবনের আশা উদ্যম তেজ কেমন ক'রে রয়েছে। আবার ইহাও আশ্চর্য্য, ইহার ভিতর জড়তা অবসন্নতা আস্‌ছে, মানুষ মুহ্যমান হইতেছে। এইত আমরা জড়ের মত লোক। ইহার ভিতর ঈশ্বর আছেন, বার বার বলিতেছি। এই যে আস্তিক শরীর, ইহার ভিতরেও আবার "ঈশ্বর কৈ, ঈশ্বর কৈ" আমার কুস্বভাব বলে। ইহাও আশ্চর্য্য, উহাও আশ্চর্য্য। আশ্চর্য্য যে, আমরা এতগুলি লোক, ভিন্ন ভিন্ন গ্রামের লোক, একত্র হয়ে রয়েছি। রক্তের টান নাই, কোন সম্পর্ক নাই, অথচ এক জায়গায় আছি, ইহা আশ্চর্য্য। আরো আশ্চর্য্য এই, কুড়ি বৎসর এক সঙ্গে এক স্থানে থাকিয়া ঝগড়া করি, পরস্পরকে পর ভাবি। এই যে পরস্পরবিরুদ্ধ জিনিষ দুট থাকে কি ক'রে, বল দেখি? বেশ সকাল হয়েছে, তার ভিতর রাত্রির অন্ধকার। কিছু টাকা নাই, অথচ এত টাকা খরচ করিতেছি; আর এত টাকা খরচ করিতেছি, তবু দৈন্যের চোখের জল, ক্লেশ যায় না। ধর্ম্মের ভিতর অধর্ম্ম এতো ভয়ানক, আবার অধর্ম্মের ভিতর এত ধর্ম্ম, ইহা কত বড় ব্যাপার। ধনের ভিতর দুঃখ, আবার দুঃখের ভিতর ধন। সবই আশ্চর্য্য। ইহা সব চেয়ে আশ্চর্য্য যে, এত খারাপের ভিতর এত ভাল কি ক'রে হয়? এখনও ভক্তির কথা বলি, যোগের পথে চলি। এ আশ্চর্য্য যে, তোমার পদারবিন্দ এ পাঁকের ভিতর থেকে উঠেছে। এ বড় আশ্চর্য্য, দয়াময়। হে কৃপাসিন্ধো, দয়া ক'রে আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ কর যে, এমন জঘন্যতার ভিতর থেকে যে এত আশ্চর্য্য ব্যাপার হইতেছে, তা দেখে আমরা

খুব চমৎকৃত ও বিস্ময়াপন্ন হই এবং দিন দিন তোমার চরণে আরো শরণাগত হই, দয়াময়, তুমি এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

দুর্ব্বোধ হরি

(কমলকুটীর, রবিবার, ১০ই আশ্বিন, ১৮০৩ শক ;
২৫শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে দয়াময়, হে আশ্চর্য্য ক্রিয়ার কর্ত্তা, বিধাতা, ভুবন মধ্যে তোমার যে সকল অলৌকিক আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে, তাহা দেখিয়া লোকে নানাপ্রকার কথা তুলিতেছে। বুঝিতে পারিতেছি না, ভাবের ভিতর প্রবেশ করিতে পারিতেছি না। পরিহাস করিতেছে, বিদ্রূপ করিতেছে, নিন্দা করিতেছে, বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। পরমেশ্বর, আমরা যে এ সব দেখিতেছি না, শুনিতেছি না, তা নয়, খুব দেখিতেছি, শুনিতেছি, উপায় উদ্ভাবন করিতেও চেষ্টা করিতেছি ; কিন্তু মন বলে, হরিনামের শত্রুকে যদি শাসন করিতে হয়, আরো হরিনাম করিতে হইবে। কথাটি সহজ, মন্ত্রটি অসাধারণ। আমরা বোঝাতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু নির্ব্বোধেরা বুঝিল না। পরিহাসকারীরা আরো পরিহাস করিতে লাগিল। তোমার কার্য্য তাদের নিকট আরো দুর্ব্বোধ হইল। অগ্নি আর জল এক হইল। বুঝিতে পারা আরো শক্ত হইল। যে হরিনামরসে মাতে নাই, সে কখন প্রমত্ত ব্যক্তির খেলা বুঝিতে পারে না। যে নেশা করে নাই, সে কখন নেশার মত্ততা বুঝিতে পারে না। যে কখন বৃন্দাবনে যায় নাই, সে তার মধুর ব্যাপার বুঝিতে পারে না। শুষ্ক মরুভূমিতে বসিয়া, যমুনাজলের লীলা বুঝিতে পারে না। তবে বল, কিরূপে লোকের কাছে এ সব অনুভূত

হবে ? হরি, হাসি পায়, সরল সহজ ধর্ম্মের কথা, যাহা শিশু ধ্রুব প্রহ্লাদ বুঝিতে পারিয়াছে, তাহা বড় বড় বিদ্বানেরা বুঝিতে পারে না। সোণার গৌরাঙ্গ পৃথিবীর মঙ্গলের জন্য আপনাকে সন্ন্যাসী করিলেন, কিন্তু তাঁর বৈষ্ণবধর্ম্ম সকলের কাছে ঘৃণিত। এখনো চৈতন্য সভ্যসমাজে স্থান পান নাই। সকলে তাঁকে দুর দুর করে। তৈল আর জল যেমন, হরিনাম আর সভ্যতা তেমনি। আমরা সেই হরিনাম পুনরুদ্ধার করিতেছি। আমাদের প্রাণের হরিনাম লোকের কাছে অপমানিত হইল, ইহা সহ্য হয় না। লোকগুলো যে জ্বালাতন করে। হরিনাম শুনিবে না, হরিনাম লইবে না, ভক্তির কথা শুনিলে খড়্গহস্ত হয়, ইহার উপায় কি নাই ? পৃথিবী কি চিরকাল হরির বিরোধী থাকিবে ? এ সব ভাবিয়া বড় ভাবনা হয়। কিন্তু আবার ভাবি, উপায়ত আছে। যেমন লোক হরিনাম চায় না, আরও হরিনাম করিব। গুরো, উপদেশ দাও ; তোমার উপদেশ খুব ভাল, মানুষের উপদেশের মত নয়। তারা বলে, "তোমাদের হরিনামকে লোকে গালাগালি দেয়, তোমরা তাদের সঙ্গে তর্ক কর, তাদের দেবতাকে গালাগালি দাও ;" কিন্তু তুমি বল, যে হরিনাম চায় না, তার কাণের কাছে অনেক বার হরিনাম কর। হরি, আমাদের রাজা বল, মন্ত্রী বল, সহায় বল, সম্পদ বল, সব তুমি। হরি, তুমি না বুঝাইলে, বুঝে কে ? আবার তুমি বুঝাইলে, না বুঝে কে ? হরি, তোমাকে অগ্রাহ্য করে ? আনন্দময়ী মা হয়ে তুমি পৃথিবীতে এলে, তোমাকে কেউ মানিবে না ? হরিনাম করিয়া জিতিব, ভক্তিতে কাঁদিয়া জিতিব। তোমার যে মিষ্ট নাম আমরা বুঝিয়াছি। হরিপ্রেমে মাতিয়া বিরোধিগণকে পরাজয় করিব। হরি যার, জয় তার। হরি বিমুখ হইলে, বিদ্যা বুদ্ধি থাকিলেও কিছু হইবে না। হে প্রেমময়, আমাদের ভালবাসার বস্তু, হৃদয়ের বস্তু, তোমাকে বার বার বলিতেছি, আমাদের যেমন বয়স বাড়িতেছে, যেমন আর কোন

কর্ম্ম নাই, একগুণ হরিনাম দশগুণ হবে। হরিনামের ধ্বনিতে উত্তর দক্ষিণ জয় হবে। প্রেমের তরঙ্গে সব ভক্তেরা জয়ী হইয়াছেন, আমাদের কেন হবে না? বড় বড় ইংরাজ পাদ্রী, মুসলমান. সকলকে জয় করিব। যদি হরিনামে চক্ষুর জল পড়ে, ভক্তি হয়, যদি সরল হই, অবশ্য জয় হবে। ভক্তির কাছে কেউ দাঁড়াতে পারে না। হায়, ভক্তগণ, তোমরা কোথায় রহিলে? তোমাদের দৃষ্টান্ত পাঠাও। আমরা অত্যন্ত ভাবিত হইয়াছি, কি করিলে দুর্ব্বোধ হরিকে লোকের নিকট বুঝাইতে পারিব। হরি, তুমি আমাদের সর্ব্বস্ব। কাঙ্গালের আর কি সম্বল আছে? হরিনাম আমাদের ধন। বৈরাগ্যের ছেঁড়া কাপড় দাও। দয়াল, ইহা দেখাইয়া বুদ্ধ পৃথিবী জয় করিয়াছিলেন। এক রাজার রাজ্য ছেড়ে, আর এক রাজার রাজ্য পেলেন। এক রাজমুকুট ছেড়ে, আর এক রাজমুকুট পেলেন। তোমার ভক্ত ঈশা কি হলেন? বৈরাগী হয়ে স্বর্গের দেওয়ান হলেন। হরিভক্তির মত জিনিষ নাই। আমাদের ভক্তি কম, তাই অগ্রসর হইতে পারি না। তোমার কোমল চরণে এই পাপভারাক্রান্ত মাথা যদি আরো ভাল ক'রে রাখিতে পারি, তবেই হবে। আরো ভাল ক'রে প্রেমের সাধন চাই। স্বর্গের ভক্তি এনে দাও। তোমার প্রেমে এখনো ভাল ক'রে জখম হই নাই। আরো জখম কর। হে প্রেমসিন্ধো, হে দয়াময়, দয়া ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা হরিনামে খুব মত্ত হইয়া, পৃথিবীর নিকট জয়ী হইতে পারি; তুমি এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

দ্বিজত্বের সুগন্ধ

(কমলকুটীর, সোমবার, ১১ই আশ্বিন, ১৮০৩ শক ;
২৬শে সেপ্টেম্বর ১৮৮১ খৃঃ)

হে ঈশ্বর, হে জীবন্ত দেবতা, তুমি কৃপা ক'রে স্পষ্টরূপে বল, ব্রাহ্মণের ঘরে আর চণ্ডালের ঘরে কি প্রভেদ। কি কি লক্ষণ থাকিলে দ্বিজপরিবার হয়, কি কি লক্ষণ থাকিলে চণ্ডালপরিবার হয়? দিন দিন আমাদের পরিবার দ্বিজ হইতেছে, না, চণ্ডাল হইতেছে? আমরা কেবল উপাসনা করিলে স্বর্গে যাব না, কিন্তু আমরা যে বাড়ীতে, যে পরিবারে থাকি, তাহা সাত্ত্বিক হইল কি না, তাহার উপর আমাদের পরিত্রাণ নির্ভর করিতেছে। পিতঃ, আমরা ব্রাহ্মসমাজে চণ্ডালপরিবারের আদর্শ দেখাইতেছি। এক দিন সংসারের বিশৃঙ্খলা হইল, মুখ ভার হইল, আর হরিনাম ভাল লাগে না। আবার এক দিন পাঁচটা টাকা পাইলাম, মুখ খুসি হইল। এই রকম আমাদের যদি ভাব হয়, তবে আমরা চণ্ডালপরিবার। পৃথিবী জিজ্ঞাসা করিতেছে, তোরা ব্রাহ্মণ, না, চণ্ডাল? তোরা বেদ পাঠ করিস্, না, কেবল চাম্ড়া নিয়ে থাকিস্? এ আত্মা নয়, সব মাংস আর চাম্ড়া। শ্রীহরি, যেখানে জেয়াদা চাম্ড়ার গন্ধ, সেখানে তুমি থাক না। তুমি মুচি পাড়া ছেড়ে পালাও। এত মুচি এখানে? চাম্ড়ার ব্যবসায় চলিতেছে, ইহার ভিতর হরি আসিবেন কেন? আমার হরি, যেখানে গোলাপের গন্ধ, চন্দনের ধূপ ধূনার গন্ধ, সেখানে যাও। আমাদের গায়ে পাপের গন্ধ, বহুকালের চাম্ড়ার গন্ধ। কেবল চাম্ড়া। আত্মা কৈ? উপাসনার সুগন্ধ কৈ? হরিনামের গোলাপ কৈ ফুটেচে? ভক্তির খুব ভাল ফুলোল তেল দেবতারা পাঠিয়ে দিয়াছেন, পাড়ার লোক মাখ্চে, আত্মারাম ভাই মাখ্চে, এ খবরও পাই না। আত্মন্, পাড়া থেকে কোথায় গেলে তুমি?

প্রেমস্বরূপ, ব্রাহ্মণের পরিবার কোথায়, বল। যে বাড়ীতে হোম যাগ যজ্ঞ হইতেছে, সেই ঋষি-পরিবার কৈ? সেখানে উৎসাহের অগ্নিতে সাধনের ঘি ঢালা হইতেছে। ছেলে মেয়ে পুরুষ সকলে ব্রহ্মানলের স্তব করিতেছে। ভক্তির ফুলের মালা গলায় দিয়া, দিন রাত্রি, সকালে বিকালে হরিনাম করিতেছে। সন্ধ্যা হলে স্ত্রীলোকেরা ছাদে ব'সে গল্প করিতে লাগিলেন, সেখানে সব চিদাত্মা দেবীরা এলেন। সীতা সতী সকলে এলেন। সতী বলিলেন, আমি কিছু কষ্ট পেয়েছি বটে, কিন্তু পুণ্যব্রত রক্ষা করেছি। কষ্টের ভিতরও মনের ভিতর একটা সুখ রাখিয়াছি। সীতা বলিলেন, আমার মনে হয়, সতীর পতি বিনা কেহ নাই। পতি ছেড়ে সতীর ধর্ম্ম নাই, পতিরও সতী বিনা ধর্ম্ম হয় না। এই রকম সব গল্প হয়। রাত্রি দুইটা বেজে গেল, সে বাড়ীর মেয়েরা আর ছাদ থেকে নামে না। আকাশের দিকে তাকাইয়াই আছে। চক্ষু দিয়া কেবল জল পড়িতেছে। দাসীরা বলে, এ কি? দয়াময়ি, তোমার প্রেম-ঘরের অপরূপ খেলার কথা কি বলিব? এ পাড়াকে ধিক্, কেবল চাম্‌ড়া। আত্মাগুলি শুকিয়ে গেল, কেবল শরীর মোটা হইতেছে। হরিনাম ভাল লাগে না, কীর্ত্তন ভাল লাগে না, উপাসনা ভাল লাগে না। হায় রে, আত্মা শুকিয়ে গেল। আত্মার জ্বর হয়েছে। এ পাপজ্বর, ইহাতে অনেকে মরে। কবিরাজ বলেন, ভয়ানক রোগ। বাহিরে হঠাৎ দেখা যায় না, ভিতরে লুকান থাকে। যারা উপাসনা করে না, তাদের রোগ সারিতে পারে; কিন্তু যারা উপাসনা করে, অথচ ভিতরে ভিতরে ভাল লাগে না, ডুবে ডুবে জল খায়, তাদেরই রোগ শক্ত। কেন না রোগী বলে, ক্ষুধা হইতেছে, রোগ নাই, মনে সুখ আছে, এ আসল বিকার। উপাসনা কমিয়ে কমিয়ে, অরুচি খাওয়া খেয়ে, শেষে খেতে ব'সে পালিয়ে যায়। উপাসনার ঘরে অনেক জিনিষ, দেবালয় থেকে অনেক মিষ্টান্ন

এয়েচে, কেউ খায় না। কেউ পাঁচ মিনিট, কেউ আড়াই মিনিট উপাসনা ক'রে পালাল, কেউ ধ্যানের গন্ধেই পালাল। ভয়ানক অরুচি, ভয়ানক রোগ। হরি, বিধানের অভিপ্রায় ইহাত ছিল না যে, এখানে চণ্ডালপাড়া নির্ম্মাণ হয়। দ্বিজপাড়া হবে, হরিনাম কসে খাবে, সকলে ভাল ভাল জিনিষ খুব খাবে। কবে দ্বিজনামের গৌরব রক্ষা করিব। আর চাম্‌ড়ার গন্ধ সয় না, হরি। এখানে যখন শ্রীগৌরাঙ্গ যুধিষ্ঠির বেড়ান, নাক টিপে থাকেন। জিজ্ঞাসা করিলে বলেন, "মনের ময়লা, পাপের ময়লা রাশি রাশি, গাড়ী গাড়ী যাচ্চে, যাওয়া যায় না।" ওদিকে ঐ ময়লার গাড়ীর দুর্গন্ধ, এদিকে চাম্‌ড়ার গন্ধ, মনের ময়লার গাড়ীর গন্ধ। আমরা যখন ভাইয়ের শরীর শুঁকিব, কেবল উপাসনার আতরের গন্ধ। স্ত্রীলোকদের শরীরে কেবল পবিত্রতার গন্ধ। তা নয়, কেবল দুর্গন্ধ। হে পিতঃ, পাড়ার লোকদিগকে মুখ ধুইতে খড়ি কিনে দাও, তাতে ভাল কর্পূর মিশিয়ে দাও। হে দীনবন্ধো, সহায় হও। পাড়াকে দুর্গন্ধ হইতে মুক্ত কর। এত চাম্‌ড়ার গন্ধ! দয়াল, চাম্‌ড়ার গন্ধে যাই যে। রক্ষা কর, এ চাম্‌ড়ার ব্যবসায় হইতে মুক্ত কর। আমরা ভাল ভাল আতর গোলাপ চন্দনের ব্যবসায় করি, আত্মার ব্যবসায় করি। আত্মারাম, জেগে উঠ। ম'রে গেলে যে! শুকিয়ে গেলে যে! তোমাকে, বুঝি, হরিনামের দুধ কেউ দেয় না? উপাসনার ছোলা কেউ দেয় না? কে তোমাকে চাম্‌ড়ার ব্যবসায় করিতে পরামর্শ দিল? আমি জানি. সে দিন দেখিলাম, তোমায় একজন বলিতেছে, তোমার বাড়ীতে এত কষ্ট কেন? ধার হয়েছে? চাম্‌ড়ার ব্যবসায় কর, সব কষ্ট যাবে, নগদ নগদ টাকা আসিবে। আত্মারাম, অমনি ভুলে গেলে। শয়তানের প্রলোভনে ভুলে গেলে। শয়তানকে দূর ক'রে দিলে না কেন? ছাড় চাম্‌ড়ার কারবার। ভাল ভাল জিনিষ খাও। ঋষিদের পাহাড়ে যাও। দুর্গন্ধের ভিতর থেকে

বেরিয়ে পড়। নির্ম্মল বায়ুতে যাও। শুদ্ধ সাত্ত্বিক আহার কর। চার ঘণ্টা পাঁচ ঘণ্টা হরিনামে মত্ত হও, চিদাকাশে যাও। আতর, গোলাপ, চন্দন, সুগন্ধের ব্যবসায় কর। হে দয়াল, শীঘ্র বাঁচাও, নতুবা দুর্গন্ধ যায় না। উপাসনার উপর যত চোট্। পরস্পরের সঙ্গে ঝগড়া হলো, বিবাদ হলো, খাবার গোল হলো, দূর কর হরিনাম। কেন এ রকম হয়? আমিত বলি, দুঃখের সময় হরিনাম আরো মিষ্ট হয়। শরীরগুলো দূর হোক্, চিন্ময় আত্মা বাহির হইয়া পড়ুক, চামড়ার শরীর দূর হউক, চিদাকাশে যাই। শকুন্তলা সীতা সাবিত্রী তাঁহাদের সঙ্গে মেয়েরা মিশুক। তাঁরা কেবল পুস্তকে যেন বদ্ধ না থাকেন। আমার ভাই বন্ধু সকলে চামড়ার ব্যবসায় ত্যাগ করুন। হে দয়াময়, হে কৃপাসিন্ধো, দয়া ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন এ জীবন শেষ না হইতে হইতে, এই চাম্ড়ার শরীর পুড়িয়ে ফেলে, আমরা চন্দনের শরীর লাভ ক'রে. আপনাদের সুগন্ধে আপনারা মোহিত হই এবং সকলকে মোহিত করি; দয়া ক'রে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

মত্ততার পথ

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ১২ই আশ্বিন, ১৮০৩ শক ;
২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে প্রেমময়ি, ভক্তেরা ভক্তি সাধন করেন, যোগীরা যোগসাধনপ্রিয়। আমরা কোথায় গিয়া দাঁড়াইব? কোথায় গিয়া পড়িব? বলিতে বলিতে আর ভাল লাগে না। উপাসনা করি, কিন্তু মধুরতা থাকে না। বিষয়-কর্ম্ম ছাড়িয়া ছিলাম, আবার করি; স্ত্রী পুত্র পরিবারের প্রতি

আসক্তি কমিয়াছিল, আবার বাড়িল। এই রকম হইয়া হইয়া এক দিন সংসার ধর্ম্মকে মারিয়া ফেলিবে। এ সম্ভব মনে হয় যে, মানুষ ধর্ম্মের নামে সংসার করিবে, ধর্ম্মের নামে ধর্ম্ম ছাড়িবে। আর এক রকম ইহা হইতে পারে যে, চলিতে চলিতে ক্রমে ধুপ্‌ করিয়া এক জায়গায় গিয়া পড়িবে। সে বৃদ্ধ বয়সে পড়িয়া আর উঠিতে পারিবে না। এ দুটোর কোন্‌টা হইবে, বলিয়া দাও। আমরা যে এত দিন পরে কোন একটা ভয়ানক পাপ করিয়া মজা করিব, তা তত সম্ভব মনে হয় না। তবে ধর্ম্মের নামে পাপ করিতে পারি। উপাসনার সময় যদি ঘুমাই, বলিব, ধ্যান করিতেছি। যদি জেয়াদা খরচ করি, ধার করি বলিব, ঈশ্বরের আদেশ। যদি উপাসনার সময় কমাইয়া দি. বলিব, ধর্ম্মের অনুরোধ। কম উপাসনা হইলই বা, মিষ্ট হইলেই হইল। দেখ, হরি, এমনি করিয়া সাজাইয়া সাজাইয়া, এক এক কাজের এক একটা অর্থ দিয়া, সমুদয় ছাড়িতে চেষ্টা করিব। ইতিহাসপাঠে এটা বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, সন্তানাদি বৃদ্ধি হয়ে ক্রমে যত সংসারের ভার বাড়িবে, বলিব, "দয়াময়, বিধি দাও, যাতে পাঁচটা টাকা আসে।" বিধি তুমি দাও, না দাও, মানুষ নিজে বিধি করিবে। দয়াময়, এমনি ক'রে মানুষ সব ফাঁকি দেবে। কিন্তু কাকে ফাঁকি দেবে? তোমায় ফাঁকি দিতে গিয়ে, আপনাকে ফাঁকি দেবে। দোহাই, ও বড় রাস্তাটা বন্ধ কর। যে পথে গেলে ভক্তি যোগের ভিতর পড়ে যেতে পারি, তাই কর। লোকে লোভ করিতেছে, রাগ করিতেছে, হিংসা করিতেছে, টাকা আনিতেছে, অথচ বলে, ধর্ম্মের সংসার। বলে, কেন, এই ত আমার বৈরাগ্য আছে। আমি নিজে কম খাব, তবে পরিবারকে বেশী দিতে হবে। দয়াময়, ঐ বড় রাস্তাটায় গিয়া অনেকে মারা গিয়াছে। তাই তুমি ভয় দেখাইয়া দিবে, মানুষ যেমন ভয় পাইয়া দৌড়িয়া পলাইবে, অমনি প্রেমের বর্ষায় পিছলে পড়ে যাবে, আর দয়ালের

ইচ্ছা পূর্ণ হবে। দয়াময়, এমন দয়া কর দেখি, এ দুই পথের যে পথে গেলে প্রেমের গর্ত্তে গিয়া পড়িব; সেই পথে নিয়া চল। সেখানে পরম সুখ, পবিত্র সুখ, অতি নিত্য সুখ। হে পরমেশ্বর, হে করুণাসিন্ধো, দয়া ক'রে এ পথে নিয়ে চল, ও পথটা একেবারে বন্ধ কর। কে কবে পড়িবে, কখন কি কুযুক্তি আসিবে, কি হবে, জানি না। তার চেয়ে তোমার প্রেমের গর্ত্তে ফেলে দাও। ভক্তিতে ম'রে যাই, দয়াল, ম'রে যাই প্রেমেতে। যা হবার, তাই হবে, ক্রিয়া কর্ম্ম ত ঢের করেছি। এখন প্রেমে মত্ত কর। ভক্তের শেষে যা হয়, তাই কর। এ পথে নিয়ে যাও। তোমার নাম গাইতে গাইতে, তোমাকে দেখিতে দেখিতে মত্ত হইব। দয়াল, বিপথে যেন না যাই; বেশ যাচ্চি, যেতে যেতে হয় ত এক দিন পড়ে যাব। কি জানি, কি কুবুদ্ধি হইবে। মা আনন্দময়ি, ভুলিয়ে, ভয় দেখিয়ে ঐ পথ দিয়া নিয়া যাও। হে দয়াসিন্ধো, হে অগতির গতি, দয়া ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন এই দুই পথের মধ্যে নিকৃষ্ট পথ ছেড়ে, ঐ মত্ততার পথ ধরিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই; দয়াল, তুমি শ্রীমুখের বাণীতে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

দাস্যমুক্তি

(কমলকুটীর, বুধবার, ১৩ই আশ্বিন, ১৮০৩ শক;
২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে দয়াময়, শান্তির সাগর, আমরা দাস্যমুক্তির প্রার্থী হইয়া তব সন্নিধানে আসিয়াছি। আজ আমরা দাস্যমুক্তি চাই। আমরা দাস, দাসানুদাস, তস্য দাস। তোমার দাস ভক্তেরা, মানুষেরা তাঁদের দাস,

আমরা মানুষের দাস। তোমার সাধনের ভিতর একটা ভাবের অবহেলা হইয়াছে। দাসের ভাবটা সাধন হয় নাই। মহাত্মা ঈশার শিষ্য 'ক্যাথলিক' ধর্ম্মাবলম্বীরা পরসেবা খুব ভালরূপে দেখাইয়াছেন। কারণ মহর্ষি ঈশা দাসের ধর্ম্ম, পরসেবার ব্রত দেখাইয়া গিয়াছেন। তাই তাঁর শিষ্য প্রশিষ্যেরা সে ধর্ম্ম খুব বিস্তার করিয়াছেন। দয়াময়, তুমি আমাদের হস্তে ভার দিয়াছ যে, পরিবার পালন করিব, তাদের খাওয়াইব, দেখিব, ছেলেদের মানুষ করিব, তাদের চরিত্র গঠন করিব। আমাদের দাসের জীবন। কারণ প্রচারকদের যাঁরা টাকা দেন, বলেন, উপযুক্ত পরিশ্রম না করিলে দিব না। অন্য আফিসে যেমন নিয়ম আছে, আমাদেরও তেমনি। কিন্তু আমরা দাসত্বের কাজে ফাঁকি দি। কিছু করি না, সেবা করি না। আমরা সখ্যমুক্তি চাই, প্রভুত্ব কর্ত্তৃত্ব চাই; কিন্তু দাস হয়ে থাকিতে চাই না। মানুষের আবার দাস হইব? হে ঈশ্বর, দণ্ড দাও, দণ্ড দিয়ে চাকর কর। আর দেরি করিও না। যেখানে এত বড় কথা বলি যে, আমরা দাস হইব না, সেখানে খুব দণ্ড দাও। যার এত অহঙ্কার, সে কখন স্বর্গে যাবে না। আমরা যে একতারা বাজিয়ে, তোমাকে গান শুনিয়ে, ফাঁকি দিয়ে স্বর্গে ঢুকিব, তা হবে না। তোমাকে চাকরির ফর্দ্দ দিতে হবে। দাসত্ব করিয়াছি কি না, বুঝাইয়া দিতে হইবে, নতুবা স্বর্গের অধিকারী হইব না। দাস্যমুক্তি খুব আশ্চর্য্য ব্যাপার, উহাতে মানুষ খুব ধরা পড়ে। সখ্যমুক্তিতে মানুষ অত ধরা পড়ে না। নির্জ্জনে গান করি, সাধন করি, উহা সহজ, উহাতে বিবেকের কাজ অত নাই। স্বর্গে আমাদের জবাব দিতে হবে। হাড়ভাঙ্গা দাসত্ব না করিলে, কেউ স্বর্গে যেতে পারিবে না। সেবাতে মুক্তি হয়। যে সেবা করে, সে ধন্য। অনুগত ভৃত্য যে, সে ধন্য। যে উপরে উঠে, নীচে পড়ে; যে নীচে যায়, সে উপরের দিকে উঠে। মা, দয়া ক'রে এমন ক'রে দাও, যাতে

আমরা সেবা করি। পরস্পর পরস্পরের নিকট দাস্যব্রত লইব। দাস হলে স্বর্গ থেকে খুব আশীর্ব্বাদ আসে। কিঙ্করেরাই ত স্বর্গ কিনিয়াছে। দয়াময়ি, পৃথিবীর চাকরেরাই বৈকুণ্ঠে সুন্দর সুন্দর ঘর ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। বিনয় না হইলে, স্বর্গে স্থান হয় না। দাসেরা বিনয়ের চূড়ান্ত। চাকরের ভারি মজা। একটা খড়্‌কে এগিয়ে দিয়াছিল, তার নাম স্বর্গে লেখা হইল। কি বিপদ, কি বিপদ! পাঁচ ঘণ্টা একতারা বাজাইয়া সাধনই করি, আর বড় বড় উৎসবই করি, আর যাহাই করি, চাকরেরা আগে চলে গেল, যোগী ভক্ত পড়িয়া রহিল। মাথা নীচু না করিলে, ও ছোট দরজা দিয়া ঢুকিবে না। হে মঙ্গলময়ি, মনে মনে অনেকবার ভাবি, আর তাই তোমার কাছে প্রার্থনা করি, দাস্যব্রত দাও। সকলেই সকলের কাছে ছোট দাস। আমাদের কি হয়েছে? সেবা করিবার কি একটুও সময় নাই? হে ঈশ্বর, মধুর দাস্যবৃত্তি অবলম্বন ক'রে, বৃন্দাবনে শেষ জীবনটা কাটাই, ইহা ভিন্ন দেহের কলঙ্ক ঘুচিবে না। আমরা যেন সব বড় বড় নবাব, মাথা হেঁট করিতে চাই না। বলি, কেন সেবা করিব? চাকরি ত ছেড়ে দিলাম, আবার কেন সেবা করিব? সাহেবের কাছে টাকার জন্য যেন মাথা হেঁট না করিলাম, গরিবের কাছে মাথা হেঁট করিয়া সেবা করিব। কেবল যেখানে টাকার প্রত্যাশা আছে, সেখানে চাকরি করিব না; যেখানে টাকার প্রত্যাশা নাই, সেখানে কেন সেবা করিব না? যে এই রকম দাসত্ব করিতে পারে, বৈকুণ্ঠ তার। যার কাছে কিছু প্রত্যাশা নাই, তার সেবা করিব। গরিব ভাইয়ের অসুখ হয়েছে, তার সেবা করিব। হয় ত যার সেবা করিলাম, সে অসন্তুষ্ট হইল, বিরক্ত হইল। এই রকম নগদ পুরস্কার পাব। এ পাইয়া মন নরম হইল, বলিলাম, এই রকম চাকরিই ত চাই। মিষ্ট কথার পুরস্কার নাই, সহানুভূতির পুরস্কার নাই, টাকার প্রত্যাশা নাই,

চিরকালই খাটিয়া মরিবে। যত খাটিবে, আরো গালাগালি। যত গালা-গালি দেবে, তত আরো খাটিবে। আমি বল্‌চি, কিঙ্কর স্বর্গবাসী, কেবল ভাগবতে নয়। পিতঃ, যোগী ভক্ত সবই হইলাম, কেবল চাকরই হইলাম না। মা, যদি দয়া ক'রে চাকরের ব্যবসায় দাও, বাঁচিয়া যাই। আবার তার উপর যদি একতারা বাজাই, সেত সোণায় সোহাগা হবে। খুব কাল কাপড়ের উপর লাল জরদ জরির ভাল ভাল ফুল যেন! গরিব দুঃখী চাকরেরা সকলের খাট্‌চে, অপমানিত হচ্চে, খেটে খেটে অপমানে কাল হয়ে গিয়েছে, তার উপর একতারা বাজিয়ে সাধন করিতেছে, সোণায় সোহাগা। মরি মরি, কি সুখের চাকৃরি। দাস্যমুক্তি না পাইলে হইবে না। 'ক্যাথলিক' ধর্ম্মের তাঁরা কত সেবা করেন। রোগী গরিব সকলকে সেবা করিতেছেন। চাকর না হইলে হইবে না। আমরা নবাবী একতারা-ওয়ালা সোজা রাস্তায় নরকের দিকে যাচ্চি, আর চাকরেরা স্বর্গে চলিয়া যাইতেছে। বেদ বেদান্ত সব উল্টে যায়। খান্‌সামা হীরার মুকুট পাইল, আর আমরা যোগী ভক্ত নববিধানবাদী ঐ দিকে অন্ধকারে বসিব? সব উল্টে যাবে। নীচের টা উপরে, উপরের টা নীচে যাবে। দয়াময়, চাকরি ব্যবসায় কেন ছেড়ে দিলাম? দর্প চূর্ণ কর। এই কুড়িটা বৎসর দাস্যমুক্তি কেন সাধন করিলাম না? হে দয়াময়ি, হে কৃপাময়ি, বড় বড় সাধন করিতেছি বলিয়া যে এই দর্পটা, ইহা ত্যাগ করিয়া, যাহাতে পরের সেবক হইয়া, যথার্থ সেবা করিয়া, বৈকুণ্ঠে অধিকার স্থাপন করিতে পারি, মা, তুমি অনুগ্রহ করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নগদ লাভ

(কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ১৪ই আশ্বিন, ১৮০৩ শক ;
২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে দয়াময়, হে রসময়, ফলাফল চিন্তা করিয়া কি করিব? যে উপাসনা আপনার ফল আপনি, সেই উপাসনা করিব। দেখ, নিত্যানন্দ, অন্যান্য লোকের কৃষিতত্ত্বে বীজরোপণ, ফলভক্ষণ, দুই ভিন্ন কাজ, ভিন্ন সময়ে। তবে বিধান-কৃষিতত্ত্বে রোপণই ভক্ষণ, বপনই ভোজন, সাধনই সম্ভোগ। ভবিষ্যতের ফল কি, আমরা জানি না। এই বীজরোপণ করিতেছি, কি ফসল হবে, আমরা জানি না। কিন্তু, দয়াল, বীজরোপণ করিতে করিতে যে একটা আহ্লাদ হয়; সাধন আর সুখ দুই একত্র হয়। প্রেমময়, তোমার উপাসনা করে যারা, তাদের মধ্যে দুই রকম লোক আছে। এক দল আছে, চুপ করিয়া বসিয়া থাকে, ধৈর্য্য ধরিয়া থাকে যে, ভবিষ্যতে যাহা হয়, একটা হবেই হবে। আর এক দল আছে, বীজ পুঁতিতে পুঁতিতে দেখে, চাল হইল কি না! হে ঈশ্বর, ইহাত কল্পনা নয়, একটা বিশেষ ব্যাপার। নরনারী সকলকে জিজ্ঞাসা কর, সাধনের সঙ্গে সঙ্গে লাভ হইতেছে কি না। প্রেমসিন্ধো, নববিধানে ছেলে হইতে দশ মাস লাগে না, অমনি রাতারাতি তৈয়ার সন্তানটি হয়। যেমন পুণ্য, তেমনি লাবণ্য! এ এক প্রকার কেমন নূতন সাধন। উপাসনার সময় আমরা বলিতেছি, ঠাকুর, দেখা দাও। এখন বল্‌চি, আর দশ বছর পরে দেখা দেবে, তা নয়, ডাকিতে ডাকিতে দেখা দিবে। ডাকিতে ডাকিতে মুখে সুধা ঢেলে দিলে। তোমার ভক্ত এ রকম ক'রে পূজা করেন। উপাসনা হয়ে গেল, সকলের ক্ষুধা তৃষ্ণা হইল, তোমার ভক্তের আর হইল না। তিনি যে উহার ভিতর ডুবে ডুবে জল খেলেন। এতটা সময় কি

না খেয়ে দেয়ে তোমার পূজা অর্চ্চনা করা যায় ? ওর মধ্যে সেয়ানা যাঁরা, মাঝে মাঝে খেয়ে নেন্। বীজ পুঁতেই ফল খাব। জগদীশ্বর বলেন, যে দেরি করিবে, সে শয়তানের উপাসক। আঁটি পুঁতিতে পুঁতিতে ফল পাকিল। হে ঈশ্বর, সাধন আর আনন্দ যেখানে এক হইয়াছে, সেখানে আমাদিগকে দাঁড়াইতে দাও। এক মুখ কথা বল্‌চে, এক মুখ তোমার স্তনপান করিতেছে। দুমুখো উপাসনা। এক মুখ 'দয়াময়ি' 'প্রেমময়ি' বলিয়া তোমায় ডাকিতেছে, আর এক মুখ তোমার স্তনপান করিতেছে। ঠাকুর, মাহিয়ানা না পেলে তোমার চাকর খাটিতে পারে না। তিন চার মাস মাহিয়ানা পড়ে থাকৃবে, তাহলে উপাসনা করা যায় না। তিন চার মাস খেটে খেটে নাজেহাল হয়ে গেলাম, কিছু পেলাম না, সেখানে পোষায় না। হে প্রেমসিন্ধো, আমাদিগকে ধারে উপাসনা করিতে আর দিও না। এমন ক'রে তোমার ছেলে মেয়েদের তোমাকে ডাকিতে দাও যে, ডাকিতে ডাকিতে শান্তি সুধা খাইয়া, সুখ পাইয়া, মুখে শ্রী লইয়া ফিরিয়া আসিবে। ঠিক যেন খাইয়া আসিল। প্রেমময়, আমাদের মনে হইতেছে, এই বিধানের সাধনের সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যের সুখ রাখিয়াছ। এটা যেন বিশ্বাস করি। এমন উপায় ক'রে দাও, যাতে তোমাকে ডাকিতে ডাকিতে প্রাণ ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। যাত্রা করিতে করিতে প্যালা পাব। নগদ কখন পাব, এই মনে ক'রে ভক্তেরা ব'সে থাকেন। খুব পাইতেছে, আবার খুব গান ধ'রে দিলে। সকলে মেতে গেল। পাঁচ ঘণ্টায় এত নগদ পেয়েছ! মোহর শাল হীরার মালা এত পেয়েছ! একতারা ফেলেও দেয় না, উঠেও যায় না। হরি, সুধু চুক্তি ফুরণে নববিধানের লোকদের হয় না। খুব নাচিব, আবার তুমি হাসিবে, কেমন মজা। যাত্রা আর থামে না, এক জন থামে, এক জন ধরে। তোমার বাড়ীর যাত্রা এই রকম। অন্য বাড়ীর যাত্রা দুই টায় বসিয়া পাঁচ টায় ভেঙ্গে গেল। স্বর্গে দেবতারা শুনে

বল্লেন, "ছি ছি, বোধ হয়, কিছু পারে নি। একটা পয়সা প্যালা পায় নাই। তা না হলে, এত শীঘ্র যাত্রা শেষ হয়?" দয়াময়, এরা সকলে প্যালা পায় না ব'লে, এত শীঘ্র উপাসনা ছেড়ে পলায়। হাত জোড় ক'রে প্রার্থনা করি, হে কৃপাসিন্ধো, হে দয়াময়, তুমি দয়া ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার উপাসনাতে খুব নগদ লাভ ক'রে, আরো প্রমত্ত হইয়া যাই; একটিবার এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ভগবতীর অর্চ্চনা

(কমলকুটীর, শুক্রবার, ১৫ই আশ্বিন, ১৮০৩ শক;
৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে পরম পিতঃ, হে আশ্চর্য্য প্রেমের আকর, তোমাকে পিতা ব'লে ভালবাসিলে, যেমন খুব তোমার নিকটস্থ ভক্ত হওয়া যায় তেমনি তোমার শত্রু যারা, তাদের যদি আমাদের শত্রু মনে করিতে পারি, তা'হলেও খুব নিকটস্থ ভক্ত হওয়া যায়। ভাব রাখিতে গেলে, এই দুই উপায়ই চাই। মানুষ মনে করে যে, কেবল হরিনাম করিলেই ভক্ত হওয়া যায়। হরির দুষ্‌মন যারা, তাদের যদি আদর করি, তা'হলে উপাসনার ঘরে আসিয়া দেখিব, দরজা বন্ধ। শত্রুকে যদি প্রশ্রয় দি, হরিকে আর পাওয়া যায় না। কি অভিমান! স্বর্গের অভিমান বড় ভয়ানক। শত্রুকে প্রশ্রয় দিলে ভক্তি শুকায়, চরিত্র খারাপ হয়। ভক্তের খুব সাবধানে চলিতে হয়। এক বাটি ঘন দুগ্ধে যেমন একটু টক পড়িলে ছিঁড়ে যায়, তেমনি ভক্তি ছিঁড়ে যায়। পিতঃ, তুমি আপনার বেলা সকলকে ক্ষমা কর, কিন্তু আমাদের বেলা এই চাও যে, তোমার শত্রু যারা, তারা আমাদেরও শত্রু

হবে। পিতঃ, তুমি এই চাও যে, নববিধানের শত্রু যারা, তারা ক্রমে যাতে অবসন্ন হয়ে পড়ে, অবিশ্বাসীরা দুর্ব্বল হয়, বড় রকম যে পৌত্তলিকতা আছে, দুর হয়। দেখ, মা, আজ সপ্তমীর দিন, লোকে তোমাকে ঘরে আনিবে, না, কাহাকে লইয়া আসিল? মৃত মৃত্তিকা, তাকে আনিয়া "মা, মা" ব'লে ডাকৃচে। আহা, দুঃখ হয়! মা ম'রে গেলে, ছেলে যদি মৃত মাকে মা ব'লে ডাকে, আর স্তনপান করিতে যায়, আর মা কথাও বলে না, এ সেই রকম। তবুত সে মা, এক সময় বেঁচেছিল। এ মার কখন প্রাণ ছিল না, কখন বাঁচিবে না। কেন তবে মাটীকে লোকে মা বলে? মাটী, কাঠ, খড়, এ সব মা হয়ে বঙ্গবাসীর প্রাণ মন আকর্ষণ করিতেছে। যত সন্দেশ, ভাল ভাল জিনিষ কোথায় তোমার নামে উৎসর্গ হবে, না, কার নামে হইতেছে! কত আনন্দ হইত, যদি তোমার নামে এ সব হইত। পুঁতুল, তুই কেন মার জায়গা নিলি? ক্ষুধা পেলে তুই মুখে আহার দিতে পারিস্ না, অসুখ হইলে ঔষধ আনিয়া দিতে পারিস্ না, বিপদে পড়িলে উদ্ধার করিতে পারিস্ না। পাপ করিলে, তুই মাটী ত আমাদের বাঁচাতে পারিস্ না। রং করা পুঁতুল, ছেলে মানুষেরা তোকে পেয়ে ভুলেছে; আমি বৃদ্ধ হয়ে কেমন ক'রে ভুলিব? তুই সামান্য মাটী হয়ে ব্রহ্মাণ্ডপতির আসন নিলি? সামান্য মাটী, কাঠ, খড় হয়ে তক্তার উপর দাঁড়ালি? মা পালিয়ে গেলেন, তুই এলি? পাপের আগুন জ্বলচে বঙ্গদেশে, তুই খড় কেমন ক'রে সে আগুন নিবিয়ে দিবি? তুই ত নিজেই পুড়ে যাস্। কি দুর্দ্দশা, প্রাণ যায় এক জনের। বড় জ্বর-বিকার হয়েছে। মারা যায়, নাড়ী পাওয়া যায় না। চীৎকার করিতেছে. 'মাগো বাপ্‌রে মলাম ব'লে কাঁদ্‌চে। "কেউ চিকিৎসা করিল না, ঔষধ দিল না" ব'লে, দুই চক্ষু দিয়া অবিরল জল পড়্‌চে। তার পিতা মাতা পরামর্শ করিয়া, মাটীর পুঁতুল গড়িয়া বিছানায় দিল। রোগীর বুকটা ফাটিতেছিল, এই দেখে একেবারে ফেটে

গেল। মরণের সময় পরিহাস? দয়াময়, তাই হয়েছে। যারা দেশের পিতামাতা, শাস্ত্রকার, চিকিৎসক, তারা কি এই উপায় ক'রে গেল যে, বৎসরান্তে যত পাপ হবে, একটা মাটীর পুঁতুল হইয়া তাহা দূর করিবে? মাটীর দুর্গা! দুর্গা মাটীর পুঁতুল! দেশটা ঘুমাইয়াছে না কি? ঘোর বিকার। বাঙ্গালিগুলো চীৎকার কচ্চে। করে কি! খড়ের দিকে তাকিয়ে বলে, এই আমার পরিত্রাণ। মা ভগবতি, এক বার এ সময় আসিতে হবে। দয়ালু চিকিৎসক, এক বার এসে বঙ্গদেশকে দেখিতে হইবে। বঙ্গদেশ, সোণার দেশ, যায় আর কি। রোগীরা প্রলাপ বকিতেছে। কবিরাজ এলে? নিজ মুখে হরিনাম করিতে করিতে আসিবে? হরিনামের সময় এয়েচে। বঙ্গবাসীরা প্রলাপ বকচে। অত্যন্ত শক্ত রোগ। চারিদিকে খড় মাটী বিচিলি পরিহাস করিবার জন্য আনিয়াছে। একবার মহামন্ত্র ঝাড়। ব্রহ্মানন্দরস পান করাব। দোহাই, কবিরাজ, দাও সেই ঔষধ। সোণার দেশকে বাঁচাও। তা না হলে, কৃতজ্ঞতার ঋণ পরিশোধ করিতে পারিলাম না। এঁর কাছে খেলাম এত দিন। এখন এঁর রোগ হয়েছে, চিকিৎসা করাব না? যাদের উপর ভার ছিল, তারা কিছু করিল না। মা, বাঁচাও। আমাদের উপায় তুমি। আমরা পূজা করিব, ভগবতীর পূজা ত? কত পূজার আয়োজন হইতেছে। ভগবতীর পূজা হইবে। ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী দুর্গতিনাশিনী মা দুর্গার পূজা হবে। মা, আকাশ যুড়ে বসো দেখি। শান্তিজলে বঙ্গদেশের সব রোগ পাপ ধুইয়া যাক। ত্রিভুবনমোহিনী মা আমার; আমার মার ভিতর জ্ঞানের সাগর, প্রেমের সাগর। একবার এস, চিদানন্দময়ী মা। ছেলেরা আমোদ আহ্লাদ করিবে, নূতন কাপড় পরিবে, আতর মাগ্‌বে, পূজা দেখিবে। মেয়েরা কুটুম্বদের খাওয়াবে, অতিথিসেবা করিবে, নূতন কাপড় পরিবে, গল্প করিবে। কি আনন্দ, কি আনন্দ! এ পূজার ভিতরে মা ভাস,

তোমার কাছে থেকে চুরি করা। সতী স্ত্রীদের আমোদ তোমার, নির্দ্দোষ পবিত্র ছেলে, তাদের আমোদ তোমার। দয়াময়, এ সময় যদি ছোট ছোট ছেলেরা তোমাকে গিয়া বলে, "ভগবতি, এয়েচিস্? আমাকে কোলে কর্‌বি? আমার পায়ে নূতন জুতা আছে। সেই আর বছর আমাকে কোলে করেছিলি, পৃথিবীর মার কোল থেকে টেনে নিয়েছিলি, সেই যে মোয়া খাইয়েছিলি। তুই কে, ঠাকুরমা, না, দিদিমা? এত দিন আসিস্‌নি কেন? তুমি কি খুব দূরে থাক? আকাশে থাক? দূর ব'লে আস্‌তে পার নি? তা'হলেই বা, তুমিত খুব বড় মানুষ। তবে আস্‌তে পারিলে না কেন? তুমি আমাদের বাড়ী দুবেলা এস না কেন? শুনেছি, কারো কারো বাড়ীতে দুবেলা যাও; আমাদের বাড়ীতে কেন এস না, গরিব বলে? তোমার নাকি বড় দয়ার শরীর? তবে আসিতে পার না কেন? তুমি তিন দিন বই থাক্‌বে না কেন?" এইরূপে ছেলেরা মিষ্ট মিষ্ট ক'রে, আধ আধ ক'রে ধম্‌কাবে; তখন তুমি বল্‌বে, "আমি সব জায়গায় পড়ে আছি, আমায় বলে, 'এত দিন পরে এলে?' হায়, বঙ্গবাসীরা আমায় নিলে না। 'জেরুজেলেম, জেরুজেলেম' আমি তোমার জন্য এত করিলাম, তুমি আমায় নিলে না।" বঙ্গবাসী, সব চ'লে আয়। ও মা নয়, যাঁকে মা ব'লে ডাক্‌চিস্। এই মা, যিনি কোলে করেন, দুগ্ধ দেন, ঔষধ খাওয়ান। যিনি বৎসরকার দিন কত কাপড় দেন। আমরা এই মার পূজা করিব। আমরা সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী করিব, দশমীর দিনও তোমায় ছাড়িব না। কত ঢাকাই পরিব। মা বলিবেন, "কি, অন্য বাড়ীর ছেলেরা পুঁতুল পূজা ক'রে ঢাকাই পরিবে, এ বাড়ীর ছেলেরা পরিবে না?" মা আনন্দময়ি, তুমি বল্‌চ, বাহিরের ঢাকাই নিয়ে কি হবে? পুণ্যের বসন পর। মা, তুমি দুর্গা, তুমি শিব, তুমি কালী, স্বর্গে দুর্গতিনাশিনী, তুমি স্বর্গের হরিহর, তুমি স্বর্গের ওঁ ওঁ ওঁ। আকাশ

যোড়া রূপ তোমার, তোমার চাল চিত্রখানি আকাশ যোড়া। একবার সেই রূপ দেখি আমি। নিরাকারা কেমন তুমি আমাদের বাড়ী এয়েচ, কেউ দেখিল না। আয়, আয়, সকলে দেখ্‌বি আয়, মার রূপ। দেখ্‌না. যে জরির আঁচল খানা পড়েছে ; দেখ, কি টানা চোক্! ঐ থেকে ঐ অবধি। আর তাকাতে পারি না। এক বার দুর্গা হয়ে হাস না। জীবন্ত দুর্গা! ও কুমরের দুর্গা কি হাসিতে পারে? আমাদের মা হাস্‌ছেন. দেখ। আমাদের মার রূপ দেখ। এ সকল ব্যাপারই আলাদা। সে পূজা, আর এ পূজা, ঢের আলাদা। ঋকুমারী করেছি, তুলনা করে। কিসে, আর কিসে! সে আর এ কি তুলনা হয়? কেন তুলনা করিলাম? তুলনা না করিলে ওদের ডাকা যাবে কেমন ক'রে? তাই তুলনা করেছি। আমাদের মা ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী, আজ তোমার কাছে মিনতি করিতেছি, কি বল্‌ব বল, দেখি? সব বাড়ীতে যাও। ওদের পূজাস্থানে বোস। সব ভেঙ্গে চুরে ফেলে দিয়ে, আপনি গিয়ে বোস, নিরাকার রূপ ধ'রে। তোমার ক্ষমতার আর অভাব কি? হরি, এ বড় সর্ব্বনেশে দেশ হয়েছে। বড় অসুখ হইতেছে। পৌত্তলিকতারোগ বড় ভয়ানক। তুমি শান্তিজল ঢাল। সচ্চিদানন্দময়ি মা, এস। হে ভগবতি, হে দয়াময়ি, সুপ্রসন্ন হয়ে আজ এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমাদের মতি ভগবতীর চরণে চিরদিন থাকে এবং সকল লোকের মতি যেন ঐদিকে হয়; তুমি অনুগ্রহ ক'রে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো —]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সত্য দেবীর প্রতিষ্ঠা

(কমলকুটীর, শনিবার, ১৬ই আশ্বিন, ১৮০৩ শক ;
১লা অক্টোবর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, হে দুঃখিবৎসল, তুমি ধর্ম্মের ভিতর নীতিকে স্থাপন করেছ। যেখানে তুমি আত্মাকে ধ্যানশীল, উপাসনাশীল কর, সেখানে চরিত্রকে নির্ম্মল ও দোষশূন্য কর। ধর্ম্ম করিতে করিতে, উপাসনা সাধন ভজন করিতে করিতে, তোমার ভক্তেরা দোষ পরিহার করেন, এবং শুদ্ধ ও খাঁটি হন। হে পরম পিতঃ, যদি এদেশে এত ভক্তির আধিক্য, পূজার আড়ম্বর, তবে কেন এই পূজার উপলক্ষ ক'রে লোকে পাপ করে? যারা কলঙ্কিত, কলঙ্কিনী, তারা কেন এ সময় প্রশ্রয় পাবে? পাপীরা, অত্যাচারীরা কেন মনে করে, এই তাদের উপযুক্ত সময়? এই পূজার সময় হিন্দুদের নরনারী বালক বৃদ্ধ ইষ্টদেবতাকে পূজা করিবে। যা কেন তাদের ধর্ম্ম হোক না, এই লক্ষ্য ক'রে বঙ্গবাসীরা অষ্টমী পূজা করিতেছে। কিন্তু দুর্গাভক্তির সঙ্গে সঙ্গে শয়তানের পূজা কেন? ধর্ম্মসাধনের সঙ্গে সঙ্গে রিপুসাধন কেন? সমস্ত বৎসর পাপ করিল, সেই পাপের বাড়াবাড়ি এই সময় কেন? এক গুণ ব্যভিচার দশ গুণ এ সময়, এক গুণ মদ খাওয়া দশ গুণ এই সময়। আজ বড় ভয়ানক! আজ পাপপথে গড়াগড়ি দিবার দিন। এক যম বসিত শত দ্বার খুলিয়া, আজ দশ যম বসিবে সহস্র দ্বার খুলিয়া। কলঙ্কিনীরা বাহির হইল পাপের বোঝা কাঁধে করিয়া, বঙ্গের অধার্ম্মিকেরা স্বেচ্ছাচারী হইয়া পথে বাহির হইল। নির্জ্জনে যারা পাপ করিত, আজ দল বেঁধে বাহির হইল। হে পরমেশ্বর, আমাদের স্বজাতির এই দুর্দ্দশা। কোথায়, মা দুর্গা, কোথায় রহিলে কোথায় নীতি রহিল! একটা কল্পিত দুর্গা নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার সম্মুখে যাহা ইচ্ছা পাপ অত্যাচার

করিতেছে। ভাগ্যে তুমি মৃত অসার দেবতা; ভাগ্যে তুমি কেবল খড়, কেবল মাটী। যদি জীবন্ত দেবতা হতে, আজ কি করিতে, তোমার নামে এ সব অধর্ম্ম হইতেছে দেখে। দয়াময়ি, বঙ্গদেশ না তোমারি? নববিধান হওয়া অবধি তুমি নাকি বঙ্গদেশকে বিশেষরূপে তোমার প্রচারের ক্ষেত্র বলে চিহ্নিত করিয়াছ? এক পৌত্তলিকতার ভ্রমে দেশ গেল। আচ্ছা, তাই যেন মানিলাম, যে লোকে বুঝিতে না পারিয়া, ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরীকে মাটীর ভিতর পূজা করিতেছে; কিন্তু এই দুর্নীতির বিষয় বুঝিতে পারিতেছে না, তাত বলিতে পারি না। ওদিকে পূজার বাজনা, এদিকে বোতলের শব্দ। ওদিকে নাচ্‌বে যারা, বাজনা বাজাচ্চে কিসের জন্য? কুটিলপ্রকৃতি নারীরা সভ্যদের টেনে নরকে নিয়ে যাবে, সেই জন্য। দয়ামম, কিসের জন্য কাঁদিব? ভ্রমবশতঃ মাটীর পূজা করিতেছে, সে জন্য, না, জেনে শুনে তোমার নামে পাপ করিতেছে, সে জন্য? গৃহস্থের ঘরে আসুরিক আগুন জ্বলেছে। হা ঈশ্বর, পূজার ক'দিন বঙ্গদেশ ছেড়ে কোথায় গেলে? শুঁড়ির হাতে, কলঙ্কিনী স্ত্রীদের হাতে, শয়তানের হাতে, সোণার বঙ্গদেশ পড়িল। ওদিকে চণ্ডীপাঠ, পূজার আয়োজন, এ দিকে শয়তান তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। বাপের পথে গিয়ে ছেলে মারা যায়, ছেলের পথে গিয়ে পৌত্র মারা যায়। এইরূপে বংশপরম্পরা পাপে ডুবিল। হে দয়াময়, এইরূপে তোমার দেশ গেল, এর কি উপায় নাই? তোমার ভক্তেরা যদি তোমার চরণ ধ'রে কাঁদেন, তা'হলে কি কিছু হয় না? দয়াময়ি, তোমার চরণে মাথা রেখে, এই ব'লে মিনতি করিতেছি যে, সুরাপান, অপবিত্রতা, অধর্ম্ম, ব্যভিচার, যত পাপ এই পূজা উপলক্ষ ক'রে এদেশে এয়েচে, সেগুলোকে পুড়িয়ে ফেল। কোথায় গেল যোগীদের যোগ-সাধন, হোম, আর্য্যদের স্তব পূজা? সে সব গিয়ে আজ মাটীর পূজা, তার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক পাপের অত্যাচার। আজ দেশটা কি ভয়ানক হয়ে উঠিল!

দেবী কোথায় পড়িয়া রহিল, ঠিক নাই; একটা উপলক্ষ ক'রে লোকে মদ খাবে, মাংস খাবে। এ কি ধর্ম্ম? এ অবস্থায় কোথায়, নববিধান, এস একবার। নতুবা উপায় দেখ্‌চি না। আর কিছুতে দেশ বাঁচাইবার উপায় দেখিতেছি না। হে দয়াময়ি, তোমাকে মিনতি করিতেছি, দেশটা বাঁচাও। সব গেল। গৃহস্থের বাড়ীতে ভয়ানক ভয়ানক পাপের আমোদ ঢুকে সকলের সর্ব্বনাশ করিতেছে। অর্দ্ধেক নাস্তিকতা, অর্দ্ধেক মাটী পূজা, তার সঙ্গে সঙ্গে ভয়ানক পাপ মিশে গেল। আর কি বাকি রহিল? কপটতা, নাস্তিকতা, ধূর্ত্ততা, অবিশ্বাস সব এক হইল। আর শয়তানের রাজ্যবিস্তারের বাকি কি রহিল? হায়রে দুর্গা, এসেছিলি দেশ বাঁচাতে, না, আরো পাপের আগুন জ্বলিল! তোকে শুদ্ধ শয়তানে টানিয়া লইতেছে। আজ অষ্টমী পূজা—কি ভয়ানক অত্যাচারই হবে, আসুরিক ঘটনা সকলই হবে। আজ আমাদের মা, কোথায় পড়িয়া থাকিবে! হিন্দুদের মাটীর দুর্গাই বড় হবে, তার সম্মুখে রক্তারক্তি হবে। প্রকাণ্ড পাপের দামোদর বেগে আসিল। কিরূপে তাকে বাধা দিব। কে বাঁচাবে তুমি বিনা? তুমি এক হুঙ্কার করিলে, এক নিশ্বাস ফেলিলে, কোথায় যাবে সব পাপ। মা, একবার রণস্থলে দাঁড়াইয়া, এই দুর্গার সঙ্গে যুদ্ধ কর। এই যে প্রতিমা খানা, নীচে অসুর, উপরে দুর্গা। কিন্তু এই কয় দিন অসুর উপরে উঠে, দুর্গা নীচে পড়ে। মা অসুরবিনাশিনি, তোমার প্রতিমাই ঠিক। বঙ্গদেশে অসুরের জয় হইল, দুর্গার পরাজয় হইল। দুর্গতিনিবারিণি, এস, এসে বাস কর। সকল আসুরিক ভাবগুলোকে দমন ক'রে নীচে ফেল। হে দয়াময়ি, হে কৃপাময়ি, দয়া ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা যত দিন বাঁচি, সত্য দেবীকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া, কেবল তাঁহার পূজা করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই; মা, তুমি অনুগ্রহ ক'রে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো—] শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

চিন্ময়ী দুর্গালাভ

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, রবিবার, ১৭ই আশ্বিন, ১৮০৩ শক ;
২রা অক্টোবর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে দয়াময়, হে বিঘ্নবিনাশন, পতিত দেশ উদ্ধারের ভার তোমারি হাতে। মাতৃভূমি জন্মভূমির ভার তোমার হাতে। এই যে সময়, এই যে হিন্দুর সাম্বৎসরিক মহোৎসবের সময়, ইহা বুঝাইয়া দেয়, কত উন্নত এ জাতি, কেমন পতিত এ জাতি ; কত সাধু ভাব এ জাতির মধ্যে আছে, কত পাপাসক্তি ইন্দ্রিয়সেবা আছে এ জাতির মধ্যে ; কত ভাল হতে পারি আমরা আর্য্যসন্তান, কত মন্দ হতে পারি আমরা আর্য্যের পতিত সন্তান। আজ এই জাতির গৌরবের মুকুট মাথায় দিয়া. এ দেশ হাসিতেছে ; আজ আবার চিরদুঃখিনীর মত হয়ে মাতৃভূমি কাঁদ্চে, বুক চিরে দেখাচ্চে, কত দুঃখ। ধর্ম্মের নামে কত পাপ হচ্চে। ঘরে ঘরে কত পাপ, কত দুঃখ। দুইই নবমী পূজায় প্রকাশ পাইতেছে। এত পাপ, অত্যাচার, পাপাচার, চুরি, ব্যভিচার! সামান্য মৃত্তিকার কাছে হিন্দুর মাথা আজ অবনত। দেশ শুদ্ধ মেতেছে, কিসের জন্য ? পুঁতুলকে দেবতা মনে ক'রে। এ পূজা দেখাচ্চে, আমরা কত নীচ হতে পারি। এর চেয়ে নীচ আর কি হবে ? খড়ের পর্য্যন্ত পূজা হলো! যাঁরা এক সময় হিমালয়ে তোমার ধ্যান ধারণা করিতেন, আজ বঙ্গদেশে নিম্নভূমিতে এসে, তাঁরা খড়ের মাটীর পূজা কচ্চেন! পণ্ডিতেরা এই মাটীর সম্মুখে শ্লোক উচ্চারণ করিতেছেন! পতিত জাতি, তবু তার পূর্ব্বগৌরব রয়েছে। হীরা ভেঙ্গেছে, তবুত হীরক-খণ্ড। তার ভিতরও উজ্জ্বলতা রয়েছে। সে ত আর সামান্য কাচ নয়। এজন্য নবমীর দিনে, হাত জোড় ক'রে এই প্রার্থনা করিতেছি, এর ভিতর যা কিছু ভাল, তা যেন করিতে পারি। খড় মাটী ছেড়ে দেব। মাটীর

পূজা যেন আর না হয়। কিন্তু নির্দ্দোষ দুর্গা-পূজা, সত্য পূজা যেন না ছাড়ি। আজ এ সময় যত নির্দ্দোষ আমোদ তোমার ভক্তদের মন আমোদিত করিতেছে, সে গুলো যেন রেখে দি। দেখ, করুণাময়ি, খড়ের দুর্গা দেখে আমরা চিন্ময়ী দুর্গা লাভ করিলাম, হিন্দুদের আরাধিত পূজিত প্রতিমার দিকে তাকাইয়া বিশ্বাসনয়নে দেখিলাম, যদি পূজা করিতে হয়, ওর চেয়ে পূজা নাই। যার ভিতর অন্নপূর্ণা লক্ষ্মী, জ্ঞানদায়িনী সরস্বতী, রূপ বীরত্বের প্রতিরূপ সর্ব্বসিদ্ধিদাতা কল্যাণময় দুটি সন্তান। দুই সখী, দুই সন্তান লইয়া ব্রহ্মাণ্ডেশ্বরী এলেন, এসে দেখ্‌লেন, অসুর বিনাশ না করিলে নিজের মহিমা রক্ষা হয় না. পাপ অত্যাচার দূর হয় না। ইহা দেখিয়া, তুমি শক্তিপূর্ণ কোটি হস্ত বাহির করিলে, দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ পরাক্রমে আকাশ পূর্ণ করিলে। অসুরের উপর আঘাত পড়িল। বিশ্বেশ্বরি, তোমার পদতলে কেশরী। নিজে কি তুমি মারিবে ? এই সকল জীবশক্তি দ্বারা মারিবে। কোথায় সিংহ, কোথায় সর্প, সব এলো অসুর নাশ করিতে। প্রকৃতির ভিতর দিয়া পশুভাবপূর্ণ অসুর নাশ করিবে। মানুষ দ্বারা মানুষ দমন হইল। পৃথিবীর দ্বারা, পৃথিবীর যা কিছু অমঙ্গল, নাশ করিলে। তুমি কেবল উত্তেজনা করিলে। হে করুণাময়ি, এ মূর্ত্তি দেখে, আমার চিত্ত ভক্তিতে আর্দ্র হলো ; মাটীর মূর্ত্তি কোথায় গেল। ছিল কর্পূরের ভিতর হীরক। কর্পূর উড়ে গেল, হীরক রহিল ; মৃন্ময়ী হইতে চিন্ময়ী দুর্গা পাইলাম। সে জন্য মাটীর দুর্গাকে কৃতজ্ঞতা দিলাম। মাটী হইতে চিন্ময়ী দুর্গা বাহির করিয়া, শঙ্খধ্বনি করিয়া ঘরে লইয়া আসিলাম। আমাদের কাছে সব নিরাকার। আমাদের কাছে চালচিত্র নাই, কার্ত্তিক গণেশ লক্ষ্মী সরস্বতী কিছুই মাটীতে বদ্ধ নাই। সব নিরাকার। বঙ্গদেশ সুরাসুরের পূজা করিতেছে। বঙ্গদেশ অসুরকে বড় ক'রে, মাকে ছোট করিল। বিজয়ার দিন জয় জয় পাপের জয়,

পাপাসক্তির জয়, ব্যভিচারের জয়, বঙ্গদেশ বল্‌বে। মা, এই ক'টা দিন যেন কাণ বুঁজে থাকি। কি! দুর্গাপূজার অসুর দুর্গার বুক চিরে রক্ত খাচ্চে, মা আনন্দময়ি, তুমি এ ভয়ানক খেলা তোমার চোকের সম্মুখে হতে দেবে? মা, এটা ঠাট্টা, মাটীর পূজা, জানি; এ আরাধনা, পূজা, সব মিথ্যা। কিন্তু অসুরের জয়টা যে সত্য হলো। খারাপটা যে ঠিক হলো, এ কি? মা, দয়া কর। মাটীপূজা দূর কর। ভাল জিনিষগুলো রক্ষা কর। এই যে, এ সময় পুত্র পিতার প্রতি ভক্তি দেখায়. এটি যেন থাকে, স্ত্রী স্বামীর প্রতি যে বিশুদ্ধ প্রণয় প্রদর্শন করে, তা যেন থাকে। এই যে বৎসরান্তে পিতা পুত্র, স্বামী স্ত্রীর যে পবিত্র মিলন, তা যেন রক্ষা পায়। বঙ্গদেশের গৃহস্থ বড় সুখী। এই যে আদর্শ পরিবার, যেন থাকে। মা, ধর্ম্মরক্ষিণী স্ত্রী, পুরুষ তত ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারে না; এখনকার নব্য স্ত্রীরা যেন ধর্ম্ম রক্ষা করিতে পারেন। ধর্ম্মরক্ষার ভার তাঁদের হাতে। এ সময় বঙ্গদেশ যেন ছুটির পোষাক পরেছে। হে করুণাময়ি, এ সব সামান্য ব্যাপার নয়। এ দেশ চিরকাল ধর্ম্মে সঞ্জীবিত। যা এর ভিতর খারাপ আছে, দূর কর। কিন্তু এর ভিতর যে মুক্তাগুলি পড়ে আছে, আমরা নববিধানবাদী, তাহা কুড়াইয়া লই। ধন্য ধন্য বঙ্গদেশ! মাটীর দুর্গার ভিতর হইতে চিন্ময়ী দুর্গা বাহির হইতেছেন। কাল রাত্রি পোহাইল। প্রত্যুষ উদিত হইল। বঙ্গবাসিনী, তুমি বড় সুখী, বঙ্গবাসী, তুমি বড় সুখী। হে দয়াময়ি, হে কৃপাময়ি, তুমি দয়া ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যাহাতে আমরা এই পূজার অসার অংশ ত্যাগ করিয়া, ধর্ম্মের মধুরতা পবিত্রতা যাহা আছে, গ্রহণ করিয়া, আমরা ভাল হই, অন্যকেও ভাল করি; দুর্গে, তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

পার্ব্বতী বিদায়

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, সায়ংকাল, রবিবার, ১৭ই আশ্বিন, ১৮০৩ শক ;
২রা অক্টোবর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধো, হে মহাদেব, আমরা ক্ষুদ্র দেবতার পূজা করি না। হে মহেশ্বর, হে সাধকের ধন, তোমার কোমল প্রকৃতি আমাদিগের নিকট প্রকাশিত কর। তুমি মহেশ্বরীরূপে দর্শন দাও। তিন রাত্রির পূজার নিয়ম আমাদিগের নাই। পাঁচ বৎসর, পাঁচ শতাব্দী পূজা করিলেও, তোমার পূজার নিবৃত্তি হয় না। তোমাকে আমরা বিসর্জ্জন দিতে পারি না। তোমাকে বিদায় দেওয়া? এরূপ নিদারুণ বাক্য আমরা সহ্য করিতে পারি না। আমরা তোমাকে যাইতে দিতে পারি না। যাইতে দিব না, যাইতে দিব না। এবার মহেশ্বরী-পূজার অত্যন্ত ধূমধাম। কে তোমাকে এবার যাইতে দিবে? মহেশ্বরীরূপে, মাতঃ, চিরপ্রকাশিত থাক; পার্ব্বতীমূর্ত্তি ধরিয়া ভক্তের চিত্তরঞ্জন কর। দুয়েতেই আমরা আছি। আমরা নববিধানবাদী, যোগেতে আছি, ভক্তিতেও আছি। হে মহাদেব, তুমি এসেছ? তবে বস, বাঘছালের উপর বস। মা, এসেছ? মা দুর্গে, বস। আমরা দুঃখী বঙ্গবাসী, আমাদিগের প্রাণ কেমন করিয়া, তিন দিনের পর তোমাকে বিদায় করিয়া দিবে? গৃহস্থের বাড়ী ছাড়িয়া যাইলে, বাড়ী যে তোমার জন্য ক্রন্দনে পরিপূর্ণ হইবে। ছেলেদের সকলকে ফেলে,তুমি কি, মা, সত্য সত্যই চলিয়া যাইবে? তুমি যে মা, তুমি যে মহেশ্বরী। মাকে মা বলিয়া, তিন দিন মাত্র ডাকিয়া ত সুখ হয় না, তুমি ত তাহা জান। মানুষ কি এত উন্নত হইল যে, তিন রাত্রির পর তোমাকে প্রয়োজন নাই? কোন হিন্দু কি এমন আছে, যে তিন রাত্রিতেই তাহার সুখের শেষ হইল? মা, এ কথা ঠিক নয়। তিন দিবসের

ভজন সাধনে সুখ হইল না, দয়াময়, আর তিন দিবস। তিন দিনে হইল না, আর তিন দিন। হিন্দুকে এ কথা বলিতে হইবে। কাল যখন অসার মৃন্ময় প্রতিমা স্কন্ধে করিয়া লইয়া যাইবে, তখন সবাই কাঁদিবে। মা, আমাদের ঘরে ফিরে আয়, আবার ফুল দিয়ে পূজা করি। আবার নামিয়া আয়, মা, আমরা আবার নৈবেদ্য সাজাই, আবার সপরিবারে সবান্ধবে আমোদ করি। বঙ্গদেশকে অন্ধকার করিয়া কোথায় যাস্? "ওরে, তোরা নিয়ে যাস্‌নে, আমার সোণার মাকে তোরা নিয়ে যাস্‌নে।" কোন্ সরলহৃদয় বাল্যস্বভাব হিন্দু না এইরূপ বলিবে? এরূপ বলা স্বাভাবিক। প্রতিমা যদি জাগ্রত সৎ হইত, তাহা হইলে সকলেই উহাকে ধরিতে যাইত। প্রতিমা ত শুনে না, ফেরে না। বঙ্গদেশ কাঁদিল, আহা, কেহ শুনিল না। নিষ্ঠুর মাটীর দেবতা সকলকে কাঁদাইয়া চলিয়া গেল। নিত্যানন্দদায়িনী মা, আমরা তোমাকে অনন্তকাল পূজা করিব। আমরা কি বলিতে পারি, তুমি যাও? আমরা ব্রহ্মেতে ব্রহ্মের প্রকৃতি, ব্রহ্মের প্রকৃতিতে ব্রহ্মকে দর্শন করি। আমরা ব্রহ্মেতে ব্রহ্মসন্তানগণকেও প্রাপ্ত হই। আমাদের বিচ্ছেদের ভয় নাই। মা আনন্দময়ি, নিস্তারিণি, আমরা তোমার কাছে বসিয়াছি। এই স্থানেই কৈলাস। যেখানে মহেশ্বর ও তাঁহার প্রকৃতি মহাদেবী, সেই কৈলাস। এখানে কেবলই সপ্তমী। দশমী যে ব্রাহ্মসমাজে হয়, কি হইতে পারে, এ কথা আমরা মানি না। আজ তাই ভাই ভগিনীদের জন্য বিনীতভাবে প্রার্থনা করিতেছি, সমুদয় বঙ্গবাসীকে বুঝাইয়া দাও, দুর্গা কে? দুর্গা কি? দুর্গা কোথায়? মা-ধন যিনি, তাঁহার সঙ্গে বিচ্ছেদ হয় না। মা দয়াময়ি, আমরা যেন বলি, ভ্রান্ত বঙ্গবাসী ভাই, মার কাছে আয়, মার কাছে আয়, মার হাত ধর, মার পায়ে পড়; ও পথ ছাড়, এ পথ ধর, নিত্যানন্দের পথ ধর। হে মঙ্গলময়ি জননি, আশীর্ব্বাদ কর, আমরা এমন ভাবে যেন জীবন্ কাটাইতে

পারি, যাহাতে দেশে চিন্ময়ী নিরাকারা সত্য দেবীর পূজা প্রতিষ্ঠিত হয়। মা দয়াময়ি, দয়া করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

দেবীর চিররাজ্য

(কমলকুটীর, সোমবার, ১৮ই আশ্বিন, ১৮০৩ শক ;
৩রা অক্টোবর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে দয়াময়, হে সন্তাপ-নিবারণ, তুমি আমাদের দেশের রাজা কবে হইবে? কবে এই সব নরনারী তোমার চরণে শরণাগত হইবে? আমরা পাঁচ জন যেমন তোমাকে নিয়ে আমোদ করি, এইরূপ কবে দেশ শুদ্ধ লোক করিবে? এই যে দেশের লোক বৎসরান্তে আমোদ করে, ধর্ম্মের নামে করে বটে, কিন্তু তাহা ফুরাইয়া যায়। এই আজ ফুরাইবে। ধর্ম্মের আমোদ যদি সংসারের আমোদের ন্যায় অস্থায়ী হয়, দুদিনে ফুরাইয়া যায়, তা হলে পরব্রহ্মের উপাসনা কেন করি? আমাদের ভজন সাধন যেন অনন্তকাল থাকে। ভ্রান্ত উপাসক কেন এমন প্রার্থনা করে যে, তিন দিন পরে দেবী অন্তর্ধান হবেন, আবার সে নিশ্চিন্ত হয়ে সংসারে নিযুক্ত হইবে। হে দয়াময়, আমরা যা করিব, চিরকালের জন্য করিব। দেবতার সঙ্গে মানুষের ছাড়াছাড়ি ক'রে দেয়, দেবতার সঙ্গে মানুষের মিলনের পর বিচ্ছেদ এনে দেয়, এজন্য দশমীকে নিষ্ঠুর দশমী বলি। কাল দশমী সাধকমাত্রেরই শত্রু। কত সাধক ভক্ত প্রেমসাধন, যোগসাধন, ধর্ম্মসাধন করিল, তিন রাত্রির পর সব ছাড়িল, তোমাকে গঙ্গাজলে ফেলে দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া পলায়ন করিল। বৎসরে বৎসরে কত যুবক তোমাকে ফাঁকি দিয়া পলায়। পৌত্তলিকদের বিচ্ছেদ দেখা যায়, কারণ তাদের দেবতা সাকার।

কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞানীদের দেববিচ্ছেদ দেখা যায় না। বিচ্ছেদ মনে। এ আরো ভয়ানক। বলে, "এত উপাসনা সাধন করিলাম, এখন আর ভাল লাগে না, এখন দেবীকে গঙ্গাজলে ডুবাব। কত উৎসব, কত পূজা করেছি, আর পারি না। এখন, হরি, বিদায় দাও, বিদায় লও। এখন, মা. দুর্গা, সংসারে ফিরে যেতে ছুটি দাও, এখন আর তোমার মুখ ভাল লাগে না। যেন তোমাকে কঠোর কঠোর মনে হয়; তিন দিন, তিন রাত্রি তোমাকে পূজা করিলাম, আর উৎসাহ হয় না। অতএব, দেবি, তোমাকে প্রণাম। হিন্দুদের কাছ থেকে যেমন বিদায় লও, ব্রহ্মজ্ঞানীদের কাছ থেকেও তেমনি বিদায় লও। চিরবিদায় লইয়া পলায়ন কর। আর গৃহস্থের বাড়ীতে উপদ্রব ক'রো না।" এই বলিয়া, হে ঠাকুর, কত ব্রহ্মজ্ঞানীরা শুষ্ক কল্পিত ব্রহ্ম লইয়া শেষ জীবন কাটাইতেছে। তাদের ভক্তির তিন দিন ফুরাইয়াছে, বিশ্বাস কমিয়া গিয়াছে। লক্ষ্মীশ্রী আর নাই, উপাসনার সে তেজ নাই। মা, গরিবের প্রার্থনা শোন। গলবস্ত্র হইয়া বলিতেছি, ব্রাহ্ম হয়ে, সাধক হয়ে, মাকে বাড়ী থেকে বিদায় দেব, এ প্রাণ থাকিতে পারিব না। চিরকাল, জন্ম জন্ম, তুমি ভক্তহৃদয়ে বাস করিবে। তুমি যেও না, আমরা তোমাকে যেতে দিব না। দশমী যে আমাদের হবে না, আমাদের হৃদয়ে চিরদিনই সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী। দয়াময়, অন্ধকার দিনে এই প্রার্থনা, যদি বিশেষরূপে মহোৎসবের সময় এলে, তবে দুর্গার রাজ্য চিরদিনের জন্য প্রতিষ্ঠিত কর। দুর্গতিনাশিনি, চিরকাল বঙ্গদেশে থেকে অসুর বিনাশ কর। দেবী দেশকে পাপসন্তাপে পোড়াইয়া, নিজে ডুবিয়া মরিতে যাইতেছেন, এ বড় ভয়ানক দৃশ্য। এ যেন দেখিতে না হয়। দেবতার পশ্চাৎ দিক্ দেখিতে নাই, এ কথা যে বলিয়াছে, সে বড় ভাবুক। দেবতা বিমুখ হয়েছেন, এ যেন কারো দেখিতে না হয়। কত ব্রাহ্ম দেবতার পশ্চাৎ দিক্ দেখিতেছেন এবং ব্রাহ্মসমাজ ছাড়িয়া যাইতেছেন। আমাদের

যেন ইহা কখন দেখিতে না হয়। আমাদের যেন কখন বিজয়া না হয়। দশমি, প্রেমিকের ধর্ম্মবিচ্ছেদ, ঈশ্বরবিচ্ছেদ, দেবীবিচ্ছেদ, তা হতে দিও না। বিজয়া, তুমি বিজয়ী হও। দশমি, চলে যাও। মা, তোমার পায়ে পড়ি, গৃহস্থের বাড়ী অন্ধকার ক'রে যেও না, যেও না। যদি হিন্দু বিশ্বাস করেছে, তুমি জগন্মাতা হয়ে এসেছ, তবে তুমি আর যেও না, তার গৃহে মা হয়ে থাক, সিংহাসনে রাণী হয়ে থাক। হে দয়াময়ি, হে কৃপাময়ি, দয়া ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, তুমি আমাদের হৃদয়ে, আমাদের গৃহে, আমাদের দেশে, এটা যেন খুব বুঝিতে পারিয়া, মাকে সর্ব্বদা কাছে রাখিয়া, সুখী এবং কৃতার্থ হইতে পারি ; অনুগ্রহ করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

শিষ্যব্রত ও ভৃত্যব্রত

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ১৯শে আশ্বিন, ১৮০৩ শক ;
৪ঠা অক্টোবর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে কৃপাসিন্ধো, শ্রীহরি, আমরা গুরু হইলাম, শিষ্য হইব কবে, ব'লে দাও। আমরা পিতা হইলাম, সন্তান হইব কবে, হে ঈশ্বর, বল। প্রভু হয়েছি আমরা, দাস হব কবে ? দিলাম অনেক, লইব কবে, বল। হে প্রেমস্বরূপ, মানুষের দুই দিক্ আছে। এক দিকের উন্নতি অনেক হইল, অন্য দিকের উন্নতি যদি দয়া ক'রে দাও, তবে উন্নতির পূর্ণতা আজ হবে। এই যে নববিধানরূপ বিদ্যালয় করেছ, পরকে ধর্ম্ম শিখাইলাম, গুরু হয়ে উপদেশ দিলাম, প্রভু হয়ে অনেক সেবা লইলাম। এখন মনে হয়, শিষ্য হইব কবে ? লোকে মনে করে, গুরু হওয়া, প্রচারক হওয়া বড় কঠিন।

এক জন উপদেশ দেবে, হাজার হাজার লোক শুনিবে, এর চেয়ে মানুষের কত উচ্চ পদ হইতে পারে? তোমার প্রসাদে সেই পদ পাইলাম। হে ঈশ্বর, হাজার হাজার লোক আমাদের সেবা করিতেছে, টাকা দিতেছে, কাপড় দিতেছে, কার এ রকম হয়, বল দেখি? তোমার চরণে প'ড়ে আছি। কারো দ্বারে যেতে হয় না, কার এ রকম হয়, বল দেখি? উচ্চ দিক্‌টা খুব হলো, এখন আর এক দিক্‌টা হবে কবে? সকলে সেবা করিতেছে, না হয়, আমি একটু সেবা করি; সকলকে উপদেশ দিতেছি, না হয়, আমি একটু একটু উপদেশ লই; সকলে দিতেছে, না হয়, আমিও একটু একটু দি। দেখ, ঈশ্বর, সকলে আমাদের প্রভু বলে, আমাদের মর্য্যাদা সম্মান পৃথিবীতে আর ধরে না। কিন্তু প্রভু হ'ব ব'লে ত পৃথিবীতে আসি নাই, এসেছি শিষ্য হব, প্রজার প্রজা হব, দাসের দাস হইব। আগেকার বিধানের বিপরীত ভাব এখন হইল। তখনকার কালে গুরু হওয়া প্রধান ছিল; একটি লোক গুরু হইত, শত সহস্র লোক তার পদতলে পড়িত, এখন আর তা নাই। এখন সকলেই প্রভু, সকলেই রাজা, সকলেই বড়। কেমন একটা ব্যবস্থা হয়েছে, যে উপরের দিকে যাবার ভাবটা কমে গিয়েছে। ঊর্দ্ধগামিনী ভক্তি নাই। আমাদের উপরের দিকে কোন প্রভু আছে, মানি না। আমাদের অর্দ্ধেক নরকে ডুবিয়া আছে, টানিয়া তোল। দয়াময়, আমাদের ভাইদের মধ্যে অনেকে শ্রদ্ধেয় আছেন, তাঁদের কেন শ্রদ্ধা করিব না? দয়াময়, তোমার ঈশা ত খুব সম্মানিত হয়েছিলেন, কিন্তু আবার খুব বিনয়ী হয়ে সেবা করিতেন, রাজা হয়ে প্রজা হতেন, প্রভু হয়ে দাস হতেন। অমন যে মহর্ষি ঈশা, তিনি অনায়াসে শিষ্যদের পা ধুইয়া দিলেন, এ দেখে আমাদের শিক্ষা পাওয়া উচিত। আমরা বড় হইতেছি। আমাদের নীচে যারা ছিল, তারাও আমাদের দেখে উপরে উঠিয়া আসিতেছে। প্রেমময়, কেন আমরা মনে

করিব না যে, আমরা চাকরের বংশ? আমরা লোকের কাছে শিক্ষা নেব, উপদেশ নেব, সেবা করিব। একটা দিক্ চাপা পড়িতেছে। আমাদের বিনয় ভক্তি সেবা কমিতেছে, কিন্তু স্নেহ বেড়েছে, মনটা উপরের দিকে আরো উঠেছে, চায় না যে কারো কাছে নরম হই। যারা উপরে ছিল, হে ঠাকুর, তাদের সমান করিয়া দেখিলাম। হে পিতঃ, নববিধানের সমস্ত লোক গুরুপদ লইতে চেষ্টা করিতেছেন। উপদেষ্টা আচার্য্য হতে চান, এ রোগ কেন জন্মিল? হে ঈশ্বর, দয়া কর, এক দিক্ যেমন খুব উপরে উঠিতেছে, আর এক দিক্ তেমনি নেবে পড়ুক। গুরুপ্রস্তুতির বিদ্যালয় হয়েছে, শিষ্য-প্রস্তুতির বিদ্যালয় খোল। সেখানে আমরা ক'টি ভাই প্রজা হবার জন্য, দাস হবার জন্য, শিষ্য হইবার জন্য শিক্ষা করি। গুরু অনেক হয়েছে, আর চাই না। হে মঙ্গলময়ি, অনুগ্রহ ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যাহাতে একটি বিদ্যালয়ে শিষ্যব্রত ও ভৃত্যব্রত শিক্ষা ক'রে, বিনয়ে জীবন শোভিত করিয়া জন্ম সার্থক করি; মা, দয়া ক'রে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

নববিধানে অটল নিষ্ঠা

(কমলকুটীর, বুধবার, ২০শে আশ্বিন, ১৮০৩ শক;
৫ই অক্টোবর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধো, হে দয়ার আকর, নীচ হৃদয়ের নীচ কথা আমাদিগকে কখন যেন উচ্চ কাজ হইতে নিবৃত্ত না করে। হে পিতঃ, মনুষ্যহৃদয়ের নীচ চিন্তা সর্ব্বদাই নীচ কার্য্যে প্রবৃত্ত করে, কখন কখন উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত করে। পিতঃ, আশীর্ব্বাদ কর, যদি আমরা প্রেমের সাধনে নিযুক্ত হইয়াছি,

কখন যেন আমরা কুমন্ত্রণা শুনিয়া নীচ না হই। বর্ত্তমান সময়ে যারা আমাদের আক্রমণ করে, তারা যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করে। সত্য যেমন যুগে যুগে একই, তেমনি বিরোধী শত্রু, উৎপীড়নকারী, বিদ্বেষ, হিংসা, রাগ, ইহারাও যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করে। সত্য প্রবল হইতেছে অসত্য মারিবার জন্য, আবার অসত্য প্রবল হইতেছে সত্যকে মারিবার জন্য। পৃথিবীতে সত্যের জন্য উৎপীড়িত হইতে হয়। তোমার প্রসাদে আমরা যদি নব-প্রেমের ধর্ম্ম পাইয়া থাকি, তবে ইহা নিশ্চয় যে, বিরোধীরা, শত্রুরা এ প্রেমের ধর্ম্ম বিনাশ করিতে চেষ্টা করিবে। যাহাতে প্রাচীন ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার হইবে, সকল বিধানের গৌরব বাড়িবে, এমন উচ্চ কাজ যদি ধ'রে থাকি, তবে যেন পাঁচজনের আক্রমণ, শত্রুতা ও কুমন্ত্রণায় ভীত না হই। পৃথিবী বিবাদ বিসংবাদ, সঙ্কীর্ণ ধর্ম্ম চায়। সেই বিবাদ নির্ব্বাণ করিয়া, আমরা সকল ধর্ম্মের মিলন করিতেছি, ইহা লোকেরা সহিবে কেন? তাদের পক্ষে প্রীতিকর হবে কেন? তারা যে সাম্প্রদায়িকতা, সঙ্কীর্ণতা, বিবাদ চায়। হে মাতঃ, উচ্চ কর্ম্ম মানুষের মন বড় করিতে চায় না, যদি আমাদের প্রবৃত্তি হয়েছে উচ্চ ব্রতে, তাহা যেন না ছাড়ি। ধন্য ধন্য আমাদের পিতা মাতা, যাঁরা এ শুভ সময়ে আমাদিগকে পৃথিবীতে আনিয়াছেন। ধন্য আমাদের মাতৃভূমি, ধন্য ধন্য নববিধান, যাঁর জন্য আমরা এত ধর্ম্মের রহস্য দেখিতে পাইতেছি। আর ধন্য ধন্য, মা, তোমার দয়া, যে আমরা এত উচ্চ ব্রতে নিযুক্ত হয়েছি। প্রেম আসিয়া কুশল শান্তি বিস্তার করিতেছেন। দয়াময়, আমরা যেন অন্যের কুমন্ত্রণায় এসব পথ না ছাড়ি। হে করুণাময়ি, কি জানি, কখনও যদি কুবুদ্ধি মনে আসে। যদি এসব কল্পনা, ভ্রম বলিয়া সন্দেহ হয়, তবে যে তখনি মরিব। হে দয়াময়, ঐ সকল যুক্তি শুনিতে দিও না। কেবল তুমি আমাদের প্রিয় হও। তোমার ধর্ম্ম আমাদের আদরণীয় হোক্। প্রাণেশ্বরি, তোমার

আশ্রিতদের বাঁচাও। এরা যেন, যারা কুবুদ্ধি দিতেছে, তাদের দিকে কাণ না দেয়। আমাদের মনকে সতেজ কর। আমরা যেন সত্যকে সন্দেহ না করি। তোমার এই আজ্ঞা যে, সাম্প্রদায়িকতা উপধর্ম্ম থাকিবে না। হে করুণাময়ি, হে মঙ্গলময়ি, তুমি দয়া ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার প্রদত্ত নববিধানে প্রাণ মন সমর্পণ করিয়া, অটল অচল নিষ্ঠার সহিত, অপ্রতিহত যত্নের সহিত, এই উচ্চ ব্রত পালন করি ; মা, তুমি অনুগ্রহ ক'রে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

দেহের মধ্যে স্বর্গ-দর্শন

(কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ২১শে আশ্বিন, ১৮০৩ শক ;
৬ই অক্টোবর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, হে অপার প্রেমের সিন্ধো, এই শরীরের মধ্যেই নরক, এই শরীরের মধ্যেই স্বর্গ। ইহার ভিতর পশু, ইহার ভিতর দেবতা। মন যদি নিম্নগামী হয়, ক্রমেই নীচ হইতে নীচতর, হীন হইতে হীনতর হয়। মন যদি ঊর্দ্ধগামী হয়, ক্রমে পবিত্র হইতে পবিত্রতর, উচ্চ হইতে উচ্চতর হয়। হে ঈশ্বর, শরীর দ্বারা শরীর জয় কর, মন দ্বারা মনকে জয় কর। নরক দেখিবার জন্য বাহিরে যাবার কি দরকার? স্বর্গ দেখিবার জন্যই বা, মা, বাহিরে যাবার কি দরকার? সব অন্তরে। তোমাকে লইয়া থাকিতে চাহিলে, এখানেই দেখিতে পারি। দেবতাদের সঙ্গে বাস করিতে পারি। যোগ ভক্তি সব এই শরীরের ভিতর হইবে। চক্ষু বন্ধ করিলেই ভিতরে বৃন্দাবন দেখিতে পাইব। নরকের আগুনও এই দেহের ভিতর। ইন্দ্রিয়দিগকে প্রবল করিলেই, এই দেহে নরক হয়। কি আশ্চর্য্য, স্বর্গ

নরক দুই আমাদের ভিতর! দুইয়েরই চাবি আমাদের হাতে। অবিশ্বাসী, নাস্তিক, পাপী হলে যেন নরকে পড়ে আছি। এই দেহেই সব; পাপের কড়া চড়ান আছে, মনে করিলেই আপনাকে তার ভিতর ফেলিতে পারি; আবার স্বর্গও ইহার ভিতর, মনে করিলেই যেতে পারি। দেবলোক, ইন্দ্রলোক, বৃন্দাবন সব ভিতরে। উপরে উঠিলেই স্বর্গ, নীচে গেলেই নরক। আত্মাটা উপর নীচ করিতেছে। যখন উপরে আছি, নীচেটা আর মনে নাই। খাওয়া দাওয়া ভুলেছি, ব্রহ্মমত্ততায় ডুবেছি। দয়া প্রেমে ভাস্‌চি, বুকের ভিতর হরিকে লইয়াছি। হৃদয়বিহারি, দেহবিহারি, কেমন সুখ! এই দেহের ভিতর স্বর্গ। আহা, নববিধানে কেমন সুখ! যেমন এ নরকের ভিতর বাঘ সাপ হিংস্র জন্তু নরকের কুকুর ব'সে আছে, এদিকে তেমনি দেবগণ ব'সে আছেন। এক পদাঘাত করিলেই নরক দাবিয়ে দেওয়া হইল। বুকের দরজাটা খুলে গেল। কাশী, বৃন্দাবন, শ্রীক্ষেত্র ইহার ভিতর। ঈশা, মুষা, শ্রীগৌরাঙ্গ, সব এর ভিতর। হে পিতঃ, স্বর্গ সাজিয়ে রেখেছ বুকের ভিতর; চক্ষু বু'জে হরি হরি করিতে কোথায় গেল অন্ধকার, কোথায় গেল নরক। পরমানন্দের হরিদ্বার খু'লে গেল। হুহু ক'রে প্রেমপুণ্যের গঙ্গা বহিল। রাগী হইতে চাও, সংসারাসক্ত হইতে চাও, পারিবে। আবার উপাসনাশীল হইতে চাও, আর এক দিক দেখ। কত আনন্দ, কত পুণ্য। সুন্দরী মাতঃ, তোমার স্বর্গ জীব-হৃদয়ে; কেন এমন স্বর্গচ্যুত হই, এমন স্বর্গ হারাই কেন? কত মধু হৃদয়ে, কত মধুকর সেখানে। হরি হে, নরক দেখিতে দিও না, স্বর্গ দেখিতে চাই। এই মলিন পাপজঞ্জালপূর্ণ যে দেহ, এই দেহের ভিতর ধন্য সেই সাধু, যিনি স্বর্গে যান। পবিত্র বুক, নির্ম্মল বুক, সর্ব্বদা স্বর্গ দেখাও; তোমার ভিতর পিতা স্বর্গ রেখেছেন, সর্ব্বদা যেন দেখিতে পাই। তোমার ভিতর হরিগুণগান সর্ব্বদা যেন শুনিতে পাই। তোমার ভিতর হরিপাদপদ্ম

ফুটেছে, সর্ব্বদা যেন দেখিতে পাই। দয়াময়ি, দেহস্বর্গ সাধন করিতে দাও। হে দয়াময়ি, হে মঙ্গলময়ি, কৃপা ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন চিরকাল এই দেহের ভিতর তোমাকে দর্শন করিয়া, সাধন করিয়া, শুদ্ধ এবং সুখী হই ; মা, অনুগ্রহ করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো –]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

শারদীয় উৎসব

(কমলকুটীর, শুক্রবার, ২২শে আশ্বিন, ১৮০৩ শক ;
৭ই অক্টোবর ১৮৮১ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধো, শারদীয় দেবতা, গ্রীষ্ম তোমারি, বর্ষা তোমারি, শরৎ তোমারি, শীত তোমারি ; পর্য্যায়ক্রমে ঋতুপরিবর্ত্তন হইতেছে। প্রত্যেক সময়ে তোমার নূতন করুণাবর্ষণ হইতেছে। বেদীতে যেমন আচার্য্য নূতন নূতন ভাব, নূতন নূতন সত্য প্রকাশ করেন, এই সকল ঋতু-আচার্য্য তেমনি নূতন ভাবে, নূতন ভাষায়, নূতন রূপে তোমার প্রেমতত্ত্ব প্রচার করেন। বসন্তের কাছে যে শিক্ষা পাওয়া যায়, তা কেবল তাঁরই কাছে পাওয়া যায়। শরৎ যখন বেদী গ্রহণ করেন, তখন যে শিক্ষা পাওয়া যায়, তাহা শারদীয়। লোকে বলে, চিরকাল কেন ঋতু এক ভাবে থাকে না ? যে ফুল ফুটিল শীতে, কেন তাহা শুকাইল ? মূঢ় মনুষ্য বিচিত্রতা বুঝে না, তাই বলে। ভাবুকের হৃদয় বলে, আমার প্রভুর বিচিত্রতা না থাকিলে, শোভাবিহীন পৃথিবী মনোহর থাকিতে পারিত না। হে পিতঃ, তুমি কখন মাতা, কখন রাজা, কখন দুঃখীর বন্ধু, কখন পতিতপাবন, কখন পুরুষ-প্রকৃতি, কখন বাল্যপ্রকৃতি, কখন নারীপ্রকৃতি। তোমার সৃষ্টির তত্ত্ব অতীব মনোহর এবং বিচিত্র। যখন জলে সরোবর পূর্ণ, জলোচ্ছ্বাসে তোমার

খেলা দেখিতে কেমন! যখন স্থল শুষ্ক ছিল, যখন আকাশ হইতে সূর্য্য আগুন ফেলেন, পাহাড় হইতে উত্তাপের আগুন গড়াইয়া আসে, পৃথিবী হইতে উত্তাপ উঠে, শীতল জল পর্য্যন্ত গরম হইল, সেই ব্যাপ্ত উত্তাপের মধ্যে জীব ক্রমে ক্লেশ বোধ করিতে লাগিল। তখন শুষ্ককণ্ঠ জীব বলিল, "জলদেবতা, এস, বারিবর্ষণে শীতল কর।" যেমন মেদিনীর প্রার্থনা, অমনি স্বর্গ হইতে জল আসিল। পৃথিবী জল চায়, মনও তেমনি ধর্ম্ম চায়। মনের ভিতর হইতে যত ব্যাধির রস, অপবিত্রতার রস শুকাইতে উৎসাহের অগ্নি, বিবেকের উত্তাপ উপকার করে বটে, কিন্তু অবশেষে মন বলে. এখন ভক্তি করি, এস, নতুবা সুফল হবে না, প্রাণ শুষ্ক হইতেছে। অতএব, প্রেমদা, প্রেম দান কর, ভক্তিদায়িনি, ভক্তি দাও, এই ব'লে ব্যাকুল প্রাণ যখন স্বর্গের দিকে নিরীক্ষণ করিয়া থাকে, তখন স্বর্গ কি চুপ ক'রে থাকে? গ্রাম নগর জলে পূর্ণ হয়ে আনন্দে হাসিল। উদ্যান, ক্ষেত্র যেন স্নান করিয়া উঠিল। গাছগুলির শোভা হইল। মলিন পত্রগুলি ধৌত হইয়া নূতন শ্রী ধরিল, এবং পাখী আসিয়া বসিল। যেমন মানুষের বাড়ীতে বৎসরান্তে দরজায় কাঠে রঙ্গ দেওয়া হয়, তেমনি হইল। যেন প্রকৃতির বিশ্বকর্ম্মা নূতন রঙ্গ দিলেন। গাছগুলি হাসিল। জীব যেমন আশা করিল, তেমনি সাধ পূরিল। কে বড় বড় গাছ ঝাড়িবে, কে গিয়া তাদের পাতা পরিষ্কার করিবে? আর এত জল কে ঢালিবে? মা, তোমার দৃষ্টি সব জিনিষের উপর। তাই বৃষ্টিকে বলিলে, উদ্ভিদ্‌রাজ্যে জল ঢেলে ধৌত ক'রে দাও। মা যেমন ছেলেকে গঙ্গার ধারে বসিয়ে পা পরিষ্কার ক'রে দেয়, তেমনি তোমার তরুলতা বালকবালিকাদিগকে স্নান করাইয়া দিল। গাছগুলি উত্তাপে ক্লিষ্ট হইয়াছিল, প্রকৃতি কেবল তাহাদের স্নান করায়। সেই বৃষ্টিতে কত ধান হবে। শরৎকালে ক্ষেত্রে ব'সে মাকে কত ধন্যবাদ দেব। শরৎকালের বেদী থেকে বড় শিক্ষা হয়। খুব জল আকাশ ভেঙ্গে প'ড়ে

পৃথিবীকে স্নান করাইল। এখন ধান্যবৃদ্ধি, লোকের কুশলশান্তিবৃদ্ধি। হে পরমেশ্বর, তোমার প্রেরিত শরৎ গুরু অনেক দিতেছেন। তোমার নিকট এই প্রার্থনা, তোমার প্রেরিত শরতের নিকট কেবল প্রকৃতি আর গাছগুলি যেন উপকৃত না হয়; জীবও যেন উপকৃত হয়। বর্ষার পর শারদীয় শ্রী কেমন! একটা বর্ষা এসে হৃদয়কে ঠাণ্ডা ক'রে দিক্, আমরা শারদীয় উৎসব সম্ভোগ করি। বর্ষার শেষ, শীতের আরম্ভ। বর্ষার ঠাণ্ডা এ দিকে, শীতের শীতলতা ওদিকে। মাঝখানে ব'সে মা আনন্দময়ীর চরণ সম্ভোগ করি। পাপের গর্‌মি আর সয় না। আমাদের মনে যদি প্রত্যাদেশের বৃষ্টিধারা ক্রমাগত না পড়ে, স্বর্গের আনন্দধারা না বর্ষণ হয়, তবে আমরা মরিব। আমরা জলজীব, আমরা ত স্থলজীব নই। শাস্ত্রে বলেছে, তোমার ভক্তেরা মীনস্বরূপ। তোমার ভিতর আমরা মীনস্বরূপ। শরৎ না হলে মন ত জেগে উঠে না। আছে হৃদয়ে ভক্তির মীন। পাঁকের পুকুরে সূর্য্যকিরণ পড়িয়া জল শুকাইতেছে, ব্রাহ্মসমাজে ডোবার ভাব হয়েছে। হে দীননাথ, করযোড়ে প্রার্থনা করি, ভক্তিবারি বর্ষণ করিয়া, অন্তরের অন্তরে শারদীয় উৎসব আনয়ন কর। মরুভূমিতুল্য প্রাণ লইয়া, বল, আর কত দিন বাঁচিব? আমরা প্রেম ভিন্ন বাঁচি না। এখন বৃন্দাবনস্পৃহা মনে অত্যন্ত বলবতী হয়েছে। সেই প্রেমধাম, যেখানে প্রেমবর্ষণ, প্রেমনদী, যেখানে শারদীয় উৎসব। সেই মৎস্যেরা ধন্য, আর তৃষ্ণায় কাতর হইতেছে না। হে দয়াময়, শরতের শোভার প্রতিরূপ অন্তরের অন্তরে কৃপা ক'রে প্রকাশ কর। এ সময়, আনন্দময়ি দুর্গে, তোমার ভক্ত ব্রাহ্মদের হৃদয় অধিকার কর। তুমিও শরতের দেবী, নতুবা এ সময় দুর্গা-পূজা হয় কেন? পুঁতুল দুর্গার পূজা হইল, এখন শরৎকালের আত্মার দুর্গা কোথায় রহিলে? বাহিরের ফাঁকি দুর্গা হাজার হাজার লোকের কাছে পূজা লইল, খাঁটি দুর্গা কোথায়? এস, মা, আমরা

একবার দুর্গোৎসব করি। বাহিরের মৃন্ময়ী দেবীর পূজা অসার। চিন্ময়ী দেবী কৈলাস হইতে অন্তরে আসিতেছেন, আমরা এক বার সপরিবারে সবান্ধবে আনন্দময়ীর পূজা করি, পুড়িয়া গিয়াছে মন স্নিগ্ধ করি। জলে পৃথিবী অভিষিক্ত হইয়াছে, হৃদয় অভিষিক্ত হউক। হে দয়াময়ি, তোমার প্রসাদ-বর্ষণে হৃদয়ের যত শুষ্ক ভক্তিলতা, প্রেমলতা সরস হউক। বাহিরের মাধবীলতা ধৌত ও সজীব হয়েছে, মনের মাধবীলতাকে সরস কর। মন শারদীয় হও, শারদীয় শোভায় শোভান্বিত হও। এস, মা জননি, তোমার রাজ্য পরিষ্কার ক'রে, তুমি এসে বোস। তোমার জলে পরিষ্কৃত ক'রে, তোমার আসনে তুমি এসে বোস। আমরা শারদীয় উৎসব সম্ভোগ করিয়া স্নিগ্ধ হই। হে দয়াময়ি, হে মঙ্গলময়ি, কৃপা করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন, যত প্রকার পাপের উত্তাপ, অপবিত্রতার উত্তাপ, মনের মালিন্য প্রক্ষালন ক'রে, হৃদয় স্নিগ্ধ ক'রে, শুদ্ধ এবং সুখী হই; মা, তুমি এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ধর্ম্মের ঘোর, প্রেমের ঘোর

(কমলকুটীর, শনিবার, ২৩শে আশ্বিন, ১৮০৩ শক;
৮ই অক্টোবর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে মঙ্গলময়, হে অনাথনাথ, পৃথিবীতে শুদ্ধ হবার জন্য সকলেই চেষ্টা করে, শুদ্ধ থাকা কত কঠিন। পাহাড়ে যোগী যোগ সাধন করেন, গৃহস্থ গৃহে ভক্তি সাধন করেন, সকলে শুদ্ধ হবার জন্য চেষ্টা করেন। কত উপায়, কত সাধন চিত্তশুদ্ধির জন্য বাহির হয়েছে। যার সহায় তুমি হলে, সে বেঁচে গেল। হে প্রেমসিন্ধো, যত রকম উপায় সাধক করিতেছেন খাঁটি

হইবার জন্য, তার মধ্যে মত্ততা একটি প্রধান উপায় ; তা যোগের মত্ততাই হোক্, প্রেমের মত্ততাই হোক্। খাঁটি হইবার এক প্রধান উপায় মত্ততা। যে সাধক অষ্ট প্রহর হরি হরি বলে, তার পাপ করিবার ছুটি কোথায় ? সে ত চায় পাপ করিতে, কিন্তু অবকাশ কৈ ? হরি, তুমি তার চব্বিশ ঘণ্টা আপনি অধিকার করেছ, তোমার সাধক কি করিবে ? সময় ত আর হইল না। হে দয়াময়, অবকাশ আর হলো না ব'লে, সাধক পাপ করিতে পারিলেন না। তাঁর প্রেমের ঘোর আর গেল না। যোগ ভক্তির ঘোর বড় মজার। যার ধর্ম্মের নেশার ঘোর হয়েছে, সেই কেবল জানে, ধর্ম্মের মত্ততার কত সুখ, অন্যে জানে না। হে দীনবন্ধো, তোমার ধর্ম্মের ভিতর যদি তোমার সন্তানদের এনেছ, তবে এ দিক থেকে ওদের টেনে লও। এরা যে ধনমানের দিকে যাবে, তার যেন আর সময় না থাকে। তোমাকে মা মা বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে যেন প্রমত্ত হইয়া যাই। তখন তার ভিতর পাপ যাবে কেন ? তোমার প্রেমের ঘোরে বাস: করিতে চাই, নতুবা হৃদয় কিছুতে খাঁটি হবে না। যত ক্ষণ, হরি, তোমার কাছে, তত ক্ষণ বেঁচে আছি। যত ক্ষণ প্রেমের ঘোরাল রসাস্বাদন করিতেছি, তত ক্ষণ বাঁচিয়া আছি, কেবল হরিকে লইয়া বসিয়া আছি। হরি-সঙ্গে কথা কওয়া, হরিমুখ দেখা, এতেই আছি। হরিভক্তিসম্বন্ধে ঠিক নেশার মত নিয়ম। চিন্তামণিকে প্রাণের ভিতর লইয়া বসিয়া আছি, সকলেই যেন জড়ভরত হয়ে গেল। ভিতরে এত ব্যাপার, এত উপাসনা, যোগ, আমোদ প্রমোদ যে, বাহিরে যে কিছু হইতেছে, তাতে হুঁস নাই। প্রেমময় হরি, যদি কীর্ত্তন করি, যেন মত্ত হয়ে করি, যেন অচেতন হইয়া তোমার চরণ-তলে পড়িয়া থাকি। দয়াময়, মত্ততা না হইলে বাঁচিব না। ফাঁকের ঘর থাকিলে জমাট হয় না। দয়ালু পরমেশ্বর, সংসারের ভাসা ভাসা ধর্ম্ম হইতে টানিয়া লইয়া গিয়া, ঘোরতর নববিধানের ধর্ম্মের ভিতর ফেলিয়া

দাও। সংসারের কাজ কর্ম্ম করিতেছি, লিখিতেছি, পড়িতেছি, মনটা যেন কে টেনে নিয়ে যাইতেছে, মনটা যেন সন্ন্যাসীর ন্যায়। প্রাণের ভিতরে একতারা বাজিতেছে। সংসারের অনেক কাজ করিতেছি, কিন্তু মন বলিতেছে, প্রাণকান্ত কোথায়? মন একটু সুবিধা পাইলেই, পাপের বাজারে গিয়া পাপ কিনিয়া আনিবে। কিন্তু যথার্থ সাধকেরা পাপ কিনিবার ফুর্‌সত পান না। শ্রীহরি, আমাদেরও যেন তাই হয়। যেন পাপ করিতে অবকাশ না পাই। ঘোরতর ধর্ম্মের ভিতর ফেলিয়া দাও, যেখানে ধর্ম্মের নেশা খুব জমাট হইয়াছে। তোমার অনুগত পরমহংসের জীবন যেন একটা ঘোরাল প্রেমে মগ্ন হয়েছে, সেই রকম কর। হে দয়াসিন্ধো, পাত্‌লা ধর্ম্ম থেকে ঘন ধর্ম্মে নিয়ে যাও। পাত্‌লা সাধন থেকে ঘন সাধনে লইয়া চল। যোগীদের সাধন ক্রমে গাঢ় হয়, কোন প্রলোভনে মন অন্য দিকে যায় না। তেমনি ব্রাহ্ম যদি সাধনে বসে, কিছুতে মন অন্য দিকে যায় না। দয়াল, ঘন জমাট ধর্ম্ম দাও। পাত্‌লা সাধনে হবে না। হে মাতঃ, তুমি যুগে যুগে যেমন তোমার ভক্তদিগকে প্রমত্ত অবস্থায় লইয়া গিয়াছিলে, তেমনি আমাদের লইয়া চল। হে মঙ্গলময়ি, হে কৃপাময়ি, দয়া ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন প্রেমের ভিতর, যোগের ভিতর ডুবিয়া, প্রাণ চিরদিনের জন্য প্রমত্ত অবস্থায় থাকে; মা, অনুগ্রহ ক'রে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

অদ্ভুত নবধর্ম্ম-সাধন

(কমলকুটীর, রবিবার, ২৪শে আশ্বিন, ১৮০৩ শক,

৯ই অক্টোবর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, হৃদয়দ্বারের দ্বারস্থ তুমি। সর্ব্বদা দ্বারে দাঁড়াইয়া,

ভিতরে আসিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিতেছ। তোমাকে যেন হৃদয়ে আসিতে দি। তোমার হৃদয় তুমি লও। তোমার সঙ্গে আমাদের যে কি রকম ব্যবহার দাঁড়াবে, তাহা এখনও বলা যায় না। সকলই নববিধানের কারখানা। যা হয়েছে, বলা যায়, যা হবে, বলা যায় না। হে পিতঃ, হে নববিধানবাদীর বান্ধব, তুমি এই নববিধান দ্বারা চালাইয়া, আমাদের কোথায় লইয়া যাইবে, কিছু বলা যায় না। তোমার সঙ্গে বসা, দাঁড়ান, কথা কওয়া, দেখা করা, সকলই নূতন হইতেছে। নূতন নূতন চমৎকার চমৎকার সকল সাধনপ্রণালী ইহার ভিতর হইতেছে। হে পরমেশ্বর, কিছুই জানি না, টানিতে টানিতে কোথায় লইয়া যাইতেছ; কিন্তু এ বুঝিতে পারিতেছি, কোন দলের সঙ্গে মিশিব না। এই রথ নূতন পথ দিয়া যাইবে, কোন দলস্থ হইবে না। দশ দিক দিয়া সকলে চলিয়াছে, একাদশ দিক বাহির হইল, সে দিক দিয়া নববিধান চলিবে। এ পথ অন্তরেও নয়, বাহিরেও নয়। নববিধানের সাধক জ্ঞানীও নয়, মূর্খও নয়, স্ত্রীও নয়, পুরুষও নয়। স্ত্রীপুরুষ দুই প্রকৃতি তাহাদের ভিতর থাকিবে। এবার একটা নূতন কাণ্ড হবে, তার জন্য কারো সঙ্গে মিশাইতে পারিতেছি না। কেউ সামান্য মানুষ ছিল, কেউ প্রত্যাদিষ্ট হ'য়ে দেবত্ব পেয়েছিল, আমরা প্রত্যাদিষ্টও হইলাম, মনুষ্যত্বও রহিল। দুইয়ের মাঝামাঝি। অদ্ভুত দেব, অদ্ভুত তোমার সৃষ্টি, অদ্ভুত তোমার বিধান, অদ্ভুত সাধন। হে পরমেশ্বর, কেউ যোগী, কেউ ভক্ত ছিলেন, এখনকার সাধক দুই হবেন। এ জন্য, দীনবন্ধো, লোকের পক্ষে এ ধর্ম্ম দুর্ব্বোধ হয়েছে। আমরাও আমাদের পক্ষে একটা প্রহেলিকার ন্যায় হইয়াছি। সব যেন নূতন হয়েছে। ভিতরে কত আমোদ, আমরা কত মজায় আছি, তা, দীননাথ, অন্তর্য্যামী, তুমিই জান, আর আমরা জানি। যত খোসা খুলিতেছি, ভিতরে নূতন নূতন ভাব। এ যে কি জিনিষ এনেছ, কোন জিনিসের সঙ্গে মিশিবে

না ; এর দরই আলাদা। এ আকাশেও উড়িবে না, পাতালেও নামিবে না, জলেও ডুবিবে না, ডাইনেও যাবে না, বাঁয়েও যাবে না। এ কি জিনিষ ? হেঁয়ালির উত্তর, নববিধান। এমন কি আছে, যা দেবতাও নয়, মানুষও নয় ? হেঁয়ালির উত্তর, নববিধানবাদী। এমন কি, যার এক পয়সাও নাই, অথচ লক্ষপতি ? হেঁয়ালীর উত্তর, নববিধানবিশ্বাসী। শ্রীহরি, কৃপা কর, যেন তোমার অদ্ভুত নববিধানরস পান করিয়া, নবধর্ম্ম সাধন করিয়া কৃতার্থ হই ; মা, অনুগ্রহ ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

অঙ্গীকার-পালন

(কমলকুটীর, সোমবার, ২৫শে আশ্বিন, ১৮০৩ শক ;
১০ই অক্টোবর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে দয়াময়, হে সিদ্ধিদাতা, আমাদের মনের জোর এত অল্প কেন ? আমাদের মস্তিষ্কের জোর এত কমিল কেন ? আমাদের প্রতিজ্ঞার তেজস্বিতা কমিল কেন ? উদ্যম, উৎসাহ, অগ্নির ন্যায় রহিল না কেন ? বয়সে কি মস্তিষ্ক দুর্ব্বল হয় ? হৃদয়ের আগুন কি কমিয়া যায় ? যা বলিব, তাই করিব, এই যে পুরুষত্ব, ইহা কি নরম হয়ে যায় ? আমরা যে পুরুষ, জাতিতে পুরুষ, ধর্ম্মে পুরুষ, ভাবে পুরুষ, প্রতিজ্ঞা এবং উৎসাহে পুরুষ, ইহা পৃথিবীকে জানাইয়া দিব। আমরা যা বলিব, তার আবার অন্যথা হবে ? আমরা বলিলাম, রিপুপরতন্ত্র হইব না। ব্রহ্মভৃত্যের মুখ হইতে যখন এ কথা বাহির হইল, তখন কি আর সে কাছে দাঁড়াতে পারে ? নিতান্ত নাস্তিক অস্থির পাষণ্ড না হইলে, প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন হয় না। তোমার সন্তানেরা লৌহের মতন। পৃথিবী টাকা কড়ি সুখ সম্পদের এত প্রলোভন

দেখাইতেছে, কিছুতে মন টানিতে পারিতেছে না। হে প্রেমসিন্ধো, শক্ত সাধক ক'রে দাও। তেজস্বী যোগী ঋষি ক'রে দাও। তাঁদের নিশ্বাসে পাপ পলায়ন করে। আমরা প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, এই যে পাড়া করিলাম, ইহার ভিতর পুণ্য শান্তি স্থাপন করিব, ব্রাহ্মপরিবারের আদর্শ করিব। মিথ্যাবাদীরা প্রতিজ্ঞা ভুলে গেল। হে ঈশ্বর, প্রতিজ্ঞা কোথায় গেল? নববিধানবাদীর দুর্জ্জয় প্রতিজ্ঞা কোথায় চ'লে গেল? এই যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, ঘনতর যোগ করিব, পরস্পরের সহিত সদ্ভাব রাখিব, পাপের দুর্গন্ধ রাখিব না, সুগন্ধ পাড়া করিব, সে প্রতিজ্ঞা কোথায়? বয়সে প্রতিজ্ঞার জোর কমে গেল। নববিধানবাদীর প্রতিজ্ঞা কখন লঙ্ঘন হবে না। হে দীননাথ, কেন আমাদের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা ক'মে গেল? আমরা যা বলি, তা হবে না? আমাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ হবে? আমাদের কথা বৃথা হবে? আমরা কার সন্তান? ব্রহ্মের সন্তান, তেজের সন্তান। আমরা মিথ্যা বলিব? আমরা বলিয়াছিলাম, বাড়ীতে শান্তি পুণ্য হবে, বাড়ীতে বেদ ভাগবত পাঠ হবে, ছেলেরা ঈশ্বরের ভয়ে এবং প্রেমে বর্দ্ধিত হবে। হা ঈশ্বর, সে প্রতিজ্ঞা কোথায়? আমাদের জোর নাই, আগ্রহ নাই। এ জন্য তোমার কাছে প্রার্থনা করিতেছি, যা বলিব, তা যেন সাধন করিতে পারি। আমরা তোমার কাছে জোর করিয়া বলিব, এবার উৎসব আসিতেছে, ইহার মধ্যে আমরা এই এই করিব। পাড়ায় অপবিত্রতা থাকিতে দিব না। দেবি, আমাদের সঙ্গে থেকে উৎসাহের অগ্নি জ্বেলে দাও, হৃদয়ের মধ্যে খুব জাগ্রত হয়ে থাক। হে প্রেমসিন্ধো, জোর দাও। জোর কমিয়া গিয়াছে, প্রার্থনা ধ্যান যোগ যেন খুব হয়, এক এক চড়ে ষড়রিপু, দুঃখ, নিরাশা দূর ক'রে দেব। প্রেমময়, আত্মার ভিতর স্বর্গের আগুন জ্বেলে দাও। দেবি, দয়া ক'রে তুমি আমাদের মধ্যে সত্যনিষ্ঠা দৃঢ় ক'রে দাও। সত্যের আদর বৃদ্ধি ক'রে দাও। আমরা

পৃথিবীর কাছে দায়ী, অঙ্গীকারাবদ্ধ যে, এই এই কার্য্য মরিবার আগে করিব। আমরা যেন অঙ্গীকার ভঙ্গ না করি, সত্য যেন না ছাড়ি। সত্য আমাদের অমূল্য রত্ন। আমাদের সত্যব্রত দৃঢ় ক'রে দাও। সত্যের জন্য কেউ বনবাসী হলেন, কেউ ভক্ত হলেন, বৈরাগী হলেন। দয়াময়, আমরা সত্যব্রত গ্রহণ ক'রে কি করিলাম ? আমাদের সত্য-স্খলন হইল। ইহার জন্য অনুতপ্ত হই। হে মঙ্গলময়ি, হে কৃপাময়ি, দয়া ক'রে আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন বয়স যত বাড়িবে, তার সঙ্গে সঙ্গে উৎসাহ উদ্যম বাড়ে এবং সত্যের প্রতি নিষ্ঠা যেন আরো বাড়ে, এবং সত্য সত্য সত্য বলিতে বলিতে, সত্য দ্বারা জীবন ভূষিত করি ; মা, অনুগ্রহ করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

বালকত্ব

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ২৬শে আশ্বিন, ১৮০৩ শক ;
১১ই অক্টোবর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধো, হে করুণাময়, বালকত্ব এবং বীরত্ব এই দুইয়ের মিলন থাকে। বৃদ্ধ বীর নয়, বালকই বীর। ধর্ম্মপিতা ঈশা বলিয়াছিলেন, "ঈদৃশ সন্তানদিগকে আসিতে দাও, বাধা দিও না, কারণ স্বর্গরাজ্য তাহাদেরই।" জ্ঞানী বৃদ্ধ পড়িয়া রহিল, স্বর্গে গেল বালকেরা। স্বর্গের কথা দূরে থাক, পৃথিবীতে যত লড়াইয়ে জিত হয় বালকদের। বালক রিপুজয়ী, শমনজয়ী। ধ্রুবের জাত বড় জোরাল। ও জাতটাই বীর। যত অল্প বয়স, তত যোদ্ধা। এক একটা রিপু ওরা জানেই না। ক্ষুদ্র বালক প্রথম রিপুসম্বন্ধে একেবারে নির্দ্দোষ। সে কামরিপু জানেই না।

তার রাগ হয়, কিন্তু থাকে না। লোভও সেই রকম ফক্কা। এই বলিল, 'সন্দেশ খাব', তার পর এক পয়সার একটা কাগজের ঘুড়ি দেখিয়া, সন্দেশ ফেলিয়া দৌড়িয়া গেল; তার পর আবার একটা লাটিম দেখাও, ঘুড়ি ফেলে দৌড়ে যাবে। ও বালক, তুমি ফাঁকি দিয়ে জগৎকে শিখাইতেছ। বালকের জননি, ঐ ভাবে যদি তুমি আমাদিগকে ভাবুক করিতে পার, তবে আমাদের জীবনে মহর্ষি ঈশার বাক্য সফল হয়। ছোট ছোট ছেলে মানুষ ধার্ম্মিক কর। রিপু কিছু জানিব না। বালকের সাদা প্রাণ। দয়াময়, যত ছেলে সব বৈরাগী, না হলে ধূলো খেলা করিবে কেন? বৈরাগী সন্ন্যাসীরাই ত ধূলো কাদা মাখে। হে প্রেম, তোমার অবতার ঐ বালক। রিপু পাপ সব ছেড়ে দিয়ে, ভোলানাথ হয়ে থাকিব। মান অপমান, ধূলো মোহর সব সমান বালকের কাছে। তবে বালকের মত বীর হই। ওই যথার্থ বীর, ও ত শয়তানের সঙ্গে লড়াই করিল না। কুটিলতা ও জানে না, কামরিপু মান অপমানও জানে না। আহা ঈশা, তাই তুমি ওকে কোলে নিয়ে কত আদর করিলে। পিতঃ, চল্লিশ ত পার হয়ে গিয়েছে, এখন কি আর বালক হওয়া যায় না? এমনি হবে যে, পাপ আর ঢুকিতে পারিবে না। সব দরজা বন্ধ। পাপ কেমন, তা জানিব না। ছেলে মানুষের মত ব'সে থাকিব। কুটিল ভাব আর নাই। লুকিয়ে লুকিয়ে পাপ কচ্চি, সে রকম আর নাই। সাদা প্রাণ। টেনেটুনে পুণ্য করা, আর মেজে ঘষে রূপ করা সমান। ঐ কাল মন ঘষ্‌চি, ঘষ্‌চি, ও তেমন সাদা হয় না। কাল কি ওরকম ক'রে সাদা হয়? ঘষিলে মাজিলে হয় না, বালকত্ব চাই। ছোট ছেলেরা পিতা মাতাকে শিক্ষা দেয়, বলে, "ঘষ্‌চিস্ কেন, একবার আমার মত হ।" হে পরমেশ্বর, ভাবিতে দাও যে, আমরা খুব বালক। বালক কেবল কাঁদিতে জানে। খেতে না পেলে মা ব'লে কাঁদিব, মা যেখানে

থাক্‌বে, দুধ্ পাঠিয়ে দেবে, না হয়ত আপনি এসে স্তন্যপান করাইবে। লোভ পাপ কিছুতে হবে না, দয়াময়ীর সন্তান কি আর কাল হতে পারে ? বালকের মনে হাসি হাসি একটি ভাব রয়েছে। বালকবৈরাগ্য অতি সুমিষ্ট। বৃদ্ধ হ'য়ে যদিও পুণ্যবান্ হই, তাতে অত সুখ হয় না। মারকাট ক'রে পুণ্যবান্ হয়ে সুখ নাই, আর সহজ বালক-স্বভাব সুলভ ধর্ম্মে খুব সুখ। ছেলেমানুষ ক'রে দাও। রাগ লোভ থাকিবে না। যারা বালক, তাদের হাতে টাকা দিলে মুটোর ভিতর দিয়ে সব পড়ে যায়। বালক প্রচারকের লোভ নাই, বৈরাগী ছেলের কিছু থাকিবে না। হাতে ভাঁড় একতারা লইবে, আর কিছু ধরিবে না, এ রকম সহজ স্বাভাবিক ধর্ম্ম দাও। দয়াময়, মারামারি কাটাকাটি ক'রে জয়া হব, এ পথে যেতে দিও না। শয়তান ছোট ছেলের কাছে যায় না। ছোট ছেলের সংগ্রাম করিতেও হয় না। শয়তান উঁকি মেরে দেখে, যদি বালক দেখে, চ'লে যায়। তাই ছোট ছেলের আদর ধর্ম্মরাজ্যে চিরকাল। আমাদিগকে বালকের বীরত্ব দাও। বালকত্ব, বীরত্ব, দুইই দাও। সরলস্বভাব বালক হই, আবার তেমনি ধর্ম্মের জোর দাও। বালকত্ব দ্বারা পৃথিবী জয় করিব। হাতে টাকা মান মর্য্যাদা সুখসম্পদ দিলে, ঝুর ঝুর ক'রে মুটোর ভিতর দিয়ে গ'লে প'ড়ে যাবে। আমরা ঠিক যেন স্বভাব দ্বারা রক্ষিত হই। স্বভাব সব ঠিক ক'রে দেবে, কতটুকু সংসারে থাকা উচিত, কতটুকু ভালবাসা উচিত, কতটুকু পড়াশুনা করা উচিত, কতটুকু ক্ষমতা পাওয়া উচিত, আমরা কিছু বুঝিব না। দয়াময়ি, বালকের ব্যাপারে তুমি যে কি শিক্ষা দিতেছ। এই যে বালকত্বের সত্য, আমরা আদর ক'রে রাখি। হে মঙ্গলময়ি, হে কৃপাময়ি, এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন বালকের সরল নির্দ্দোষ পবিত্র ভাব বুকের ভিতর রাখিয়া, সহজে ধর্ম্মসাধন ক'রে কৃতার্থ হই ; মা, অনুগ্রহ ক'রে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো—] শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

সপ্রেম স্বাধীনতা

(কমলকুটীর, বুধবার, ২৭শে আশ্বিন, ১৮০৩ শক ;
১২ই অক্টোবর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, অসহায়ের সহায়, যে বীজ রোপণ করা হইয়াছে, তারই ফল ফলিতেছে। হে ঈশ্বর, স্বাধীনতা এবং প্রেম এই দুই বীজ রোপণ করা হইয়াছে। আমাদের মধ্যে এই দুই বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, তার ফল ফলিতেছে। দুই যদি এক হইত, সকল দিকে মঙ্গল হইত। তোমার সাধকেরা সাধন করিতে করিতে, শেষে এখন বুঝিতে লাগিলেন, বিচ্ছিন্ন হইয়া কাজ না করিলে কাজ ভাল হয় না। "আমি যা কাজ করিব, অন্যে তাতে মতামত প্রকাশ করিবে না, অন্যে হাত দিবে না, যা ভাল বুঝিব, তাই করিব" এই মত আমাদের সকলের ভিতর অল্প বা অধিক আছে। তোমার যে সাধক পৃথিবীর যে দিকে যাইতেছেন, এই মত লইয়া যাইতেছেন, এই মত দ্বারা পরিচালিত হইতেছেন। কে বলিতে পারে, হে ঠাকুর, এইরূপে একে একে সকলে চ'লে যেতে পারে। সকলে অবিশ্বাস করে যে ব্যক্তিকে, তার চ'লে যেতেই হবে। যার সর্ব্বদা অপমান হয়, যে সহানুভূতি সাহায্য না পায়, রোগে শোকে যদি বন্ধুতা মিষ্ট কথা না পায়, সে কেন থাকিবে? বিদেশে তোমার কাজ অধিক করিতে পারিবে, তার এই বিশ্বাস হইবে। সকলে যদি ভয় দেখায়, তবু সে যাবে। যিনি যাইতেছেন, তিনি এই শিক্ষা দিয়া যাইতেছেন যে, "তোমাদেরও এক দিন এই রকম ক'রে যেতে হবে। আমি আগে যাচ্চি, কিন্তু তোমরাও একে একে যাবে।" দয়াময়, স্বাধীনতার মত অতি আশ্চর্য্য মত। ইহাকে প্রণাম করি। স্বাধীনতার মত স্বর্গীয় মত। এই মতে ঈশা বড় হইলেন, জন উচ্চ হইলেন, পুরুষ মহাপুরুষ হইলেন। মহাপ্রভো, যেমন বীজ পোঁতা

হইল, তেমনি ফল হইল। আমরা পরের কথা শুনিবার জন্য জন্মগ্রহণ করি নাই। যা বলা হবে, সম্পূর্ণরূপে তা করা হবে, এ আমরা মানি না। আমাদের বিশ্বাস এ রকম হয়ে দাঁড়িয়ে গিয়াছে, সকল হইতে আপনাকে স্বতন্ত্র করিয়া লইব। আপনার কার্য্যক্ষেত্র, সাধনের ভূমি স্বতন্ত্র, আপনার প্রচারক্ষেত্র স্বতন্ত্র, সেখানে আপনার অভিরুচি বিত্যা ইচ্ছা অনুসারে সাধন করিব। যা ভাল লাগে না, তা কখন করিব না; যে সকল কাজ রুচি-বিরুদ্ধ, তা কোন মতে করিব না। এই রূপে, হে ঈশ্বর, আমরা এত দিন বড় হতাম। এই রূপে আমরা ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রচার করিতে যাইব। কেহ বাধা দিতে পারিবে না। আমরা স্বাধীনতাপরতন্ত্র। সেই স্বাধীনতার মতে সকলে চলিল। এত কার্য্য হবে, জগতে ধর্ম্মবিস্তার হবে। কিন্তু পিতঃ, স্বাধীনতার পাশে আর একটী বীজ পোঁতা হয়েছিল, তাহা অঙ্কুরিত হইয়াছিল, কিন্তু বাড়িল না। প্রেমের বীজ তত সেবা পাইল না, আস্তে আস্তে উঠিল। একটু শীর্ণ, একটু জীর্ণ, তত জোরে মাথা তুলিতে পারিল না। এজন্য এক জন প্রণাম ক'রে, সকলের কাছে আশীর্ব্বাদ লইয়া যাইতে পারিতেছে না। কিন্তু যেতেই হবে তাকে। মা, তোমার প্রেম আর স্বাধীনতা মিলিতেছে না। অতএব তোমার কাছে এই ভিক্ষা করি, যদি এইরূপে সকলের চ'লে যেতে হয়, পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে হয়, তা'হলে যেন যাবার সময় পরস্পরের সহিত প্রেমবন্ধনের যোগ থাকে। যান, তাতে ক্ষতি নাই, মহিমা বাড়িবে, গৌরব বাড়িবে, বিধান চারিদিকে বিস্তার হইবে। কিন্তু এই যেন হয়, যাবার সময় সকলে হরিনাম ক'রে, প্রেমালিঙ্গনে বদ্ধ হয়ে যান। দয়াময়ি, এক দিন আশা ছিল, সকলে ভিন্ন দেশে গিয়া বিধান বিস্তার করিবেন। সে আশা পূর্ণ হবে, দেখিতেছি। কিন্তু যাইতে হইলে, অগ্রাহ্য ক'রে কারো যেন যেতে না হয়। বিশ বৎসর একত্র থেকে, শেষে কি পরস্পরের বিরোধী হয়ে যাবেন? বিদ্বেষী না

হলে, কেউ কি প্রচার করিতে যেতে পারেন না? কলিকাতায় উৎপীড়িত, অপমানিত, তিরস্কৃত না হলে, কি প্রচার করিতে যাওয়া যায় না? কলিকাতার উপর রাগ না হলে, কি বিদেশে যাওয়া যায় না? হরিনাম করিতে করিতে, পরস্পরকে আলিঙ্গন ক'রে বিদায় লইয়া, দশ ভাই নাচিতে নাচিতে দশ দিকে যাইতেছেন, এটা যেন দেখিতে পাই। হে দয়াময়, হে কৃপাময়, দয়া ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা পরস্পরের সহিত প্রেমে সম্বদ্ধ হইয়া, সময়ে সময়ে বিদায় লইয়া, তোমার প্রেমের রাজ্য, স্বাধীনতার রাজ্য বিস্তার করি; শ্রীহরি, তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো–]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ভয়পরাজয়

(কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ২৮শে আশ্বিন, ১৮০৩ শক;
১৩ই অক্টোবর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, অপার প্রেমের সাগর, আমরা পরীক্ষা দ্বারা বুঝিলাম, পৃথিবীর কুটিল পথের জন্য আমরা প্রস্তুত হই নাই। যেখানে মন পরীক্ষিত হয় না, সেখানে ব'সে হয়ত কিছু দিন তোমায় ভালবাসিতে পারি; কিন্তু গোলের মধ্যে পড়িলে হয় না। সকলে যদি কেবল নিজ নিজ কার্য্য সাধন করেন, বাধা না দেন, উত্তেজনা না করেন, অপবিত্র করিতে চেষ্টা না করেন, তা'হ'লে মন ভাল থাকিতে পারে, নতুবা দুর্ব্বল মন তিষ্ঠিতে পারে না। সকলে সংগ্রামের উপযুক্ত নয়, কিন্তু এক এক জন সংগ্রাম চায়। তাদের রক্ত গরম, মনের ভাব চঞ্চল যুদ্ধের জন্য। তারা যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী। তারা বড় বীর। কেউ কেউ তার ঠিক বিপরীত। তারা

ভাবে, যুদ্ধ যেন আবশ্যক না হয়। শয়তানের সঙ্গে কখন যেন দেখা না হয়। কুপ্রবৃত্তির সঙ্গে যেন কখন যুদ্ধ করিতে না হয়। যুদ্ধ নাই, তবু তাদের ভয়, যদি যুদ্ধ করিতে হয়। দেখ, নাথ, এই দুই দলের লোক আছে। এক দল বীর, তারা যুদ্ধের জন্য এত প্রস্তুত যে, "আয়, যুদ্ধ আয়" ব'লে ডাকে ; আর এক দল আছে, এমনি ক্ষীণ দুর্ব্বল যে, যুদ্ধ এলো ব'লে ভয়ে কাঁপে। যদি লোকে অপমান করে, অপবাদ দেয়, হীনতা লজ্জা মস্তকের উপর আসে, মন তোমার পাদপদ্ম ছেড়ে কোথায় পালাবে। যদি ইন্দ্রিয়সুখের প্রচুর আয়োজন হয়, মন তার ভিতর কোথায় ডুবে যায়। আমাদের মন ক্ষীণ দুর্ব্বল, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নয়। তোমার আসল খাঁটি সন্তান যাঁরা, কি বীর পুরুষ! আমরা টেনে টুনে ধর্ম্ম করি। যারা প্রলোভন থাকিতেও মিথ্যা বলিতেছে না, বিষয় কর্ম্মের ভিতরও হরিনাম রাখিতেছে, তারাই ধর্ম্মবীর। ভীরুদের স্বর্গরাজ্য সাহসীদের স্বর্গরাজ্য অপেক্ষা অনেক পৃথক্। ভীরুদের বৈকুণ্ঠে যাইতে ইচ্ছা করিতেছে না। লড়াইয়ের ভিতর গিয়া পড়ি। পাঁচ হাজার, দশ হাজার প্রলোভন রয়েছে, দেখাব তাদের, এমনি ক'রে জয় করিতে হয়। দিগ্বিজয়ী হইব। জনক ঋষির জীবনের দৃষ্টান্ত আমাদের ভিতর প্রতিষ্ঠিত কর। তাঁর রাজ্যভার মাথায় ছিল, কিন্তু মন টলিল না। ইচ্ছা হয়, ওরকম হতে ; কিন্তু ভয় হয়। পরমেশ্বর, কাকে কি রকম করেছ, কিছু জানি না ; কারো ভিতর এমনি অগ্নি জ্বেলেছ যে, কেবল যুদ্ধ করিতে দৌড়িতেছে। নিজের জীবনে যুদ্ধ না থাকিলে, অন্যের জন্য যুদ্ধ করিতে যায়। দেশের জন্য যুদ্ধ করে, পাড়ার লোকের জন্য যুদ্ধ করে, মদ নাস্তিকতা হইতে দেশ রক্ষা করে, সংগ্রামে জয়ী হ'য়ে দেশ বাঁচায়। দয়াময়, সে জীবন মনে হ'লে বড় আহ্লাদ হয়। কিছুতে ভয় নাই। আর ভীরু ধার্ম্মিক চুপ ক'রে অবসন্ন হ'য়ে প'ড়ে রয়েছে। ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে, হরি ব'লে সে এক রকম

বাঁচিল বটে, কিন্তু, হে বীরের দেবতা, তাতে মনে তত সন্তোষ হ'লো না। সে এক রকম লুকিয়ে পালিয়ে বাঁচিল। হে পরমেশ্বর, যে দিকে যাব, রিপুসংহার করিয়া আসিব। তোমার যে ব্রাহ্মগুলি, যতক্ষণ পরীক্ষা না আসে, ভাল থাকে। একটু কষ্ট শোক পাইল, খেতে পাইল না, টাকার অনাটন হইল, অমনি প্রসন্ন শুদ্ধ মুখ কলঙ্কিত অবসন্ন হইল। দয়াময়, দয়া ক'রে শত্রুপরাজয়যন্ত্র যদি দাও, অভয় পদ যদি দাও, তা' হ'লে ধর্ম্মপরাক্রম দেখাই। বীরের পুত্র বীর। পৃথিবীর দুর্গন্ধ তার কাছে যাইতে পারিবে না, এমন যোগী বিশ্বাসী ক'রে দাও। অনেক উন্নতি হইয়াছে, কিন্তু সাহসের উন্নতি ততটা হয় নাই। অভয়ার সন্তান, এই নামের উপযুক্ত কেমন ক'রে হব, ব'লে দাও। এমন শিক্ষা দাও, যাতে সিদ্ধপুরুষ হয়ে বসিয়া থাকিব, দুর্ভেদ্য প্রস্তরের মত হ'ব। তোমাকে যদি সর্ব্বস্ব ক'রে হৃদয়ে রেখে দিতে পারি, তবে পাপকে কেন ভয় করিব? সকলকে তোমার কাছে অভয় দাও। সকলকে এমনি নির্লোভ অনাসক্ত ব্রহ্মানুরাগী ক'রে রাখ যে, এরা অনায়াসে পৃথিবীর সুখ সম্পদের ভিতর বসিয়া, রাজর্ষির ন্যায় হরিনাম সাধন করিতে পারিবে। হে দয়াময়, হে অনাথনাথ, দয়া ক'রে ভীরু জনে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন সকল প্রকার ভয়কে পরাজয় করিয়া, রণক্ষেত্রে "মা মা" শব্দ উচ্চারণ করিতে করিতে, শত্রু জয় ক'রে শুদ্ধ হই; মা, গরিবের এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

দীনতা

(কমলকুটীর, শুক্রবার, ২৯শে আশ্বিন, ১৮০৩ শক ;
১৪ই অক্টোবর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে পরম পিতঃ, হে দুঃখীদের ত্রাতা, যাঁরা খুব বড় হয়েছিলেন, তাঁরা অত্যন্ত দীনাত্মা ছিলেন। অহঙ্কারী কোন কালে ভক্তশ্রেষ্ঠ হয় নাই, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক হয় নাই, দশ জনের কাছে প্রেরিত বলিয়া প্রসিদ্ধ হয় নাই। অত বড় ঋষি ঈশা, তিনিও আপন মুখে বলিয়াছিলেন, আমি অতি দীন। এ সব ভাবিলে, আমাদের হতাশ হইতে হয়। কারণ আমরা অতি অহঙ্কারী। পাপের জন্য আমাদের চক্ষে অনুতাপের অশ্রু পড়িল না। আমরা পৃথিবীকে বলিয়া আসিতেছি, আমরা অতি ধার্ম্মিক, পৃথিবীর অনেক কাজ করি। এ অহঙ্কার আমাদের ভিতর কেন আসিল ? সাধুরা পৃথিবীতে বিনয়ের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন। আমরা লেখা পড়া শিখিয়াছি, অনেক ধর্ম্ম সাধন করিয়াছি, অনেক বার প্রত্যাদেশ শুনিয়াছি, এই সকল ভাবিয়া মন গরম হইয়াছে। অহঙ্কারের আগুন না নিবিলে পরিত্রাণ হয় না। মাটীতে প'ড়ে মাটী হয়ে রহিলাম না কেন ? সকলের কাছে ভৃত্যের মত হইলাম না কেন ? মানুষের কাছে ছোট হইলাম না ; তোমার কাছে ছোট হই, কারণ তাতে বড় হওয়া হইল। কিন্তু মানুষের কাছে মাথা হেঁট করিতে পারি না। আমাদের অহঙ্কারী দাম্ভিক মাথা হেঁট হয় না। বিদ্যার গরমি, সাধনের গরমি, ভক্তির গরমি মনে প্রবিষ্ট হয়েছে। হে পরমেশ্বর, সকল রকম অহঙ্কারের আগুনে বিনয়ের জল ঢেলে নিবিয়ে দাও। পাপ অধর্ম্মের আগুন যাদের মনে এখনো রয়েছে, তারা কেন অহঙ্কার করিবে ? অহঙ্কার শয়তান যেন পাপ চক্ষে না আসে। কটাই বা ধর্ম্ম কাজ করিয়াছি ? হস্ত কি শুদ্ধ হয়েছে ? হৃদয়ে কি আর

অপ্রেম আসে না ? মনে কি কুচিন্তা অবিশ্বাস হয় না ? খুব কি মত্ততা হয়েছে ? ধ্যানের সময় মন কি অন্য দিকে যায় না ? তবে কিসের অহঙ্কার করিব ? হে পিতঃ, অহঙ্কারী হ'য়ে তোমার কাছে ভয়ানক অপরাধ করেছি। অহঙ্কারের কিছু কারণ নাই, যা লইয়া অহঙ্কার করিব। এখনও বিশ্বাস হয় নাই। তোমাকে সরল মনে ভালবাসিতে পারি না। পরিবারের মধ্যে তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলাম না। ধর্ম্মের সম্বন্ধ তাদের সঙ্গে হইল না। হে হরি, ভবে এসে কিছু হইল না। পৃথিবীতে এসে কি করিতেছি ? ক'জন লোকের উপকার করেছি ? তোমার প্রেমের কিছু পাইলাম না, পুণ্যেরও কিছু পাইলাম না। আমাদের অহঙ্কার করিবার কিছু হয় নাই। তোমার শ্রীমুখ দেখে যে ব'সে খুব হাসিব, তাহার সময় হয় নাই। হে স্বর্গীয় দর্পহারি, ভারি অহঙ্কার আমাদের মধ্যে। দর্প চূর্ণ কর ; আমাদিগকে দীনের দীন কর। তৃণ, তুমি আমাদের কাছে এস, ভাই হ'য়ে, বন্ধু হ'য়ে নম্রতা শিক্ষা দাও। হে দয়াল, তৃণস্বভাব ক'রে দাও। হে দয়াময়ি, যাকে তুমি নাবিয়ে দাও, তাকে তুমি কোলে তুলে লও। যাকে নীচ কর, তাকেই আবার উচ্চ কর। অতএব এই কথাটী মনে ক'রে এই ভিক্ষা করি, হে প্রেমময়ি, হে মঙ্গলময়ি, তুমি দয়া ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন দর্পহারীর প্রসাদে সকল দর্প চূর্ণ হইয়া, আমরা গরিব দীনহীন হইয়া, তোমার চরণ সেবা করিয়া, ভাই ভগ্নীর চরণ সেবা করিয়া, প্রচুর পুণ্যশান্তি সঞ্চয় করিতে পারি ; মা, অনুগ্রহ ক'রে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো —]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

নীতিরক্ষা

(কমলকুটীর, প্রাতঃকাল, রবিবার, ১লা কার্ত্তিক, ১৮০৩ শক ;
১৬ই অক্টোবর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধো, হে অনাথনাথ, তোমার আলোকে হৃদয়ে বোঝা যাইতেছে এবং নানা ঘটনাতেও সেই বুদ্ধির আলোক বুঝিতেছে যে, আমাদের মঙ্গলের ও উন্নতির জন্য নীতিবর্দ্ধনের বিশেষ চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। পুণ্যধন যখন হৃদয় থেকে প'ড়ে যায়, সাবধান হ'তে হবে। বিশেষরূপে চেষ্টা করিব, নীতিবিষয়ে যে একটা দোষ আছে, তাহা সংশোধন করিতে। পৃথিবীর কাছে বড় হীন হ'তে হ'বে, যদি এত দিন পরে কপটতা দূর করিবার চেষ্টা হয়। কেন ধর্ম্মকে সংসারে স্থাপন করে নাই, সন্তান-পালনের দায়িত্ব লয় নাই, ক্ষমা করে নাই, এ সকল বিষয়ে এত দিন পরে ইহাদের দৃষ্টি পড়িল বলিয়া, লোকে ঘৃণা করিতে পারে। কিন্তু সে জন্য কি চরিত্র ভাল করিতে অবহেলা করিব? নীতিতত্ত্বের প্রতি উদাসীন হইব? হে দীনবন্ধো, কি এমন উপায় হইতে পারে, বল, যাতে আমরা হেসে খেলে দিন দিন পুণ্য সঞ্চয় করিতে পারি। চরিত্রে আমাদের অনেক দোষ আছে। নীতির অর্থ ধর্ম্ম, সুনীতিপরায়ণ হওয়ার অর্থ, তোমার যা আদেশ বিবেকের ভিতর দিয়া আসিতেছে, তাহা পালন করা। ছোট ছোট গরলের ফোঁটার মত দোষ মনের ভিতরে প'ড়ে হরিভক্তদের কষ্ট দিতেছে। আমাদের অনেক সামান্য সামান্য পাপ আছে, আমরা যদি বিচারিত হই, ভাল জবাব দিতে পারি না। হে পিতঃ, যে ধর্ম্মসমাজে সামান্য সামান্য দোষের জন্য শাসন নাই, সে ধর্ম্মসমাজ বাঁচে না। হে দয়াময়, যে পাপী নিজের প্রায়শ্চিত্তের জন্য চিন্তিত হইল না, সে পাপীদের মধ্যে অধম। আমাদের আশু উপায় করা উচিত, যাতে ছোট ছোট দোষগুলি

আমাদের ভিতর হইতে যায়। আমরা সময় নষ্ট করিব না, না খেটে খাব না, পরের জন্য দায়ী হব; অপবিত্র চিন্তা মনে যদি স্থান দিয়ে কলঙ্কিত হই, তাহা হইলে অনুতপ্ত হ'ব। রসনা যদি প্রবঞ্চনা করে, শাস্তি ভোগ করিব। আমাদের মধ্যে ছোট ছোট বিষয়ে চরিত্র সংশোধন ক'রে লও। আমাদের মধ্যে মিথ্যা কথা, স্বার্থপরতা থাকিবে না। অহঙ্কারী মিথ্যাবাদী এবং যে পরের টাকা গোল করে, এমন লোক এখানে থাকিতে পারিবে না। পাপের গন্ধ বাড়িয়া উঠিল; ধর্ম্মসমাজ রক্ষা করা উচিত হইতেছে। আমাদের বিধানের বিশেষ একটি মত যে, নীতিপরায়ণ হইতেই হ'বে। যোগী ভক্ত বরং একটু গৌণেও হ'লে হ'বে। দয়াময়ি, তোমার পরিবারের মধ্যে এরকম যেন হয় যে, একটু পাপ হ'লে অনুতাপ করে, প্রায়শ্চিত্ত করে, তার পর খাঁটি হয়। নীতিসম্বন্ধে যদি শৈথিল্য থাকে, তবে সেই বৈষ্ণব, সেই শাক্ত, সেই সন্ন্যাসীর বাহিরে আড়ম্বর, ভিতরে অনীতি। নীতি অর্থ শুদ্ধতা, নীতি ছাড়া পবিত্রতা হয় না। যদি নীতি না রহিল, আমাদের ধর্ম্ম রহিল কৈ? তাই বলি ঈশ্বর, আমাদের মধ্যে একটি সভা হোক, যাতে নীতিসম্বন্ধে পরস্পরের সঙ্গে কথা হয়। সামান্য সামান্য পাপে ক্রমে মানুষকে কি ভয়ানক পাপী ক'রে ফেলে। নিয়ম ক'রে দাও, মিথ্যা বলিব না, স্বার্থপর হইব না, অহঙ্কার করিব না। হেসে হেসে নৃত্য করিতেছি, গান করিতেছি, তার সঙ্গে সঙ্গে খাঁটি হইতেছি। দিব্য চক্ষে সব দেখিতেছি, দিব্য ভাবে সব ভাবিতেছি। প্রাণের ভিতর পুণ্যের প্রস্রবণ থাকিবে, এই রকম কর। হে পিতঃ, এ সকল রিপুগুলো যতই দুর্ব্বল করিতে পারি, ততই ভাল। নীতি-শাসনের নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, পরস্পর পরস্পরকে শাস্তি দিবেন। হে দয়াল হরি, এমনি আমরা পরস্পরের মধ্যে লেখা পড়া করিয়া লই যে, আমাদের ভিতর নীতিসম্বন্ধে যাহা সামান্য সামান্য দোষ আছে, তাহা সংশোধন করিব। পিতঃ, বড় ইচ্ছা হয়, খাঁটি

হই। উপাসনা দ্বারা অনেক দূর লইয়া আসিলে, আর উপাসনা দ্বারা বুঝাইতেছ যে, এত উচ্চ অবস্থায় নীতিসম্বন্ধে সামান্য সামান্য দোষগুলি আমাদের মধ্যে থাকা ভাল নয়। হে মঙ্গলময়ি, হে কৃপাময়ি, দয়া করিয়া আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন মা মা বলিয়া ডাকিয়া, এই নীতি-বর্দ্ধনব্রত গ্রহণ করি, এবং পরস্পরের সকল দোষ, সামান্য সামান্য ত্রুটি সংশোধন করিয়া, আমাদের ঘরখানি খাঁটি করিতে পারি ; মা, তুমি সহাস্য-মুখে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

তীর্থ-চতুষ্টয়

(ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দির, সায়ংকাল, রবিবার, ১লা কার্ত্তিক, ১৮০৩ শক ; ১৬ই অক্টোবর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে দয়াসিন্ধো, হে করুণাময়, কল্পনার অতীত তুমি, ভেদাভেদের অতীত তুমি, তোমার চরণ ধরিয়া কাঁদিতেছি। পৃথিবীর অনেক বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছ, এখন এই মিনতি করি, ধর্ম্মরাজ্যে শান্তির পথ দেখাইয়া দাও। নৌকা দুলিতেছে, পাপে পরিপূর্ণ, দুষ্প্রবৃত্তিবায়ুতে আন্দোলিত হইয়া জলমগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে। এ সময় তোমায় ডাকিতেছি, হরি, কোথায় রহিলে ? এ যে মতের তরঙ্গে মারা যাই, এ সময়ে তুমি রক্ষা কর। অনেক লোকে সাম্প্রদায়িক তর্কে মরিতেছে। এই জন্য, ঠাকুর, কাঙ্গালদিগের পরিত্রাণের জন্য তোমায় জানাইতেছি, সকল প্রকার ভ্রান্তি ও ভেদ-বুদ্ধি হইতে রক্ষা কর। দেহতীর্থে কর্ম্মকাণ্ড, মনস্তীর্থে জ্ঞানকাণ্ড, হৃদয়তীর্থে কোলাহলশান্তি ও নিবৃত্তির আরম্ভ, কিন্তু আত্মতীর্থে যোগী ভিন্ন আর কেহই ত শান্তি লাভ করিতে পারে না।

সকল তীর্থ দেখা হইল, শান্তি কোথাও পাওয়া গেল না। না বৃন্দাবনে, না কাশীতে, না গয়াতে। শাক্য যখন বিবাদ করেন শ্রীগৌরাঙ্গের সঙ্গে, পৃথিবীতে তখন শান্তি পাইব না। শান্তি পাইব পৃথিবীর অতীত স্থানে, আত্মাতে—যেখানে কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ড কিছুই নাই, যেখানে কেবলই যোগ। দেখিব, সেখানে এক সাধুকে অপর সাধুর বক্ষে। দেখিব, সকল মনুষ্য এক জাতীয়। দিব্য চক্ষু দাও, হে ঈশ্বর, অভেদ দর্শন করিয়াও চরিতার্থ হই।

দয়াময়, ব্রাহ্মদের মধ্যেও নানা গোলযোগ, নানা বিবাদ হইয়াছে। ইচ্ছা হয়, তোমাকে লইয়া এমন কোন নিভৃত স্থানে বসি, যেখানে কোন গোল নাই, বাগ্বিতণ্ডা নাই, কোন ভেদাভেদ নাই। শুনিয়াছি, জগন্নাথের নিকটে থাকিলে, সমুদ্রের শব্দ শোনা যায় না। হে কৃপাসিন্ধো, হে জগৎপতি জগন্নাথ, আত্মতীর্থে যখন বসিব, সমাধিমন্দিরে বসিয়া যখন তোমার মুখশ্রী দেখিব, তখন প্রেমেতে, যোগেতে সব একাকার হইয়া যাইবে। দুরন্ত বিচারসমুদ্রের ভীষণ তরঙ্গের শব্দ শোনা যাইবে না। একেবারে শান্তিরাজ্য প্রচার কর, মা। বহুকাল হইতে ধর্ম্মের নামে, তোমার নামে, নানাপ্রকার অশান্তি প্রচারিত হইতেছে। বারণ করিতে পার কেবল তুমি, হে জগজ্জননি, তুমিই কেবল এ সকল বারণ করিতে পার। মাতঃ, কৃপা করিয়া শান্তিরাজ্য প্রচার কর। সকল ধর্ম্ম এক হউক, সকল প্রকার গৃহবিচ্ছেদ চলিয়া যাউক। সকল সম্প্রদায় একবার হরিচরণতলে নৃত্য করুক। বুঝি, এ আশা দুরাশা? লোকে বলে, ধর্ম্মে ধর্ম্মে এত কলহ বিবাদ, ইহা কি যায়?

দয়াময়, দেহে, বুদ্ধিতে, কার্য্যে যদিও ভেদাভেদ ও বিবাদ থাকে, যেন যোগেতে সকলে অভেদ দর্শন করিতে পারে। যোগে সকল এক কর। যোগেশ্বর, তোমাকে সকলের মধ্যে দর্শন করি, তোমাতে অপর সকলকে

অবলোকন করি। দেখি, "মিশে নদী জলধিতে হয় একাকার।" আমি তোমাতে, জগৎ শুদ্ধ তোমাতে। এই অভেদ-জ্ঞানে জ্ঞানী হইব। আমরা পুলকিত হইয়া বলিব, ভেদাভেদ নাই, জাতীয় বিজাতীয় নাই, কলহ বিবাদ নাই; শান্তি হইল, শান্তি হইল, যুদ্ধক্ষেত্র বন্ধ হইল। হে দয়াময়, কবে এ কথা পৃথিবী বলিবে? কবে আনন্দে সবাই মিলিয়া নৃত্য করিব? আশার কথা শুনিয়াছি। নূতন শঙ্করাচার্য্য শ্রীনববিধান সার অভেদতত্ত্ব প্রচার করিবেন। ইঁহাকে ক্ষমতা দাও, প্রভুত্ব দাও। ইনিই সর্ব্বধর্ম্মের সমন্বয় করিবেন; সকল সাধুকে এক করিবেন। মা কল্যাণদায়িনি, তোমার রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হউক। সর্ব্বদেবময় হরি যে তুমি, তোমার চরণতলে আমরা এক হইয়া বসিব। আমাদিগের এক শাস্ত্র, এক জাতি, এক হরি তুমি। শ্রীহরি, সর্ব্বদেবময় হরি, হরিনামরসে মাতিয়া সকলকে আলিঙ্গন করিব। ভেদবুদ্ধি ত্যাগ করিয়া, তোমার চারিদিকে সবাই মিলিয়া নৃত্য করিব। হে কৃপাময়ি, আত্মার ভিতরে সকলে যেন এক হইয়া যাইতে পারি, পুণ্য ও আনন্দে যেন উন্মত্ত হইতে পারি, দেবি, দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

পাপের পরীক্ষা

(কমলকুটীর, সোমবার, ২রা কার্ত্তিক, ১৮০৩ শক;
১৭ই অক্টোবর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে পরমপিতঃ, হে সিদ্ধিদাতা, জ্ঞানদাতা, মুক্তিদাতা, তুমি একবার কৃপা করিয়া আমাদিগকে আপন আপন বিবেকের নিকট পরিষ্কৃত হইতে দাও। ছাত্রদের বৎসরান্তে পরীক্ষাবিধি আছে। তোমার শিষ্যদের কেন

সে নিয়ম থাকিবে না? জগদীশ্বর, এই যে আমাদের ধর্ম্মজীবন, ইহা একটী প্রকাণ্ড পরীক্ষার ব্যাপার। আসিয়াছি ভবে পরীক্ষা দিতে। এতদিন কি শিখিলাম, কত দূর খাঁটি হইলাম, পবিত্র প্রেমের ভিতর কত দূর পবিত্র হইলাম, কাম ক্রোধ ইত্যাদি রিপুকে কতদূর জয় করিলাম, ইহার পরীক্ষা কর। যদি পরীক্ষায় অক্ষম হই, তাহা হইলে কষ্ট পাইব, ইহকাল পরকালে অনেক যন্ত্রণা পাইতে হইবে। হে গুরো, তোমার পাঠশালায় এত দিন কি শিখিলাম, সত্যসাধন, রিপুসংহার কত দূর করিলাম, বৎসরের শেষে হাড়ভাঙ্গা পরীক্ষা। সে পরীক্ষা না দিতে পারিলে, উন্নতদিগের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিব না। কত কঠোর তপস্যা, কঠিন পরিশ্রম করিতে হইবে, তবে ত তোমার কাছে পরীক্ষা দিতে পারিব। মঙ্গলস্বরূপ, যারা প্রেরিত ব'লে লোকের কাছে পরিচিত হইয়াছে, এদের খুব পরীক্ষা হওয়া উচিত। হে ঈশ্বর, একবার আমাদিগকে পরীক্ষার আগুনে ফেল। পরীক্ষা না আসিলে ছাত্রেরা বুঝিতে পারে না, কত দূর শিখিল। এজন্য তোমার রাজ্যে পরীক্ষা-বিধি উৎকৃষ্ট বিধি। দয়াময়, আমরা তোমার বিদ্যালয়ে বড় যে নিকৃষ্ট শ্রেণীর ছাত্র। আলস্যে লেখা পড়া হয় না। আমাদের উন্নতি ভাল হয় নাই। পরীক্ষার সময় অবসন্ন হয়ে বসে থাকি, এক একটা শক্ত প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে বলিতে পারি না। আমাদের চরিত্রসম্বন্ধে, ধ্যানসম্বন্ধে, পরোপকার করি কি না, সেই সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে, ভিতরের পাপ দেখিয়া অত্যন্ত অনুতাপ হয়। হে ঈশ্বর, আমাদের ইচ্ছা নয় যে, পরীক্ষা দি। কিন্তু বাঁচিতে হইলে, পরীক্ষা দিতে হইবে। হে পরমেশ্বর, প্রত্যেককে একটা একটী পরীক্ষা ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করাও। পরীক্ষা ক'রে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া, হাত ধ'রে অগ্রসর ক'রে নিয়ে চল। আমাদের মত দুষ্ট সন্তানেরা কখন ভাল হবে না, যদি না তুমি খুব কঠিন পরীক্ষা দাও। হে পিতঃ, আমাদের পাঠ

কেন হলো না, জিজ্ঞাসা কর। ব'লবে, আমি পরীক্ষা করিব। হে দীনবন্ধো, হে কাতরের বন্ধো, দুঃখীর বন্ধো, পতিতপাবন, দয়া ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা বার বার পরীক্ষিত হ'য়ে, পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রে, পুণ্যপথে ফিরিতে পারি; মা, অনুগ্রহ ক'রে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

দৈন্য

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ৩রা কার্ত্তিক, ১৮০৩ শক ;
১৮ই অক্টোবর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে দয়াময়, হে সুখদাতা, তুমি আমাদিগকে গরিব করেছ। ইহাতে তোমার অনেক অভিপ্রায় নিহিত আছে। তোমার গূঢ় মুক্তিপ্রদ বিধান এই ঘটনাটীর ভিতর নিহিত আছে। সকলের সৌভাগ্য নয় যে, দীন হয়; তুমি যাকে দীন কর, সে দীন হয়। যার দীনতা তোমার প্রদত্ত, সেই ভাগ্যবান্। ভাগ্যবান্ তাকে বলি, যাকে সম্পদ্‌বিহীন সর্ব্বস্বান্ত করিয়া ভিখারীদলে প্রবেশ করাইয়াছ। দুঃখী হওয়া বড় কঠিন। সুখী অনেকে হইল। কিন্তু দুঃখী হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না, কেবল তোমার চিহ্নিতদের ঘটে। দীনতার মহিমা অনেক। দুঃখক্ষেত্রে কত ফল ফলে। অশ্রুবারিতে যে ক্ষেত্র সিঞ্চিত, তাতে কত ফল ফলে, বর্ণনাতীত। যত প্রচারক হয়েছে, তাদের আগে গরিব ক'রে, দীন ক'রে, তার পর তুমি ধর্ম্মসমাজের উচ্চ আসনে বসাও। ঈশ্বর, তুমি এই শিক্ষা দিয়াছ যে, গরিব ব'লে পরস্পরের মুখপানে তাকাতে; গরিবের চাল চলন, খাওয়া পরা মুখের চেহারা, পূজা উপাসনা সমুদয় ভাল। দৈন্যশাস্ত্রের প্রথম অক্ষর

অবধি অতি চমৎকার। গরিব ভাই দশটি গাছতলায় বসিয়া আছে, আর তোমার নাম ক'রে প্রেমে উন্মত্ত হইতেছে, হরি হরি বলিতেছে, ইহা কি পৃথিবীতে স্বর্গের দৃশ্য নয়? তুমি এই পাড়াটা গরিবের পাড়া করেছ। আমরা যদি এই পাড়াকে বড়মানুষের পাড়া করিতে যাই, মরিব। হে দীননাথ, হে দারিদ্রের সখা, গরিবের নরম মুখশ্রী তুমি আপনি তুলি দিয়ে আঁকিয়া থাক। গরিব হওয়া অত্যন্ত বড়; পাণ্ডবেরা যখন অত্যন্ত সম্পন্ন ছিলেন, ঐশ্বর্য্য দেখাইয়াছেন, রাজসূয় যজ্ঞ করাইয়াছেন, তখন তাঁদের অত ভাল দেখায় নাই। যখন সস্ত্রীক পঞ্চ পাণ্ডব বনে গেলেন, দুঃখ কষ্টে জীবন ধরিলেন, যেন মেঘে ঘেরা চন্দ্র। সে শোভা অতি সুন্দর। সেই যে দীনাত্মা হলেন, দুঃখিনী দ্রৌপদী কৃষ্ণকে ডাকিলেন, সেই চেহারা দেখে প্রাণ গ'লে যায়। দুঃখিনী দ্রৌপদীর ভক্তি দেখে প্রাণ গ'লে যায়। আর বিপন্ন যুধিষ্ঠিরের বড় শোভা। রাম যদি বরাবর সিংহাসনে ব'সে থাকিতেন, সীতা বামে ব'সে থাকিতেন, তা'হলে কি হতো? লোকে বলিত, খুব রাজা, এই পর্য্যন্ত। যখন তাঁরা বনে গেলেন, তখন তাঁদের ব্যবহার চেহারা কি রকম? দুঃখিনী সীতার চেহারা কেমন মধুমাখা। হা পরমেশ্বর, পৃথিবীতে দুঃখী পরিবার যারা, তারাই সুখী; আমরা অত্যন্ত মূর্খ, তাই বুঝিলাম না, কেন আমাদের দুঃখী পরিবার করেছ। আমরা অবিশ্বাসী, তাই এসব কথার মহিমা বুঝিতে পারি না। দীনাত্মার মুখেই স্বর্গ। দুঃখেতে হৃদয় বিনয়ী হয়, মন কোমল হয়, পিতার চরণ খুব জড়াইয়া ধরি। দুঃখকে পৃথিবীর লোক বড় ঘৃণা করে, এই বড় দুঃখ। এমন সৌভাগ্য কার হয় যে, মা, তুমি আদর ক'রে বল, "আমার জন্য পাঁচ টাকার চাকুরি ছেড়ে দে" এই ব'লে প্রচারক কর। এই পাড়া দুঃখীর পাড়া। এমন দুঃখী সুখী পরিবার, সুখী দুঃখী পরিবার আর ত কোথাও পাওয়া যায় না। মন, এক বার বিশ্বাসনয়নে দেখ, এই পাড়াতেই স্বর্গ

লুকাইয়া আছে। আমাদের স্ত্রী পুত্র পরিবারকে তুমি দুঃখী করেছ। তুমি বলিতেছ, "আমি দিতে পারি, কিন্তু দেব না। আমি এদের দুঃখ দিয়া শুদ্ধ করিব। বঙ্গদেশকে দেখাব যে, দুঃখের ভিতর কেমন ভাল হওয়া যায়।" দয়াময়, অনেক কালের পর, এই প্রেরিতদল দুঃখকে ব্রত ক'রে, ধর্ম্মের মহিমা প্রকাশ করিবার জন্য দাঁড়াইয়াছে ; দেখ, মা, কোন রকম কুবুদ্ধি এসে এদের যেন লোভী রাগী না করে। সুবুদ্ধি দাও, যেন দৈন্যব্রত এদের পবিত্র ক'রে দেয়, মা, দয়া ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

দৈন্যব্রত

(কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ৫ই কার্ত্তিক, ১৮০৩ শক ;
২০শে অক্টোবর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে দয়াময়, হে অগতির গতি, ভক্তদের দীনতাব্রত তোমার প্রেমের নিদর্শন। কেন না, যাকে তুমি আপাততঃ কষ্ট দাও, তাকে তুমি পৃথিবীর কাছে প্রেমেতে চিহ্নিত করিয়া পরিচিত কর। পিতঃ, দয়াসিন্ধো, এই যে শরীরের অপবিত্র উত্তাপ, ইহাকে শীতল করিবার জন্য, পৃথিবীতে দীনতারূপ মহারত্ন সৃজন করেছ। দৈন্য পাপ-অগ্নিকে নির্ব্বাণ করে। দীনের দীনতা অহঙ্কার খর্ব্ব করে, প্রাণকে প্রেমিক করে, হৃদয়কে শীতল করে। এই জন্য দীনতা বার বার আসিতেছে। এজন্য ঘুরিয়া ফিরিয়া নৌকাখানা বার বার দীনতার ঘাটে আসে। পরমেশ্বর, দুঃখী ভাবে, তোমার কাছে পড়িয়া থাকিলে, মানুষের অনেক পুণ্য শান্তি সঞ্চয় হয়। পিতঃ, বুঝিতে দাও যে, বৈরাগ্যসাধন, দুঃখসাধন পৃথিবীতে এক মাত্র সুখের

উপায়। আমাদের সংসার, স্বার্থপরতা, অহঙ্কার, ভ্রমবুদ্ধি, ভেদবুদ্ধি পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছে। তুমি টানিতেছ পরস্পরের দিকে, আমরা টানিতেছি আপনার দিকে। কত বার চেষ্টা করিলাম, একটা ভ্রাতৃমণ্ডলী হয়; কিন্তু সংসার টেনে নিয়ে যায়। পিতঃ, দৈন্যব্রত পালন করিতে পারিলাম না। বড় শক্ত ব্রত। আমরা যে ক'টি এক দলের, এক ভাবের লোক, আমরা উচ্চপদ, বিলাস, সুখের আশা করিতে পারি না। আমাদের জন্য, নববিধানের প্রচারক ক'টির জন্য, তুমি শাকান্ন ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছ। আমরা কেন বার বার সংসারের সুখ বিলাস অন্বেষণ করিতে যাই? আমরা কি বুকে হাত দিয়া বলিতে পারি যে, খাঁটি হয়েছি? তার প্রায়শ্চিত্তের জন্য দৈন্যব্রত আবার লইব। জগদীশ্বর, এদের অন্য লোক হইতে স্বতন্ত্র বিচ্ছিন্ন ক'রে, মুখে শাকান্ন দাও। আমরা পশুর মত আহার বিহার করি, ধার্ম্মিকের মত করি না। তোমার নিকট বসিয়া, তোমাকে স্মরণ করিতে করিতে, হরিনাম করিতে করিতে, শাস্ত্রপাঠ করিতে করিতে, নানারূপ আমোদ করিতে করিতে, সাধুরা আহার করিতেন। এ রকম বন্যপশুর আহার ইষ্টপ্রদ হইতে পারে না। আহারের সঙ্গে আমরা ত হরিনাম মাখাইয়া লই না। সকল কার্য্য তোমার নামে করি। কুটীর আমাদের ধর্ম্ম হউক। কুটীর আমাদের ভরণ হউক। সব কাজ ধার্ম্মিকের মত হউক। এ ছোট দলটাকে ধর্ম্মের দল ক'রে দাও। পিতঃ, নিয়ম ক'রে বেঁধে দাও। নীতি স্বাস্থ্য শরীররক্ষার বিধিতে বাঁধ। কুটীরের দৈন্য ও বিনয়ে বাঁধ। আমাদের যথার্থ বৈরাগী কর। আমাদের মনের গরমি দূর ক'রে দাও। আমাদের সকলকে দুঃখী দীন ক'রে দাও। কুটীরে ব'সে, তোমার নাম করিতে করিতে, দুমুটো শাকান্ন খাই; তাই খেয়ে শরীর অমৃতরসে প্লাবিত হবে। হে মঙ্গলময়ি, দয়াময়ি, দয়া ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা দৈন্যব্রত গ্রহণ

ক'রে, শরীর মন শুদ্ধ করি; মা, তুমি অনুগ্রহ ক'রে, এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

বংশ-স্মরণ

(কমলকুটীর, শুক্রবার, ৬ই কার্ত্তিক, ১৮০৩ শক ;
২১শে অক্টোবর ১৮৮১ খৃঃ)

হে দীনবন্ধো, হে প্রেমসাগর, তুমি আমাদিগকে আমাদের উচ্চতা বুঝিতে দাও, মহত্ত্ব জানিতে দাও। অনেক দিন বিদেশে থাকিয়া. আমাদের ঘর বাড়ী বংশ কুল ভুলিয়া গিয়াছি। বিদেশে দোকান পসার খু'লে নীচ হ'য়ে গেলাম। বাপ পিতামহের নাম ভু'লে গেলাম। পিতঃ. প্রেমস্বরূপ, সংসারে এত নীচতা যে, মানুষ এখানে কিছু দিন থাকিলেই নীচ হয়। এই যে উপাসনা, কিসের জন্য? আমাদিগকে কুল স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য। কি ছিলাম, কোথায় ছিলাম, কাহাদের সঙ্গে ছিলাম, তাহা মনে করাইয়া দেয়। আমাদের জ্যেষ্ঠ যাঁহারা, তাঁহাদের দ্বারা কুল উজ্জ্বল। আমরা এদেশে এসে নীচ জাতির সঙ্গে মিশে মিশে, নীচ হ'য়ে গেলাম। বড় ভাইদের নাম ভু'লে গেলাম। এই উপাসনার সময়, যে দেশে ছিলাম, সেখানকার সুখপ্রদ শান্তিপ্রদ বাতাস এসে গায়ে লাগে। সেই সকল ছেলেবেলার কথা স্মরণ করায়। আহ্লাদ হয়, বড় বড় লোকের সঙ্গে বেড়াতাম, তাঁরা আদর কর্‌তেন, কত শাস্ত্র শ্লোক শিখিতাম। এখন সে সব কোথায় গেল। সে বন্ধুবান্ধবেরা কোথায় গেলেন, ঈশা মুষা কোথায় গেলেন। আমরা যে তাঁদের বংশ, তা আর বিশ্বাস হয় না। আমাদের প্রকৃতি অবধি কাল হইয়া গেল। ঈশ্বর, আমাদের মহত্ত্ব

পুনরায় স্মরণ করিতে দাও। আমরা এখানকার নয়, আমাদের বাড়ী এখানে নয়। অনন্ত যেখানে, সেখানে আমাদের ঘর। জন্মিবার পূর্ব্বে সেখানে ছিলাম। সেখানে নীচ ছিলাম না, বিবাদ করিতাম না, পবিত্র অন্ন খাইতাম, পবিত্র জল পান করিতাম, পবিত্র বাড়ীতে বাস করিতাম। সেই স্বর্গের বাস, আর এই পৃথিবীতে বাস—কত তফাৎ! সেই লাল টুক্‌টুকে ছেলেগুলি তোমার বুকের ভিতর কেমন অজাত অব্যক্তভাবে ছিল। তার পর পৃথিবীতে এলাম। মাতৃগর্ভে যখন ছিলাম, তখনও ভাল ছিলাম, পৃথিবীর বায়ু গায়ে লাগে নাই। তার পর, জন্মের পর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নীচ হ'য়ে গেলাম। প্রেমময়ি, এই কিছুকাল পৃথিবীতে থেকে, এর মধ্যে কত জঞ্জাল পাপ কলুষ হৃদয়ে জড় করিলাম। দূর কর এসব কুচিন্তা; সংসার-কামনা, পাপচিন্তা কেন ফেলে দি না। উপাসনার সময়, উপরের দিকে নিয়ে, একেবারে ব্রহ্মের ঘরে নিয়া যাবে না কেন? সেখানে জ্ঞান উপার্জ্জন করিব, যোগসাধন করিব, ভক্তদের সঙ্গে ভক্তি শিখিব, যোগীদের সঙ্গে একতারা নিয়ে ধ্যান সাধন করিব, ঈশা মুষার সঙ্গে মিশিব। সেই থানে উপাসনার সময় যেতে দাও। আমাদের মনে করাইয়া দাও. কার বংশের লোক আমরা, কোথায় বাড়ী, আমাদের পুরাতন পরিচয় দাও, একটু আশা হউক। কেবল পাপ ক'রে ক'রে শরীর দুর্গন্ধ করেছি। আমরা উচ্চ গোত্রের লোক, দেবি, তাই বিশ্বাস করিতে দাও। যত মনে করিব, আমরা পশু-সন্তান, তত আরো নীচ-প্রকৃতি হব। যোগীদের সন্তান যারা, তারা উপরে উঠিবে। আমরা উপাসনার সময় সেই পুরাতন বাড়ীতে বেড়াতে যাব, তোমার চরণে গিয়া প্রণাম করিয়া আসিব, আর থালা থালা পুণ্য লইয়া পৃথিবীতে আসিব। আর নীচ হ'ব না। হে মঙ্গলময়ি, হে দয়াময়ি, দয়া ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা আমাদের মহত্ত্ব ও উচ্চকুল স্মরণ ক'রে,

সকল নীচ প্রবৃত্তি পরিত্যাগ ক'রে, যোগ ভক্তিতে উন্নত হই ; মা, অনুগ্রহ ক'রে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

ভয়

(কমলকুটীর, শনিবার, ৭ই কার্ত্তিক, ১৮০৩ শক ;
২২শে অক্টোবর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে প্রেমময়, হে নববিধানের বিধাতা, ভয়ঙ্করা দেবীর পূজা আজ এই বঙ্গদেশকে উৎসাহিত করিতেছে। প্রেমময়, আজ ভয়ের সহিত শক্তির পূজা। হে পরমেশ্বর, ঘোর কালবর্ণ অনন্ত কালের। সেখানে ভয় হবে, না ত কি হবে ? যে রং মিশিয়া যায় কালের সঙ্গে, সেই রং কালী। অন্ধকারে দেবদর্শন হয় না। বিশেষতঃ এই কালরূপ, অনন্তরূপ অন্ধকারে মিশাইয়া আছে ; কিরূপে হিন্দুরা দেখিবে ? তাই তারা মূর্ত্তি প্রস্তুত করিল। তোমার ইচ্ছা ভঙ্গ হইল। কাল এক মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া, আজ বঙ্গদেশ ভয়ের সহিত সে মূর্ত্তির পূজা করিল। পিতঃ, আছে বটে এমন ধর্ম্মভাব, যা প্রেম ভক্তির ভিতর পাওয়া যায় না। সে ভয়। মহাদেবি, মহাশক্তি, তুমি যে ভয়ঙ্করা দেবী। পাপ করিয়া মানুষ ভয় করিবে না ? রুদ্র মূর্ত্তি কি তোমার নাই ? পাপ করিলে, কেবল প্রেমের মূর্ত্তি দেখাইয়া তুমি কি প্রশ্রয় দেবে ? সময়ে সময়ে মানুষের ভয় পাওয়া উচিত। দেবীর খাঁড়া মানুষকে ভয় দেখাবে। নতুবা কি সে পামর মানুষের শাসন হবে ? সকল ধর্ম্মেই এই কথা আছে, ব্রহ্মকে ভয় করিবে, ভালবাসিবে। যখন অধার্ম্মিক হই, তখন ভয় করিব ; যখন ভাল পথে থাকিব, তখন ভালবাসিব। হরিদাস প্রেমেতে পাপ ছেড়ে ভাল হন, কালিদাস ভয়ে পাপ

ছেড়ে ভাল হন। একখানি অসুরনাশিনী মূর্ত্তি প্রাণের ভিতর রাখিয়া দিই, তা' হ'লে পাপ করিতে ভয়ে প্রাণ কাঁপিবে। এই কালীপূজার আগাগোড়া ভয়ের ব্যাপার। ভীত মন বলিতেছে, আর পাপ করিব না। অন্ধকারে কেবল তোমার ঐ খড়্গখানি চক্‌মক্‌ করিতেছে। এটি উপাসকের পক্ষে ভাল। কে অন্ধকারে নাচে? কে খড়্গহস্তে? কে অন্ধকারে চক্‌মক্‌ করিতেছে? তখন বিশ্বাসী ভয় পায়। বলে, মাগো তারা, নিস্তারিণি, কোথায়? তোমার রুদ্রমূর্ত্তি কেন? দেবি, শাসনের ভয় দেখাও। অন্ধকার রাত্রি, তোমার সাধকেরা শবসাধন করিবে, শব হবে, জিতেন্দ্রিয় হবে। ভয়কে ভয় দেখাবে, জগদীশ্বর; এ সময় অন্ধকারে স্তম্ভিত হ'য়ে, যোগী যোগাসনে ব'সে, শবসাধন ক'রে, ভয় দমন করিতেছে; বলিতেছে, মা, এ সময় দেখা দাও, পাপ-শমনকে দমন কর। ভয় এই, পাছে পাপ করি, দুষ্কর্ম্ম করি, পাছে প্রেমভক্তি উড়ে যায়, পাছে অসত্য-বাদী হই, পাছে শয়তানের রাজ্যে যাই, পাছে তোমাকে ভাল না বাসি, এই ভয়ে তোমার কাছে মিনতি করি। ভয় ভাঙ্গ। ঘোর অন্ধকার, তার ভিতর সূক্ষ্ম কালীমূর্ত্তি। কেবল অন্ধকার, আর কিছুই নয়। আকার নাই। অন্তরের অন্ধকার, যোগের গভীর জলের অন্ধকার। মা, ভয় বিপদ হইতে উদ্ধার কর, কালীযোগ, শক্তিযোগ সাধন করি। অভয়ে, অন্ধকার রূপ তোমার, ভয়েতে আরাধনা করি। হে অন্ধকার, ভীত কর, সংশোধন কর। হে অন্ধকার, তোমাতে ডুবাও। ইন্দ্রিয়সুখবিলাস এখানে আসিতে পারে না। এখানে বড় শক্ত ব্যাপার। সমস্ত পাপগুলি বলি দিতে হবে। একটি পাপকেও ইনি প্রশ্রয় দেন না। অন্ধকার শ্মশানে তোমার কালীমূর্ত্তি দেখে, আমার সব ভ্রূকুটি দূর হয়েছে। আত্মার ভিতর ভয়, মনের ভিতর ভয়, পরস্পরকে ভয়, পরিবারকে ভয়, সমাজকে ভয়, সব ভয়। যত ভয়, তত ধর্ম্ম। তার পর, অভয়া এসে সকল ভয়

বারণ করেন। হে পিতঃ, ভীত ক'রে পরিত্রাণ কর। অন্ধকারে অনন্ত আদ্যাশক্তির ভিতর মিশে যাই। হে দয়াময়ি, হে মঙ্গলময়ি, দয়া ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, তোমার কালীমূর্ত্তি দেখে, তোমাকে শ্রদ্ধা ভক্তি অর্পণ ক'রে, যোগসাধনে উপবিষ্ট হ'য়ে শুদ্ধ এবং সুখী হই ; মা কালি, এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো—].

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

বিধানের পূর্ণতা-সাধন

(কমলকুটীর, রবিবার, ৮ই কার্ত্তিক, ১৮০৩ শক :
২৩শে অক্টোবর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে পিতঃ, হে প্রেমসিন্ধো, প্রথমে লোকে তত বুঝিতে পারে না, ক্রমে লোকে বুঝিতে পারিতেছে, নববিধান কি। এইরূপে ক্রমে ক্রমে একজন লোক হইতে, আর এক জনের চক্ষে নববিধানের আলো প্রকাশ হইতেছে। নববিধান এখন ক্ষুদ্র শিশু, ক্রমে উন্নত হ'বে। আমরা আগে মনে করি নাই যে, ইহা এত বড় প্রকাণ্ড ধর্ম্ম হইয়া উঠিবে; পৃথিবী ইহার রাজধানী হ'বে, স্বর্গরাজ এর রাজা হ'বেন। বড় বড় প্রেরিত সাধুরা ধর্ম্ম স্থাপন করেছেন, আমরা ত কয়টি সামান্য লোক। আমাদের ভিতর নববিধানের ধর্ম্ম প্রচার হইল, সকলে মানিতেছে, ইহা একটি বৃহৎ ব্যাপার। বালকের হাতের একটি ছোট খেলা ঘর যদি প্রকাণ্ড রাজবাটী হয়, তবে তার কি আহ্লাদ হয়। এ তাই হয়েছে। ছেলেখেলা করিতে করিতে প্রকাণ্ড ব্যাপার হইয়া উঠিল। আমরা পুতুলখেলা করিতেছিলাম, একটা প্রকাণ্ড ধর্ম্ম হইল। দেশ বিদেশের পণ্ডিতেরা এ ধর্ম্মের আলোচনা করিতেছেন। এ বড় প্রকাণ্ড ধর্ম্ম হ'বে, ভাবিয়া আমরা আরম্ভ করি নাই। প্রথমে আমরা

ব্রাহ্ম হইলাম। তার পর ঈশা মুষার প্রতি একটু ভক্তি হ'লো, তার পর হরিনামের সুধা আরো গড়াইল। কতকগুলি সামান্য সামান্য লোক কাজ কর্ম্ম ছাড়িয়া, ছেলেখেলার প্রচার করিতে করিতে হইল প্রচারক, তার পর হইল প্রেরিত। একটু বৈরাগ্য করিতে করিতে, হইল গৃহস্থবৈরাগী। আমরা পুকুরে স্নান করিতেছিলাম, করিতে করিতে দেখিলাম, মহাসমুদ্র। দুইটী চারিটি ফুল লইয়া তোড়া বাঁধিতেছিলাম, তার পর দেখি, স্বর্গের পুষ্পোদ্যানে বসিয়া আছি। তুমি আমাদিগকে খেলাঘর করিতে ডাকিয়া আনিয়া, শেষে কোথায় ফেলেছ। এখন দেখি, শাস্ত্র, মন্ত্র, তীর্থ, হোম, জলসংস্কার, প্রকাণ্ড একটি ধর্ম্মবিধি। এর ভিতর আপন ইচ্ছায় কিছু করিতে পারি না; লোকে বলুক, না বলুক, বুঝিতেছে যে, একটি প্রকাণ্ড ধর্ম্ম। এখন যদি উপাসনা খারাপ হয়, চরিত্রের মূলে যদি কলঙ্ক থাকে, বিশ্বাস ভক্তির দোষ থাকে, তা' হ'লে সব যাবে। এ সময় সুব্যবস্থা ক'রে দাও, যেন আমাদের চরিত্র উপাসনা সব ভাল হয়। কেহ একটা সামান্য পাপ করিলে, কুচিন্তা করিলে, সে পাপ তাকে যন্ত্রণা দেবে। সে তাহা স্বীকার না ক'রে থাকিতে পারিবে না। পাপ করিবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত মনে আসিতে পারিবে না। আপনার পাপ আপনি ধরা দেবে। আপনি অনুতাপ করিবে, আপনি প্রায়শ্চিত্ত করিবে। আমার প্রাণ এখনো বশীভূত হইল না ঈশ্বরচরণে? আমি এখনো অভক্ত? আমার মন এখনো শুষ্ক হয়? এ সব পাপ মনে হ'লে গা কাঁপিবে। বল, পরমেশ্বর, আমরা যে ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি, তার উপযুক্ত হইতেছি কি না? দয়াময়, এখন আর ছেলেখেলা নয়। সত্যধর্ম্ম আসিয়াছে। সত্যদৈববাণী হইতেছে যে, সকলে পবিত্র হও, খাঁটি হও। এখন পৃথিবীতে ধর্ম্ম চলিল, বান এলো। বানের তলায় এখন ভাঙ্গা নৌকা? বল, "বিবেক ভক্তি বিশ্বাস সব খাঁটি কর।" এখন পরস্পরকে খুব শাসন করি, আর দেরি করিলে

হইবে না। যখন নববিধান সত্য সত্যই সত্য হইয়া উঠিল, তখন আর দেরি করিলে হইবে না। হে দয়াময়ি, হে কৃপাময়ি, দয়া ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা এই জাগ্রত জীবন্ত সময়ে, পবিত্র শাসনে শাসিত হ'য়ে, সকলে নববিধান প্রচার করি, এবং উপদেশ ও দৃষ্টান্ত দ্বারা তোমার বিধান পূর্ণ করি; মা, তুমি আমাদিগকে এমন শুভবুদ্ধি দাও। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া

(কমলকুটীর, সোমবার, ৯ই কার্ত্তিক, ১৮০৩ শক;
২৪শে অক্টোবর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে অধমতারণ, হে স্নেহময় পিতঃ, এই বিশেষ দিনে বঙ্গদেশ ভ্রাতার মর্য্যাদা রক্ষা করেন। এই বিশেষ দিনে সমস্ত বঙ্গদেশে ভ্রাতার প্রতি ভগ্নীর প্রণয়, শ্রদ্ধা এবং স্নেহ প্রকাশিত হয়। বৎসরের এই দিন হিন্দু উৎসর্গ করেছেন ভ্রাতৃপ্রেমে। আমরা ব্রাহ্ম। প্রাচীন অপেক্ষা নবীন প্রেম অধিক। এই নবধর্ম্মে কোথায় ভ্রাতার প্রতি আদর মর্য্যাদা অধিক হবে, তা না হয়ে, ভ্রাতৃপ্রণয় কমিতেছে। যদি কমে গিয়ে থাকে, তবে, পিতঃ, তোমার প্রতিও ভক্তি কমিতেছে। যারা তোমাকে মা বাপ ব'লে ডাকে, তাদের ঘরে ভ্রাতৃবিচ্ছেদ কখনই সম্ভব নয়। হে মঙ্গলময়, প্রণয়ের ছড়াছড়ি আজ এ দেশে। সেই হিন্দুসমাজকে নমস্কার করি, যাঁর শুভ-বুদ্ধিতে ভ্রাতৃপ্রণয়ের কীর্ত্তি একটি বিশেষ উৎসবে স্থাপিত হয়েছে। ভ্রাতার গৌরব বঙ্গদেশ বুঝেছিল, শাস্ত্রকার বুঝেছিল, নতুবা এ চমৎকার সুপ্রথাটি আমাদের দেশে প্রতিষ্ঠিত হইল কেন? আর কোন দেশে ত নাই।

ভগ্নী বসিলেন, আদর, স্নেহ, যত্ন, প্রণয় দিলেন। ভগ্নীর স্নেহ ভক্তি আশীর্ব্বাদে ভাই অমর হইল। আজ গরিব দুঃখী হোক্, বঙ্গদেশে ভাইয়ের কপালে ফোঁটা দেবে। ভাইয়ের মর্য্যাদা রাখিল। ভ্রাতৃভাব কি পবিত্র ভাব। স্বর্গের ভাব ভাই ব'লে ডাকা, এ স্বর্গীয়। দলের ভিতর ভাই, সম্প্রদায়ের ভিতর ভাই, ধর্ম্মে ভাই। সুন্দর ভ্রাতৃপ্রণয় এ কাল হৃদয়ে নাই। হে কৃপাসিন্ধো, কেমন চমৎকার একটী পত্তনভূমি রয়েছে হিন্দু-সমাজে, নববিধানের জন্য এই ভাইফোঁটাতে। হে প্রেমময়ি, এই ব্যাপার আমাদিগকে বুঝিতে দাও। নববিধানবাদীর কি করা উচিত, এই ভাব থেকে? ভ্রাতৃপ্রণয় কি? কোনরূপ স্বার্থ থাকিবে না। ভাইকে আদর করিব। আমার হৃদয়ের ভাই, প্রাণের ভাই, আদরের ভাই, ঘরের ভাই, মার পেটের ভাই, আমার অনেকগুলি ভাই। এই বলিতে বলিতে, এই কথা সাধন করিতে করিতে, চক্ষে আনন্দধারা বহিবে। ভাই ধন ভালবাসার ধন, বুঝেছে কেবল ভগ্নীর মন। ভগ্নী ভিন্ন ভাইকে কে চেনে? তুমি দুইজনকেই করেছ। ভগ্নী আপন হৃদয়ের পবিত্র অনুরাগ ঐ ফোঁটার সঙ্গে ভাইয়ের কপালে দেন। পৃথিবীতে শঙ্খধ্বনি হইল। ভাইফোঁটা কি? আরম্ভ হইল আপনার ভাইতে, কিন্তু ভগ্নীর হাত পৃথিবী শুদ্ধ লোকের কপালে গেল। পৃথিবীশুদ্ধ লোক তাঁর ভাই। সমস্ত জগতের কপালে ফোঁটা দিলেন। চারি দিকে শঙ্খধ্বনি হইল। এর চেয়ে পবিত্র জিনিষ আর কিছু নাই। ভাইয়ের মত জিনিষ ভগ্নীর কাছে নাই। ভগ্নীর মত জিনিষ ভাইয়ের কাছে নাই। ফোঁটা দেওয়ার অর্থ এই যে, তোর এত আদর, তুই উপযুক্ত হ। ভাল হ'য়ে চলিস্। কার সম্পর্কে ফোঁটা দেওয়া হল? জগজ্জননী যে সকলের মা। তিনি কাছে ব'সে বল্‌চেন, ফোঁটা দে। সব মার খেলা। ব'সে ব'সে তামাসা দেখিতেছেন। এক-টাকে ভাই সাজিয়ে, আর একটাকে ভগ্নী সাজিয়ে খেলা দেখ্‌চেন। পবিত্র

স্বর্গের প্রেমের এক কোণ কেটে পৃথিবীতে ফেলে দিলে, সেটা হলো ভাই-ফোঁটা। পবিত্র স্বর্গীয় জিনিষ যেমন ঘরে ঘরে হইতেছে, তেমনি যদি সমস্ত পৃথিবীতে হয়, তা' হ'লে বেশ হয়। সকলে যদি সকলের ভাই হয়, তা'হ'লে পাপ রহিল কৈ ? পিতঃ, আমাদের মধ্যে পবিত্র স্বর্গীয় প্রণয় স্থাপিত কর। কেবল ভগ্নী ভাইকে ফোঁটা দেবে না। ভাইও ভাইকে দেবে। সকলকে ভাই কর। ভাইয়ের মত জিনিষ নাই। হে মঙ্গলময়, দয়া ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর যে, সুমিষ্ট পবিত্র ভাব ভ্রাতৃপ্রণয় হৃদয়ে রেখে, জগতের সকলকে ভাই ব'লে, ভগ্নী ব'লে ডেকে, অত্যন্ত বিনয়ী নম্র প্রণত হ'য়ে, ভ্রাতৃসেবা ক'রে শুদ্ধ হই ; তুমি অনুগ্রহ ক'রে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

শক্তি

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ১০ই কার্ত্তিক, ১৮০৩ শক ;
২৫শে অক্টোবর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে পিতঃ, হে মুক্তিদাতা, তিন জনের বল পরীক্ষিত হইতেছে। তোমার বল, আমার বল, পাপের বল। কার বল অধিক। কে অপর দুই জনকে পরাজয় করিতে পারে, সর্ব্বদা যেন এই প্রশ্নের মীমাংসা হইতেছে। সৌভাগ্যবান্ সে, যে বলিতে পারে, আমার নয়, পাপের নয়, কিন্তু ঈশ্বরের বল অধিক। তার অপেক্ষা নিকৃষ্ট যে, সে বলিল, ঈশ্বরের বল বুঝিতে পারি না, কিন্তু আমার বলে কোন রকমে পাপ জয় করি। সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট সে, যে বলে, আমার বল নাই, ঈশ্বরেরও বল নাই, কিন্তু পাপের বল অধিক, কারণ পাপই জয়ী হয়। হে ঈশ্বর, কথন কথন এ জীবনে

পাপ জয় করেছি বটে ; কিন্তু এখনও এমন বলিতে পারিতেছি না যে, আমি সামান্য বটে, কিন্তু মহাপ্রভুর বল যখন লাভ করি, তখন আমার সম্মুখে কোন পাপ থাকিতে পারে না। হরি, এরূপ যাতে হয়, এমন শিক্ষা দাও। কার বল অধিক, এ কি আমরা বলিতে পারিব না ? তুমি আছ বলি, অথচ পাপকে বড় বলিব ? ভক্তের জীবন কি এই সাক্ষ্য দেবে যে, হরিও বড় নয়, হরিসন্তানও বড় নয়, কিন্তু পাপ বড় ? পাপ যাই সম্মুখে এলো, কোথায় বিবেক গেল, কোথায় বল রহিল। পাপ সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিল। হতভাগ্যের জীবন এইরূপ। হরির জয় ব'লে সব পাপ পরাজয় করিতে পারি, তা' হ'লেই ভাল। হে পরমেশ্বর, মান ধন সম্পদ সুখ এ সব বড়, ধর্ম্ম বড়, কেউ বলে না ; তাই পাপের জয় হয়। ধিক্ আমাদের জীবন ! এখন পাপ বড় ? এখনও সংসার বড় ? এখনও খাওয়া বড় ? আমাদের তেমন জোর হয় নাই। আমরা কি ক'রে বলিব, হরি বড় ? মায়ার সঙ্গে হরির যুদ্ধ হইতে লাগিল। মায়া কত খেলা খেলিতেছে, কত প্রলোভন দেখাইতেছে। হরি সর্ব্ববিজয়ী, তাঁর জয় হবেই হবে। কিন্তু মুখে বলি, সর্ব্ব-শক্তিমান, অথচ পাপ জয় হয় না। তুমি একবার প্রবল হও আমাদের ভিতর। উপাসনা বড় হউক। পিতঃ, বল দাও, সাহস দাও। দয়া ক'রে আশাবলে বলী কর, উৎসাহবলে বলী কর, ধ্যানবলে বলী কর, ভক্তিবলে বলী কর। আমাদের বল নাই, তুমি প্রবল হ'য়ে এস। ভগবতী শক্তিরূপা হইয়া আসিবেন। সেইরূপ দেখিতে ইচ্ছা হয়। তা না হ'য়ে, এক দুর্ব্বল, দৌর্ব্বল্যের পূজা ক'রে আরো দুর্ব্বল হ'য়ে পড়িলাম। উপাসনার জোরে মানুষ ভবসাগর পার হয়ে যায়। সেই উপাসনার বল আমাদের ঘরে এসে মারা যাচ্ছে। একটা প্রলোভন, মিথ্যা কথা, রাগ, অমনি সব বিশ্বাস গেল। শক্তি নাই যেখানে, সেখানে ভক্তি কি ? বল যেখানে নাই, সেখানে হরি কৈ ? নিরাশা হইতেছে.

উপাসনার সময় ঘুম পাইতেছে, রাগ হইতেছে, কিছু ভাল লাগে না, মন শুষ্ক হইতেছে, এ হইল ভক্তির ভাঁটা। জগদীশ্বর, তুমি নববিধানবাদীর বাড়ীতে এস, জোয়ার হ'য়ে এস। এ রকম অশক্তি দুর্ব্বলতা আর সহ্য হয় না। জোর ক'রে এস, ব্রহ্ম। জোয়ার হ'য়ে এস। নববিধানের পূর্ণিমা ত? বান ডেকে এস। ভক্তিজল খুব বাড়িবে। ভয়ানক তেজ হবে। ঘুম কি সে সময় থাকে? পাপ, অসারতা, মিথ্যা কথা কি সে সময় থাকে? মহাদেব, এস শীঘ্র। তেজ হয়ে এস, মহাশব্দে এস। আমরা দুর্ব্বল ক্ষীণ হইব না, আমরা অসিধারিণীর শিষ্য। আমরা শক্তির উপাসক শাক্ত। রক্ষাকালী হও, তবে আমরা দৌর্ব্বল্য হতে রক্ষা পাই। হে প্রেমময়ি, বঙ্গসে মানুষ ক্ষীণ হয়, নিরাশ হয়। দেথ, যেন আমাদের এ রকম না হয়। ব্রহ্মের শিষ্য কালিদাস। কেন দুর্ব্বল হবে? ওঠ, এই ব'লে আমরা পরস্পরকে টানিয়া তুলিব। শাক্তের ভিতর রক্তের জোয়ার। দেবি, বল শক্তির বড় অভাব হয়েছে। আমরা ভয় যেন না করি। দেবি, যুদ্ধ-ক্ষেত্রে দাঁড়াও। অসুর বিনাশ কর। হে দয়াময়ি, কালি, অসুরবিনাশিনি, আমাদের মনে এই দৃঢ় সংস্কার দাও যে, পাপ কথন জয়ী হয় না, কিন্তু কালী, হরি, মা সময়ে জয়ী হন, এই বিশ্বাসে আমরা যেন মনে সর্ব্বদা তোমার নামকে জয়ী করিতে পারি; মা, দয়া ক'রে আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ভ্রাতৃসেবা

(কমলকুটীর, বুধবার, ১১ই কার্ত্তিক, ১৮০৩ শক ;
২৬শে অক্টোবর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে পিতঃ, হে মহাপ্রভো, নীতিসম্বন্ধে নুতন নিয়ম কৈ হইল? আমরা

সেই পুরাতন নিয়ম এখনও রক্ষা করিতেছি ; আপনাকে উচ্চ করিয়া অন্যকে নীচ আসন দি। কৈ, সেই নীতির সময় আসিল না ? হে দেবতা, কি নিয়ম করিবে বলিয়াছিলে, কৈ করিলে না ? আমরা, বুঝি, তোমার কথাতে সায় দিলাম না, তোমার প্রস্তাবে অনুমোদন করিলাম না ; তাই বুঝি, অগ্রসর হইলে না ? কৈ, আমরা পরের জন্য কি করিলাম ? মন কৈ খাঁটি হইল ? শরীর ত শুদ্ধ হইল না। শরীরের প্রায়শ্চিত্তবিধি, কৈ, করিলে না ত ? হে করুণাসিন্ধো, দয়া কর, অন্ততঃ এ জীবনে কিছু দিনের জন্য ভ্রাতৃসেবার ব্রত লই, পরের জন্য কিছু করি। ধন্য তাঁহারা, যাঁহারা পরের দুঃখমোচনের জন্য পরিশ্রম করেন; তাঁহাদের শরীর শুদ্ধ, যাঁহারা একটির মুখেও অন্ন দেন। ধন্য তাঁহারা, কারণ গরিবকে দিলে, ভাইকে দিলে, তোমাকে দেওয়া হয়। আমরা হতভাগা, আমাদের সে সৌভাগ্য হয় না। ভ্রাতৃসেবা অত্যন্ত প্রয়োজন, তাতে মনের গর্মি নষ্ট হয়। নীতির কথা আবার বল। ভ্রাতৃসেবার বিধি ব'লে দাও। একটা সময় নির্দ্ধারণ ক'রে দাও, যার ভিতর আমরা খাঁটি থাকিব, পাপ করিব না, কুচিন্তা আসিবে না মনে। সেবা করিলে দুজনে ধন্য হয়। যে সেবা করে, সে এবং যে উপকৃত হয়, সে। দয়াময়, নীতির শাসন এনে দাও। আমাদের পরোপকার-ব্রতে নিযুক্ত কর। ভ্রাতৃসেবা আমাদের জীবনের ব্রত কর, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্য এই ব্রতে ব্রতী ক'রে দাও। আমরা বুঝিতে পারিব, চাকর হইতে এই পৃথিবীতে এসেছি কি না। ঈশ্বর, এই শরীরটাকে দাবিয়ে দাও। খুব নীচু কর। বড় অহঙ্কার আমাদের। অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরা ত কত, পরের সেবা করে, আমরা কেন করি না। আমাদের দর্প চূর্ণ কর। সকলের সেবা করি। সকলকে এক একটি কাজ দাও। নীতি-সঙ্গত ব্যবহার পরস্পরের প্রতি করিতে দাও। পরের সেবা ক'রে শরীরকে শুদ্ধ করি, প্রায়শ্চিত্ত করি। আমরা ত

যথার্থই গরিব। তবে গরিবের ধর্ম্ম দাও, গরিবের ভাব দাও। পরের প্রতি শ্রদ্ধা বিনয় নম্র ভাব দাও। হে দয়াময়, দয়া ক'রে আমাদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা পরস্পরের প্রতি নীতিপরায়ণ হ'য়ে, ভ্রাতৃসেবাতে জীবন উৎসর্গ ক'রে, শরীরের প্রায়শ্চিত্ত সমাধা করি ; আজ আমাদের সকলকে এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

নৈকট্য-সম্ভোগ

(কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ১২ই কার্ত্তিক, ১৮০৩ শক ;
২৭শে অক্টোবর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধো, সময়ে সময়ে তুমি এই পৃথিবীতে খুব নিকটরূপে দর্শন দিয়া থাক। এখন সেই একটি বিশেষ যুগ, যখন তোমাকে অতি নিকট বস্তু বলিয়া ধরিতে হইবে। সময়ে সময়ে তোমার অতি আশ্চর্য্য লীলা হয়। সে কি ? তোমার ভক্তদের খুব নিকটে তুমি আসিয়া থাক। তুমি খুব নিকটে, অত্যন্ত নিকটে। এ জন্য মানুষ চুপি চুপি কথা বলিলেও, তুমি শুনিতে পাও। পূর্ব্বে মানুষ "হে ঈশ্বর, হে ঈশ্বর" বলিয়া চীৎকার করিত ; এখন খুব আস্তে আস্তে বলিলেও, শুনিতে পাও। তুমি ভারি নিকটে। পরমেশ্বর, চুপি চুপি কথা কবার সময় অতি মহৎ সময়। ভাবুকের পক্ষে কৃপা ক'রে তুমি অতি নিকটে এসেছ। স্বর্গের বাতাস, পৃথিবীর বাতাস এক হইতেছে। আমাদের খুব নিকটে যাইতে বলিতেছ। নিকট হইতে নিকটে গিয়া, শেষে এক হ'য়ে যাই। যেখানে এ রকম ব্যাপার, সেখানে আমরা আসিয়াছি। এখন, জগদীশ্বর, তুমি আমাদের খুব নিকটে এসেছ, ইহাতে আর কিছু সন্দেহ নাই। কথা না বলিলেও,

তুমি জানিতে পারিতেছ, হৃদয়ে কি হইতেছে। নিকটের হরি, তুমি আদরের হরি। আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই নৈকট্য চিরকাল থাকে। তীর্থে গিয়ে, চীৎকার ক'রে তোমাকে ডাকা, এ সব দূরের সাধন। কিন্তু এই যে অব্যবহিত সাধন, ইহাই ভাল। জয় জগদাশ্বর, জগদীশ্বর, প্রেমের জল খুব বেড়েছে। খুব মাতামাতির সময়। যারা অবিশ্বাসী অভক্ত, তারাই এখন চুপ ক'রে থাকে। হে প্রেমসিন্ধো, হে দয়াময়, হে গতিনাথ, কৃপা ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই সময়ের জোয়ারের জলে নৌকাখানা ভাসাইয়ে দিয়ে, একেবারে তোমার ঐ চরণের ঘাটে পৌঁছিয়া কৃতার্থ হই; মা, তুমি অনুগ্রহ ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

স্মরণ

(কমলকুটীর, শুক্রবার, ১৩ই কার্ত্তিক, ১৮০৩ শক;
২৮শে অক্টোবর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে পরমপিতঃ, দীননাথ, বিধানবাদীদিগের দেবতা, একটী সামান্য মনের বৃত্তি ধর্ম্মের কত কাজ করে। আর সেটী অবসন্ন হ'লে কত দুর্ঘটনা হয়। মনের বৃত্তির মধ্যে একটি আছে স্মরণ, এই স্মরণে পরিত্রাণ, বিস্মরণে মানুষ বিপথগামী। স্মৃতি যদি না থাকে, ধার্ম্মিকদিগের মধ্যে তবে অর্দ্ধেক ধর্ম্ম উড়ে যায়। আমাদের স্মৃতিশক্তি অতি দুর্ব্বল। আমরা এর প্রতি মনোযোগী হই না। আমরা মানি না যে, ইহার দ্বারা উপকার হয়। ইহা ক্রমে হ্রাস হ'য়ে যায়। কত বার তুমি আমাদিগকে বিপদ হইতে রক্ষা করেছ, কত দয়া করেছ, জীবনে কত লীলা দেখাইয়াছ, এসব কি স্মৃতি-পথে রহিল না? সব কি বিস্মৃতিসাগরে ডুবে গেল? বেদ বেদান্ত:

মানিতে গেলে, স্মৃতিশক্তি চাই। কেন এমন কুবুদ্ধি ঘটিল যে, আপনার জীবনে যে সব লীলা করিয়াছ, তাহা ভুলিয়া গেলাম? তোমার দয়ার কথা স্মৃতিপথে থাকিতে দাও। সে সব কথা ভাবিতে গেলে, প্রাণ মন মোহিত হ'য়ে যায়। নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করিলে, অস্থির হইয়া কোথায় পলায়ন করিতাম; কিন্তু তোমারি কাছে পড়িয়া আছি। শ্রীহরি, তুমি রাখিলে, তাই রহিলাম। তুমি বাঁচালে, তাই বাঁচিলাম। ঘোর বিপদের ঝড়ের সময় নৌকাখানা যায় যায়, তখন শ্রীহরির পাদপদ্ম পাইয়া বাঁচিয়া গেলাম। সে সকল কথা স্মরণে থাকিলে, যে বেঁচে যাই। সেই যে এক একটা মহাবাক্য বলেছিলে, কত বার মিষ্ট মিষ্ট ক'রে, কত সময়, কত ভাবে কত কথা বলেছিলে! হায় রে স্মৃতিশক্তিবিহীন মন, জানিয়া জানিলে না, বুঝিয়াও বুঝিলে না। দয়াময়, স্মৃতি দাও। আর নূতন করুণার দরকার কি? যে সব বড় বড় প্রেমের কীর্ত্তি করেছ, সে সব ভাবিলেই পরিত্রাণ পাব। হে দেবি, আমরা ভুলে যাই। আমাদের মনে খুব মুদ্রিত ক'রে দিলেও, ভুলে যাই। তোমার দয়ার উপর সন্দেহ হয়। দীনসখা, তুমি আমাদের পিতা মাতা সর্ব্বস্ব, তুমি আমাদের অনেক দিনের সোনার ঠাকুর। তোমাকে আমরা কি করিয়া ভুলিব, বল দেখি? আমাদের এমন নিষ্ঠুর মন, আমরা সংসারের সামান্য সামান্য বিষয় মনে রাখি, আর তোমার দয়া ভুলে যাই। পাপ মন সব কথা ভুলিয়া যাইতেছে। ওরে মন, দয়াময়ের প্রেমের লীলা ভুলিস্ না। প্রেমময়, তুমি আমাদের মনে স্মরণশক্তি খুব প্রবল ক'রে দাও। তোমার পুরাতন প্রেমের কীর্ত্তি-সকল মনে জাজ্বল্যমান ক'রে দাও। হে কৃপাময়ি, হে মঙ্গলময়ি, দয়া ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার প্রেমের কীর্ত্তি-সকল আমরা না ভুলি; কিন্তু স্মৃতিশক্তি দ্বারা সে সমুদায় ভাল ক'রে মনে রেখে, পুরাতন সত্য সকল হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ

হইতে পারি, মা, সর্ব্বমঙ্গলে, তুমি অনুগ্রহ ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো —]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

চক্ষুর্দর্শন

(কমলকুটীর, শনিবার, ১৪ই কার্ত্তিক, ১৮০৩ শক ;
২৯শে অক্টোবর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে পরমেশ্বর, হে দয়াময়, হে সিদ্ধিদাতা, হে পুণ্যদাতা, তুমি ত ঘরে ঘরে বেড়াইতেছ, পথে পথে ফিরিতেছ। তোমার দৃষ্টি সর্ব্বদাই আমাদের প্রতি স্থির রয়েছে ; তবে, ঈশ্বর, এই সত্যটি আমাদের হৃদ্গত সত্য কেন না হয় ? বুদ্ধিতে এ সত্য রহিল, জীবনে কেন স্থাপিত না হয় ? এক জন ভয়ানক চক্ষু খুলিয়া আমার সম্মুখে বসিয়া রয়েছে, একটু পাপ করিবার উপক্রম করি, অমনি ধমক দেয়। এ ভাব যদি কেউ হৃদয়ঙ্গম করেছে, তবেই তার জীবন ভাল হয়েছে। তুমি সর্ব্বব্যাপী, সকলেই বলে। তুমি আমায় দেখিতেছ, তবে ত তুমি আমার চরিত্র জান। তবে ত আমার ভয়ে কাঁপা উচিত। চোরকে যখন পুলিসে ধরে, তখন কি তার গা কাঁপে না ? পুত্র অন্যায় কর্ম্ম করিতেছে, তখন যদি পিতা দেখিতে পায়, ভয়ে কি তার মুখ শুকাইয়া যায় না ? শিষ্য অন্যায় করিতেছে, আচার্য্য তাহা দেখিলে, শিষ্যের কি ভয় হয় না ? প্রকাণ্ড হইতে প্রকাণ্ড তুমি, সর্ব্বসাক্ষী অন্তর্যামী, তোমার কাছে আমরা যে নিরন্তর এইরূপ স্বেচ্ছাচারিতা প্রকাশ করিতেছি, আমরা কি ভয়ে কাঁপিব না ? চক্ষুর প্রতি বিশ্বাস বড় ভয়ানক। তুমি আছ, এ বিশ্বাস এক রকম ; কিন্তু তুমি দেখিতেছ, এ বড় ভয়ানক। যে দিকে চাই, সে দিকে চক্ষু। মনের ভিতর অবধি চক্ষুর আগুন। চক্ষু

চক্ষু চক্ষু, চারিদিকে কেবল চক্ষু, মানুষের সংশোধনের জন্য এই চক্ষুর বন্দোবস্ত। জীবের শুদ্ধির জন্য ভগবানের চক্ষু চারিদিকে রাখা হইয়াছে। ভ্রান্ত মন তাহা বুঝিল না। পরমেশ্বর, গম্ভীর তোমার বর্ত্তমানতা, গম্ভীর তোমার আবির্ভাব। কিন্তু চক্ষুর্বিহীন ঈশ্বর যদি আমরা কল্পনা করি, তবে সে কল্পনাবাদীর কল্পনা। তুমি আছ বলিলে, বোঝায়, তুমি দেখিতেছ। ব্রাহ্মকে তুমি চক্ষু দিয়া ঢেকেছ। পাপ কেমন ক'রে করিবে? কখন করিবে? মানুষ যেমন রোগগ্রস্ত হয়, সে তেমনি চক্ষুগ্রস্ত হয়ে যায়। শ্রীহরি, তোমার চক্ষু যাকে পায়, সেই পুণ্য পায়। হে ব্রহ্ম-চক্ষু, তোমাকে বিশ্বাস করিতে দাও। চক্ষুকে বিশ্বাস করিলেই আমার পরিত্রাণ। নাস্তিক হই, অবিশ্বাসী হই, চক্ষু কিছুতে যায় না। এ কি কম চক্ষু? মজার চক্ষু। চক্ষু নাই, অথচ চক্ষু। হায় রে মন, তুই পাপ করিস্, এত চৌকিদারের ভিতর? তোর শরীরময় যে চক্ষু। ব্রহ্ম-চক্ষু আকাশময়, চক্ষু তাকিয়ে দেখ না। তাকাতে চায় না। তাকালেই যে শুদ্ধ হ'তে হ'বে। হে সর্ব্বব্যাপী চক্ষু, কি মনে ক'রে পৃথিবীতে তোমার আগমন? পাপী উদ্ধার করিতে? তবে তাই কর। চক্ষু চারি দিকে ঘুরিতেছে, ভগবানের চক্ষু জীবদেহ প্রদক্ষিণ করিতেছ কেন? পাপ আসিতে দেবে না? চক্ষু বড় ভয়ানক। আমরা ভাবি না, বিশ্বাস করি না, তাই মজা ক'রে থাকি। হৃদয়, খুব বিশ্বাস কর। যেমন স্পষ্টরূপে মানুষের চক্ষু দেখিতেছি, তেমনি ভগবানের লক্ষ লক্ষ চক্ষু চারি দিকে দেখিব। চক্ষে চক্ষে সমস্ত পৃথিবী ভরাট হয়েছে, ইহা মনে করাইয়া রাখিতে পার, তা' হ'লে বলি, তুমি পাপীকে পরিত্রাণ করিবে। জ্বলন্ত বিশ্বাসীরা এ রকম ক'রে চক্ষুকে বিশ্বাস করেন। চক্ষু থেকে কি নিস্তার আছে? পাপ ক'রে কি লুকাইতে পারি? শ্রীহরি, চক্ষু দেবীকে নির্ম্মাণ কর। জয় জয়, জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু, জীবের পরিত্রাতা তুমি, পাপীকে পরিত্রাণ কর। হে

ঈশ্বর, তুমি প্রকাণ্ড জ্বলন্ত চক্ষু লইয়া এ ঘরে বসিয়া আছ, বলিতেছ— "শান্ত হও, শুদ্ধ হও, কে কি ভাবিতেছ, আমি দেখিতেছি, আমি সূক্ষ্ম ভাবে বিচার করিব। আমি সহজে ছাড়িব না। আমি হরি নাম ধরি।" হে মঙ্গলময়, হে দয়াময়, কৃপা ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার জীবন্ত মুক্তিপ্রদ চক্ষু অন্তরে বাহিরে সকল স্থানে দেখিয়া পবিত্র হই; অনুগ্রহ ক'রে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সৌভাগ্য-দর্শন

(কমলকুটীর, রবিবার, ১৫ই কার্ত্তিক, ১৮০৩ শক; ৩০শে অক্টোবর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে পরম পিতঃ, হে দয়াল বিধাতঃ, আমরা যেন সর্ব্বদা আমাদের সৌভাগ্যের জন্য কৃতজ্ঞ থাকি। মানুষ যত আপনার দুর্ভাগ্য বিপদ ভাবে, যত অসার দিক্ দেখে, ততই অকৃতজ্ঞ, অবিশ্বাসী, নিরাশ হয়। আর আমরা যত সম্পদের, সৌভাগ্যের দিক্ দেখি, ততই আশান্বিত হই, কৃতজ্ঞ ও বিশ্বাসী হই। পৃথিবীতে কেহ কেহ কেবল মন্দ দিক্ দেখে, কেহ কেহ ভাল দিক্ দেখে। মন্দ দিক্ দেখা মরিবার সময়। ভাল দিকটা দেখিব, আশা উদ্দীপন করিব। খুব বিপদ, তার ভিতরও আশা করিব, ধৈর্য্য ধরিব। অন্ধকার বিপদের ভিতর নিরাশা অবিশ্বাসের গাছ হয়, আর সৌভাগ্যের উত্তাপে আশা বিশ্বাসের গাছ হয়। আমরা সৌভাগ্যের দিক্ দেখিব। নববিধানবাদীদের বিশেষ এক সৌভাগ্য যে, আমরা এ সময় জন্মিয়াছি। এ সময় জন্ম গ্রহণ করা কি চেষ্টায় হয়, না, সাধন ভজনে হয়? শুভ ক্ষণে আমরা হয়েছি। এক শতাব্দী পূর্ব্বেও আমরা জন্মিতে

পারিতাম, কি এক শতাব্দী পরেও ত জন্মিতে পারিতাম ; ইহার কিছুই ত দেখিতে পাইতাম না। কিন্তু তুমি অত্যন্ত দয়ালু, তাই এ জীবগুলিকে বিশেষ সৌভাগ্যরত্নের হার গাঁথিয়া, ইহাদের গলায় পরাইয়া দিলে। বলিলে, ধন্য ধন্য তারা, যারা বঙ্গদেশে আমার বিশেষ কৃপার সময়, নববিধানের সময় জন্মেছে। আমরা বিশেষ সৌভাগ্যশালী। বিশেষ প্রেমের লীলা দেখাতে লাগিলে ভক্তের হৃদয়ে। বাহিরে বাণ বর্ষণ হইতেছে, লোকে গালাগালি দিতেছে; কিন্তু হরিনামবাদীরা ভিতরে ভিতরে রত্ন কুড়াইতেছে। শুভ ক্ষণে আমাদের জন্ম। নবধর্ম্মে ধার্ম্মিক যাঁরা, তত্ত্বজ্ঞ যাঁরা, তাঁরা এমনি বুঝাইয়া দিতে পারেন যে, এদের জন্মের সময় শুভ তারা ছিল ; তাই এত বিপদে, গালাগালিতে, ঝড়ে এরা অবসন্ন হইল না। এরা তবে এদের জীবনে ঈশ্বরের বিশেষ কিছু একটা কৃপা দেখিবে। আমরা কয়জন নববিধানবাদী এ সময় কেন জন্মিলাম ? তুমি ত অনায়াসে পাঁচ শত বৎসর পরে আমাদিগকে পৃথিবীতে আনিতে পারিতে। আসিয়া দেখিতাম, সব চলিয়া গিয়াছে, নববিধানের পূর্ণিমা গিয়াছে, জ্বলন্ত প্রত্যা-দেশের সময় গিয়াছে। তখন কাঁদিতাম। আমাদের পরে যারা আসিবে, তারা ইতিহাস পড়িয়া সব জানিবে, শুনিবে ; কিন্তু দেখিতে ত পাইবে না। কেন আমরা অন্য দেশে জন্মিলাম না ? কেন আমরা এ দেশে এ সময় জন্মিলাম ? ধন্য মার প্রেম ! সকলি মার খেলা। সময়ের মাহাত্ম্য না বুঝিলে, শ্রীমদ্ভাগবত বুঝিতে পারিব না। এই কলিকাতায় কলিযুগে অবিশ্বাসীরা টাকা সুখ সম্পদ্ দেখিতেছে, বিশ্বাসীরা ঈশা, মুষা, শ্রীগৌরাঙ্গ দেখিতেছেন, স্বর্গের পুণ্যশান্তি দেখিতেছেন। এই যে মহাতীর্থে আমরা কেমন ক'রে আসিলাম, কিছু জানি না ; কিন্তু, প্রেমময়ি, কপালে অনেক সুখ লিখিয়াছিলে, তাই বাঁচাইয়া রাখিলে, বৎসর বৎসর নূতন নূতন সুধা খাওয়াইলে। নববিধানের আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কীর্ত্তি দেখেছে, এদের

তুমি মাথায় হাত দিয়া আশীর্ব্বাদ কর। শ্রীমতি, পৃথিবীতে আমরা স্বর্গ দেখিলাম, এখানে ব'সে হরির কথা শুনিলাম, হরির শ্রীমুখ দেখিলাম, অবিদ্যার ঘন আঁধার দূর হইল, আর চিত্তাকাশে হরিসূর্য্য উঠিলেন, নবরশ্মি বিস্তার করিলেন। পরকালের বিষয় সন্দেহ ছিল পূর্ব্বে, এখন পরকাল ঘরের ভিতর। নববিধানবাদীদের জন্য পরলোক এখানে এলো। পাছে অবিশ্বাস বিভ্রম সন্দেহ হয়, তাই পরদাটা খুলে দিলে; ঈশা, মুষা, শ্রীগৌরাঙ্গকে সাজিয়ে, ডালি সাজিয়ে, গুটিকতক হৃদয়ের পুতুল তাতে দিয়া, আমাদের হাতে হাতে সঁপে দিলে। জয় জয় শ্রীহরি। তাঁর কাছে প্রার্থনা করিলে এরকমই হয় বটে। নগদ নগদ হাতে দিলে। ঈশা, শ্রীগৌরাঙ্গ, বুদ্ধদেব সকলে এসে বাড়ীর ভিতর বসিলেন। ভাইদের বুকের ভিতর বসাইলাম। এই ঘরের ভিতর বেদ, পুরাণ, ভাগবত, ললিতবিস্তর সব আছে। এই খানে দুঘণ্টা সাধন করিলে সব দেখিতে পাবে। কাশী, বৃন্দাবন, জগন্নাথক্ষেত্র, ঈশা মুষার তীর্থ, সব এখানে। বনবাসীর আশ্রম চাও, এখানে বসো। দূরে যেতে হলো না, সব এখানে। প্রেমময়ি, কি আনন্দে আনন্দিত করিলে, কি সুখে সুখী করিলে, কি সৌভাগ্যে সৌভাগ্যবান্ করিলে, বলিতে পারি না। কি দয়া করিলে, এই ছেলেদের প্রতি। হরিভক্তদের মধ্যে অধম যারা, তাদের তুমি দয়া করিলে, শুভক্ষণে আনিলে। মা দয়াময়ি, তোমার কাছে এই ভিক্ষা, আর কি করিব, এই যে মাহেন্দ্রক্ষণে জন্ম দিয়াছ, ইহার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ দেব। আমরা দেখে শুনে ধন্য হলাম। হে দেবি, হে করুণাময়ি, যখন এত কৃপা করিলে, তখন যেন প্রাণের ভিতর এ সব মনে থাকে। এ সব রত্ন যেন হৃদয়ে থাকে। এখন নিজগুণে কিছু হয় না। এখনকার সময় এই, যা চাওয়া যায়, তাই পাওয়া যায়। পাপভারাক্রান্ত নৌকাখানা বেগে চলিয়া যাইতেছে। ধন্য বঙ্গদেশ, ধন্য বঙ্গবাসী! হে মঙ্গলময়ি, হে কল্যাণদায়িনি,

দয়া ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, এই যে সময়ের মাহাত্ম্য, আমরা দর্শন, শ্রবণ, ধ্যান, আলোচনা করি, এবং তুমি যে এই শুভক্ষণে জন্ম দিয়াছ, এই বিশেষ কৃপা স্মরণ ক'রে, উপযুক্ত কৃতজ্ঞতা দিয়া কৃতার্থ হইতে পারি ; মা, তুমি দয়া ক'রে, এমন আশীর্ব্বাদ কর।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

ব্রহ্মময়ত্ব

(কমলকুটীর, সোমবার, ১৬ই কার্ত্তিক, ১৮০৩ শক ;
৩১শে অক্টোবর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে পিতঃ, ব্রহ্মবান্ হয়েও হইতে পারিতেছি না। এ সঙ্কটে কিরূপে উদ্ধার পাইব ? শুনিয়াছি, বিশ্ব ব্রহ্মময়, অগ্নি জল বায়ু সব ব্রহ্মময়। শুনিয়াছি, যত জড় আছে, হরি, তোমাতে পরিপূর্ণ। আমরা যে তোমাতে পরিপূর্ণ পাত্র, ঘট যেমন জলে পূর্ণ। এরূপে পূর্ণ আছি কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ হয়। এই দেহমনঃপাত্র হরির দ্বারা পূর্ণ আছে কি ? ব্রহ্মকে হৃদয়ে রাখি, কিন্তু মনে শত ছিদ্র, ব্রহ্মবারি থাকে না। যাঁরা ব্রহ্মভক্ত, তাঁরা সে সব ছিদ্র বন্ধ করেন, ব্রহ্মবারি পূর্ণ থাকে। তাঁরা ব্রহ্ম ভাবেন, দেখেন। যোগী ঋষিরা জঞ্জাল অপবিত্রতা দূর ক'রে, সাধন দ্বারা পাত্র দু'টি খালি করেন, তার পর অনুতাপের জলে ধৌত করিয়া পরিষ্কার করেন, এবং নির্ম্মল ব্রহ্মবারিতে পূর্ণ করেন। স্বচ্ছ সাধুর দেহমনের পাত্রে স্বচ্ছ-বারি দেখা যায়। আমরা সংসারের আধার হ'য়ে ব'সে আছি। সংসারের চিন্তা ভাবনা জঞ্জাল, ময়লা জল, সব ইহার ভিতর। আমরা যদি ভক্ত হই, খুব ক'রে দেহ মনকে পরিষ্কার ক'রে, হরিরসে পূর্ণ করি। দেহ মন হরিতে ডুবে গেল। দেখিলেই বুঝিব, আমি হরিময়। আমি এই পাত্রে

হরিনামরস রাখিয়াছি, হাজার হাজার লোকের ক্ষুধা তৃষ্ণা দূর করিব, স্ত্রীপুত্র পরিবার খাবে। আর কিছু নাই দেহে, খালি হরি, হরিতে ভরাট হইয়া গিয়াছে। প্রাণটা যখন খুব ব্রহ্মপ্রেমরসে পূর্ণ হইয়াছে, যখন উথলিয়া উঠিল, তখন চক্ষু দিয়া জল পড়িল। লোকে বলে, অশ্রুজল ; তা ত নয়, প্রেমরসের উচ্ছ্বাস বহিল। প্রাণটা ব্রহ্মময় হ'য়ে, চক্ষু দিয়া প্রেমাশ্রু বহিল। হরিভক্ত বুঝিলেন, এত দিনের পর আমার নদ নদী সাগর সব উথলিয়া উঠিল। হে প্রেমসিন্ধো, ভিতরে ভিতরে নববিধানের ভক্তদের হৃদয়ে কল পাতিয়া দিয়াছ, নল দিয়াছ, সে নলের প্রেমের মহা-সমুদ্রের সঙ্গে যোগ রয়েছে। যোগে বসিলে, সে জল হু হু ক'রে আসে। প্রাণেশ্বরি, সে আনন্দের সময় খুব শান্তি সুখোদয় হয়। যোগ ধ্যান অর্থ প্রেমের উচ্ছ্বাস। তোমার প্রেমের সমুদ্র থেকে জল আস্‌চে, সে জল উথ্‌লে পড়্‌ছে, আবার তোমাতে গিয়া মিশ্‌চে। তুমি আপনাতে আপনি মিশ্‌চ। আমি কেবল একটা জলের কল। আমি কেবল একটা নল। ভরাট কর যদি, পূর্ণ হই, নতুবা ছিদ্র দিয়া সব পড়ে যাবে। ইচ্ছা হয়, আমাদের দলের লোকেরা ব্রহ্মময় হয়। চক্ষে জল দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, মনে ব্রহ্মজলের জোয়ার হয়েছে। চক্ষু সাদা দেখিলে বুঝিলাম যে, প্রাণে ভাঁটা হয়েছে। আমি জলে সাঁতার দিতে চাই, আমার প্রকাণ্ড শরীর মন। এ সামান্য জলে স্নান ক'রে কি হ'বে? এর চেয়ে বড় বড় সাধন চাই। হরিরসে সর্ব্বদা না ডুবিলে হবে না। শ্রীহরি, তোমাতে যাঁরা স্নান করেন, তাঁরা ধন্য। উপাসনায় স্নান না করিলে, দেহের পাপ-কলুষ যায় না। হরিনামের সরোবরে ডুবিতে হইবে। সেই অবস্থা চাই। যোগ ভক্তিতে সিদ্ধ হ'য়ে স্থির হই। দেহটি ভরাট করি। হরিনামরসে পূর্ণ হই, আনন্দে ডুবে থাকি ; ভিতরে পূর্ণ, বাহিরে পূর্ণ। শ্রীহরি, ব্রহ্মবান্ না হ'লে, পরিপূর্ণ না হ'লে, তৃপ্তি হয় না। আধখানা পাত্র খালি থাকিলেও

হইবে না। আমার প্রাণ সর্ব্বদা ব্রহ্মপ্রেমরসে ভিজে থাক্। সংসারের বড় উত্তাপ, সব শুকিয়ে যায়। যদি গঙ্গার মত হই, সর্ব্বদা স্রোত বহিবে। জলে ভেসে আছি, ডুবে আছি, তা' হ'লে দুঃখ পাপ থাকিবে না ; পাপ দুঃখ যা আসিবে, জলে ভাসাইয়া দিব। স্রোতে সব ভেসে যাবে। তবে যথার্থ ব্রহ্মসাধনে সুখ আছে। হরি, পূর্ণ ক'রে দাও। পূজা অর্চ্চনা সাধন সার্থক হবে, যদি ব্রহ্মবান্ হই। হরি, কবে এমন শুভ দিন হবে যে, আমরা দেহ মনকে তোমাতে পূর্ণ করিয়া রাখিব। চক্ষে হরি, বুকের ভিতর হরির পাদপদ্ম, মাথায় হরি, হরিনামরসে ভিতর পূর্ণ। শ্রীহরি, তোমার চরণামৃতে জীবশরীরকে অভিষিক্ত কর, স্নান করাও ; আসল জলসংস্কার এই। হে দয়াময়, হে মঙ্গলময়, দয়া ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার নামামৃতরসে পূর্ণ ক'রে, ভরাট ক'রে, তার ভিতর ডুবে থাকি ; তুমি অনুগ্রহ ক'রে, এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

তিনে এক গুরু

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ১৭ই কার্ত্তিক, ১৮০৩ শক ;
১লা নবেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে পরমপিতঃ, হে আমাদের আচার্য্য, সদ্গুরো, উপদেষ্টা, আমাদের একটি মত আছে যে, আমরা তোমার মতে চলি। এ মত মুখের মত হ'তে পারে, আবার কাজের মত হ'তে পারে। তুমি একমাত্র আমাদের সদ্গুরু। আমরা কি খাব, কি পরিব, লোকের কাছে কি রকম ব্যবহার করিব, কি পড়িব, কি পড়িব না, পরের উপকার কি রকম করিয়া করিব, কিরূপে তোমার পূজা করিব, হরিনাম-সাধন কিরূপে করিব, কি ক'রে

হৃদয় পবিত্র করিব—এ সকল কথা, গুরো, তুমি ঠিক করে দেবে। আমরা চাই যে, তোমার মতে চলিব। একটি ক'রে দেবে, আর আমরা তোমার মতে চলিব। একটি দল কলিকাতায় প্রস্তুত হচ্চে, যারা কাহারও মতে চলে না, কিন্তু ঈশ্বরের মতে চলে; আমরা পৃথিবীর কাছে এটা সিদ্ধান্ত ক'রে দিতে চাই। কিন্তু তোমার মতে চলিতে সাধন করা অতি কঠিন। তোমার মত কি করিয়া জানিব? প্রার্থনাতে, বিবেকের মধ্যে, যে সকল লোক তুমি এনে দেবে, তাদের ভিতর, আর যে সকল পুস্তক তুমি দেবে, তার ভিতর। গুরু হ'য়ে তিন জায়গায় তুমি প্রকাশিত। পিতা, পুত্র, পবিত্রাত্মা তিন, কিন্তু এক। গুরুর মত তিন প্রকারে, তিন প্রণালীতে আসিতেছে। ইঁহারা ঈশ্বরতনয়, ইঁহাদের ভিতর দিয়া যা আসে, তা তোমার কথা। চন্দ্র, সূর্য্য, গিরি, নক্ষত্র, লতা পাতার ভিতর দিয়া যা আসে, তাও তোমার কথা। আর আমার অন্তরে পবিত্রাত্মার ভিতরে বিবেককর্ণে যা শুনি, তাহা ব্রহ্মবাণী। তিন দিক্ দিয়ে শুনি, অথচ গুরু এক। পিতা বেদ, পুত্র বেদ, পবিত্রাত্মা বেদ, ত্রিবেদ। পিতা পুরাণ, সন্তান পুরাণ, পবিত্রাত্মা পুরাণ। তিন দিকে কাণ খাড়া ক'রে রাখিতে হবে। তারে কি খবর এলো, বিবেকের ভিতর দিয়া শুনিতে হইবে। তিন মত, অথচ এক মত। তিন গুরু, অথচ এক গুরু। মানুষ গুরু, পিতা গুরু, জয় গুরুজীর জয়। আমার গুরু চন্দ্র সূর্য্য পবন; মানুষ, ধার্ম্মিক, অধার্ম্মিক; আমার গুরু বিড়াল, কাক, গাছ লতা পুষ্প। আমার গুরু ভক্তি, শক্তি, প্রেম। ছিলেন এক, হইলেন অনেক গুরু, তাঁর নাম ব্রহ্ম। দয়াসিন্ধো, মিনতি করি, সকল গুরুর সামঞ্জস্য ক'রে দাও। তোমার মতে কেবল চলিব, মানুষের কথা এখানে চলিবে না। যা তুমি ক'রে দেবে, তাই হবে। গুরো, কথা কও, যার ভিতর দিয়া কথা বলিতে চাও, বল। যার ভিতর দিয়া বলিবে, আমি তার পাদপদ্মে প্রণাম করিব।

স্বর্গরাজ্যের কথা যার ভিতর দিয়া প্রেরণ কর, আমরা নমস্কার করিয়া গ্রহণ করিব। হে দয়াময়, কত ঘটনার কত অর্থ, কে বলিতে পারে? তোমার কথা শুনিয়া চলিলে, সব একমত হবে; বিবাদ থাকিবে না। সব কাজ ভাল ক'রে চল্‌বে, নিখুত হইবে। দয়াময়, যখন পবিত্রাত্মার দ্বারা প্রত্যাদিষ্ট হই, তখন মাছ কথা কয়, গাছ কথা কয়, ইঁদুর ছুঁচো স্বর্গরাজ্যের সংবাদ আনে। তাই করযোড়ে প্রার্থনা করি, হে দেবি, হে মঙ্গলময়ি, দয়া ক'রে এ পাপী সন্তানদিগকে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন চিরকাল তোমার মতে চলিয়া শুদ্ধ হই। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ঈশার শোণিতপান

(কমলকুটীর, বুধবার, ১৮ই কার্ত্তিক, ১৮০৩ শক;
২রা নবেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে দয়াসিন্ধো, হে অনাথনাথ, সাধুদের প্রতি ভক্তি অনেকে করেন; কিন্তু, ঠাকুর, সাধুর মত সচ্চরিত্র, নির্ম্মলহৃদয়, নির্ম্মলশরীর হওয়া বড় শক্ত। তোমার প্রেরিত ঈশা এ বিষয়ে সন্দেহ ভঞ্জন ক'রে দিলেন। তিনি বলিলেন, আমার মাংস আহার কর, আমার রক্ত পান কর। যখন তিনি এ কথা বলেছেন, তখন অবিশ্বাস করা যায় না। তবে আমাদের শরীরের ভিতর আমরা তাঁহাকে মাংসের সঙ্গে মাংস, রক্তের সঙ্গে রক্ত করিয়া রাখিতে পারি। তিনি বলেছেন, এই অপবিত্র নরকের দেহে সাধুকে রাখিতে হইবে। আমরা মুখে বলি, আমরা ঈশার দূত, ঈশার প্রচারক; কিন্তু কাজে দেখাতে হবে, তাঁকে আমরা খেয়েছি। সাধুকে খাদ্যরূপে আহার করিতে হইবে, জলরূপে পান করিতে হইবে, নতুবা হইবে না।

এমন উচ্চ উপদেশ কে দিয়াছে যে, পাপীর ভগ্ন তনু মেরামত হবে, সাধুর তনু তার ভিতর এলে; আমাদের রক্ত গরল, তাতে সাধুর নির্ম্মল রক্ত এলে, সব পবিত্র হ'য়ে যাবে। পাপ এলে জোয়ারের জলে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যায়। হে পিতঃ, সাধুর রক্ত যথার্থই আমাদের পান করা উচিত। এটা কথার কথা নয়। আগে লোকে সাধুকে ভক্তি করিত, এখন সে রকম নয়। এখন বড় শক্ত ব্যাপার, সাধুর রক্ত পান করিতে হইবে, সাধুর মাংস আহার করিতে হইবে, আমার অপবিত্র রক্তে সাধুর রক্ত ঝর্ ঝর্ করিয়া পড়িবে, সব পবিত্র হ'য়ে যাবে। দয়াময়ি, সেই রক্ত পান করাও, রক্তে পাপ-ব্যাধি সব যাবে। নির্ম্মল রক্ত আসিবে. ঈশা মুষার বুকের সঙ্গে আমাদের বুকের সংযোগ থাকিবে, দিন রাত তাঁদের পবিত্র রক্ত পড়িবে। দয়াময়ি, বল দাও। হে দয়াময়ি, খুব জাগিয়ে তোল। রক্ত দাও, রক্ত না হ'লে বল হয় না। ঈশাদেহ যদি হ'তে পারি, এ বৃদ্ধ বয়সে জয় দয়াময় বলিব, পাপশয়তানকে ভয় করিব না। আমরা রোজ যেন সাধুর রক্ত পান করিতে পারি। বুকের ভিতর ঈশা শ্রীগৌরাঙ্গ মুষার রক্ত রাখিব। বড় বড় লোকের পুষ্টিকর বলকর রক্ত ঢাল। হে মহাদেব, হে কল্যাণময়, দয়া ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন সাধুদের পুষ্টিকর নির্ম্মল রক্ত আমাদের ভিতর সন্নিবিষ্ট করিয়া, দিন দিন পাপশূন্য হ'তে পারি; দেব, কৃপা ক'রে এমন অনুগ্রহ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দেবালয়-দর্শন

(কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ১৯শে কার্ত্তিক, ১৮০৩ শক ;
৩রা নবেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে পিতঃ, হে হৃদয়ের রত্ন, তোমার দেবালয় যেন আমরা সকলেই চিনিতে পারি। তুমি নিরাকার হয়েও আপনার নামে পৃথিবীতে এক একটি গৃহ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছ, তন্মধ্যে ভক্তেরা তোমার আবির্ভাব দেখেন এবং তোমাকে পূজা করেন। সকল স্থানে তুমি আছ, কিন্তু বিশেষরূপে এই তিন স্থানে আছ। এই দেহমন্দিরে আছ, বাসগৃহে আছ, আর সপ্তাহে সপ্তাহে ভক্তেরা যেখানে একত্রিত হইয়া তোমার পূজা করেন, সেখানে আছ। দেহমন্দিরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সকলে তোমারই যশ কীর্ত্তন করে। মনে করিব, দেব, ইহা তোমার দেবালয়। মনে করিয়া পরিষ্কার রাখিব। আর যে স্থানে বাস করি, তাহাও পরিষ্কার রাখিব। কারণ সে স্থানেও তুমি আছ। হিন্দুদের নিকট কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির যেমন পবিত্র, আমাদের প্রত্যেকের কাছে আমাদের বাসগৃহ তেমনি পবিত্র হউক। এই গৃহে তোমার নাম হোক্, তোমার পূজা হোক্ ; ইহাকে সংসারের বাড়ী, বিলাসের বাড়ী মনে করিব না, ঠাকুরবাড়ী মনে করিব। নববিধানবাদীরা আপন আপন বাসগৃহকে দেবালয় বলিবে। এ তোমারি মন্দির। সকল ঘরে তুমি আছ। ঘরের জিনিষ পত্র, টাকা কড়ি, বাগানের গাছ ফুল, পুস্তকালয়ের পুস্তক, বাড়ীর মানুষগুলি, সকলে তোমারি পূজা করিতেছে। বিশ্বাস করিতে দাও, এ তোমার ঠাকুরবাড়ী। আর যেখানে সপ্তাহে সপ্তাহে মিলিত হইয়া তোমার পূজা করি, তাহাকে ত দেবালয় মনে করিবই ; সেখানে তোমার পূজা ক'রে অশান্তি অকুশল দূর হবে, হৃদয় মন পবিত্র হবে। সেখানে তোমার পুণ্যের আবির্ভাব দেখে

পবিত্র হই। মানুষ সকল স্থান হইতে তোমাকে দূর করিয়া দেয় ; কিন্তু আমরা নববিধানবাদীরা বিশ্বাস করিব, এই দেহমন্দির তোমার মন্দির, ইহাতে দিন রাত তোমার আরতি হইতেছে। গৃহমন্দিরে তুমি বিরাজিত, আবার তোমার প্রকাশ্য মন্দিরেও তুমি প্রতিষ্ঠিত। তদ্ভিন্ন বিশ্বময় তুমি বিরাজিত। আকাশ তোমার মন্দির। তোমার দেবালয়গুলির সম্মান করিতে দাও, সকল মন্দিরে হোম পূজা যাগ যজ্ঞের ধূমধাম হোক্। বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে সর্ব্বদা পূজা হচ্চেই। দেহ একখানি কাশী, গৃহ একখানি বৃন্দাবন, সমস্ত বিশ্ব তোমার দেবালয়। দয়াময়, যেখানে যাব, তোমার মন্দিরগুলিকে সম্মান করিব, বিশ্বাস করিব। হে মঙ্গলময়ি, হে আনন্দময়ি, কৃপা ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন সর্ব্বদা বিশ্বাসচক্ষে, ভক্তিচক্ষে তোমার দেবালয় দর্শন ক'রে শুদ্ধ হই ; মা, তুমি এই অনুগ্রহ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

মার আগমন

(কমলকুটীর, শুক্রবার, ২০শে কার্ত্তিক, ১৮০৩ শক ;
৪ঠা নবেম্বর ১৮৮১ খৃঃ)

হে প্রেমময়, হে অনাথনাথ, তোমার অঙ্গীকার সকল পূর্ণ কর। তোমার ভবিষ্যদ্বাণী সিদ্ধ হউক। তোমাতে কিছুমাত্র অসত্য নাই। তুমি এক বার যা বল, তা হবেই হবে। তুমি আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের কাছে যা এক বার অঙ্গীকার করেছিলে, তৎসমুদয় পূর্ণ কর। তুমি যে বলেছিলে, খুব কাতর অন্তরে ডাকিলে, তুমি দেখা দাও। দশ জন মিলিয়া কাতর অন্তরে ডাকিলে, তুমি সে দেশে আবির্ভূত হইয়া, বহুকালের পাপ

ক্ষয় কর। তুমি যে বলেছিলে, মূর্খ জ্ঞান পাবে, দুঃখীরা টাকা পাবে, অন্ধ দেখিবে, বিপদে পড়িলে স্বর্গ হইতে আসিয়া রক্ষা করিবে, বিশ্বাসের নব রাজ্য বিস্তার হইবে। তুমি যে বলেছিলে, বঙ্গদেশে অলৌকিক ঘটনা সকল দেখাবে। কবে দেখাবে? তুমি যখন বলেছ, তখন এক সময় দেখাবেই। কিন্তু সময়ের স্রোত বয়ে যাচ্চে, মা আনন্দময়ি, এস, দেখাও না? তুমি যে বলেছিলে, পৃথিবীতে সকল ধর্ম্মের সামঞ্জস্য হবে, তা কর না? প্রাচীন সত্য সকল উদ্ধার করিতে যাইতেছি। যদি করিতে পারি, তবে সকলেই তোমার কাছে দৌড়িয়া আসিবে, বলিবে, ভগবান্ বঙ্গদেশে এসেছেন। দোহাই, প্রভো, নববিধানের সময় তোমার এক বার আসিবার কথা ছিল, এস। দোহাই, প্রভো, পৃথিবীতে তুমি চিকিৎসক হ'য়ে দাঁড়াও; আর দেশের কাণা খোঁড়া যত লোক আছে, আসিবে তোমার কাছে। এই দৃশ্য দেখিতে চাই। এই বিশেষ সময়ে নববিধানের রথে চড়ে এস। হে প্রেমময়ি, এক বার এস, ঘর আলো ক'রে বোস। ব'সে বল, "সেই যে আমি অঙ্গীকার করেছিলাম, পাপীদের বন্ধন মুক্ত করিব, তাই এসেছি।" এই ব'লে সকলের পাপ-বন্ধন মুক্ত কর। হে প্রেমময়ি, এস, পৃথিবীর দুঃখীরা ডাকিতেছে, অঙ্গীকারপালনের সময় হয়েছে, মা, এস; মার কোলে যেমন ছেলে মাথা রাখে, আমরা তেমনি ক'রে থাকৃব। ভগবতী দুঃখ-বিমোচনের জন্য আসিতেছেন, স্পষ্টরূপে দেখিতে পাইব। লক্ষ্মী অন্নপূর্ণা আসিতেছেন, সকলে প্রতীক্ষা কর তাঁর জন্য। হে মঙ্গলময়ি, হে কৃপাময়ি, দয়া ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন শুভ সময়ের জন্য প্রতীক্ষা করি, আর সেই সময়ে তোমার অনুগত হ'য়ে প্রার্থনা দ্বারা পাপবন্ধন হইতে মুক্ত হ'তে পারি; মা তুমি এই অনুগ্রহ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

অন্যবাসনা-নির্ব্বাণ

(কমলকুটীর, শনিবার, ২১শে কার্ত্তিক, ১৮০৩ শক ;
৫ই নবেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধো, অনাথবন্ধো, শাস্ত্রে আছে, নির্ব্বাণ না হইলে মানুষের সুখ শান্তি হয় না, গতি মুক্তি হয় না। বিকারশূন্য আত্মা সেই, যার সব কামনার নির্ব্বাণ হয়েছে। ধনের কামনা, সুখের কামনা, কোনরূপ ইচ্ছা নাই। জীবনের আশা ভরসা সব শেষ ক'রে, কামনার আগুন নিবাইয়া, যোগীরা যোগে বসেন। আমরা অসময়ে পূজার অধিকার গ্রহণ করেছি। যে একেবারে সব শেষ ক'রে বসে, তার কামনার আগুনে জ্বলিতে হয় না, তার আর নিবৃত্তি হয় না, মন আর এ দিক্ ও দিক্ যায় না, পাঁচ কাজে যায় না। আমরা অসময়ে যোগসাধনে প্রবৃত্ত হলাম। দশ রকম কামনা মনে রয়েছে। মন চঞ্চল, যোগ কিরূপে হবে? তাই শাস্ত্রে আছে, একেবারে নির্ব্বাণ লাভ ক'রে যোগসাধন করিতে হয়। নির্ব্বাণ-সাধন বড় কঠিন। একেবারে সব ইচ্ছা বিসর্জ্জন দিতে হয়। অসার নীচ কামনা এক একটা ক'রে সব চলে যাবে। কেবল ব্রহ্মপ্রেম, ব্রহ্মের আনন্দ স্পৃহণীয় হবে। তা হ'লে নিষ্কাম হ'য়ে, তোমার পূজা করিতে পারি; আমরা তোমাকে পাইতে চাই, কিন্তু অন্য কামনাও আছে। হে দীনবন্ধো, যদি দয়া কর, তবে নিষ্কাম হতে পারি। তোমার যথার্থ ভক্তেরা কেবল তোমাকে চান; আর কিছু কি চান? তোমার মুখ দেখিলে তাঁদের সকল কামনার পরিসমাপ্তি হয়, তোমাকে পাইলে তাঁরা সব পান। অন্য বাসনা থাকে না। তাঁদের প্রাণের আমোদ কিছুতে কমে না। আমাদের মনে পাঁচ কামনা আছে, তাই আমরা সুখী হ'তে পারি না। আমাদের মনে গৌরব সম্ভ্রম মান ইত্যাদি পাঁচ রকম কামনা রয়েছে। মনে কোন কামনা

থাকিবে না, কেবল ঐ চরণপদ্ম লইয়া স্থির হইয়া বসিয়া থাকিব। হে পরমেশ্বর, ভগবদ্ভক্তদের শ্রেণীতে আমরা প্রবেশ করিতে পারিলাম না। তাঁরা অন্য কোন ইচ্ছা করেন না, কেবল মুখে তোমার নাম। সব জিনিষ দেখিতেছেন ও সম্ভোগ করিতেছেন, কিন্তু প্রাণটি তোমার কাছে। হে হরি, তোমাতে মত্ত কর, যেন আর কোন বাসনা না থাকে। এক হরি ইচ্ছার বস্তু, এক কামনার বিষয় হরি, আর কোন ইচ্ছা থাকিবে না। একটি স্পৃহণীয় বস্তু কেবল ঐ, ইচ্ছাটী থাকিবে হরির চরণে। মুখে এ সব বলিতেছি, কিন্তু কাজে করা বড় কঠিন। হে দয়াসিন্ধো, হে দীননাথ, দয়া ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন আর সকল বাসনা পরিত্যাগ ক'রে, সকল ইচ্ছা কামনা অভিলাষ তোমাতে সম্বদ্ধ করিয়া, তোমাকে একমাত্র ইচ্ছার বিষয় করি; তুমি এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নূতন মানুষ বাহির করা

(কমলকুটীর, রবিবার, ২২শে কার্ত্তিক, ১৮০৩ শক ;
৬ই নবেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে প্রেমময়, হে করুণাসিন্ধো, সমুদয় ধর্ম্ম পূর্ণ হবে তোমার এই নববিধানে। পৃথিবীর সব আশা ভরসা ইহাতে পূর্ণ হইবে। বেদ বেদান্ত পুরাণাদি সমস্ত শাস্ত্রে যা কিছু এর আগে বলা হয়েছে, তা সিদ্ধান্ত হবে এই নববিধানে। যত ভক্ত যত উপদেশ দিয়াছেন, তার পূর্ণতা হবে তোমার এই নববিধানে। রজনীর অন্ধকার চ'লে যাবে, দিবসের আলো আসিবে। পৃথিবীর এই বহু কালের আশা যে, ধর্ম্ম চিরকালই বিবাদের স্থল ছিল, তার শান্তি হবে। আমরা শুভক্ষণে জন্মিয়াছি। সেই শান্তির দিন স্বর্গ

হইতে আসিবে, সব পাপ তাপ যাবে। আমরা যতই এ ধর্ম্মের কথা ভাবি, বুঝি যে, পৃথিবীর জন্য এ ধর্ম্ম অত্যন্ত প্রয়োজন। আমরা যতই এ ধর্ম্মের মহত্ত্ব দেখি, বুঝি যে, আমরা কত অক্ষম। হে ঈশ্বর, এমন কঠিন ধর্ম্ম সামান্য লোকদের হাতে দিলে, স্বর্গের ব্যাপার কেন এমন অযোগ্য পাত্রে আসিল? অসাধুদের হস্তে অতি কঠিন স্বর্গের ধর্ম্ম ন্যস্ত হইল। কেন এরূপ হইল? কে বলিতে পারে? তোমার জ্ঞান লইয়া কে বিবাদ করিতে পারে? পিতঃ, আমরা তোমার নিগূঢ় তত্ত্ব জানি না, ভবিষ্যৎ ইতিহাস তাহা বুঝাইয়া দিবে। হয় ত তোমার অভিপ্রায় এই যে, সামান্য লোক দ্বারা বড় কাজ কিরূপে সম্পন্ন হয়, তাই দেখাইবে। বড় বড় থামের উপর বড় বড় এমারৎ হয়। বড় বড় লোকেরা বড় বড় ধর্ম্মের স্তম্ভ হয়। এবার তাঁদের পদরেণু মাথায় নিতে পারে না, এমন সামান্য দুর্ব্বল লোকের উপর বড় স্বর্গের ভবন স্থাপন করিলে, এই এক অলৌকিক ব্যাপার। যারা নিজে খেতে পায় না, তারা অন্যকে ভাল সামগ্রী খাওয়াবে। নিজে যারা শাস্ত্র জানে না, অপরের পক্ষে হয় ত তারা শাস্ত্র হবে। হয় ত বিধির নববিধির এই বিধি, যে সামান্য লোক দ্বারা বড় বড় ব্যাপার ঘটাবে। পৃথিবীর লোক বলিবে, যোগী কৈ, ভক্ত কৈ, ঋষি কৈ? এত বড় ধর্ম্ম কে আনিল? মহাদেব কি মুটের মাথায় স্বর্গের রত্ন পাঠাইলেন? এ অনিয়ম এবার কেন হইল? পিতঃ, তোমার লীলা কে বুঝিবে? হরি, তোমার কাছে এই নিবেদন, দয়া ক'রে তোমার নিগূঢ় তত্ত্ব বুঝিতে দাও। যদি অসার বস্তু থেকে সার বস্তু কেমন করিয়া বাহির হয়, মুটের মাথায় স্বর্গের রত্ন কেমন ক'রে থাকে, তা দেখাবার জন্য মানস ক'রে থাক, তবে তাই কর। তবে আমাদের ক্ষুদ্রজীবন হইতে এমন প্রকাণ্ড কাণ্ড সকল বাহির কর যে, পৃথিবীর জ্ঞানীরাও আশ্চর্য্য হবেন। দয়াময় মহাপ্রভুর কি আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কাণ্ড হয়, কে জানে? গোবরের ভিতর

হইতে পদ্মফুল হয়। সামান্য বাষ্প আর আগুনে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গাড়ি লইয়া যায়। সামান্য সামান্য লোকগুলি, বুঝি, ভারতের কলম টানিবে। হে ঈশ্বর, আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই সকল ক্ষুদ্র দেহ হইতে নূতন মানুষ বাহির হয়। অণ্ডের ভিতর হইতে জীবাত্মা পক্ষী বাহির হইয়া, মুক্তির সমাচার মুখে লইয়া, দেশে দেশে লইয়া যাইবে। তুমি যাদুকর হইয়া নূতন বিধানে নূতন মানুষ আন। হে মঙ্গলময়, পাখী কেন এখনও ঘুমাইতেছে? তোমার সোণার পাখী, স্বর্গের পাখী এই লোহার খাঁচার ভিতর কেন এখনও ঘুমাইতেছে? পাখীকে বাহির কর, সে আপনার কার্য্য করিবে। এই সকল ভাঙ্গা দেহপাত্রে, দেহঘরে ভাল ভাল জিনিষ, ভাল ভাল মাল লুক্কায়িত আছে। যাদুকরের ছড়ি আমাদের অসার রিপুপরতন্ত্র দেহ মনে ছোঁয়াও। এগুলি ভেঙ্গে যাক্, আর ইহার ভিতর হইতে নূতন মানুষ বাহির হউক। হইয়া নববিধানের রথ টানিয়া লইয়া যাক্। এ মানুষগুলোকে যদি নববিধানের ধর্ম্ম বিস্তার করিতে দিলে, তবে তাই কর। হে মঙ্গলময়ি, হে কল্যাণময়ি, দয়া ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই ভাঙ্গাদেহগুলি হইতে শীঘ্র নূতন মানুষ বাহির হইয়া আপনার কার্য্য করে এবং তোমাকে প্রভু ব'লে স্বীকার করে, পৃথিবীতে স্বর্গধাম সুখধাম স্থাপন করে; প্রেমময়ি, তুমি অনুগ্রহ ক'রে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

জাতকর্ম্ম

(কমলকুটীর, সোমবার, ২৩শে কার্ত্তিক, ১৮০৩ শক;
৭ই নবেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধো, ভাবুকেরা তোমাকে মজার লোক বলেছে। আকাশে

বসিয়া তুমি প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গ্রহমণ্ডলী চালাইতেছ, কোন্ দিকে গতি, কোন্ দিকে যেতে হবে, সব বড় বড় কাজ নির্দ্ধারণ করিতেছ। গৃহস্থের বাড়ীতে কখন কি হবে, তাও তুমি করিতেছ। মনুষ্যজন্ম কি আশ্চর্য্য ব্যাপার। ইহাতে নাস্তিকের নাস্তিকতা খণ্ডন করে। গৃহস্থের পর্ণকুটীরে মাতৃগর্ভে যে ছোট শিশু আসে, তাকে কে করে, কে রাখে, কে বাড়ায়, কে রক্ষা করে, এইগুলো যদি মানুষ ভাবে, হতভাগ্য জীব ধার্ম্মিক হতে পারে। আমি ভাবি না, আমি হইলাম কেন, বাঁচিলাম কেন। একটা আস্তিকের বিদ্যালয় করেছ, তাহা নাস্তিকতা দমন করিবার জন্য। সন্তান যদি পৃথিবীতে না হইত, তবে আস্তিকতার যে একটা প্রকাণ্ড বেদ কেহ জানিত না। ছেলে খায় না মাতৃগর্ভে, অথচ বাড়ে, এ হেঁয়ালি কে বুঝিতে পারে? কোন্ যাদুকর কখন পেটে গিয়া তাকে বাড়ায়, জানি না। সন্তানজন্মবিদ্যা পরা বিদ্যা, শ্রেষ্ঠবিদ্যা। ইহাতে ভগবদ্ভক্তদের যথেষ্ট জ্ঞান হয়। যদি নাস্তিকের নাস্তিকতা দূর করিতে হয়, তা' হ'লে একটি ছোট ছেলে তাকে দেখাতে হয়। হরি, এত বড় হলাম, তোমার প্রেমের খেলা কিছু বুঝিতে পারিলাম না। এক একটা ছেলে এনে দিয়ে, বুড়োদের জ্ঞান দাও। করুণাসিন্ধো, সব তোমার মজার ব্যাপার। বিরলে ব'সে তুমি ছেলে গড়িতেছ। প্রাণেশ্বর, তুমি বড় বড় কাজ ছেড়ে, পৃথিবীতে এ সামান্য কাজ করিতেছ কেন? না, এ ত সামান্য কাজ নয়। চন্দ্র সূর্য্য আকাশে স্থাপন অপেক্ষা, একটা অমরাত্মার বাড়ী নির্ম্মাণ করা অধিক বড় কাজ। যত ভাল ভাল জিনিষ দিয়া অমরাত্মার বাড়ী করিতেছ। সে তাতে ব'সে বড় হবে, ভাল হবে, যোগ করিবে। পিতঃ, তোমার এই কারখানা শুনিলে, খুব যেন ভক্তি হয়। সকলের ঘরে ছেলে হয়, ভক্তের ঘরে ছেলে হওয়া বড় সহজ ঘটনা নয়। উপাসনা হইতে হইতে একটি শুভ ঘটনা হইল, এতে মনে কত ভক্তি বাড়ে। পৃথিবীতে ছেলে না হ'লে,

বরং একটু নাস্তিক হইতে পারিতাম; কিন্তু ছেলে হ'লে, আর নাস্তিক হওয়া যায় না। হরি, ভক্ত কর। প্রেমিকের প্রেম কেহ লিখিতে পারে না। যখন ভক্তি একটু অবসন্ন হ'য়ে আসে, অমনি একটা কাণ্ড ক'রে, ভক্তি আবার উদ্দীপন ক'রে দাও। হে দয়াময়, হে মঙ্গলময়, আজ এই শুভ জাতকর্ম্মের দিনে তোমার চরণপদ্ম হস্তে ধারণ করি, শুভ দিনে সুসন্তানের জন্ম হইল। পিতঃ, দয়া ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন গৃহস্থের বাড়ীর সকল অশান্তি দূর হয়, আর এই সন্তানশাস্ত্র যেন কখনও আমাদিগকে নাস্তিকতা অবিশ্বাসের পথে যেতে না দেয়। মা, দয়া ক'রে এই বিনীত প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

সংসারধর্ম্ম-পালন

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ২৪শে কার্ত্তিক, ১৮০৩ শক;
৮ই নবেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে পিতঃ, হে বিশ্বমাতঃ, তুমি আমাদের সংসার চালাইবে, এই কথা ঠিক। আমরা আমাদের সংসার চালাইব না। কেন না, ধর্ম্মসাধন করা যেমন কঠিন, সংসার করা তেমনি কঠিন। ধর্ম্মসাধন যেমন তোমার সাহায্য ভিন্ন হয় না, সংসার করাও হয় না। হে দয়াময়, এত বড় সংসারটা কেবল তুমি স্কন্ধে করিয়া চালাইতে পার, আমরা পারি না। তুমি সংসার সৃষ্টি করিলে। সংসারী তুমি, সংসারপ্রতিপালক তুমি, রক্ষক তুমি। তুমি সংসারের ভার বহন কর, আমরা জানি না। ধর্ম্মসম্বন্ধে যেমন বেদবেদান্ত আছে, তেমনি সংসারসম্বন্ধেও বেদবেদান্ত আছে। কোথা হইতে পয়সা আসে, কে পয়সা দেয়, কোন্ পয়সা তোমার, কোন্ পয়সা

তোমার নয়, শয়তানের, কত পয়সা ব্যয় করা উচিত, এ সকলের নিগূঢ় তত্ত্ব আছে। যা করা উচিত ছিল, করি নাই; যা বলা উচিত ছিল না, বলিয়াছি; যে বিষয়ে কৃপণ হওয়া উচিত ছিল না, হইয়াছি; যে বিষয়ে খরচ করা উচিত ছিল না, করিয়াছি। পিতঃ, বল, কিরূপে আমরা সংসারের ভার বহন করিব। এটা যে বড় গুরুভার ধর্ম্মভার। এ সংসার যত খারাপ ক'রে চালাব, পাপ হ'বে; যত ভাল ক'রে চালাব, পুণ্য হবে। এ কয়টা পরিবারের, এ সকল সংসারের ভার যারা মাথায় ক'রে বহন করিবে, তাদের জন্য স্বর্গে উচ্চ আসন আছে। এ সকল সংসারকে যারা নিগ্রহ করে, তাদের অধোগতি। সংসারের যথেষ্ট যত্ন করিতে হইবে। পিতঃ, সংসার কি সহজ? তোমারি সংসার। আমাদের ত নয়। বরং উপাসনা সাধন করা সহজ, কিন্তু সংসার করা বড় কঠিন। কেমন ক'রে সংসার রক্ষা ক'রে পরলোকের সম্বল করিব, উপদেশ দাও। হে দয়াময়ি, হে মঙ্গলময়ি, দয়া ক'রে ব'লে দাও, কেমন ক'রে আমাদের সংসার এবং অন্য সকলের সংসার ভাল ক'রে গুছিয়ে, এই পরিবারগুলির মধ্যে সুখ শান্তি স্থাপন হয়। মা, তোমার চরণে এই বিনীত প্রার্থনা। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

ঐকমত্য

(কমলকুটীর, বুধবার, ২৫শে কার্ত্তিক, ১৮০৩ শক;
৯ই নবেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে পিতঃ, হে দীনবন্ধো, একই মত, একই শাস্ত্র, একই বিধান, একই নিয়ম। আমরা ভিন্ন ভিন্ন মত, ভিন্ন ভিন্ন পথ অবলম্বন করিতে পারি না। যদি আমরা পাঁচ মত মানি, তবে প্রকারান্তরে পাঁচ দেবতা মানি। কারণ,

এক দেবতার পাঁচ রকম মত হইতে পারে না। আমরা বিবেককে তোমার অংশ বলিয়া মানি, সেই বিবেক যদি বিভিন্ন রকম হইল, কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য যদি ভিন্ন প্রকারের মনে হইল, তবে ব্রহ্মখণ্ড ভিন্ন ভিন্ন হইল। তাহা হইলে বিপথগামী হইতে হয়, বড় অন্যায় হয়। একই মত, একই ধর্ম্ম। তুমি একমাত্র অদ্বিতীয়। তোমাকে আমরা মানি। তবে আমাদের একমত হওয়া চাই। হে পিতঃ, তোমার ধর্ম্ম বাস্তবিক অখণ্ড। তাহা কেহ খণ্ড খণ্ড করিতে পারে না। আমাদের পাঁচ জনের যদি পাঁচ মত থাকে, তা' হ'লে ত আমরা পৌত্তলিক। আমরা বলি, তোমার আদেশে চলি, অথচ নিজের হুকুমে চলি। তুমি বোস, আর আমরা তোমার চরণের কাছে ক'জনে বসি; তুমি এক কথা বল, আমরা সকলে শুনি, আর সেই রকমে চলি। নতুবা যদি পাঁচ জনে পাঁচ রকমে চলি, লোকে বলিবে, এরা পাঁচ দেবতার পূজা করে। আমাদের সকলকে এক কর, একখানা কর। এক শরীর, এক মত, এক হৃদয়, এক আত্মা কর। ঐক্য দিনে দিনে বৃদ্ধি কর। এক হবার সময় এখন খুব অনুকূল মনে হয়। মতভেদ দগ্ধ ক'রে ফেল। দয়া ক'রে এক শুভ বুদ্ধি সকলকে দাও। আমরা এক জনের আশ্রিত। এক মত হবে, এক দিকে যাব সকলে, আমাদের মতভেদ হবে না। এক দেবতা তুমি, এক কথা বল, আমাদের সকলের হৃদয়ে তাহা একবারেই পড়িবে। যদি পড়ে, তবেই আমরা ব্রাহ্ম, নতুবা নয়; বিবেক, পাপ, পুণ্য লইয়া মতভেদ হইতে পারে না। আমরা এক মার সন্তান, কেন বিভিন্ন মত হ'বে। প্রেমময়, একপথে লইয়া চল। আমরা সত্য সত্য এক মার সন্তান, তা যেন দেখাতে পারি। হে পিতঃ, বুদ্ধি পরিষ্কার ক'রে দাও। আমরা ভিন্ন ভিন্ন উপায়াবলম্বী, ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রে দীক্ষিত, ভিন্ন ভিন্ন দেবতার পূজা করি; শ্রীহরি, তুমি বর্ত্তমান থাকিতে, আমরা পাঁচটা কল্পিত দেব দেবীর পূজা করিতে লাগিলাম?

দোহাই, দেব, যেন অখণ্ড সচ্চিদানন্দকে খণ্ড খণ্ড করিতে না হয়; অখণ্ড ব্রহ্ম, এসে সকলের হৃদয়ে বোস। আমরা যেন বুঝিতে পারি, আমরা এক গুরুর শিষ্য, এক মার সন্তান, এক ব্রহ্মের উপাসক। হে মঙ্গলময়, দয়া ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন স্বেচ্ছাচার, বিভিন্ন মত ত্যাগ ক'রে, একমত, একপথাবলম্বী, এক দেবতার উপাসক হই; তুমি এই অনুগ্রহ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

গৃহে সর্ব্বফললাভ

(কমলকুটীর, শুক্রবার, ২৭শে কার্ত্তিক, ১৮০৩ শক;
১১ই নবেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে প্রেমস্বরূপ, তুমি ত তোমার নববিধানের ঘর বাড়ী সব প্রস্তুত করিতে লাগিলে, সাজাইতে লাগিলে; দীননাথ, এই সকল আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য কীর্ত্তি এইখানেই সব দেখিব। আমাদের আবার কাশী বৃন্দাবন কি? এইখানে মা স্বয়ং সব করিতেছেন। নূতন নূতন ক্রিয়াকলাপ, ব্রত, উচ্ছ্বাস, শত শত প্রেমকীর্ত্তি ভক্তচক্ষে প্রকাশ হইতেছে। আর কি বলিব, তোমার চরণে যেন মতি থাকে। এই ঘরে এক দিকে কাশী, এক দিকে বৃন্দাবন; এই ঘরে দেবালয়, শিবালয়, এখানেই সব। হে প্রেমধাম, কি করিতেছ তুমি আমাদের এই বাড়ীতে, পাড়াতে, সহরে। বিশ্বাস খুব দাও, তবেত মজা পাব। মা ব'লে ডেকে সুখী হই, মার ঘরে থেকে সুখী হই। মাকে দেখিতে আর কোথায় কোন্ দূরস্থ তীর্থে যাব? তোমার সহস্র তীর্থ এই বাড়ীতেই। হে প্রেমময়, খুব দেখাও, তুমি এই দয়া কর, যেন আমরা এই ঘরের ভিতর সব মোক্ষফল পাই। সব তীর্থের

ফল, গঙ্গাস্নানের ফল, কাশী বৃন্দাবন, ঈশাস্থান মুষাস্থান, সব তীর্থফল এখানে পাই। এই বাড়ী কল্পতরু, যা চাব, পাব, এমন বিশ্বাস করিতে দাও। ভক্তিরাজ্যের শোভা ঘরে বসিয়া প্রত্যক্ষ করিব। হে দয়াময়, হে মঙ্গলময়, যেন তোমার এই দেবালয়ের খুব সম্মান ক'রে, কল্পতরুমূলে বসিয়া, ঐহিক পারত্রিক কল্যাণের ফল সম্ভোগ করিয়া ও প্রাপ্ত হইয়া কৃতার্থ হই, মা, তুমি অনুগ্রহ ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

কর্ম্ম-যোগ

(কমলকুটীর, শনিবার, ২৮শে কার্ত্তিক, ১৮০৩ শক ;
১২ই নবেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে পরমপিতঃ, হে দীনদয়াল, অনেক কার্য্য আমাদের বাকি। একটুখানি ভাবিতে গেলে দেখি, সমুদ্র-সমান কার্য্য বাকি। কার্য্যক্ষেত্র যে সম্মুখে পড়িয়া রহিয়াছে, অতি প্রশস্ত। যে সুখের কার্য্য দিয়াছ, তা যদি সংসাধন করিয়া যাইতে পারি, কত আনন্দ হবে, জীবন সার্থক হবে। এমন উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম তুমি জগতে বিস্তার করিবার জন্য, আমাদিগকে অনুরুদ্ধ করিয়াছ। আমরা যেন তা করিতে পারি, তুমি আমাদিগকে সিংহের মত বল দাও। আমরা শুদ্ধকর্ম্মে, দয়ার কর্ম্মে গৃহরক্ষা করিব, নূতন ধর্ম্ম স্থাপন করিব, দেশীয় বিদেশীয় লোকদের ভিতর তোমার কথা প্রচার করিব। আমাদের হাতে অসামান্য বৃহৎ কাজের ভার। যত এই কার্য্যের বিষয় ভাবিব, তোমাতেই ডুবিব। কার্য্যসাগরে ডোবাও যা, তোমাতে ডোবাও তাই। পৃথিবীর চারিদিক হইতে মধ্যে মধ্যে যে সংবাদ আসিতেছে, তাতে বুঝা যায়, ভবিষ্যতে আমাদের জয় নিশ্চয়। হে প্রেমস্বরূপ, যে

সকল সংবাদ আসিতেছে, তাহা বলিয়া দিতেছে, আমরা কেন মিথ্যা বর্ত্তমানের দিকে দৃষ্টি করি ; ভবিষ্যতে তোমারই জয়। নরনারী আনন্দ-সুধা পান করিবে, ইহা নিশ্চয়। আমাদের হাতে অনেক কার্য্য দিয়াছ। এ সকল কাজ আমরা করিয়া যাইব, ভবিষ্যতে তোমার মন্দির প্রতিষ্ঠিত হবে। আনন্দের বাজার খুলিয়াছ। মা, তোমার রাজ্য কবে আসিবে? কি কি কাজ আমরা করিব? মা, পরিশ্রমী কর, উৎসাহী কর। এই যে আনন্দের বাজার খুলিয়া ফেলিয়াছ, ইহার ভিতর ক্রমাগত কেনা বেচা করিব। কত সৌভাগ্য আমাদের। যে দিকে তাকাইতেছি, দেখিতে পাইতেছি, অন্ধকার দু'দিন, তার পর কেবল আলোক ; পরীক্ষা দুঃখ অন্ধকার বিপদ, তার পর পৃথিবীর পরিত্রাণ। স্বর্গরাজ্য, এস। হে পিতঃ, তোমার ইচ্ছা হয়েছে, ভারতে স্বর্গরাজ্য বিস্তার হয়, এ জন্য এত আয়োজন। বুঝা যাইতেছে, এ কাজের জড়। কাজ কর্ম্ম কমাইয়া যে মত্ততা, তাহা থাকে না। যোগের সঙ্গে গৃহধর্ম্ম, কাজের সঙ্গে আনন্দ মিশেছে। একতারায় যোগ ভক্তি মিশেছে। এ বৎসর বড় ধূমধাম, মা আনন্দময়ি, আমাদিগকে প্রস্তুত হ'তে বল। তোমার দরজার ফৌজ হ'য়ে দাঁড়াতে বল। তোমার দাসদাসীরা খুব আনন্দ করুক যে, মা, তুমি হাত ভরা কাজ দেবে। জয়, মা আনন্দময়ি, তোমার চরণে প্রাণ মন উৎসর্গ করিয়া দি। হে প্রেমময়ি, হে আনন্দময়ি, দয়া ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন এই উপযুক্ত সময়ের সুবাতাস বুঝিতে পারিয়া, আমরা তোমার কার্য্য করিয়া কৃতার্থ হই ; মা, তুমি এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

সাররত্ন-সাধন

(কমলকুটীর, রবিবার, ২৯শে কার্ত্তিক, ১৮০৩ শক ;
১৩ই নবেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধো, হৃদয় মনকে আরো উচ্চ কর, উন্নত কর। যেখানে আমরা বসিয়া আছি, এ আমাদের স্থান নয়। আমরা যে ধর্ম্মকর্ম্ম করি, তাহাতে অনেক ছায়া আছে, কল্পনা আছে। ঠিক সত্য রাজ্যে লইয়া যাও। এখনো যদি মন পরীক্ষা করি, অনেক বিষয় অসার দেখিতে পাই। জঞ্জাল পাপ আছে, তা ছাড়া অনেক কল্পনা আছে। আমরা পাপ কল্পনা করি, রাগ লোভ দুঃখ সব কল্পনা করি। আমাদের রাজ্যের রাজার নাম সত্যবান্, প্রজারা আবার অসত্যবান্। আমরা রাজার নামে কেন পরিচিত হই না? আমরা কেন কল্পনাকে পক্ষ দিয়া আকাশে উড়িতে দি? সে উড়িয়া উড়িয়া নানাপ্রকার পাপ টানিয়া আনিবে। কল্পনাকে দমন কর, আর শুদ্ধ কর। যেমন এখন মন্দপথে কল্পনা যায়. তেমনি আশীর্ব্বাদ কর, যেন সত্য পথে যায়। আমার বন্ধু বান্ধব, টাকা কড়ি, এ সকলকে সার মনে করি। অসার সাধন করিলাম, হরিজগতে আসিয়া সার সাধন কবে করিব? যোগসাধন করিতে করিতে, কেবল সত্যটুকু রাখিব, আর সব ফেলে দেব। হরি হে, ধোঁয়া কোয়াশা সব দূর ক'রে দাও, আকাশ পরিষ্কার কর। আন্দাজে আর যেন ধর্ম্ম করিতে না হয়। ঠিক জায়গায় বসাইয়া দাও। বুঝিতে পারিব, ঠিক জায়গা বটে। হাত দিয়া বুঝিতে পারিব, ঠিক ধ্যানভূমি বটে। পিতঃ, তুমি সত্যবান্। তোমার পুত্রেরা সত্যবান্, কন্যারা সত্যবতী হউক। স্বর্গও কল্পনা, অনুমান করিব না। পরিষ্কৃত সার সত্য দেখিতে দাও। অসার অভিলষিত স্বর্গ দেখিতে দিও না। সত্য সত্য এই ব্রহ্মধন সারধন বুঝিয়া লইব। ব্রহ্মবস্তু, সুন্দরতম

তোমাকে হৃদয়ে রাখিয়া, সার সৌন্দর্য্য দেখিব। অসার সব বিলীন হবে। সূর্য্য উঠিয়া আলো হইলে যেমন কোয়াশা যায়, তেমনি অসারগুলো সব যাবে। হে ঈশ্বর, অসার ধর্ম্ম তোমার প্রসাদে দূর করিয়া, সার ধর্ম্ম করি। সার বলিতে দাও, করিতে দাও। অসার জিনিষ তাড়াইয়া দাও, আর প্রাণরত্ন, তুমি সার বস্তু হও। বুকে করি তোমায়। তোমার চরণ স্পর্শ করি। সার তুমি। চারিদিক্ সার। আমিও সার হইলাম। সংসার অসার। স্ত্রীপুত্র পরিবার কেবল মায়ার ফাঁকি। সার স্ত্রী পুত্র পরিবার, ভাই ভগিনী, পিতা মাতা, বাড়ী ঘর দেখাইয়া দাও। মায়া, দূর হও। প্রেমময়, তোমার বাড়ীতে যা কিছু অসার আছে, ফেলিয়া দাও। সার বাড়ী, সার স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, সার বন্ধু, সব সার। মন আমার, বাঁশী বাজাও। দাউদের সঙ্গে মিশে সারাৎসারের গুণ গান কর। অসার হস্ত পদ, বাড়ী, পরিবার, সব দূর হও। আমার দয়াময়ি মা, তুমি যেমন সারাৎসার, তেমনি সকলি সার হউক। মা, তোমার সন্তান যেন আর অসারের দাস হ'য়ে না থাকে। হে মঙ্গলময়ি, দয়া ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা অসার বিদায় করিয়া দিয়া, সাররত্ন সারাৎসার যে তুমি, তোমাকে সার বলিয়া সাধন করিয়া, জীবনকে কৃতার্থ করি; মা, তুমি এই অনুগ্রহ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

পুণ্য-ভিক্ষা

(কমলকুটীর, সোমবার, ৩০শে কার্ত্তিক, ১৮০৩ শক ;
১৪ই নবেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে ভগবন্, তুমি সেই, যাঁকে স্মরণ করিলে হৃদয় কম্পিত হয়। এখনো

অন্যায় করিব, পাপ করিব? হৃদয়ে কলঙ্করাশি রাখিব? সব দিক্ বেশ সুবিধা হইয়াছে, কল্যাণের রাজ্য বিস্তৃত হইতেছে; কিন্তু আমাদের হৃদয় মধ্যে অসুর-বিনাশ, শুদ্ধতার রাজ্যপ্রতিষ্ঠা, এ সব এখনো হইল না। পুণ্য না হইলে, সকলি বৃথা। দয়া ভক্তি জ্ঞান সব থাকিলেও, পুণ্য না থাকিলে, সব মিথ্যা। খোল বাজাইলে কি হইবে? নৃত্য করিলে কি হইবে? পরিব্রাজক্ হইয়া দেশে দেশে বেড়াইলে কি হইবে, পুণ্য যদি না হয়। আমরা তোমার কৃপায় বাহ্যিক পাপানুষ্ঠান হইতে বিরত হইয়াছি; কিন্তু ভিতর অবধি শুদ্ধ কি? তোমার অভিপ্রায় এই যে, যাদের তুমি ছুঁয়েছ, যে দেখিবে, বলিবে, সে নিশ্চয় খাঁটি। অপবিত্রতাকে তুমি অত্যন্ত ঘৃণা কর। তোমার সাধুদের হৃদয়ে স্বর্গ নৃত্য করে। তাঁদের হৃদয়ে স্বর্গের দেবদেবী সভা সাজাইয়া বসিয়া আছেন। তাঁদের কি পাপ থাকিতে পারে? পাপে সুখ আছে বলিয়া, মানুষ পাপ করে। শুদ্ধতার সুখ যে অনেক উচ্চদরের সুখ। তোমার ভারি তেজ। সেই তেজটা আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করাইয়া দাও, হৃদয় খাঁটি করিয়া দাও। হে পিতঃ, তোমার স্বর্গীয় বাতাস প্রেরণ কর। তোমার পবিত্র নিশ্বাস আমাদের ভিতর প্রবেশ করাও। হৃদয়ে সেই নিশ্বাস সঞ্চালিত হইয়া, সর্ব্বাঙ্গ পবিত্র হউক। পবিত্রতাকে আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা আদর করিতে দাও। সাধুতা অধিক যাঁহাদের, তাঁরা আমাদের মধ্যে উচ্চ আসন পাবেন, আমাদের নমস্কারের পাত্র হবেন। সকলের চেয়ে বড় যিনি, তিনি পবিত্র। আমাদের ভিতর পবিত্র জীবনের আদর্শ প্রস্তুত ক'রে দাও। আসল পবিত্রতা আমাদের ভিতর হইতে পারিতেছে না। অসার জিনিষের জন্য মানুষ সুখ্যাতি পাইয়া, শুদ্ধতার আদর করে না। জ্ঞান ভক্তি দয়া এ সব কিছুতে হবে না, পুণ্য চাই। মনুষ্যত্বের ভিতর দেবত্ব দেখাও। হে দয়াময়ি, হে মঙ্গলময়ি, দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা হৃদয়কে শুদ্ধ

ও খাঁটি করিয়া কৃতার্থ হই; মা, তুমি অনুগ্রহ ক'রে, এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

পুণ্যে সাহস

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ১লা অগ্রহায়ণ, ১৮০৩ শক;
১৫ই নবেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধো, অধমতারণ, তোমা হইতে হৃদয় যে বিচ্যুত হইবে, সে সম্ভাবনা কেন একেবারে বন্ধ করিয়া দাও না। তোমা হইতে অন্য সুখ চাব, ইহা তুমি কৃপা করিয়া বন্ধ করিয়া দাও। এখনও যদি অধর্ম্মের দ্বার খোলা রহিল, তবে এখনও পাপের সম্ভাবনা রহিল। যোগ ভক্তি এখনও কমিয়া যাইতে পারে, এখনও পাপ করিতে পারি। এই "পারি" কেন রহিল? কেন বলিতে পারি না যে, "পারি না?" হে ঈশ্বর, তোমার রাস্তা ছেড়ে এক চুল এ দিক ও দিক হইলে, শমন আসিয়া ধরিবে। তোমার সাধুদের সঙ্গে তোমার প্রেমের যোগ খুব হয়। তারাও তোমায় ছাড়ে না, তুমিও তাদের ছাড় না। হে দীনবন্ধো, সকলকে লইয়া তোমার রাজ্যে যাইতে হইবে, পৃথিবীতে নববিধান স্থাপন করিতে হইবে; এত কাজ রয়েছে, তবুও আমরা বলি, একটু একটু পাপ করিতে পারি। এখনও ভয় হয়, যদি পাপ করি, যদি রাগ করি, যদি লোভ হয়, যদি যোগ ভক্তি কমে যায়, যদি আশা উদ্যম যায়। হে হরি, তোমার সন্তানদের এখনও এসব ভয় রয়েছে। এখনও রিপুপরতন্ত্র, অবিশ্বাসী, নাস্তিক, স্বার্থপর হবার ভয়, তোমাকে ছেড়ে যাবার ভয়? হে জননি, নির্ভয় কর। তুমি ভয়ের রাজ্য দূর কর। আত্মাকে খুব সান্ত্বনা কর। কি ভয় পাপভয়ে? দয়াময়ি, আর

যেন ভয়ের রাস্তা না রাখি। আর যেন পাপ-সংসার-ভয়ে, যম-ভয়ে ভীত না হই। সাহসী হই। সাহস করিয়া যেন বলিতে পারি, আর কোন পাপ করিতে "পারি না।" এমনি সাহস দাও যে, কিছুতে টলিব না, পড়িব না। কোন ভয় যেন আমাদের বাড়ীতে না থাকে। এ সকল পাপ আমোদ জীবনে, বাড়ীতে, পরিবারে, সংসারে, পাড়াতে থাকিবে না। হে কৃপাময়ি, হে আনন্দময়ি, আমরা যেন তোমার চরণে শরণাগত হইয়া, সকল প্রকার পাপ দমন করিয়া, নির্ভয়ে পুণ্যশান্তির পথে বিচরণ করিতে পারি, মা, তুমি দয়া করিয়া এমন আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

হরির সংসার চিরকল্যাণপ্রদ

(কমলকুটীর, বুধবার, ২রা অগ্রহায়ণ, ১৮০৩ শক ;
১৬ই নবেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে দয়াসিন্ধো, তোমার সংসারে আছি, ঠিক যেন দুর্গের মধ্যে আছি। তোমার বাসস্থান ভক্তের পক্ষে নিরাপদ দুর্গ। সেখানে বাস করিলে, কোন প্রকার অকল্যাণ হয় না। সেখানে থাকিলে সাহস হয়, বীরত্ব হয়। তোমার বিশ্বাসী কিছুতে অবসন্ন হয় না; কিন্তু কর্ত্তব্য সাধন করে। সংসারের খাওয়া দাওয়া এক দিক, তোমার ধর্ম্মরাজ্য-স্থাপন এক দিক। যদি সংসারের দিক অন্ধকার হয়, তা হলেও কি আমরা স্বর্গরাজ্য-স্থাপনের দিকে উদাসীন হইব? তুমি বাহিরের সুখ সম্পদ দিলেই, কি কেবল তোমাকে বিশ্বাস করিব? যদি খাঁড়া দিয়া কাটিতে আস, সে খাঁড়া চুম্বন করিব। যদিও তুমি আমাকে বিনাশ কর, তথাপি তোমাকে বিশ্বাস করিব। সংসারে যদি নানা প্রকার গোলমাল হয়, একটুও যেন

তোমার প্রতি অবিশ্বাস না হয়। আনন্দে সকল অবস্থায় তোমার পূজা করিব। আহার-সম্বন্ধে, সংসার-সম্বন্ধে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক, এ কথা বলিতে হইবে। মানুষের ইচ্ছা ত—সুখ পায়, ভাল ক'রে সংসার চালায়; কিন্তু মানুষের ইচ্ছামত সুখ কি পায়? এই পরিবার কয়টির ভার তুমি লও, তুমি চালাও। এত দিন যে বন্দোবস্ত ছিল, তাহাও থাকিবে না; যা কিছু সংসার-সম্বন্ধে উপায় ছিল, তা বন্ধ হইল। কিন্তু যা যাবে যাক্, তুমি ত যাবে না; তুমি ত ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার বারি। অর্থের হানি, পরিবারের কষ্ট, এ সকলে কি মনের চৈতন্য হারাতে পারি? আমাদের পৃথিবীতে থাকা পরের সেবা করিবার জন্য, নিজের সেবার জন্য নয়। সব যদি যায়, হরিনাম সম্বল ঠিক রহিল। সংসার পরিবার কে জানে? হরিনাম সম্বল, সার, এ বিশ্বাস যাবে না। তুমি যখন ভার লইয়াছ, উপায় করিয়া দেবে। অন্ধকার পরীক্ষা আসে, উপায় উদ্ভাবন করিয়া দিবার জন্য। হে দীনবন্ধো, এই বিশেষ প্রার্থনা, এই পরিবারের কয়টি লোকের উপর তোমার মঙ্গল বর্ষিত হউক। পরিবার দেখিতে, তত্ত্ব লইতে তুমি আসিবে। এ জন্য এই বিশেষ সময়ে এই নিবেদন, হে হরি, যদি আস্তে আস্তে সকল উপায়গুলি গেল, তবে তোমার মুখ দেখিয়া যেন সকল ক্ষতি পূরণ হয়, মা, তুমি অনুগ্রহ করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

হরিপ্রেম পরীক্ষায় অটল

(কমলকুটীর, বৃহস্পতিবার, ৩রা অগ্রহায়ণ, ১৮০৩ শক;
১৭ই নবেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে প্রেমসিন্ধো, হে আশ্চর্য্য করুণা, তোমার কাছে আমরা আর কি

ভিক্ষা করিব? যেমন রেখেছ, চিরদিন তোমার আশ্রয়ে, তেমনি রাখ, চিরদিন তোমার আশ্রয়ে। আমরা অনেক অবস্থায় তোমাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, বুঝিলাম যে, তুমি দয়াময় বটে। এমন পিতা, মাতা, বন্ধু, দৈনিক সহায়, শাস্ত্র, ক্ষুধার অন্ন, পিপাসার বারি পাইলাম, তবে যেন আর পাপ না করি, অন্য দিকে না যাই। আমাদের সৌভাগ্য এই যে, আমরা বলিতে পারিব, আমরা তোমাকে পাইয়াছি, জানিয়াছি। দেহ-মধ্যে বার বার প্রমাণ পাইয়াছি যে, তুমি কল্যাণ সাধন করিতেছ, দেহ-মন্দিরে তুমি জাগ্রত দেবতা হইয়া আছ। পরিবারের মধ্যে সংসারের অনেক বিপদ দুঃখ কষ্ট, জানি। তুমি এই গৃহের গৃহলক্ষ্মী, তুমি আছ ব'লে সব অকল্যাণ বিপদ কেটে যায়। অন্ধকার, অকল্যাণ, শোক, দুঃখে তুমি মা হ'য়ে কল্যাণ সাধন করিতেছ। যখন যা দরকার, দিয়াছ, ও পাদপদ্মে অকল্যাণ থাকে না। যে জন তোমার আশ্রয় লয়, তার কি অকল্যাণ হয়? অন্তরালে মা হইয়া বসিয়া, যা যখন করিবার দরকার, করিতেছ; অপরূপ প্রণালীতে সংসারের কার্য্য সম্পন্ন করিতেছ। ঘরের ভিতরে, বাহিরে, সামাজিক বিষয়ে, ধর্ম্মসম্বন্ধে অনেক বিপদ এলো বটে, কিন্তু তুমি রক্ষা করিতেছ। পাখী যেমন পক্ষপুটের নীচে আপন ছানাকে বাচায়, তেমনি আমাদের ধর্ম্মমন্দির রক্ষা করিয়াছ। তোমার সুকোমল শিশু-বিধানকে তুমি পৃথিবীর দুর্দ্দান্ত রিপুকুল মধ্যে জননী হইয়া রক্ষা করিতেছ। তুমি পরীক্ষিত হয়েছ অনেকবার। আরো দয়ার পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত আছ। তোমার প্রেম অচল অটল, তোমার পরীক্ষা দিবার ভয় কি? দেহে, সংসারে, সমাজে তিন স্থানে তোমার দয়ার পরীক্ষা স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। তুমি মা হ'য়ে পরীক্ষা দিতেছ, তবে আর কেন অবিশ্বাসী হই; আমরা তোমার ঘরে বড় সুখে আছি। তুমি আমাদের ধর্ম্মের, সংসারের বন্দোবস্ত বেশ করিয়া দিয়াছ, কোন দিকে অভাব থাকিতে

দিলে না। এখন যদি আমরা পাপে মরি, সে আমাদের দোষে। তোমার চরণতলে পড়িয়া সুখে স্বচ্ছন্দে এত দিন কাটাইলাম, তেমনি যেন তোমার চরণে চিরকাল থাকিতে পারি। হে দয়াময়ি, দয়া ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন তোমার শ্রীচরণতলে চিরকাল থাকিয়া, সুখে স্বচ্ছন্দে কাটাই ; মা, তুমি অনুগ্রহ ক'রে এই প্রার্থনা পূর্ণ কর। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

জন্মদিনে বৈরাগ্যভিক্ষা

(কমলকুটীর, শনিবার, ৫ই অগ্রহায়ণ, ১৮০৩ শক ;
১৯শে নবেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে পিতঃ, হে দয়াসিন্ধু হরি, জীবনে যেমন বয়স বাড়িয়া জীবন ক্ষয় হইবে, অনন্ত কাল মধ্যে সেইরূপ আমাদের বয়স বাড়িবে। এক এক বৎসর যাইতেছে, কালের ঘণ্টা বাজিতেছে। কেউ বলে, বয়স বাড়িতেছে ; কেউ বলে, কমিতেছে। প্রথম দিক দিয়া ধরিলে কমিতেছে ; শেষ দিক দিয়া ধরিলে বাড়িতেছে। মানুষ বলে, বয়স বাড়িতেছে, বালক যুবা হইতেছে, যুবা বৃদ্ধ হইতেছে ; মানুষ আক্ষেপ করে যে, এত শীঘ্র শীঘ্র আয়ু ফুরাইতেছে, শেষের দিন এত শীঘ্র নিকটে আসিতেছে। কিন্তু বৃদ্ধি হ্রাস তোমার সম্বন্ধে কিছুই না। তুমি বৃদ্ধিও মান না, হ্রাসও মান না। সাধুতার বৃদ্ধিই তুমি চাও। আমাদের জীবন যেন বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে গণনা না করি। মৃত্যুর দিকে যাইতেছি কিনা, আমরা ভাবিব না। স্বর্গের দিকে যাইতেছি কিনা, তাহাই আমাদিগকে ভাবিতে দাও। ছিলাম মাতৃগর্ভে, যাইতেছি সেই অনন্তকাল-সমুদ্রের দিকে। যেখানে সংসার নাই, কিছু নাই, সেই বৈরাগ্য-সমুদ্রের দিকে যাইতেছি। অতএব শরীরকে বৈরাগী কর। জীবনের নৌকায় চড়িয়া, আনন্দ-সমুদ্রের উপর দিয়া

যাইতেছি। এক বৎসর গেল, এক ঘাট ছাড়িলাম। আর এক বৎসর গেল, আর এক ঘাট ছাড়িলাম। যাইতেছি সেই স্থানে, যেখানে অশরীরী আত্মা তোমার সঙ্গে মিশিবে। অতএব বৈরাগী কর। বৈরাগ্যের জীবন দাও। বয়সের ঘড়ি বেজে গেল, জন্মোৎসব স্মরণ করিয়া দিতেছে যে—"তোমার শরীর আছে, থাকিবে না, তুমি যোগী ঋষি। ঋষির আশ্রম যেখানে, সেখানে যাবার জন্য প্রস্তুত হও। আয়ুর্বৃদ্ধিকে স্বর্গীয় পরমান্ন-ভোজনের জন্য প্রস্তুত হবার দিন মনে কর।" আয়ুর্বৃদ্ধির সঙ্গে এক ঘাট ছাড়িয়া আর এক ঘাটে চলিলাম; বর্ষ হইতে বর্ষান্তরে, লোক হইতে লোকান্তরে অবস্থা হইতে অবস্থান্তরে চলিলাম। এক জন্ম শেষ হইল, আর এক জন্মে চলিলাম। এক লোক হইতে লোকান্তর প্রাপ্ত হইল। আজ ভিন্ন বৎসর, ভিন্ন জন্ম, ভিন্ন জীবন। এ সকল কথা শরীর সম্বন্ধে নয়, আমরা নববিধানের রথে চড়িয়া সুখের রাজ্যের দিকে, অনন্ত পুণ্যধামের দিকে, স্বর্গের দিকে চলিয়া যাইতেছি। অতএব যিনি পরমান্ন ভোজন করিবেন, মনে করিবেন, যোগ বৈরাগ্য পুণ্যের পরমান্ন ভোজন করিবেন, ইহা তার নিদর্শন। এই বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে শরীরবিহীন হইয়া যাই। এক এক জন্মদিনে শরীর ভস্ম হইয়া যাক। সেই বৈরাগ্যের ভস্মে আত্মাকে ভূষিত করিয়া, অনন্ত পুণ্যধামের দিকে চলিয়া যাইব, এমন আশীর্ব্বাদ কর। আমরা শরীরের বৃদ্ধি ভাবিব না। আমরা সেই সুখের রাজ্যের কথা ভাবিব। আমরা এই জীবন থাকিতে থাকিতে, এমন জীবন সঞ্চয় করি, যে জীবনের ক্ষয় নাই। হে আত্মন্, তোমার জীবন বৃদ্ধি হউক। তুমি অশরীরী হও। তোমার ঈশ্বর তোমাকে এই আশীর্ব্বাদ করুন, যেন এই পৃথিবীতে থাকিতে থাকিতে, তুমি শরীর-বিহীন হও। যারা অমর, তারা আর মৃত্যুর দিন গণনা করে না। স্বর্গ তাদের চক্ষে, স্বর্গ তাদের বক্ষে, স্বর্গ তাদের হৃদয়ে। হরি, তুমি আমার বয়স, তুমি

আমার বাল্য, তুমি আমার যৌবন, তুমি আমার বার্দ্ধক্য, তুমি আমার ইহকাল, তুমি আমার পরকাল; অতএব তুমি আমার বয়সের সাগর। আমার মৃত্যু নাই, জীবনের ক্ষয় নাই, ইহা মনে করিব। হে মাতঃ, দয়া ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে অশরীরী আত্মা হ'য়ে, তোমার সঙ্গে থাকিতে পারি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

গৃহলক্ষ্মী

(কমলকুটীর, ভাণ্ডারপ্রতিষ্ঠা, রবিবার, ৬ই অগ্রহায়ণ, ১৮০৩ শক; ২০শে নবেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে পরমপিতঃ, হে মঙ্গলনিধান, তুমি কোথায় থাক? তোমার বাসস্থান কোথায়? তোমাকে যখন য়িহুদীরাজ মুষা জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো, তোমার নাম কি? তুমি বলিলে, "আমি আছি" এই আমার নাম। যখন হিন্দু তোমার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি বলিলে, আমি গৃহলক্ষ্মী, সন্তানের গৃহে আমি থাকি। তোমার নাম ধাম নাই, তুমি আছ, এই তোমার নাম। ঠাকুর আছেন। ঠাকুর, পুত্রের বাড়ী দেবালয় বা মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া কি হইবে? তোমার যথার্থ ঘর মনুষ্যের ঘর। তোমার সন্তানকে তুমি ঘর প্রস্তুত করিবার টাকা কড়ি দাও, প্রস্তুত হইলে সেখানে আসিয়া বাস কর। আত্মা জিজ্ঞাসা করে, "হে পরমাত্মন্, তোমার সংসার কৈ?" পরমাত্মা বলেন, "সন্তান, তোমার সংসার আমার সংসার।" ঘরের লক্ষ্মীর জন্য বাহিরে গিয়া কে মন্দির নির্ম্মাণ করিবে? তোমার মন্দির গৃহে, যেখানে সংসারের কার্য্য হয়, যেখানে স্ত্রীপুরুষ মিলিয়া সংসারের রীতি নীতি শৃঙ্খলা স্থাপিত করে। হে দয়াময়ি, আমাদের ঘর তোমার ঘর। কত

নিকট হইলে তুমি। আকাশ ছাড়িলে কেন তুমি, বড় বড় মন্দির ছাড়িলে কেন? সেই যে গরিব দুঃখী গৃহস্থ, তার সঙ্গে থাকিবে বলিয়া। পুত্র-বৎসলা, কন্যাবৎসলা তুমি। তুমি আকাশ লইয়া কি করিবে? ছেলে কাঁদিলে যাঁর স্তনে ঝর্ ঝর্ করিয়া দুগ্ধ আসে, তাঁর কি আকাশ লইয়া খেলা পোষায়? সেজন্য তুমি বলিলে, লক্ষ্মীর প্রেম প্রকাশ হবার মন্দির হউক মানুষের গৃহ। মানুষ বিবাহ করিয়া গৃহস্থ হইল, অমনি লক্ষ্মী আসিলেন। মানুষের সন্তান হইল, অমনি লক্ষ্মী আসিলেন। মানুষ টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিল, অমনি লক্ষ্মী আসিলেন। লক্ষ্মী আসিয়া শিশু পালন করেন। মা, তোমার স্বতন্ত্র ঘর হইল না। সন্তানের ঘরই তোমার ঘর হইল। তুমি বলিলে, ছেলেকে ছাড়িয়া আমি আকাশে বসিয়া থাকিব, তা হ'বে না। ছেলে মেয়েকে কে দেখিবে? কে তাদের কথা ভাবিবে? মার বাড়ী কোথায়? সব ছেলেদের গৃহদ্বার খুলিয়া গেল, অমনি দেখা গেল, মা লক্ষ্মী ব'সে আছেন। জয় জয়, মা লক্ষ্মীর জয়, লক্ষ লক্ষ শঙ্খধ্বনি হইয়া পৃথিবীতে লক্ষ্মীর আগমন ঘোষণা হইল। লক্ষ্মীকে আর কোথাও পাওয়া যায় না, কেবল সংসারের ভিতর। তুমি ছেলের সেবা করিতে লাগিলে। তুমি ঘরের লক্ষ্মী, স্বতন্ত্র বাড়ীতে থাকিতে পারিলে না। ছেলের ঘরে আসিয়া বসিলে। তাই শ্রীমদ্ভাগবত আজ বলিলেন, তীর্থ হইতে আসিয়া, মা লক্ষ্মী গৃহস্থের সংসারে বসিয়াছেন। যেখানে গৃহের কার্য্য হইতেছে, মা, সেখানে তুমি। আশ্চর্য্য প্রেম তোমার। ভোর না হইতে হইতে, লক্ষ্মী ছেলের সংসার গুছাইয়া দিতে আসিতেছেন। তুমি চারিদিকে ঘুরিতেছ, কার সাধ্য অকল্যাণ করে। তুমি ছুঁইয়া সব শুদ্ধ কর, মানুষ সেগুলোকে অপবিত্র করে। * * *

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ!

মাকে ভালবাসিব

(কমলকুটীর, সোমবার, ৭ই অগ্রহায়ণ, ১৮০৩ শক ;
২১শে নবেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে নিত্যানন্দ, ভক্তিবিহীন মনে বড় কষ্ট। তোমাকে অন্তরের সহিত ভালবাসিব, এমন উপায় কি নাই? তোমাকে ভালবাসিতে শিখিলাম না। মা ব'লে যে তোমাকে অন্তরের প্রেম দিতে পারিলাম না। পৃথিবীর সুখ এত বড় হ'ল যে, তোমার চেয়ে তাদের অধিক ভালবাসি। জঘন্য কুটিল মনের প্রেম, অপবিত্র পৃথিবীর অপবিত্র আমোদ মনের অনুরাগ আকর্ষণ করিল। হে প্রিয় পরমেশ্বর, ভালবাসিবার ক্ষমতা দাও। তুমি হও ফুলের মধু। শ্রীবৃন্দাবনের মত হও। তুমি পিতা হও, মাতা হও, বন্ধু হও, স্বামী হও, খুব প্রিয় হও, আত্মীয় হও। আমরা একবার মনের সহিত তোমাকে ভালবাসিয়া সুখী হই। এ রকম শুষ্ক অবস্থা ভাল নয়। তুমি অত্যন্ত প্রেমের বস্তু। ঘরের লক্ষ্মী কাছে এসে ব'স। মন প্রেমে উথলিয়া উঠুক। পৃথিবীর সকলের চেয়ে তোমাকে ভালবাসিব। প্রাণটা প্রেমে ডুবাও। তোমার ছেলেগুলিকে তোমার প্রেমে বদ্ধ কর। তোমাকে যদি তাহারা না ভালবাসে, তা হ'লে তাদের সব যাবে। তোমার ছেলেরা তোমাকে একটু একটু ডেকে সমস্ত দিন কাজে ব্যস্ত থাকে। সে রকম মত্ততা দেখি না। প্রেমে মুগ্ধ হ'য়ে পড়ে আছে, এমন দুই পাঁচটা ভক্ত দেখাও। বৃন্দাবনে তোমাকে লইয়া খেলা করিব। তুমি কৃপা করিয়া কমলকুটীরে তোমার প্রেমের লীলা দেখাও। এই বাড়ীতে তোমার আশ্চর্য্য স্নেহের লীলা দেখে শ্রীবৃন্দাবন হবে। হে দয়াময়ি, মার রাজ্য স্থাপন কর, আমাদের ভিতর। আমরা সব ছেড়ে তোমাকে নিয়ে থাকিব, হে মাতঃ বিশ্বজননি, একবার দয়া ক'রে আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর। [মো—] শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !

শুদ্ধ দল

(কমলকুটীর, মঙ্গলবার, ৮ই অগ্রহায়ণ, ১৮০৩ শক ;
২২শে নবেম্বর, ১৮৮১ খৃঃ)

হে দীনজনপ্রতিপালক, উত্তম উত্তম সাধু, মহর্ষি, জিতেন্দ্রিয়, সচ্চরিত্র ব্রহ্মভক্ত আমাদের মধ্যে প্রস্তুত কর। চরিত্রের নির্ম্মল জ্যোতি ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে প্রবিষ্ট কর। হে পরমেশ্বর, মত হইতে চরিত্র বড়, বিদ্যা বুদ্ধি হইতে চরিত্র বড় ; সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ চরিত্র। ইহা তুমি আমাদিগকে জানিতে দাও। আমরা অনেক সময় তোমাকে লইয়া আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু মনে ভয় হয় যে, পাপকলুষিত অঙ্গ লইয়া আনন্দিত হইয়াছি। পাপ করে লোকে সুখের জন্য। আমরা কেন পাপ করিব? আমরা কি বিলক্ষণ সুখ তোমার কাছে পাই নাই? তুমি পরীক্ষা দ্বারা বুঝাইয়া দিতেছ, জীবন শুদ্ধ করিতে এখনও আমাদের অনেক বিলম্ব। যত দিন না শুদ্ধচরিত্র সাধু আমাদের মধ্যে প্রস্তুত হইবেন, তত দিন আমাদের দলের গৌরব হইবে না। আমাদের ভিতর কয়েকটি সাধু সাধ্বী প্রস্তুত কর, যাঁদের দেখিলে আমাদের মনে পাপ থাকিবে না। তুমি দল প্রস্তুত করিলে যখন, তখন তোমার অভিপ্রায় আছে, যে চরিত্রের নির্ম্মলতা নিজের নাই, অন্যের জীবন দেখিয়া তাহা লাভ করিব। পরস্পরের সঙ্গ পাইয়া ভাল হইব। তোমার রাজ্যে পরস্পরকে দর্শন করিয়া আমরা শুদ্ধ হইব। ভক্তের মন্দ দিক থাকিলই বা, সে দিক আমরা দেখিব না। কেবল ভাল দিক দেখিয়া ভাল হইব। দয়াময়, তোমার দল করিবার অভিপ্রায় পূর্ণ কর। শুদ্ধ দল প্রস্তুত কর। তোমার অভিপ্রায় ছিল, যোগিদল, যোগিনীদল প্রস্তুত করিবে, যারা ধর্ম্মেতে জীবন শেষ করিবে। পাড়ার স্ত্রী পুরুষেরা বেদ পাঠ করিবে, শ্রীমদ্ভাগবত পড়িবে,

ধ্যান করিবে, সাধন করিবে। সাধু কর, দয়াময়। এদের মনে কুচিন্তা, রাগ, লোভ, পাপ আসিবে না। আমরা যেন পরস্পরের শাসনে শাসিত হই। একটা কুভাব এই পাড়ার লোকের ভিতর কোন মতে আসিতে পারিবে না। এই পাড়ার লোকদের এমন কর যে, দেখিলেই বুঝিতে পারা যাইবে, ব্রহ্মসন্তান। পুণ্যের মত, ধর্ম্মের মত জিনিষ কিছু নাই ; অতএব পুণ্য দাও, শুদ্ধ কর, খুব দণ্ড দাও। অনুতাপ করিয়া খাঁটি হই। সকলের ভিতর পুণ্য লুক্কায়িত আছে। দয়াময়, দয়া ক'রে এমন আশীর্ব্বাদ কর, যেন আমরা সাধন-বলে, তোমার নামের বলে, হৃদয়ের ভিতর হইতে সেই পুণ্যধন বাহির করিয়া, সাধন ও সম্ভোগ করি। [মো—]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ !